বিনয়পিটকে

চূলবর্গ

শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির
মেরাংলোয়া সীমা বিহার
রামু, কক্সবাজার

বিনয়পিটকে

চূলবর্গ

লেখক ঃ
শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির
(অধ্যক্ষ)
মেরাংলোয়া সীমা বিহার
রাম, কক্সবাজার

প্রুফ সংশোধনে
শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথের

কম্পিউটার কম্পোজ

শ্রীমৎ সৌর জগত ভিক্ষু
শ্রীমৎ দেবানন্দ ভিক্ষু
শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

২৫৪৩ বুদ্ধাব্দ
২১ শে মাঘ / ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
৩ রা ফেব্রুয়ারী / ২০০০ খৃষ্টাব্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূচিপত্র

১- কর্মস্কন্ধ
১- তর্জণীয় কর্ম
১। তর্জণীয় কর্মের প্রাথমিক কথা ১৬
(তর্জণীয় কর্মে দণ্ডদানের নিয়ম) ১৭
অধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধি বহির্ভূত তর্জণীয় কর্ম) ১৮
ধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধি সম্মত তর্জণীয় কর্ম) ১৯
আকঙ্ক্ষ্যমান ষষ্টক (তর্জণীয় কর্মের যোগ্য ব্যক্তি) ২০
অষ্টাদশ ব্রত (তর্জণীয় কর্মে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য) ২১
অনুপশমণীয় বিষয়ে অষ্টাদশ ২২
উপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ ২২
নির্যশ কর্ম ২৩
দণ্ডদানের নিয়ম ২৪
বিধি বহির্ভূত নির্যশ দণ্ড ২৪
বিধি সম্মত নির্যশ দণ্ড ২৪
নির্যশ দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি ২৫
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য ২৫
দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি ২৬
দণ্ড উপশম করার নিয়ম ২৬
প্রব্রাজনীয় কর্ম ২৭
দণ্ড দানের নিয়ম ৩৩
বিধি বহির্ভূত প্রব্রাজনীয় কর্ম ৩৪
বিধি সম্মত প্রব্রাজনীয় কর্ম ৩৪
প্রব্রাজনীয় কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি ৩৪
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য ৩৬
দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি ৩৭
দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি ৩৮
দণ্ড উপশম করার নিয়ম ৩৮
প্রতিস্মরণীয় কর্ম ৩৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দণ্ড দানের নিয়ম ৪১
বিধি বহিভূত প্রতিস্মরণীয় কর্ম.. ৪২
প্রতিস্মরণীয় দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি ৪৩
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য.. ৪৩
অনুদূত দানের নিয়ম.. ৪৪
দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি ৪৫
দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি ৪৫
দণ্ড উপশম করার নিয়ম ৪৬
আপত্তি দর্শন না করায় উৎক্ষেপনীয় কর্ম ৪৬
দণ্ড দানরে নিয়ম ৪৭
বিধি বহির্ভূত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম ৪৭
ধর্ম সম্মত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম.. ৪৭
আপত্তি অদর্শন হেতু উৎক্ষেপনীয় কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি ৪৮
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য ৪৮
দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি ৪৯
দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি ৫১
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য.. ৫৩
পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে ধর্মতঃ প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দণ্ড পর্ব.. ৫৭
পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ৬ষ্ঠক পর্ব.. ৫৯
দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি ৬১
দণ্ড রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি ৬১
দণ্ড রহিত করার নিয়ম ৬১
২- পারিবাসিক স্কন্ধ
পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য
[স্থান-শ্রাবস্তী] ৬৩
(১) প্রারম্ভিক কথা-.. ৬৩
পারিবাসিকের ব্রত ৬৪
পরিবাসে গননীয় এবং অগননীয় রাত্রি.. ৬৯
পরিবাস নিক্ষেপ (স্থগিত) করা ৭০
পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করা ৭০
মূলেপ্রতিকর্ষণ দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য ৭০
মানত্ব দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য.. ৭১
মানত্বচারিক ভিক্ষুর কর্তব্য ৭২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আহ্বানার্হ ভিক্ষুর কর্তব্য ৭২
৩-সমুচ্চয় স্কন্ধ
শুক্রপাতের দণ্ড
[স্থান-শ্রাবস্তী] ৭৪
ক- (১) ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত ৭৪
ক-(২) আহ্বান ৭৫
খ- (১) একরাত্রির জন্য পরিবাস ব্রত ৭৬
(২) ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত ৭৭
(৩) আহ্বান ৭৮
গ- (১) দুই.....পাঁচ রাত্রির জন্য পরিবাস ৭৯
(৪) তিনটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রির মানত্ব ব্রত ৮৪
(৫) মানত্ব ব্রত পূরণের সময় পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রি মানত্ব ৮৫
(৬) মানত্ব ব্রত পূরণের পর পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় পুনঃ মূলে প্রতিকর্ষণ করে মানত্ব দান ৮৬
(৭) মানত্ব ব্রত পূরণ করার পর আহ্বান ৮৬
ঘ (১) পক্ষকাল পরিবাস ৮৮
(২) পুনঃ পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন উক্ত অপরাধের জন্য মূলে প্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস ৮৮
(৩) পুনঃ উক্ত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস ৯০
(৪) মানত্ব দানের পর পুনরায় সমবধান পরিবাস দান ৯০
(৫) পুনরায় সমবধান পরিবাস ও মানত্ব দান ৯১
(৬) মানত্ব পূরণের পর আহ্বান ৯১
পরিবাস
(১) বহু দিবস গোপিত বহু স ঘাদিশেষ অপরাধের গোপিত দিবসানুসারে পরিবাস ৯২
(২) শুদ্ধান্ত পরিবাস ১০২
(৩) শুদ্ধান্ত পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি ১০৩
(৪) পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি ১০৩
(১) অন্তিম পরিবাস ১০৪
(২) মূলেপ্রতিকর্ষণ ১০৫
(৩) মানত্ব ১০৫
(৪) মানত্বাচরণ ১০৬

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) আহ্বান ১০৬
পরিবাসের সময় অপরাধ করে পুনঃ পরিবাস দান ১০৭
ক-পরিবাস দান- (১) মূলেপ্রতিকর্ষণ ১০৭
(২) মানত্বের যোগ্য ১০৮
(৩) মানত্বচারিক ১০৮
(৪) আহ্বান ১০৮
খ- মানত্ব (১) গৃহী হইয়া যায় ১০৮
(২) শ্রামণের হয় ১১২
(৩) উন্মাদ হয় ১১৬
(৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় ১২০
মূলেপ্রতিকর্ষণে পরিশুদ্ধি ১২৮
(২) শ্রামণের হয় ১৩১
(৩) পাগল হয় ১৩১
(৪) বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয় ১৩১
(৫) বেদনার্ত্ত হয় ১৩১
খ মানত্ত (১) গৃহস্থ হয় ১৩২
গ. মানত্ত পালন:- ১৩২
(১) গৃহস্থ হয় ১৩২
ঘ আহ্বান যোগ্য- ১৩২
(১) গৃহস্থ হয় ১৩২
ঙ পরিমাণ ও অপরিমাণ ১৩২
(১) গৃহস্থ হয় ১৩২
চ- দুই ভিক্ষুর অপরাধ ১৩২
ছ- দুইজন ভিক্ষুর ধারণা- ১৩৩
অবিশুদ্ধ ভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ ১৩৪
বিশুদ্ধভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ ১৪০
৪-শমথ স্কন্ধ ১৫২
ধর্মবাদী ও অধর্মবাদী ১৫২
[স্থান-শ্রাবস্তী] ১৫২
স্মৃতি বিনয় আদি ষড়বিধ বিনয় ১৫৫
(১) স্মৃতি বিনয় ১৫৫
[স্থান-রাজগৃহ] ১৫৫
(৩) প্রতিজ্ঞাত করুণ ১৬৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) য়দ্ভুয়সিক ১৬৭
(৫) তৎপাপীয়সিক ১৬৮
(৬) তৃণাচ্ছাদন ১৭১
চতুর্বিধ অধিকরন, তার মূল, ভেদ, নামকরন ও উপশম ১৭৩
(১) অধিকরন সমূহের বিভিন্নতা ১৭৪
(২) অধিকরণের মূল ১৭৫
(৩) অধিকরণের পার্থক্যতা ১৭৮
(৪) বিবাদাদির সংঘে অধিকরণ সমূহের সম্বন্ধ ১৮০
(৫) অধিকরণ সমূহের মীমাংসা ১৮২
স্মৃতি বিনয় দানের প্রণালী- ১৯০
স্মৃতি বিনয়- ১৯১
৫-ক্ষুদ্র বস্তু স্কন্ধ ১৯৬
স্নান, প্রলেপ, গীত, আম খাওয়া, সর্প হতে রক্ষা, লিঙ্গচ্ছেদন পাত্র-চীবর ও স্থূলী ইত্যাদি ১৯৬
[স্থান- রাজগৃহ] ১৯৬
(১) স্নান ১৯৬
(৩) কেশ, চিরুনি, দর্পন আদি- ২০০
(৪) লেপ, মালিশ আদি ২০১
(৫) নৃত্য গীত ২০১
(৬) সখের বস্ত্র ২০২
(৭) আম খাওয়া ২০২
(৮) সর্প হইতে রক্ষার উপায় ২০৩
(৯) লিঙ্গচ্ছেদন ২০৪
(১০) পাত্র ২০৪
(১১) চীবর ২০৯
(১২) শস্ত্র ইত্যাদি ২১০
(১৩) চীবর সেলাই করবার সামগ্রী ২১১
(স্নান- বৈশালী) ২১৪
(১৫) জল ছাঁকনি ২১৪
বিহার নির্মাণ ২১৫
(১) নব কর্ম (গৃহ প্রস্তুতের কার্য) ২১৫
(২) চংক্রমন এবং স্নান ঘর গৃহ ২১৬
(৩) কোষ্ঠক ২১৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) জল রাখিবার স্থান...... ২২১
(৫) আসন ও শয্যা...... ২২৪
(৬) বড্ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করা...... ২২৫
স্থান-সুংসুমার গিরি...... ২২৮
(৭) বোধিরাজ কুমারের সৎকার...... ২২৮
(৮) বিস্তারিত বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন নিষেধ...... ২৩০
ব্যজনী, শিকা, ছাতা, দণ্ড, নখ কেশ ছেদনী কর্ণমলহরণী ও অঞ্জন দানি...... ২৩১
স্থান-শ্রাবস্তী...... ২৩১
(১) ঘট ও সম্মার্জ্জনী...... ২৩১
(২) ব্যজনী...... ২৩১
(৩) ছাতা...... ২৩২
(৪) শিকা ও দণ্ড...... ২৩৩
(৫) নখ কর্ত্তন করা...... ২৩৪
(৬) কেশ ছেদন করা...... ২৩৫
(৭) কর্ণমল হরণী কান খুস্কি...... ২৩৬
(৮) তাম্র এবং লৌহ ভাণ্ড...... ২৩৭
স ঘাটি, অযোগ্য পাট্টা, পাশক এবং বস্ত্র পরিধানের রীতি...... ২৩৭
(১) স ঘাটি...... ২৩৭
(২) অযোগ্য পাট্টা...... ২৩৭
(৩) কোমর বন্ধ...... ২৩৮
(৪) গুটি কাণ্ড পালক...... ২৩৯
(৫) চীবর পরিধানের নিয়ম...... ২৩৯
ভার বহন, দন্ত মার্জ্জন এবং অগ্নি ও পশু হইতে আত্ম রক্ষা করা...... ২৪০
(১) বহন করা...... ২৪০
(২) দন্ত মার্জ্জন...... ২৪০
(৩) অগ্নি হইতে আত্ম রক্ষা...... ২৪১
(৪) বৃক্ষে আরোহন করা...... ২৪১
(১) স্ব স্ব ভাষায় বুদ্ধ বচন...... ২৪২
(২) অযর্থাথ বিদ্যা শিক্ষা না করা...... ২৪২
(৩) হাঁচি আদি সম্বন্ধে মিথ্যা ধারনা...... ২৪৩
(৪) রসুন খাওয়া নিষেধ...... ২৪৩
প্রস্রাব খানা, পায়খানা, বৃক্ষ রোপন, বাসন চৌকি আদি সামগ্রী...... ২৪৪
(১) প্রস্রাব খানা...... ২৪৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) পায়খানা........২৪৪
(৩) বৃক্ষরোপন ইত্যাদি........২৪৭
(৪) লৌহ, কাষ্ঠ ও মৃৎ ভাণ্ড........২৪৮
(৬) শয়ন আসন স্কন্ধ........২৪৮
বিহার ও তাহার সামগ্রী........২৪৮
স্থান-রাজগৃহ........২৪৮
(১) রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার প্রস্তুত........২৪৮
(২) আগত এবং অনাগত ভিক্ষু সংঘকে শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার দান........২৫০
(৩) কবাট ও কবাটের সামগ্রী........২৫১
(৪) বাতায়ন........২৫১
(৫) মঞ্চ ও চৌকি আদি........২৫২
(৬) সুতা ও বিছানা ইত্যাদি........২৫৪
বিহারের রঙ এবং নানা রকমের গৃহ........২৫৬
(১) ভিত্তির রঙ........২৫৬
(২) ভিত্তি গাত্রে চিত্র........২৫৭
(৩) সোপান আদি........২৫৭
(৪) প্রকোষ্ঠ........২৫৮
(৫) অলিন্দ ও........২৫৯
(৬) উপস্থান শালা........২৫৯
(৭) পানীয় শালা........২৬০
(৮) বিহার........২৬১
(৯) পরিবেন........২৬১
(১০) আরাম........২৬৩
(১১) প্রাসাদের ছাদন........২৬৩
অনাথপিণ্ডদের দীক্ষা, নবকর্ম (নূতন গৃহ প্রস্তুত করা) অগ্রাসন ও অগ্রপিণ্ডদের যোগ্য লোক, তিত্তির জাতক, জেতবন গ্রহণ........২৬৩
[স্থান-বৈশালী]........২৬৮
(২) নব কর্ম........২৬৮
(৩) অগ্রাসন এবং অগ্রপিণ্ডলাভের যোগ্য ব্যক্তি........২৭০
(৪) তিত্তির জাতক........২৭১
(৫) অবন্দ্য........২৭২
(৬) বন্দ্য........২৭২
বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের অধিকার এবং আসন গ্রহণের নিয়ম........২৭২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের প্রণালী........২৭২
(২) মহার্ঘ শয্যা নিষিদ্ধ........২৭৩
স্থান-শ্রবস্তী........২৭৩
(৪) আসন দান এবং গ্রহণ........২৭৪
(৫) সংঘের বিহার........২৭৫
(৬) শয়নাসন গ্রাহাপক........২৭৭
(৭) এক ব্যক্তির দুইস্থান গ্রহণ নিষিদ্ধ........২৭৮
(৮) এক আসনে উপবেশন........২৭৮
বিহার এবং তাহার সামগ্রী প্রস্তুত করা, বন্টনযোগ্য দ্রব্য, দ্রব্য অন্যত্র লইয়া যাওয়া বা পরিবর্তন করা, সম্মার্জ্জন........২৮০
(১) সংঘের দ্রব্য........২৮০
(২) পঞ্চ অদাতব্য........২৮০
স্থান-কীটগিরি........২৮২
(৩) অবিভাজ্য........২৮২
(৪) নবকর্ম........২৮৩
(৫) বিহারের দ্রব্য স্থান চ্যুত করা........২৮৫
(৬) দ্রব্য পরিবর্তন........২৮৬
সংঘের ত্রয়োদশ জন কর্মচারী মনোনয়ন........২৮৭
স্থান-রাজগৃহ........২৮৭
(১) ভক্ত (গত) উদ্দেশক........২৮৭
(২) শয়নাসন নির্দিষ্টক........২৮৮
(৩) চীবর প্রতিগ্রাহক........২৮৯
(৪) ভাণ্ডাগারিক........২৮৯
(৫) চীবর ভাজক........২৯০
(৬) যবাগূ ভাজক........২৯০
(৭) ফল ভাজক........২৯১
(৮) খাদ্য ভাজক........২৯২
(৯) অল্প মাত্র বিসর্জ্জক........২৯২
(১০) শাটিক গ্রহাপক........২৯৩
(১১) পাত্র গ্রহাপক........২৯৩
(১২) আরামিক প্রেষক........২৯৪
(১৩) শ্রামণের প্রেষক........২৯৫
দেবদত্তের প্রব্রজ্যা, ঋদ্ধিলাভ ও সম্মান প্রাপ্তি........২৯৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থান-অনুপ্রিয়..২৯৫
(১) অনুরুদ্ধাদির সঙ্গে দেবদত্তের প্রব্রজ্যা..২৯৫
(২) উপালি ২৯৭
স্থান-কৌশাম্বী..২৯৯
(৩) দেবদত্তের লাভ সৎকার উৎপাদনে আগ্রহ.....................................২৯৯
(৪) দেবদত্তের কুবাসনার সঞ্চার...৩০০
(৫) পাঁচ প্রকার গুরু ৩০১
স্থান-রাজগৃহ...৩০৩
(৬) দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম...৩০৪
দেবদত্তের বিদ্রোহ..৩০৫
(১) পিতৃহত্যার নিয়োগ..৩০৫
(২) বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্ত তীরন্দাজ প্রেরণ ৩০৭
(৩) দেবদত্তের বুদ্ধের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ.......................................৩০৯
(৪) তথাগতের অকাল মৃত্যু হতে পারে না ৩০৯
(৫) বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্ত নালগিরি হস্তী প্রেরণ ৩১০
(৬) দেবদত্তের সম্মান হ্রাস ৩১১
(৭) সংঘভেদ করা ৩১২
(৮) সংঘ হইতে দেবদত্তের পৃথক হওয়া...৩১৪
(৯) দূতের গুণ ৩১৭
(১০) দেবদত্তের পতনের কারণ...৩১৭
(১) সংঘভেদ করতে পারে ৩১৮
(২) কি রূপে সংঘভেদ হয় ৩১৯
(৩) সংঘ সম্মেলনের ব্যাখ্যা...৩২০
নরকগামী অচিকিৎসা ব্যক্তি...৩২১
(১) সংঘভেদ করার অপরাধ...৩২১
(২) কিরূপ সংঘভেদক নরকগামী এবং অচিকিৎসা হয়...........................৩২১
(৮) ব্রত স্কন্ধ..৩২৪
আগন্তুক আবাসিক ও গামিকের কর্তব্য ৩২৪
স্থান-শ্রাবস্তী ৩২৪
(১) আগন্তুকের ব্রত ৩২৪
(২) আবাসিকের ব্রত ৩২৬
(৩) গামিকের গমনেচ্ছুকের ব্রত ৩২৭
ভোজন সম্বন্ধে নিয়ম...৩২৭

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) ভোজন অনুমোদন করা....৩২৭
(২) ভোজন সময়ের নিয়ম....৩২৮
ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কারী ও অরণ্য বাসীর ব্রত....৩৩১
(১) ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কারীর ব্রত....৩৩১
(২) অরণ্য বাসীর ব্রত....৩৩৩
আসন, স্নানঘর এবং পায়খানার ব্রত....৩৩৪
(১) শয়নাসনের ব্রত....৩৩৪
(২) স্নান গৃহের ব্রত....৩৪১
(৩) পায়খানার ব্রত....৩৪১
সহ বিহারী উপাধ্যায়, অন্তে বাসী আচার্যের কর্তব্য....৩৪৩
(১) সহ বিহারীর প্রতি ব্রত....৩৪৩
(২) উপাধ্যায় ব্রত....৩৪৪
(৩) অন্তেবাসীর ব্রত....৩৪৪
(৪) আচার্যের ব্রত....৩৪৪
(৯) প্রাতিমোক্ষ স্থগিত স্কন্ধ....৩৪৬
কাহার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা উচিত?....৩৪৭
স্থান-শ্রাবস্তী....৩৪৭
(২) বুদ্ধের ধর্মের অষ্ট অদ্ভূত গুণ....৩৪৮
(৪) ধর্ম বিরুদ্ধ এবং ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা....৩৫১
(১) ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা....৩৫২
(২) ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা....৩৫৫
৩-ক পারাজিক দোষে দোষী পরিষদে উপবিষ্ট থাকে....৩৫৬
অপরাধের বিচার এবং দোষারোপ....৩৬০
আত্মদান....৩৬০
(২) দোষারোপকের গুণ....৩৬২
ভিক্ষুণী স্কন্ধ....৩৬৫
স্থান:-কপিলাবস্তু....৩৬৫
স্থান- বৈশালী....৩৬৬
(১) নারীর ভিক্ষুণীত্ব লাভ....৩৬৬
(২) ভিক্ষুণীর আটগুরু....৩৬৭
(৩) ভিক্ষুণীর উপসম্পদা....৩৬৯
(৪) ভিক্ষুণীর ভিক্ষুকে অভিবাদন....৩৭০
(৫) ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সম ও অসম শিক্ষাপদ....৩৭০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) ধর্মের সার ৩৭১
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি, দোষ প্রতিকার, সংঘ কর্ম ৩৭১
(১) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি ৩৭১
(২) দোষের প্রতিকার ৩৭২
(৩) সংঘ কর্ম ৩৭৩
(৪) অধিকরণ উপশম (মীমাংসা) ৩৭৪
(৫) বিনয় শিক্ষা ৩৭৪
অশ্লীল পরিহাস ৩৭৪
স্থান-শ্রাবস্তী ৩৭৪
(২) ভিক্ষুকে সজল কর্দ্দম নিক্ষেপ...৩৭৫
ভিক্ষুণীকে নগ্ন দেহ প্রদর্শন ৩৭৫
(৪) ভিক্ষুকে নগ্ন দেহ প্রদর্শন...৩৭৬
উপদেশ শ্রবণ, দেহের শোভাবর্দ্ধন মৃত ভিক্ষুণীর দায় ভাগ ভিক্ষুকে পাত্র প্রদর্শন এবং ভিক্ষু হইতে ভোজন গ্রহণ ৩৭৬
(১) উপদেশ স্থগিত করা ৩৭৬
(২) উপদেশ শ্রবণে গমন ৩৭৭
(৩) ভিক্ষুর উপদেশ স্বীকার ৩৭৮
(৪) উপদেশ শ্রবণে না যাওয়া অপরাধ..৩৮০
(৫) কোমড় বন্ধ...৩৮০
(৬) দেহের শোভা বৃদ্ধির জন্য পুচ্ছ ঝুলান অনুচিৎ.................................৩৮০
(৭) শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত মালিশ করা অনুচিত ৩৮০
(৮) মূখে প্রলেপ, চূর্ণ ম্রক্ষণাদি অনুচিৎ...৩৮১
(৯) অঞ্জন দেওয়া, নৃত্য-গীত এবং ব্যবসা করা অনুচিৎ..........................৩৮১
(১০) সারা নীল, পীত, বর্ণের চীবর ব্যবহার অনুচিৎ ৩৮২
(১১) ভিক্ষুণীর দায় ভাগ ৩৮২
(১২) ভিক্ষুকে ধাক্কা দেওয়া অনুচিৎ ৩৮৩
(১৩) ভিক্ষুকে পাত্র খুলিয়া দেখাইবে...৩৮৩
(১৪) পুং চিহ্ন অবলোকন নিষেধ...৩৮৪
(১৫) ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্ রকে ভোজন দানের নিয়ম ৩৮৪
(১) ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে আসনাদি দান..৩৮৫
(২) ঋতুমতী ভিক্ষুণীর নিয়ম...৩৮৫
(৩) উপসম্পদা সময় শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ...................................৩৮৬
উপসম্পদা কার্যাবলী ৩৮৮

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) ভোজনাসনে বসিবার নিয়ম ৩৯১
(৫) প্রবারণা নিয়ম ৩৯১
(৬) প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা....................৩৯২
(৭) উপোসথ স্থগিত করা....................৩৯২
(৮) যানারোহনের নিয়ম ৩৯৩
(৯) দূত প্রেরনে উপসম্পদা....................৩৯৪
অরণ্য বাস নিষেধ, ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ, গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন, দন্ডিতাকে সঙ্গী প্রদান, দুইবার উপসম্পদা এবং শৌচ স্থান....................৩৯৬
(১) অরণ্যবাস নিষেধ....................৩৯৬
(২) ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ ৩৯৬
(৩) গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন....................৩৯৬
(৪) মানত্ত চারিনীর সঙ্গিনী প্রদান ৩৯৭
(৫) দুইবার উপসম্পদা....................৩৯৮
(৬) পুরুষ কর্তৃক অভিবাদন, কেশচ্ছেদনাদি....................৩৯৮
(৭) বসিবার নিয়ম ৩৯৮
(৮) পায়খানার নিয়ম....................৩৯৯
(৯) স্নানের নিয়ম....................৩৯৯
পঞ্চশতিক স্কন্ধ ৪০০
প্রথম সঙ্গীতি কার্য্যাবলী....................৪০০
স্থান-রাজগৃহ....................৪০০
(১) রাজগৃহ মনোনীত....................৪০১
(২) উপালিকে বিনয়ের প্রশ্ন....................৪০২
(৩) আনন্দকে সূত্রের প্রশ্ন....................৪০৩
নির্বাণের সময় আনন্দের ভুল ৪০৪
(২) কেন শিক্ষাপদ অপ্রত্যাহার্য্য....................৪০৪
(৩) আনন্দের আর ও কতিপয় ভুল ৪০৫
আয়ুষ্মান পুরাণের অস্বীকার....................৪০৬
উদয়নকে উপদেশ এবং ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান....................৪০৭
(১) উদয়ন ও তাহার রাণীকে উপদেশ দান....................৪০৭
(২) ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান....................৪০৮
১২-সপ্ত শতিকা স্কন্ধ....................৪০৯
বৈশালীতে নিয়ম বিরুদ্ধ আচার ৪০৯
স্থান-বৈশালী....................৪০৯

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) যশের প্রতিস্মরনীয় কর্ম..৪১০
(৩) যশের স্বপক্ষ প্রবল করা... ৪১১
উভয় পক্ষে শক্তি সংগ্রহ ৪১৩
স্থান-কৌশাম্বী...৪১৩
স্থান-সহজাতি ৪১৫
(২) রেবতকে স্বপক্ষ ভূক্ত করা...৪১৫
(৩) বৈশালী বাসী ভিক্ষুগণের ও আয়োজন ৪১৭
(৪) উত্তরের বৈশালীবাসীর পক্ষাবলম্বন করা ৪১৭
স্থান-বৈশালী.. ৪১৯
(৫) সর্বকামীর যশের পক্ষাবলম্বন.. ৪১৯
সঙ্গীতির কার্যাবলী ৪২০
(১) কার্য নির্বাহক সমিতির নির্বাচন...৪২০
(২) অজিত আসন প্রস্তুত কারক মনোনীত ৪২১
(৩) সঙ্গীতির কার্য ধারা.. ৪২১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনয়পিটকে

চূলবর্গ

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

১- কর্মস্কন্ধ

১- তর্জণীয় কর্ম

১। তর্জণীয় কর্মের প্রাথমিক কথা

যেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকের আরামে, শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন; সেই সময়ে পণ্ডুক[1] এবং লোহিতক নামক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া, কলহ, বিবাদ-পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা ছিল। অন্যান্য যে সকল ভিক্ষু ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্ত ছিল, তারা তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলত:- "আয়ুষ্মানগণ! এই ভিক্ষু আপনাদেরকে পরাজয় না করুক। অতি দৃঢ়তার সাথে প্রতি মন্ত্রণা বা প্রতিবাদ করুন। বিশেষতঃ আপনারা তাদের চেয়ে অধিক পণ্ডিত, দক্ষ, বহুশ্রুত এবং অধিক সামর্থ্যবান। তাদেরকে ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষাবলম্ব করব"। এতে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন হতে লাগল এবং উৎপন্ন ঝগড়া বৃদ্ধি পেতে লাগল। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন:- "কেন পণ্ডুক এবং লোহিক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া, কলহ, বিবাদ-পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া বাড়াচ্ছে"?

সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

২। ভগবান এই হেতুতে এই কারণে ভিক্ষুগণকে সমবেত করায়ে জিজ্ঞাসা

---

[1] পাদটীকা:- ১। পণ্ডুক, লোহিতক, মেত্তিয়, ভূম্মজক, অস্‌সজি, পুনব্বসু এই ছয় জন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন, "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া, কলহ, বিবাদ-পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া বাড়াচ্ছে"?

হ্যাঁ ভগবান, তা'সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা'নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করতঃ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ! সেই তুচ্ছ মোঘ পুরুষগণের পক্ষে তা' অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্বয়ং ঝগড়া পরায়ন, কলহ, বিবাদ-পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া আরও অধিক ভাবে বিস্তার লাভ করাচ্ছে? তাদের এই কার্য্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন এবং শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে"।

ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে নানাভাবে নিন্দা করে দুর্ভরতা (ভরণ-পোষণে কষ্টদায়কতা) দুস্পোষতা, মহেচ্ছুকতা, অসন্তুষ্টিতা, জন সঙ্গপ্রিয়তা এবং আলস্যের দোষ বর্ণনা করে অনেক পর্যায়ে সুভরতা, সুপোষতা, অল্পেচ্ছুকতা, সন্তুষ্টিতা, সংলঘুবৃত্তিতা, ধূততা, প্রসন্নতা, নম্রতা, ও উদ্যমশীলতা গুণ বর্ণনা করে ভিক্ষুদেরকে তদনুরূপ, তদনুযায়ী ধর্মকথা বলে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করতঃ বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তা'হলে সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদেরকে তর্জ্জণীয় কর্ম প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! তা এইরূপে করতে হবে: প্রথমে পণ্ডুক ও লোহিতক নামক ভিক্ষুদ্বয়কে তাদের দোষ জানাবে। জানিয়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করয়ে আপত্তি (দোষ) আরোপন করবে। দোষারোপ করয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে:-

(তর্জ্জণীয় কর্মে দণ্ডদানের নিয়ম)

৩। প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুণ। এই পণ্ডুক ও লোহিতক নামক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া পরায়ন কলহ, বিবাদ-পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া অধিক ভাবে বিস্তার লাভ করাচ্ছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তা হলে সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জ্জণীয় কর্ম প্রদান করতে পারেন"। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবন- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক নামক ভিক্ষুদ্বয় স্বয়ং ঝগড়া পরায়ন কলহ, বিবাদ-পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া আরও অধিক ভাবে বিস্তার লাভ করাচ্ছে। সংঘ পণ্ডুক ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জণীয় কর্ম প্রদান করছেন। পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জণীয় কর্ম প্রদান করা যাঁর উচিত বোধ হয়, তিনি মৌন থাকবেন। যাঁর উচিত বোধ না হয়, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন"। [দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও এইরূপ বলতে হবে]।

ধারণা- "সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জণীয় কর্ম প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন- আমি এইরূপ ধারণা করছি"।

অধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধি বহির্ভূত তর্জণীয় কর্ম)

৪। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) যা জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরুপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ১

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা-(১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, (২) অদেশনাগামী[১] অপরাধে করা হয়, (৩) দেশিত[২] অপরাধে করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরুপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, (২) স্মরণ না করিয়ে করা হয়, (৩) অপরাধ উল্লেখ না করে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) অধর্মানুসারে করা হয়, (৩) বর্গের দ্বারা (সংঘের একাংশ দ্বারা) করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরুপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৪

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরুপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা-(১) যা জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (২)

১। কুশল ধর্মের বিনাশ সাধনকারী পারাজিকা ও স ঘাদিসেস জাতীয় গুরুতর অপরাধ।
[২] কায় বাক্য মনের বিশুদ্ধি সাধন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধর্মানুসারে করা হয়, (৩) বর্গের দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়,(২) অধর্মানুসারে করা হয়, (৩) বর্গের দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অঙ্গ বিশিষ্ট তর্জণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৬

[৭নং হইতে ১২নং পর্য্যন্ত পূর্ববৎ]

ধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধি সম্মত তর্জণীয় কর্ম)

৫। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞানুসারে করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। ১

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা আপত্তি ভেদে[১] করা হয়, (২) দেশনাগামী[২] অপরাধে করা হয়, (৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা দোষারোপ করে করা হয়, (২) স্মরণ করিয়ে করা হয়, (৩) আপত্তি উল্লেখ করে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) ধর্মানুসারে করা হয়, (৩) সমগ্র (উপস্থিত সংঘ একতাবদ্ধ) হয়ে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। ৪

---

[১] পাদটীকা; ১। দোষানুরূপ দণ্ড করা হয়।

[২] প্রকাশ করলে যে অপরাধ হতে মুক্ত হওয়া যায় সেই পঞ্চ অপরাধ প্রকাশ না করায় করা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (২) ধর্মানুসারে করা হয়, (৩) সমগ্র হয়ে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। ৫

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা-(১) যা প্রতিজ্ঞানুসারে করা হয়, (২) ধর্মানুসারে করা হয়, (৩) সমগ্র হয়ে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। ৬

[৭নং হইতে ১২নং পূর্ববৎ]

আকঙ্ক্ষ্যমান ষষ্টক (তর্জণীয় কর্মের যোগ্য ব্যক্তি)

৬। হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়, (২) মূর্খ, অদক্ষ, বহু অপরাধে অপরাধী ও অগ্রাহ্য কারী[১] হয়। (৩) অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, এই ত্রিবিধাঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। ১

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে অধিশীলে[২] শীলভ্রষ্ট হয়, (২) অধি-আচারে আচার ভ্রষ্ট হয়, (৩) অতি দৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, এই ত্রিবিধাঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) সংঘের অগুণ বর্ণনা করে।

ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, এই ত্রিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। ৩

---

[১] পাদটীকা:- ১। দোষ প্রদর্শন করলে যে গ্রাহ্য করে না।

[২] শ্রেষ্ঠশীল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। যথা- (১) একজন ঝগড়া-কলহ বিবাদ পরায়ন, বৃথা বাক্যব্যয়ী, সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। (২) একজন মূর্খ, অদক্ষ, বহু অপরাধে অপরাধী ও অগ্রাহ্যকারী হয়। (৩) একজন অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। ৪

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, অপর তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। যথা-(১) একজন অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়। (২) একজন অধি-আচারে আচার ভ্রষ্ট হয়। (৩) একজন অতি দৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, এই তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। ৫

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, অপর তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। যথা- (১) একজন বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে। (২) একজন ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে। (৩) একজন সংঘের অগুণ বর্ণনা করে।

ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, এই তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করবে। ৬

অষ্টাদশ ব্রত (তর্জণীয় কর্মে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য)

৭। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম করা হয়েছে, তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। তাতে সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এই- (১) কাউকে উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, (৫) সংঘের অনুমোদন নিলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) সংঘ যে অপরাধের জন্য তর্জণীয় কর্ম করেছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) বিনয় কর্মের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্ম কারকের[১] নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্পরকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

---

[১] পাদটীকা:- যারা কর্মবাক্য পাঠ করে দণ্ড প্রদান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুপশমণীয় বিষয়ে অষ্টাদশ

৮। অতঃপর সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ড কর্ম প্রদান করলেন। সংঘ তর্জণীয় কর্ম করায় তারা সম্যক রূপে ব্রত পালনে রত হল। মান ত্যাগ করল। মুক্তির অনুরূপ চলল। ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলল: "বন্ধুগণ, সংঘ আমাদের তর্জণীয় কর্ম করায় আমরা সম্যক রূপে ব্রত পালনে রত আছি। মুক্তির অনুরূপ চলছি। এখন আমাদেরকে কিরূপ করতে হবে"? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন): হে ভিক্ষুগণ! সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম উপশম করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম উপশম করা (তুলে নেয়া) উচিত নয়। যথা- (১) যে অপরকে উপসম্পদা দান করে, (২) নিস্সয় (আশ্রয়) দেয়, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন আকা খা করে, (৫) অনুমোদন প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ৫

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম উপশম করা (তুলে নেয়া) উচিত নয়। যথা-(১) সংঘ যে অপরাধের জন্যে তর্জণীয় কর্ম করেছেন পুনরায় সেই অপরাধ করে, (২) অথবা তাদৃশ অন্য অপরাধ করে, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে, (৪) কর্মবাক্যের নিন্দা করে, (৫) কর্ম কারকের নিন্দা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১০

হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম উপশম করা উচিত নয়। যথা- (১) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, (২) প্রবারণা স্থগিত করে, (৩) বাক্যালাপ করে না, (৪) নিন্দারোপ করে, (৫) অবকাশ করায়, (৬) দোষারোপ করে, (৭) স্মরণ করায়, (৮) ভিক্ষুদের সাথে সংমিশ্রণ করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয় কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১৮

অনুপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ সমাপ্ত॥

উপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ

৯। হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে উপশম করবে। সেই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে:- "প্রভো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘ আমাদের তর্জণীয় কর্ম করায় আমরা সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির অনুরূপ চলেছি। এখন তর্জণীয় কর্মের প্রত্যুপশম যাঞ্চা করছি"। [দ্বিতীয় বারও তৃতীয় বার যাঞ্চা করবে]।

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে সেই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে:-

প্রজ্ঞপ্তি-"মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক তর্জণীয় দণ্ড কর্মে দণ্ডিত হয়ে, সম্যক অনুবর্তী হয়েছে। মান ত্যাগ করেছে। মুক্তির অনুরূপ চলেছে। এখন তর্জণীয় কর্মের প্রত্যুপশম যাঞ্চা করছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সংঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের তর্জণীয় কর্ম প্রত্যুপশম করতে পারনে"। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ- "মাননীয় সংঘ!.......... ধারণা করছি"।

তর্জণীয় কর্ম সমাপ্ত।

নির্যশ কর্ম

১০। সেই সময় আয়ুষ্মান সেয়্যসক মূর্খ, অদক্ষ অপরাধ- বহুল, অগ্রাহ্যকারী ও অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছিল। ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলে প্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হত। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক...... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল:- "কেন আয়ুষ্মান সেয়্যসক মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী ও অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে এবং কেনই বা ভিক্ষুদের তার পরিবাস, মূলে প্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে"? সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন:-

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী ও অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে এবং ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলে- প্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কর্মে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে"? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

১১। ভগবান তা'নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন:- "হে ভিক্ষুগণ! তার কার্য অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য হয়েছে। কেন সেই মোঘ পুরুষ মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহী সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে? কেনই বা ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলে-প্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। তার এই কার্যে শ্রদ্ধা হীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে"। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন:- "হে ভিক্ষুগণ! সংঘ সেয়্যসক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করুক। তাকে অন্যের আশ্রয়ে[১] থাকতে হবে"।

দণ্ডদানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (নির্যশ কর্ম) করবে। প্রথমে সেয়্যসক ভিক্ষুকে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করতে হবে। আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে-

১২। প্রজ্ঞপ্তি - "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুণ। এই সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে। ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলে-প্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। যদি সংঘ উচিত বোধ করেন, তাহলে সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করতে পারেন-তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে। ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলে-প্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করছেন। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। যে আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয় বার এরূপ বলবে]।

ধারণা- "সংঘ 'সেয়্যসক ভিক্ষুকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে' বলে নির্যাশ কর্ম করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বোধ করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।"

বিধি বহির্ভূত নির্যশ দণ্ড

১৩। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরুপশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল নির্যশ কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমণীয় বলে কথিত হয়। ১ [২নং হইতে ১২নং পর্যন্ত বিধি বহির্ভূত তর্জণীয় দণ্ডকর্ম সদৃশ]।

অধর্ম কর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত॥

বিধি সম্মত নির্যশ দণ্ড

---

[১] পাদটীকা: মহাবর্গ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত এবং সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন নির্যশ কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমণীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং ১২নং পর্যন্ত বিধি সম্মত তর্জণীয় দণ্ডকর্ম সদৃশ]

ধর্মকর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত॥

নির্যশ দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি

১৫। হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করবে। যথা- (১) যে ভণ্ডন, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সংঘের নিকট অভিযোক্তা; (২) মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী; (৩) অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে, এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করবে। ১

[২নং হতে ৬নং পর্যন্ত তর্জণীয় দণ্ডদানের যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

আকংক্ষ্যমান ছয় সমাপ্ত॥

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

১৬। হে ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করা হয়েছে তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্ত্তনের নিয়ম এই- (১) অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন লাভের আকা খা করতে পারবে না, (৫) অনুমোদন লাভ করলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যেই অপরাধের জন্য সংঘ নির্যশ কর্ম করেছে, সেই অপরাধ পুনরায় করতে পারবে না, (৭) অথবা তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে তেমন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্ রকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্যশ কর্মের অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত।

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি

১৯। অতঃপর সংঘ 'তোমাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে' বলে সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করলেন। সংঘ তার নির্যশ কর্ম করায় সে কল্যাণ মিত্রের সেবা, ভজন, উপাসন করে, কল্যাণ মিত্র প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করে পরিপৃচ্ছা করে বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচ পরায়ণ, শিশিক্ষু হল। সম্যকভাবে চলতে লাগল। মান ত্যাগ করল। মুক্তির উপযোগী কার্য করতে লাগল এবং ভিক্ষুদের নিকট গিয়ে বলল:-"বন্ধু! আমি সংঘ কর্তৃক নির্যশ দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে চলছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন আমাকে কিরূপ করতে হবে?"

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন): হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম উপশম করুক।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম উপশম করা উচিত নয়। যথা- (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন লাভের আকা খা করে, (৫) অনুমোদন লাভ করলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১

[২নং ও ৩নং তর্জণীয় দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য অষ্টাদশ সমাপ্ত॥

দণ্ড উপশম করার নিয়ম

২০।হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে উপশম করবে- সেই সেয়্যসক ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে:- প্রভো! সংঘ আমার নির্যশ কর্ম করার পর আমি সম্যকভাবে চলেছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি এবং নির্যশ কর্মের উপশম যাঞ্চা করছি। [দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার এরূপে যাঞ্চা করতে হবে]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুসংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে। ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলে-প্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। যদি সংঘ উচিত বোধ করেন, তা হলে সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করতে পারেন-তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে। ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলে প্রতিকর্ষণ, মানত্ত ও আহ্বান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। সংঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করছেন। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। যে আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ কর্ম করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয় বার এরূপ বলবে]।

ধারণা- "সংঘ 'সেয়্যসক ভিক্ষুকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে' বলে নির্যাশ কর্ম করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বোধ করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।"

নির্যশ কর্ম সমাপ্ত।

প্রব্রাজনীয় কর্ম

২১। সেই সময় অশ্বজিৎ এবং পুনর্বসু নামক দুইজন ভিক্ষু কীটাগিরিতে বাস করত (আবাসিক ছিল)। তারা এরূপ অনাচার করতেছিল- তরুণ ফুলের গাছ রোপন করছিল ও করাতেছিল, জল সিঞ্চন করছিল ও করাতেছিল, চয়ন করছিল ও করাতেছিল, মালা গাঁথছিল ও গাঁথাতেছিল, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছিল ও করাতেছিল, উভয় দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছিল ও করাতেছিল, মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছিল ও করাতেছিল, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল, আবেল প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল, উরভূষণ প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; আবেল নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করত, এক পাত্রে পান করত, এক আসনে বসত, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিত, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিত, বিকালে ভোজন করত, মদ্যপান করত, মালা-সুগন্ধ দ্রব্য-বিলেপন ধারণ করত, নৃত্য করত, গান করত, বাদ্য করত, লাস ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য করত, নর্তকীর সাথে নৃত্য করত, নর্তকীর সাথে গান করত, নর্তকীর সাথে বাদ্য করত, নর্তকীর সাথে লাস করত, গায়িকার সাথে নৃত্য করত, গায়িকার সাথে গান করত, গায়িকার সাথে বাদ্য করত, গায়িকার সাথে লাস করত, বাদিকার (বাদ্যকারিনীর)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাথে নৃত্য করত, বাদিকার সাথে গান করত, বাদিকার সাথে বাদ্য করত, বাদিকার সাথে লাস করত, অষ্টপদ ফলকে দ্যুত ক্রীড়া খেলত, দশপদ ক্রীড়া করত, আকাশে ক্রীড়া করত, পরিহার সাথে✧ ক্রীড়া করত (ভূমিতে নানা পথ ও মণ্ডল করে ক্রীড়া করত) সন্তিকায় ক্রীড়া করত, (মেঝে শ্রেণীবদ্ধ গুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলকে পাশা খেলত, (যুত ফলকে ক্রীড়া করত), (গটিকা) দীর্ঘ দণ্ডকে হ্রস্বদণ্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলত, শলাকাহস্তে খেলত, তক্ষক্রীড়া করত, পঙ্গচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলত, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলত, ডিগবাজী খেলত, চিঙ্গক (ফড়ফড়ী) খেলত, পত্তালহ বা পাতা ভাজনে খেলত, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলত, বুদ্র রথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলত, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গ বৈকল্যাণুরূপ) খেলত, থরুস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলত, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করত, ব্যায়াম করত, মল্লযুদ্ধ করত, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করত, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করত, রথবিদ্যা শিক্ষা করত, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করত, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করত, হস্তীর আগে আগে দৌঁড়ত, অশ্বের আগে আগে দৌঁড়ত, রথের আগে আগে দৌঁড়ত, দৌঁড়ে শ্মশানে দিরিত দিত, রঙ্গ মঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) স ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলতঃ ভগ্নি, এখানে নৃত্যকর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্যকর। এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছিল।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু কাশীতে বর্ষাবাসব্রত উদ্‌যাপন করে ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাবার সময় কীটাগিরিতে গমন করলেন। সেই ভিক্ষু পূর্বাহ্নে বহির্গমন উপযোগী বাস পরিধান করে পাত্র চীবর নিয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদক গমন-আগমন রীতিতে আলোকন-বিলোকন, সংকোচন-প্রসারন পদ্ধতিতে চক্ষুদৃষ্টি অধোদিকে বিন্যস্ত করে ঈর্যাপথ (দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গী) সম্পন্ন হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য কীটাগিরিতে প্রবেশ করলেন। জনগণ সেই ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলতে লাগল:- অতি অলসের ন্যায়, সুকোমলের ন্যায় এবং অতিভ্রকুটিকের ন্যায় এই ব্যক্তি কে? গৃহে উপস্থিত হলে কে একে ভিক্ষান্ন দান করবে? আমাদের আর্য অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু মিষ্টভাষী, সুখ- সম্ভাষণকারী, মিহিতনুর্বদম বাদী (আগে হেসে পরে কথা বলা), স্বাগতবাদী, ভ্রূকুটিহীন, বিবৃত বদন, ও পূর্বালাপী। তাদেরকেই ভিক্ষান্ন দান করা উচিত।

জনৈক উপাসক সেই ভিক্ষুকে কীটাগিরিতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করতে দেখল। দেখে সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে

✧ পাদটীকা: ১। আগে মৃদু হাস্য করে কথা বলা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিবাদন করে বলল:- প্রভো! আর্য কোথায় যাবেন? বন্ধো! ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাব। প্রভো! তাহলে ভগবানের পাদে আমার অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করবেন এবং তাঁকে এরূপ বলবেন: প্রভো! কীটাগিরির আবাস (বিহার) কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক দুইজন নিলর্জ্জ ও পাপী ভিক্ষু কীটাগিরিতে নিত্য বাস করে। তারা এরূপ অনাচার আচরণ করছে- তরুণ ফুলের চারা রোপন করছে ও করাচ্ছে, জল সিঞ্চন করাছে ও করাচ্ছে, চয়ন করছে ও করাচ্ছে, মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, উভয় দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, আবেল প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরভূষণ প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুল্লুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; আবেল নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করে, এক পাত্রে পান করে, এক আসনে বসে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দেয়, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দেয়, বিকালে ভোজন করে, মদ্যপান করে, মালা-সুগন্ধ দ্রব্য-বিলেপন ধারণ করে, নৃত্য করে, গান করে, বাদ্য করে, লাস ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য করা করে, নর্তকীর সাথে নৃত্য করে, নর্তকীর সাথে গান করে, নর্তকীর সাথে বাদ্য করে, নর্তকীর সাথে লাস করে, গায়িকার সাথে নৃত্য করে, গায়িকার সাথে গান করে, গায়িকার সাথে বাদ্য করে, গায়িকার সাথে লাস করে, বাদিকার (বাদ্যকারিনীর) সাথে নৃত্য করে, বাদিকার সাথে গান করে, বাদিকার সাথে বাদ্য করে, বাদিকার সাথে লাস করতে, অষ্টপদ ফলকে দ্যুত ক্রীড়া খেলে, দশপদ ক্রীড়া করে, আকাশে ক্রীড়া করে, পরিহার সাথে ক্রীড়া করে (ভূমিতে নানা পথ ও মণ্ডল করে ক্রীড়া করত) সন্তিকায় ক্রীড়া করে, (মেঝে শ্রেণীবদ্ধ গুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলকে পাশা খেলে, (যুত ফলকে ক্রীড়া করে), (গটিকা) দীর্ঘ দণ্ডকে হ্রস্বদণ্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলে, শলাকাহস্তে খেলে, তক্ষক্রীড়া করে, পঙ্গচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলে, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলে, ডিগবাজী খেলে, চিঙ্গক (ফড়ফড়ী) খেলে, পত্তালহ বা পাতার ভাজনে খেলত, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলে, বুদ্র রথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলে, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গ বৈকল্যাণুরূপ) খেলে, থরূস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলে, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যায়াম করে, মল্লযুদ্ধ করে, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করে, রথবিদ্যা শিক্ষা করে, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করে, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করে, হস্তীর আগে আগে দৌঁড়ে, অশ্বের আগে আগে দৌঁড়ে, রথের আগে আগে দৌঁড়ে, দৌঁড়ে শ্মশানে দিরিত দেয়, রঙ্গ মঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) স ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলে ভগ্নি, এখানে নৃত্যকর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্যকরে। এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছে।

প্রভো! পূর্বে যে সমস্ত লোক শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিল তারা এখন শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছে। পূর্বে সংঘকে দান দেওয়ার যে প্রথা ছিল, তাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সুশীল ভিক্ষুগণ চলে যাচ্ছেন। পাপী ভিক্ষুগণ অবস্থান করছেন। অতএব ভগবান কীটাগিরিতে ভিক্ষু প্রেরণ করুন যাতে কীটাগিরি বিহার স্থায়িত্ব লাভ করে। 'বন্ধু! তথাস্তু' বলে সেই ভিক্ষু সেই উপাসককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসন হতে উঠে শ্রাবস্তী অভিমূখে প্রস্থান করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করে শ্রাবস্তী সান্নিধ্যে অবস্থিত জেতবনে, অনাথ পিণ্ডিকের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। অভ্যাগত ভিক্ষুদের কুশল প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধদের স্বাভাবিক রীতি। ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন:- "হে ভিক্ষু! তুমি নিরুদ্বেগে আছ ত? সুখে যাপন করছ ত? অল্প ক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছ ত? তুমি কোথা হতে আস্‌ছ?" "প্রভো! আমি কাশীতে বর্ষাবাস ব্রত উদ্‌যাপন করে ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে আসার সময় কীটাগিরিতে গিয়েছিলাম। সেখানে জনৈক উপাসক অভিবাদন বরে বলল প্রভো! আর্য কোথায় যাবেন? বন্ধু! ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাব। প্রভো! তাহলে ভগবানের পাদে আমার অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন কররে তাঁকে এরূপ বললেন- প্রভো! কীটাগিরির আবাস কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক দুইজন নিলর্জ্জ ও পাপী ভিক্ষু কীটাগিরিতে নিত্য বাস করে। কারণ তরুণ ফুলের চারা রোপন করছে ও করাচ্ছে, জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে, চয়ন করছে ও করাচ্ছে, মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, উভয় দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, আবেল প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরভূষণ প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুল্লুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে, বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে, অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; আবেল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করছে, এক পাত্রে পান করছে, এক আসনে বসছে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিকালে ভোজন করছে, মদ্যপান করছে, মালা-সুগন্ধ দ্রব্য-বিলেপন ধারণ করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য করছে, লাস (ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য করা) করছে, নর্তকীর সাথে নৃত্য করছে, নর্তকীর সাথে গান করছে, নর্তকীর সাথে বাদ্য করছে, নর্তকীর সাথে লাস করছে, গায়িকার সাথে নৃত্য করছে, গায়িকার সাথে গান করছে, গায়িকার সাথে বাদ্য করছে, গায়িকার সাথে লাস করছে, বাদিকার (বাদ্যকারিনীর) সাথে নৃত্য করছে, বাদিকার সাথে গান করছে, বাদিকার সাথে বাদ্য করছে, বাদিকার সাথে লাস করছে, অষ্টপদ ফলকে দ্যুত ক্রীড়া খেলছে, দশপদ ক্রীড়া করছে, আকাশে ক্রীড়া করছে, পরিহার সাথে ক্রীড়া করছে (ভূমিতে নানা পথ ও মণ্ডল করে ক্রীড়া করা) সন্তিকায় ক্রীড়া করছে, (মেঝে শ্রেণীবদ্ধ গুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলের সাথে পাশা খেলছে, (যুত ফলকে ক্রীড়া করা), (গটিকা) দীর্ঘ দণ্ডকে হ্রস্বদণ্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলছে, শলাকাহস্তে খেলছে, তক্ষক্রীড়া করছে, পঙ্গচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলছে, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলছে, ডিগবাজী খেলছে, চিঙ্গক (ফড়ফড়ী) খেলছে, পত্তালহ বা পাতা ভাজনে খেলছে, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলছে, বুদ্ররথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলছে, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গ বৈকল্যাণুরূপ) খেলছে, থরূস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলছে, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করছে, ব্যায়াম করছে, মল্লযুদ্ধ করছে, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্যা শিক্ষা করছে, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছে, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করছে, হস্তীর আগে আগে দৌঁড়ছে, অশ্বের আগে আগে দৌঁড়ছে, রথের আগে আগে দৌঁড়ছে, দৌঁড়ে শ্মশানে দিরিত দিচ্ছে, রঙ্গ মঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) স ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলছে ভগ্নি, এখানে নৃত্যকর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্য করছে। এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছে। ভগবান! আমি সেই স্থান হতে আসছি।”

ভগবান এই সম্বন্ধে, এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- “হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু নামক দুইজন পাপী, নির্লজ্জ ভিক্ষু কীটাগিরিতে নিত্য বাস করছে এবং তারা এরূপ অনাচার আচরণ করছে তরুণ ফুলের চারা রোপন করছে ও করাচ্ছে, জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে, চয়ন করছে ও করাচ্ছে, মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, উভয় দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, আবেল প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরভূষণ প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুল্লুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে, বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে, অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; আবেল নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করছে, এক পাত্রে পান করছে, এক আসনে বসছে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিকালে ভোজন করছে, মদ্যপান করছে, মালা-সুগন্ধ দ্রব্য-বিলেপন ধারণ করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য করছে, লাস (ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য করা) করছে, নর্তকীর সাথে নৃত্য করছে, নর্তকীর সাথে গান করছে, নর্তকীর সাথে বাদ্য করছে, নর্তকীর সাথে লাস করছে, গায়িকার সাথে নৃত্য করছে, গায়িকার সাথে গান করছে, গায়িকার সাথে বাদ্য করছে, গায়িকার সাথে লাস করছে, বাদিকার (বাদ্যকারিনীর) সাথে নৃত্য করছে, বাদিকার সাথে গান করছে, বাদিকার সাথে বাদ্য করছে, বাদিকার সাথে লাস করছে, অষ্টপদ ফলকে দ্যুত ক্রীড়া খেলছে, দশপদ ক্রীড়া করছে, আকাশে ক্রীড়া করছে, পরিহার সাথে ক্রীড়া করছে (ভূমিতে নানা পথ ও মণ্ডল করে ক্রীড়া করা) সন্তিকায় ক্রীড়া করছে, (মেঝে শ্রেণীবদ্ধ গুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলের সাথে পাশা খেলছে, (যুত ফলকে ক্রীড়া করা), (গটিকা) দীর্ঘ দণ্ডকে হ্রস্বদণ্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলছে, শলাকাহস্তে খেলছে, তক্ষক্রীড়া করছে, পঙ্গচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলছে, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলছে, ডিগবাজী খেলছে, চিঙ্গক (ফড়ফড়ী) খেলছে, পত্তালহ বা পাতা ভাজনে খেলছে, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলছে, বুদ্রথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলছে, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গ বৈকল্যাণুরূপ) খেলছে, থরুস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলছে, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করছে, ব্যায়াম করছে, মল্লযুদ্ধ করছে, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্যা শিক্ষা করছে, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছে, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করছে, হস্তীর আগে আগে দৌঁড়ছে, অশ্বের আগে আগে দৌঁড়ছে, রথের আগে আগে দৌঁড়ছে, দৌঁড়ে শ্মশানে দিরিত দিচ্ছে, রঙ্গ মঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) স ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলছে ভগ্নি, এখানে নৃত্যকর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্য করছে। এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছে।

হ্যাঁ ভগবান, তা'সত্য। ভগবান তা'নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন:- হে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘ পুরুষগণ এরূপ অনাচার আচরণ করছে?

হে ভিক্ষুগণ! তাদের এই কার্য্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে"। এই ভাবে নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে শারীপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়নকে আহ্বান করলেন:- হে শারীপুত্র! তোমরা কীটাগিরিতে গিয়ে কীটাগিরি হতে অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু নামক ভিক্ষুদ্বয়কে প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন) দণ্ড কর্ম প্রদান কর। তারা তোমাদের সহবিহারী ছিল। প্রভো! আমরা কিভাবে অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু নামক ভিক্ষুদ্বয়কে কীটাগিরি হতে নির্বাসিত করব? তারা ত উদ্ধত এবং কটুভাষী। (ভগবান বললেন): শারীপুত্র! তাহলে তোমরা বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করে গমন কর।

"তথাস্তু প্রভো!" শারীপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

দণ্ড দানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে- প্রথমে অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু ভিক্ষুদ্বয়কে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করিয়ে দিবে। স্মরণ করিযে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করবে। আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

২৪। প্রজ্ঞপ্তি-"মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কুলদূষক এবং পাপাচারী। এদের পাপাচার দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। এদের দ্বারা কুল সমূহ দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। যদি সংঘ উচিত বোধ করেন তাহলে 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে সংঘ তাদের প্রব্রাজনীয় কর্ম করতে পারেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবন- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবন করুন। এই অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কূলদূষক এবং পাপাচারী। এদের পাপাচার দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। এদের দ্বারা কুল সমূহ দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে সংঘ অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয় কর্ম করছেন। যেই আয়ুষ্মান 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয় কর্ম করা উচিত বোধ করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার এরূপ বলবে]।

ধারনা- 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলে সংঘ অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয় কর্ম করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারনা করছি।

বিধি বহির্ভূত প্রব্রাজনীয় কর্ম

২৫। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল প্রব্রাজনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল প্রব্রাজনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং ১২নং পর্যন্ত বিধির্ভূত তর্জণীয় কর্ম সদৃশ]।

অধর্ম কর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত।

বিধি সম্মত প্রব্রাজনীয় কর্ম

২৬। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন প্রব্রাজনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন প্রব্রাজনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধি সম্মত তর্জনীয় কর্ম সদৃশ]।

ধর্ম কর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত।

প্রব্রাজনীয় কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি

২৭। হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর তর্জনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে ভণ্ডন-কলহ-বিবাদপরায়ন, বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়; (২) মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল এবং অগ্রাহ্যকারী হয়; (৩) অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে। হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ১

[২নং হতে ৬নং পর্যন্ত তর্জনীয় দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]।

হে ভিক্ষুগণ! আরও ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম সংঘ ইচ্ছা করলে করবে। যথা- (১) যে অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, (২) অধিচারে আচার ভ্রষ্ট হয়, (৩) অতি দৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) সংঘের অগুণ বর্ণনা করে।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করবে। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম সংঘ ইচ্ছা করলে করবে। যথা- (১) যে কায়িকক্রীড়া সম্পন্ন হয়, (২) বাচনিক ক্রীড়া সম্পন্ন হয়, (৩) কায়িক-বাচনিক ক্রীড়া সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ৪

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে কায়িক অনাচার সম্পন্ন হয়, (২) বাচনিক অনাচার সম্পন্ন হয়, (৩) কায়িক-বাচনিক অনাচার সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ৫

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে কায়িক ব্যতিক্রম[১] করে, (২) বাচনিক ব্যতিক্রম করে, (৩) কায়িক-বাচনিক ব্যতিক্রম করে।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ৬

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যে কায়িক মিথ্যা আজীব সম্পন্ন হয়, (২) বাচনিক মিথ্যা আজীব সম্পন্ন হয়, (৩) কায়িক-বাচনিক মিথ্যা আজীব সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ৭

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যেজন ভণ্ডনকারক হয়, কলহ- কারক হয়, বিবাদকারক হয়, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের অভিযোক্তা হয়; (২) যেজন মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল এবং অগ্রাহ্যকারী হয়; (৩) যেজন গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ৮

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যেজন অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, (২) যেজন অধি-আচারে আচার ভ্রষ্ট হয়, (৩) যেজন অতি দৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

---

[১] পাদটীকা: ১। কায় সম্বন্ধে ব্যবস্থিত শিক্ষাপদ (নিয়ম) পালন করায় উপহনন, নাশন, বিনাশন, বলে কথিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ৯

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যেজন বুদ্ধের অগুণ বলে। (২) যেজন ধর্মের অগুণ বলে। (৩) যেজন সংঘের অগুণ বলে।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ১০

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যেজন কায়িক ক্রীড়া রত, (২) যেজন বাচনিক ক্রীড়া রত, (৩) যেজন কায়িক-বাচনিক ক্রীড়া রত।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ১১

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যেজন কায়িক-অনাচার সম্পন্ন হয়, (২) যেজন বাচনিক অনাচার সম্পন্ন হয়, (৩) যেজন কায়িক-বাচনিক অনাচার সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ১২

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) যেজন কায়িক- ব্যতিক্রম সম্পন্ন হয় , (২) যেজন বাচনিক ব্যতিক্রম সম্পন্ন হয়, (৩) যেজন কায়িক-বাচনিক ব্যতিক্রম সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ১৩

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। যথা- (১) একজন কায়িক মিথা আজীব সম্পন্ন হয় , (২) একজন বাচনিক মিথ্যা আজীব সম্পন্ন হয়, (৩) একজন কায়িক-বাচনিক মিথ্যাজীব সম্পন্ন সম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে। ১৪

আকঙ্ক্ষ্যমান চতুর্দশ সমাপ্ত।

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

২৮। হে ভিক্ষুগণ! যার প্রব্রাজনীয় কর্ম করা হয়েছে তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এই- (১) অন্যকে উপসম্পদা দান করতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানের অনুমোদন স্বীকার করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারবে না, (৫) অনুমোদন লাভ করলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) সংঘ যেই অপরাধের জন্য প্রব্রাজনীয় কর্ম করেছেন পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০)কর্ম কারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রাবরণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করাতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্ রকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত।

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি

২৯। অতঃপর শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ কীটাগিরিতে গিয়ে 'অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু নামক ভিক্ষুদের কীটাগিরি হতে প্রব্রাজনীয় কর্ম (নির্বাসন দণ্ড) করলেন। সংঘ তাদের প্রব্রাজনীয় কর্ম করলেও তারা সম্যক অনুবর্তী হল না। মান ত্যাগ করল না। মুক্তির উপযোগী কার্য করল না। ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল না। বরং ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ এবং পরিবাদ করতে লাগল। ভিক্ষুগণ ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী এবং ভয়গামী বলে দোষারোপ করল। প্রস্থান করল। ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করল।

যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক........ তারা নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল; কেন অশ্বজিৎ ও পুর্নবসু ভিক্ষুদ্বয় সংঘ প্রব্রাজনীয় কর্ম করায় সম্যক অনুবর্তী হচ্ছে না? মান ত্যাগ করছে না? মুক্তির উপযোগী কার্য করছে না? ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে না? কেনই বা ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ ও পরিবাদ করছে? কেনই বা ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী ও ভয়গামী বলে দোষারোপ করছে? কেনই বা প্রস্থান করছে? ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করছে? অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন- সত্যই কি ভিক্ষুগণ!......হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে এবং ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন-

হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সংঘ প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম না করুক।

৩০। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা- (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি গ্রহণ করে, (৫) অনুমোদন লাভ করলে ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে না। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) যে অপরাধের জন্য সংঘ প্রব্রাজনীয় কর্ম করেছেন পুনরায় সেই অপরাধ করে, (২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে, (৪) কর্মবাক্যের নিন্দা করে, (৫) কর্মকারকের নিন্দা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে না। ১০

হে ভিক্ষুগণ! অপর অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) যে নির্দোষ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, (২) প্রাবরণা স্থগিত করে, (৩) কর্তৃত্ব হিসেবে কোন ভিক্ষুকে আদেশ করে, (৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করে, (৫) অবকাশ করায়, (৬) দোষারোপ করে, (৭) স্মরণ করায়, (৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্ রকে বিবাদে রত করায়। হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে না। ১৮

প্রব্রাজনীয় কর্মে উপশম করার অযোগ্য অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত।

দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি

৩১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) যে উপসম্পদা দান করে না, (২) আশ্রয় দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেওয়ার অনুমোদন গ্রহণ করে না, (৫) অনুমোদন লাভ করলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবে। [২নং ও ৩নং তর্জণীয় কর্ম উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]।

উপশম করার যোগ্য অষ্টাদশ সমাপ্ত ॥

দণ্ড উপশম করার নিয়ম

৩২। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে-সংঘ যে ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করেছে সে ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে:-প্রভো! সংঘ আমার প্রব্রাজনীয় কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি এবং প্রব্রাজনীয় কর্মের উপশম যাঞ্চা করছি। [দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার যাচঞা করবে]। একজন দক্ষ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমর্থ ভিক্ষুসংঘকে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই নামীয় ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করায় তিনি সম্যক অনুবর্তী হয়েছেন। মান ত্যাগ করেছেন। মুক্তির যোগ্য কার্য করেছেন এবং প্রব্রাজনীয় কর্মের উপশম যাঞ্ছা করছেন। যদি সংঘ উচিত বোধ করেন তাহলে সংঘ এই নামীয় ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম উপশম করবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবন ও ধারণা পূর্ববৎ]

প্রব্রাজনীয় কর্ম সমাপ্ত।

প্রতিস্মরণীয় কর্ম

সেই সময়ে আয়ুষ্মান সুধর্ম[১] মচ্ছিকা বনসণ্ডে[২] চিত্র নামক গৃহ পতির আবাসিক[৩], নব কর্মিক[৪] ও ধ্রুব ভত্তিক[৫] ছিলেন। যখন চিত্র গৃহপতি সংঘ অথবা অধিক সংখ্যক ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি আয়ুষ্মান সুধর্মকে জিজ্ঞাসা না করে সংঘ, অধিক সংখ্যক কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতেন না। সে সময় অনেক স্থবির, ভিক্ষু আয়ুষ্মান শারীপুত্র, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিত, আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন, আয়ুষ্মান মহাচন্দ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান উপালি, আয়ুষ্মান আনন্দ এবং আয়ুষ্মান রাহুল কাশীতে পর্যটন করতে করতে মচ্ছিকা বনসণ্ডে গমন করলেন। চিত্র গৃহপতি শুনতে পেলেন স্থবির ভিক্ষুগণ নাকি মচ্ছিকা বনসণ্ডে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুদের অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট চিত্র গৃহপতিকে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। অতঃপর চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান শারীপুত্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে স্থবির ভিক্ষুদেরকে অভিবাদন করে কহেন, "প্রভো! স্থবিরগণ আগামীকল্যের জন্য অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্ন গ্রহণে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন।" স্থবিরগণ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

---

[১] পাদটীকা: ১। ইনি পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুদের অন্যতম মহানাম স্থবির দ্বারা সদ্ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

[২] সম্ভবত জৌনপুর জেলার মছলী শহর।

[৩] যে সর্বদা বাস করে।

[৪] যে গৃহ নির্মানে তত্বাবধান করে।

[৫] যে সর্বদা প্রদত্ত ভোজন গ্রহণ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্র গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুদের সম্মতি বিদিত হয়ে, আসন হতে উঠে স্থবির ভিক্ষুদেরকে অভিবাদন করে এবং পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব করে আয়ুষ্মান সুধর্মের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সুধর্মকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন: "আর্য আয়ুষ্মান সুধর্ম! আগামীকল্য স্থবিরগণ সহ আমার অন্ন গ্রহণে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন।" আয়ুষ্মান সুধর্ম (ভাবলেন) পূর্বে এই চিত্র গৃহপতি যখন সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছে করেন, তখন আমাকে জিজ্ঞেস না করে সংঘ বহু সংখ্যক কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতেন না। তিনি এখন আমাকে জিজ্ঞেস না করে স্থবির ভিক্ষুগণের নিমন্ত্রণ করেছেন। এই চিত্র গৃহপতির এখন ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। তিনি আমার প্রত্যাশা করছেন না এবং আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন' এই ভেবে চিত্র গৃহপতিকে বললেন: 'গৃহপতি! আমি স্বীকার করতে পারব না।' দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান সুধর্মকে কহেন, আয়ুষ্মান সুধর্ম! আগামীকল্য স্থবিরগণসহ আমার ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন।' গৃহপতি! আমি স্বীকার করতে পারব না। চিত্র গৃহপতি (ভাবলেন) 'আয়ুষ্মান সুধর্ম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার কি করতে পারবেন?' এই ভেবে আয়ুষ্মান সুধর্মকে অভিবাদন এবং পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব করে প্রস্থান করেন। চিত্র গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে স্থবির ভিক্ষুদের জন্য উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করালেন। আয়ুষ্মান সুধর্ম 'স্থবির ভিক্ষুদের জন্য চিত্র গৃহপতি কি প্রস্তুত করেছেন দেখব' এই ভেবে পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস (পোশাকের বিন্যাস) পরিধান করে এবং পাত্র চীবর নিয়ে চিত্র গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে প্রস্তুত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান সুধর্মের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সুধর্মকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করেন। একান্তে উপবিষ্ট চিত্র গৃহপতিকে আয়ুষ্মান সুধর্ম বল্লেন: "গৃহপতি! আপনি অনেক খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু একটি মাত্র দ্রব্য-তিল সঙ্গুলিকা[১] নেই।" প্রভো! বুদ্ধ বাক্যে অনেক রত্ন বিদ্যমান থাকতে ও আর্য সুধর্ম কেবল মাত্র তিল সংগুলিকার কথাই বল্লেন। প্রভো! অতীত কালে দক্ষিণাপথের বণিকেরা পূর্ব দেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। তারা সেখান থেকে একটি কাকটি

---

[১] পাদটীকা: ১। পিষ্টক বিশেষ। এই গৃহপতির বংশের আদি পুরুষ পিষ্টক বিক্রেতা ছিল। এই হেতু তাকে উপহাস করে তিল সঙ্গুলিকার কথা বললেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এনেছিল। সে কুক্কুটির সাথে বসবাস করে এক শাবক[১] উৎপাদন করেছিল। যখন সেই কুক্কুট শাবক কাকের ন্যায় রব করতে চাইল তখন কাক-কুক্কুটের ন্যায় করত। যখন কুক্কুটের ন্যায় রব করতে চাইল, তখন কুক্কুট-কাকের ন্যায় করত। এরূপ বুদ্ধ বাক্যে বহু রত্ন বিদ্যমান থাকা সত্বেও আর্য সুধর্ম তিল সংগুলিকার কথাই বললেন। গৃহপতি! আপনি আমাকে আক্রোশ এবং প্রতিবাদ করছেন। গ্রহণ করুন আপনার আবাস, আমি চলে যাচ্ছি। প্রভো! আমি আর্য সুধর্মকে আক্রোশ এবং পরিবাদ করছি না। আর্য সুধর্ম মচ্ছিকা বনে বাস করুন। অম্বাটক বন রমণীয় স্থান। আমি আর্য সুধর্মের চীবর, ভোজন, শয্যাসন এবং ঔষধ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত থাকব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান সুধর্মকে এরূপ বললেন। চিত্র গৃহপতি বললেন: "প্রভো! আর্য সুধর্ম কোথায় গমন করবেন?" গৃহপতি! আমি শ্রাবস্তীতে ভগবানকে দর্শন করার জন্য গমন করব। প্রভো! তাহলে আপনি যা বলেছেন এবং আমি যা বলেছি, সে সমস্তই ভগবানকে নিবেদন করবেন। আর্য সুধর্মের মচ্ছিকা বনে প্রত্যাবর্ত্তন করা আশ্চর্য্যের হবে না। অতঃপর আয়ুষ্মান সুধর্ম শয্যাসন সামলিয়ে পাত্র চীবর নিয়ে শ্রাবস্তী অভিমূখে প্রস্থান করলেন এবং ক্রমান্বয়ে শ্রাবস্তীর জেতবনে, অনাথ পিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান সুধর্ম নিজে যা বলেছেন এবং চিত্র গৃহপতি যা বলেছেন সেই সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করেন। বুদ্ধ তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বলেন; "হে মোঘ পুরুষ! তোমার ব্যবহার অননুরূপ, অননুলোম অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন তুমি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, কারক, সংঘ সেবক চিত্র গৃহপতিকে হীন বাক্যে নিন্দা করেছ? কেনই বা হীন বাক্যে বিদ্রুপ করেছ? তোমার এই কার্যে শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে"। এভাবে নিন্দা করে এবং ধর্ম কথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে'-এই বলে সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করুক।"

দণ্ড দানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (প্রতি স্মরণীয় কর্ম) করবে। প্রথমে সুধর্ম ভিক্ষুকে

---

[১]। কাকের ঔরষে জাত কুক্কুট শাবক যেমন কাকের ন্যায় কিংবা কুক্কুটের ন্যায় রব করতে পারল না। এরূপ আপনিও ভিক্ষু উপযোগী কিংবা গৃহী উপযোগী কথা বললেন না। (সম-পাসা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করিয়ে দিবে। স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করবে। আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু শ্রদ্ধালু, প্রসন্ন, দায়ক, কারক, সংঘ সেবক চিত্র গৃহপতিকে হীন বাক্যে নিন্দা ও বিদ্রুপ করেছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সংঘ 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে' বলে সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করতে পারেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবন- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সুধর্ম ভিক্ষু শ্রদ্ধালু, প্রসন্ন, দায়ক, কারক, সংঘ সেবক চিত্র গৃহপতিকে হীন বাক্যে নিন্দা এবং বিদ্রুপ করেছে। সংঘ 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে' বলে সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করছেন। যেই আয়ুষ্মান 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে' বলে প্রতি স্মারণীয় কর্ম করা উচিত বোধ করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও এরূপ]

ধারণা- 'তোমাকে চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে' বলে সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বোধ করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।"

বিধি বহিভূত প্রতিস্মরণীয় কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা-(১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং ১২নং পর্যন্ত বিধি বহির্ভূত তর্জনীয় কর্ম সদৃশ]

বিধি সম্মত প্রতিস্মারণীয় কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত এবং সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা-(১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন প্রতিস্মরণীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত এবং সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং ১২নং পর্যন্ত বিধি সম্মত তর্জনীয় কর্ম সদৃশ]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিস্মরণীয় দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। যথা- (১) গৃহীদের অলাভের (হানির) চেষ্টা করে, (২) গৃহীদেরকে আক্রোশ ও পরিবাদ করে, (৩) গৃহীদের অনর্থের চেষ্টা করে, (৪) গৃহীদের অবাসের চেষ্টা করে, (৫) গৃহীকে গৃহীর সাথে বিচ্ছেদ করে দেয়।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছে করলে এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। ১

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। যথা- (১) গৃহীদের নিকট বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) গৃহীদের নিকট ধর্মের অগুণ প্রচার করে, (৩) গৃহীদের নিকট সংঘের অগুণ প্রচার করে, (৪) গৃহীদেরকে হীন বাক্যে নিন্দা ও বিদ্রুপ করে, (৫) গৃহীদের নিকট ধর্ম সঙ্গত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। যথা- (১) একজন গৃহীদের অলাভের চেষ্টা করে, (২) একজন গৃহীদের অনর্থের চেষ্টা করে, (৩) একজন গৃহীদের অবাসের চেষ্টা করে, (৪) একজন গৃহীদেরকে আক্রোশ ও পরিবাদ করে, (৫) একজন গৃহীকে গৃহীদের সাথে বিচ্ছেদ করে দেয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। ৩

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ অপর পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। যথা- (১) একজন গৃহীদের নিকট বুদ্ধের অগুণ প্রচার করে, (২) একজন গৃহীদের নিকট ধর্মের অগুণ প্রচার করে, (৩) একজন গৃহীদের নিকট সংঘের অগুণ প্রচার করে, (৪) একজন গৃহীদেরকে হীন বাক্যে নিন্দা ও বিদ্রুপ করে, (৫) একজন গৃহীদের ধর্ম সঙ্গত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করবে। ৪

আকংক্ষ্যমান চারি পঞ্চক সমাপ্ত।

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করা হয়েছে, তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এই- (১) অন্যকে উপস্পপদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, (৫) সংঘের অনুমোদন নিলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) সংঘ যে অপরাধের জন্য তর্জণীয় কর্ম করেছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) বিনয় কর্মের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্ম কারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্ রকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

প্রতিস্মারণীয় কর্মে অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত।

অনুদূত দানের নিয়ম

'তুমি চিত্র গৃহপতির নিকট দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর' বলে সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করলেন। সংঘ তাঁর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করায় তিনি মচ্ছিকা বনে গিয়ে মৌন রইলেন। চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারলেন না। তিনি পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- "বন্ধু সুধর্ম! আপনি চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা চেয়েছেন কি?" বন্ধো! আমি মচ্ছিকা বনে গিয়ে মৌন রয়েছিলাম। চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা চাইতে পারিনি। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান কহেন) হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সংঘ চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সুধর্ম ভিক্ষুকে জনৈক অনুদূত (সঙ্গী) প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে- প্রথমে গমনেচ্ছুক ভিক্ষুর মত জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত (সঙ্গী) প্রদান করতে পারেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবন ঃ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত দিচ্ছেন। যে আয়ুষ্মান চিত্র গৃহপতির নিকট প্রার্থনা করার জন্য অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত দেয়া উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করুন।"

ধারণা ঃ- "সংঘ চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অমুক নামীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।”

হে ভিক্ষুগণ! সুধর্ম ভিক্ষুকে এই অনুদূত সহ মচ্ছিকা বনে গিয়ে চিত্র গৃহপতির নিকট ‘গৃহপতি, ক্ষমা করুন; আমি আপনাকে প্রসন্ন করছি’ এরূপ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এরূপ বললে যদি ক্ষমা করে তাহলে ভাল, যদি ক্ষমা না করে তাহলে অনুদূত ভিক্ষুকে বলতে হবে- গৃহপতি! এই ভিক্ষুকে ক্ষমা করুন, আপনাকে প্রসন্ন করছেন। এরূপ বললে যদি ক্ষমা করে তাহলে ভাল, যদি ক্ষমা না করে তাহলে অনুদূত ভিক্ষুকে পুনরায় বলতে হবে- গৃহপতি! সংঘের কথায় এই ভিক্ষুকে ক্ষমা করুন। এরূপ বললে যদি ক্ষমা করে তাহলে ভাল, যদি ক্ষমা না করে তাহলে অনুদূত ভিক্ষু সুধর্ম ভিক্ষুকে চিত্র গৃহপতির দর্শন এবং শ্রবণ করার স্থানে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে পদাগ্রে ভার করে বসিয়ে এবং কৃতাঞ্জলি করিয়ে সেই আপত্তি দেশনা (অপরাধ স্বীকার করা) করতে হবে। অনন্তর আয়ুষ্মান সুধর্ম অনুদূত সহ মচ্ছিকা বনে গিয়ে চিত্র গৃহপতির দ্বারা ক্ষমা করালেন। তিনি সম্যক অনুবর্তী হলেন। মান ত্যাগ করলেন। মুক্তির উপযোগী কার্য করলেন। এবং ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেন:- বন্ধো! সংঘ আমার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন আমাকে কিরূপ করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন) তাহলে, ভিক্ষুগণ! সংঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম উপশম করুক।

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম উপশম করা উচিত নয়। যথা- (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন স্বীকার করে, (৫) অনুমোদিত হলে ভিক্ষুণীকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১

[২নং ও ৩নং তর্জনীয় কর্ম রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয় কর্ম উপশম করা উচিত। যথা- (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দেয় না, (২) আশ্রয় দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন স্বীকার করে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয় কর্ম উপশম করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচিত। ১

[২নং ও ৩নং তর্জনীয় কর্ম রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

দণ্ড উপশম করার নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে। সেই সুধর্ম ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে:- প্রভো! সংঘ আমার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন প্রতিস্মরণীয় কর্মের উপশম যাঞ্চা করছি। [দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও যাঞ্চা করবে] দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে-

[প্রজ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবন এবং ধারণা তর্জনীয় কর্মের জ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবন এবং ধারণা সদৃশ]

প্রতিস্মরণীয় কর্ম সমাপ্ত।

আপত্তি দর্শন না করায় উৎক্ষেপনীয় কর্ম

(১) অপরাধ অদর্শনে করণীয় উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রাথমিক কথা সে সময় বুদ্ধ ভগবান কৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন ঘোষিতারামে। সেই সময় আয়ুস্মান ছন্ন অপরাধ করে সেই অপরাধ দেখতে (স্বীকার করতে) ইচ্ছা করছিলেন না। যে সমস্ত ভিক্ষু অল্পেচ্ছু .... তারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন: কেন আয়ুষ্মান ছন্ন অপরাধ করে তা দেখতে (স্বীকার করতে) ইচ্ছে করছেন না? তখন সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়ে ভিক্ষুদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন:- হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে দেখতে ইচ্ছে করছেন না? হ্যাঁ ভগবান, তা' সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা'নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন: কেন সেই মোঘ পুরুষ অপরাধ করে দেখতে ইচ্ছে করছে না? তার এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হতে পারে না বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন:- হে ভিক্ষুগণ ! তাহলে অপরাধ (আপত্তি) দর্শন (স্বীকার) না করা হেতু সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ[১] করার অযোগ্য উৎক্ষেনীয় কর্ম করুক।

---

[১] সম্ভোগ দ্বিবিধ। যথা- ধর্ম সম্ভোগ এবং আমিষ সম্ভোগ। একসঙ্গে আহার করা আমিষ সম্ভোগ। একসঙ্গে উপোসথ, প্রবারণাদি করা ধর্ম সম্ভোগ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দণ্ড দানরে নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এই প্রকারে (উৎক্ষেপনীয় কর্ম) করবে। প্রথম ছন্ন ভিক্ষুকে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করিয়ে দিবে। স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুসংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ দর্শন করে ইচ্ছে করছে না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহলে অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতে পারেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ-"মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে। ইচ্ছে করছে না তা দর্শন করতে। অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য- উৎক্ষেপনীয় কর্ম করছেন। যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, অপরাধ দর্শন না করা হেতু ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করা, তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।"

ধারণা-"অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সাথে সম্ভোগের অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।"

হে ভিক্ষুগণ! সকল আবাসে (ভিক্ষুর বাসস্থানে) বলে দাও যে, অপরাধ দর্শন না করায় ছন্ন ভিক্ষুকে সংঘের সাথে সম্ভোগের অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করা হয়েছে।

বিধি বহির্ভূত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং দুরুপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধি বহির্ভূত তর্জনীয় কর্ম সদৃশ]

ধর্ম সম্মত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা- (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধি সম্মত তর্জনীয় কর্ম সদৃশ]

আপত্তি অদর্শন হেতু উৎক্ষেপনীয় কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর 'অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম' সংঘ ইচ্ছে করলে করবে। যথা- (১) যে ভণ্ডনকারক, কলহকারক, বিবাদকারক, বৃথাবাক্যব্যয়ী, সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়, (২) মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধ- বহুল, এবং অগ্রাহ্যকারী হয়, (৩) অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সংঘ এই ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে 'অপরাধ অদর্শনে করনীয় উৎক্ষেপনীয় কর্ম' সংঘ ইচ্ছে করলে করবে। ১

[২নং হতে ৬নং পর্যন্ত তর্জনীয় কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

হে ভিক্ষুগণ! অপরাধ দর্শন না করায় যে ভিক্ষুকে উৎক্ষেনীয় কর্ম করা হয়েছে, তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এই- (১) উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন স্বীকার করতে পারবে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যেই অপরাধের জন্য অপরাধ অদর্শন হেতু সংঘ উৎক্ষেপনীয় কর্ম করেছেন পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) অদণ্ডিত (ভিক্ষুর দ্বারা) অভিবাদন, (১২) প্রত্যুত্থান, (১৩) অঞ্জলি কর্ম, (১৪) সমীচীন কর্ম (১৫) আসন প্রস্তুত করা, (১৬) শয্যা প্রস্তুত করা, (১৭) পাদোদক, (১৮) পাদপীঠ, (১৯) পাদকথলিক, (২০) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ, (২১) স্নানের সময় (পৃষ্টমর্দন) রগড়ান আদি সেবা গ্রহণ করতে পারবে না, (২২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্ট হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৩) আচার ভ্রষ্ট হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৪) সদ্দৃষ্টি ভ্রষ্ট হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৫) হীনভাবে জীবন যাত্রার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৬) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুর বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না, (২৭) গৃহীর বেশ (পরিচ্ছেদ) ধারণ করতে পারবে না, (২৮) তীর্থিকের বেশ ধারণ করতে পারবে না, (২৯) তীর্থিকের সাথে মেলামেশা করতে পারবে না, (৩০) ভিক্ষুর সাথে মেলামেশা করতে হবে, (৩১) ভিক্ষুদের শিক্ষা (নিয়ম) শিক্ষা করতে হবে, (৩২) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর সাথে একাচ্ছন্ন আবাসে বাস করতে পারবে না, (৩৩) একাচ্ছন্ন অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৩৪) একাচ্ছন্ন আবাসে কিংবা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৩৫) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করতে হবে, (৩৬) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে বিহারের ভিতরে কিংবা বাহিরে বাধা দিতে পারবে না, (৩৭) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (৩৮) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (৩৯) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (৪০) বিহারে নেতৃত্ব করতে পারবে না, (৪১) অবকাশ করতে পারবে না, (৪২) দোষারোপ করতে পারবে না, (৪৩) স্মরণ করাতে পারবে না, (৪৪) ভিক্ষুদের পরস্ রে কলহ করাতে পারবে না।

ত্রিচত্বারিংশৎ ব্রত সমাপ্ত।

তখন সংঘ অপরাধ দর্শন না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুর সংঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করলেন। অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ তাঁর উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় তিনি সেই আবাস হতে অন্য আবাসে গমন করলেন। সেখানে ভিক্ষুরা তাঁকে অভিবাদন করলেন না। তাঁকে দেখে প্রত্যুত্থান করলেন না। হাতজোড় করলেন না। সমীচীন কর্ম (কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করলেন না। সৎকার, গৌরব প্রদর্শন করলেন না। সম্মান প্রদর্শন করলেন না। পূজা করলেন না। ভিক্ষুগণ তাঁর সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা না করায় সেই আবাস হতেও অন্য আবাসে গমন করলেন। সেখানেও ভিক্ষুগণ তাঁকে অভিবাদন করলেন না তাঁকে দেখে প্রত্যুত্থান করলেন না। হাতজোড় করলেন না। সমীচীন কর্ম (কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করলেন না। সৎকার, গৌরব প্রদর্শন করলেন না। সম্মান প্রদর্শন করলেন না। পূজা করলেন না। ভিক্ষুগণ তাঁর সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা না করায় সেই আবাস হতেও অন্য আবাসে গমন করলেন। সেখানেও ভিক্ষুগণ তাঁকে অভিবাদন করলেন না। ভিক্ষুগণ তাঁর সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা না করায় তিনি পুনরায় কৌশাম্বী প্রত্যাগমন করলেন। তখন সম্যক অনুবর্তী হলেন। মান ত্যাগ করলেন। মুক্তির উপযোগী কার্য করলেন এবং ভিক্ষুদের নিকট গিয়ে বললেন:- "বন্ধো! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সংঘ আমার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় এখন আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন আমি কিরূপ করব?" ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন): হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সংঘ ছন্ন ভিক্ষুর অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করুক।"

দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) যে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন স্বীকার করে, (৫) অনুমোদিত হলে ভিক্ষুণী- দেরকে উপদেশ দান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ১

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) যেই অপরাধের জন্য সংঘ অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্ষেপনীয় কর্ম করেছেন, পুনরায় সেই অপরাধ করে, (২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে, (৪) কর্মবাক্যের নিন্দা করে, (৫) কর্মকারকের নিন্দা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর অভিবাদন, (২) প্রত্যুত্থান, (৩) কৃতাঞ্জলি, (৪) সমীচীন কর্ম, (৫) আসন প্রস্তুত কর্ম গ্রহণ করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষু দ্বারা শয্যা আনয়ন, (২) পাদোদক, (৩) পাদপীঠ, (৪) পাদকথলিক, (৫) পাত্র-চীবর প্রতি গ্রহণ, (৬) স্নানের সময় গাত্র মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ৪

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্ট হবার দোষারোপ করে, (২) আচার ভ্রষ্ট হবার দোষারোপ করে, (৩) সৎদৃষ্টি ভ্রষ্ট হবার দোষারোপ করে, (৪) মিথ্যা জীবিকার দোষারোপ করে, (৫) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুকে বিচ্ছেদ করে দেয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) গৃহীর ধ্বজা (বেশ) ধারণ করে, (২) তীর্থিক ধ্বজা ধারণ করে, (৩) তীর্থিকের সেবা করে, (৪) ভিক্ষুর সেবা করে না, (৫) ভিক্ষুর শিক্ষা (নিয়ম) শিক্ষা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ৬

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সাথে একাচ্ছন্ন আবাসে বাস করে, (২) একাচ্ছন্ন অনাবাসে বাস করে, (৩) একাচ্ছন্ন আবাসে বা অনাবাসে বাস করে,(৪) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্র-উত্থান করে না, (৫) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে বিহারের ভিতরে বা বিহারে বাধা প্রদান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ৭

হে ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, (২) প্রবারণা স্থগিত করে, (৩) কর্তৃক হিসেবে ভিক্ষুকে আদেশ করে, (৪) বিহারে কর্তৃত্ব করে, (৫) অবকাশ করায়, (৬) দোষারোপ করে, (৭) স্মরণ করায়, (৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্ রে কলহ করায়।

হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ৮

উপশম করার অযোগ্য ত্রিচত্বারিংশৎ সমাপ্ত।

দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) উপসম্পদা দান করে না, (২) আশ্রয় দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানের অনুমতি লাভের আশা করে না, (৫) অনুমতি পেয়েও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে।১

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) যেই অপরাধের জন্য অপরাধ অদর্শনে করনীয় উৎক্ষেনীয় কর্ম করা হয়েছে পুনরায় সেই অপরাধ করে না, (২) তাদৃশঃ অন্য অপরাধ করে না, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে না, (৪) কর্মবাক্যের নিন্দা করে না, (৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষু দ্বারা অভিবাদন, (২) প্রত্যুত্থান, (৩) কৃতাঞ্জলি, (৪) কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, (৫) প্রস্তুত আসন ব্যবহার করে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর দ্বারা প্রস্তুত শয্যা, (২) পাদোদক, (৩) পাদপীঠ, পাদকথলিক, (৪) পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ, (৫) স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন করায় না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। ৪

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে শীলভ্রষ্ট দোষে দোষারোপ করে না, (২) আচার ভ্রষ্ট দোষে দোষারোপ করে না, (৩) সৎদৃষ্টি ভ্রষ্ট দোষে দোষোরোপ করে না, (৪) মিথ্যা জীবিকা দোষে দোষারোপ করে না, (৫) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুকে বিচ্ছেদ করায় না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) গৃহী বেশ ধারণ করে না, (২) তীর্থিক বেশ ধারণ করে না, (৩) তীর্থিকের সেবা করে না, (৪) ভিক্ষুর সেবা করে, (৫) ভিক্ষুর শিক্ষা শিক্ষা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। ৬

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সহিত একাচ্ছন্ন আবাসে বাস করে না, (২) একাচ্ছন্ন অনাবাসে বাস করে না, (৩) একাচ্ছন্ন আবাসে কিংবা অনাবাসে বাস করে না, (৪) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করে, (৫) বিহারের বাহিরে বা ভেতরে অদণ্ডিত ভিক্ষুকে বাঁধা দেয় না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। ৭

হে ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। যথা- (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে না, (২) প্রবারণা স্থগিত করে না, (৩) কর্তৃত্ব হিসেবে অন্য ভিক্ষুকে আদেশ করে না,(৪) বিহারের কর্তৃত্ব করে না, (৫) অবকাশ করায় না, (৬) দোষারোপ করে না, (৭) স্মরণ করায় না, (৮) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুকে কহল করায় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে। ৮

উপশম করার যোগ্য ত্রিচত্বারিংশৎ সমাপ্ত ॥

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

হে ভিক্ষুগণ! মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করায় যেই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয় কর্ম করা হয়েছে তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এই:-

(১) উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন গ্রহণ করিতে পারবে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যেই অপরাধের জন্য সংঘ মিথ্যা ধারণা অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় কর্ম করেছে, পুনরায় সেই অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশঃ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে কোন ভিক্ষুকে আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে কর্তৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করাতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদিগের দ্বারা পরস্ রে কলহ করতে পারবে না।

অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত।

সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অরিষ্ট নামে পূর্বের গন্ধবাদী এক ভিক্ষুর এরূপ মিথ্যা পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হলো। তিনি বলতে লাগলেন, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি যে, যেই সকল অন্তরায়কর ধর্ম (বিষয়) আছে সে সকল প্রতি সেবনে কোন প্রকার অন্তরায় নেই। জনৈক ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, পূর্বেকার গন্ধবাদী অরিষ্ট নামক ভিক্ষুর এরূপ পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। তিনি নাকি বলছেন- ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এভাবে জেনেছি যে, ভগবান যে সকল অন্তরায়কর ধর্ম বলছেন সে সকল প্রতি সেবনে কোন প্রকার অন্তরায় হয় না। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ যেখানে পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে বললেন, বন্ধু ইহা কি সত্য যে, আপনার এমন পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়ে বলছেন ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এভাবে জেনেছি যে সকল ধর্ম অন্তরায়কর সে সকল প্রতি সেবনে কোন প্রকার অন্তরায় হয় না?

হ্যাঁ বন্ধু! ...... এরূপ আমি জেনেছি। বন্ধু অরিষ্ট এরূপ বলবেন না, এভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানের নিন্দা করবেন না। ভগবানের এভাবে নিন্দা করা কখনো সাধু নহে। বন্ধু! ভগবান এরূপ বলেন নি যে, যে সকল ধর্ম অন্তরায়কর সে সকল অপ্রসাদকর অন্তরায়কর ধর্মের প্রতি সেবন বহু দুঃখকর, বহু উপতদ্রব পূর্ণ, বহু উপায়াস যুক্ত, যেমন কামনা অস্থি কঙ্কাল সদৃশ, মাংস খণ্ড সদৃশ, জ্বলন্ত তৃণ স্তুপ সদৃশ, জ্বলন্ত কয়লা চুল্লী সদৃশ, স্বপ্ন সদৃশ, যাচক সদৃশ, ফলবান বৃক্ষ সদৃশ, কষাই খানা সদৃশ, অসিধার সদৃশ, সর্পের মুখ সদৃশ, বহু দুঃখ পূর্ণ, বহু উপায়াস যুক্ত, বহু উপদ্রব পূর্ণ এই চেয়ে ও অধিক।

পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্ট কে সেই ভিক্ষুগণের দ্বারা এরূপ বলা সত্তে্ব ও তার সেই পাপ দৃষ্টিতে অবিচল রইলেন, আঁকড়ে রইলেন, নিজ সিদ্ধান্তে অভিনিবিষ্ট রইলেন। ফলে সেই ভিক্ষুগণ অরিষ্ট ভিক্ষুর পাপ দৃষ্টি অপসারণে অক্ষম হয়ে যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এ সকল নিবেদন করলেন।

অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করায়ে পূর্বে গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে অরিষ্ট! ইহা কি সত্য যে তোমার এরূপ পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে ? তুমি কি বলছ- ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এরূপ জানি যে, ভগবান যে সকলকে অন্তরায়কর ধর্ম বলছেন সে সকল প্রতি সেবনে কোন অন্তরায় হয় না? হ্যাঁ প্রভু! ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এরূপই অবগত হয়েছি...। তুমি কেমন মোঘ পুরুষ (মূর্খ) যে আমার দেশিত ধর্মকে এভাবে অবগত হলে ? হে মোঘ পুরুষ! আমার দ্বারা অনেক প্রকারে কি এরূপ বলা হয় নি যে, অন্তরায়কর ধর্ম প্রতি সেবনে অন্তরায়কর, অপ্রসাদকর, কাম বাসনা বহু দুঃখ, বহু অনর্থকর, বহু উপদ্রবপূর্ণ, তার চেয়ে অধিক যেমন- অস্থি কঙ্কাল সদৃশ, মাংস খণ্ড সদৃশ, জ্বলন্ত তৃণ স্তুপ সদৃশ, জ্বলন্ত কয়লা চুল্লী সদৃশ, স্বপ্ন সদৃশ, যাচক সদৃশ, ফলবান বৃক্ষ সদৃশ, কষাই খানা সদৃশ, অসিধার সদৃশ, সর্পের মুখ সদৃশ, বহু দুঃখ পূর্ণ, বহু শোক তাপ যুক্ত, বহু উপদ্রবপূর্ণ, তদপেক্ষা অধিক? অথচ তুমি মোঘ পুরুষ নিজেই বিপরীত ধারণা বশে পাপ দৃষ্টি পরায়ন হয়ে আমার নিন্দা করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করছ, বহু অপুণ্য প্রসব করছ। হে মোঘ পুরুষ! ইহা তোমার দীর্ঘ রাত্রি অহিত ও দুঃখের কারণ হবে। তোমার এই আচরণ অশ্রদ্ধা বানের শ্রদ্ধা উৎপত্তি কারণ হবে না, অধিকন্তু শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করবে।

ভগবান এভাবে ভৎসনা করে, ধর্ম প্রসঙ্গে অবতারনা করে ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করে বললেন- তাহলে ভিক্ষুগণ! পূর্বে গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপ দৃষ্টি পরিত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত সংঘ তাহাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রদান করুক, সংঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জন করা হউক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এভাবে তা করতে হবে- পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টকে প্রথমে দোষারোপ করা কর্তব্য, দোষারোপ করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য, স্মরণ করিয়ে আপত্তি আরোপ করা কর্তব্য, আপত্তি আরোপ করে দক্ষ সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে জ্ঞাত করানো কর্তব্য।

প্রজ্ঞপ্তি ঃ ভন্তে সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের এরূপ পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। (তিনি বললেন) আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এভাবে অবগত আছি যে, যে সকল অন্তরায়কর ধর্ম ভগবান উল্লেখ করছেন সে সকল অন্তরায়কর ধর্ম প্রতি সেবনে কোন পাপ অন্তরায় হয় না। তিনি তার এই পাপ দৃষ্টি পরিত্যাগ করছে না। যদি সংঘ ইহা যথার্থ সময় বলে মনে করেন তাহলে পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপ দৃষ্টি বর্জনের জন্য উৎক্ষেপনীয় দণ্ড কর্ম করুক, সংঘ (তার সাথে) সম্ভোগ বর্জন করুক।

অনুশ্রবন ঃ ভন্তে সংঘ! পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের এরূপ পাপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে (তিনি বলছেন) আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এভাবে জ্ঞাত আছি যে ভগবান কর্তৃক যে সকল ধর্মকে অন্তরায়কর বলে উক্ত হয়েছে সে সকল প্রতি সেবনে কোন অন্তরায় (পাপ) হয় না। তিনি তার এই পাপ দৃষ্টি পরিত্যাগ করছেন না। সংঘ পূর্বের গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হত্বে সংঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ করছেন। যিনি পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে সংঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ যথার্থ মনে করেন তিনি নীরব থাকুন। আর যিনি যথার্থ মনে না করেন তিনি নিজে তা ব্যক্ত করুন।

[দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও এরূপ বলছি ..... অনুশ্রবন পর্বকে এভাবে তিনবার আবৃত্তি করতে হবে]।

ধারণা ঃ সংঘ কর্তৃক পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ করা হলো। সংঘ ইহা যথার্থ বিবেচনা করছেন। তাই সকলে নীরব আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ! আবাস পরম্পরা অত্যাসক্ত পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু সংঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয় কর্ম কৃত হলো।

১। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বহির্ভূত কর্ম হয়, এবং দুরূপশমনীয় হয়। যথা- অসম্মুখে কৃত, প্রতি জিজ্ঞাসা না করে কৃত, প্রতিজ্ঞা না করায়ে কৃত, দণ্ডকর্ম। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

২। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর তিন অঙ্গ সম্পন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম, দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা- আপত্তি বিহীনের প্রতি, অদেশনীয় আপত্তি (স ঘাদিসেসাদি) কারীর প্রতি, আপত্তি দেশনা কৃতের প্রতি কৃত দণ্ড কর্ম। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কর্ম, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা- (অভিযোগ) পুনঃ পরীক্ষা না করে কৃত হয়, স্মরণ না করায়ে কৃত হয়, আপত্তি আরোপ না করে কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা- অনুপস্থিতিতে কৃত, (সংঘের) একাংশ দ্বারা কৃত এবং অন্যায় (অধর্ম) ভাবে কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা- প্রতি জিজ্ঞাসা না করে কৃত হয়, অন্যায় ভাবে কৃত হয়, একাংশ দ্বারা কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৬। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা- প্রতিজ্ঞা না করায়ে কৃত, অন্যায় ভাবে কৃত এবং একাংশের দ্বারা কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৭। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা- বিনা আপত্তিতে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয়, একাংশের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৮। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় হয়। যথা-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেশনা অযোগ্য আপত্তিতে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয় এবং একাংশেরর দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৯। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় হয়। যথা- দেশনা কৃত আপত্তিতে করা, অধর্মতঃ করা হয় এবং একাংশের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

১০। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় হয়। যথা- (অভিযোগ) পুনঃ পরীক্ষা না করে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয়, একাংশের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

১১। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপিরত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় হয়। যথা- স্মরণ না করায়ে আরোপ করা হয়, অধর্মতঃ করা এবং একাংশের দ্বারা করা হয়।

১২। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ এবং দুপশমনীয় হয়। যথা- আপত্তি আরোপ না করে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয় এবং একাংশের দ্বারা করা হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু প্রদত্ত তিন অঙ্গ সম্পন্ন এই উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের (সংশোধনের) অযোগ্য হয়।

[পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে অধর্মতঃ প্রদত্ত দ্বাদশ উৎক্ষেপনীয় দণ্ড কর্ম পর্ব সমাপ্ত]

পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে ধর্মতঃ প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দণ্ড পর্ব

১। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় (সংশোধান যোগ্য) হয়ে থাকে। যথা- ১) সম্মুখে করা হয়ে থাকে, ২) প্রতি জিজ্ঞাসা করা দ্বারা করা হয়ে থাকে, ৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ! এই তিন অঙ্গ (লক্ষণ) বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু প্রদত্ত হলে তাহা ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে।

২। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) আপত্তি গ্রস্তকে করা হয়, ২) দেশনাগামী আপত্তি গ্রস্ত করা হয় এবং ৩) অদেশনা কৃত আপত্তি গ্রস্তকে করা হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) অভিযোগ উত্থাপন করে করা হয়, ২) স্মরণ করিয়ে দিয়ে করা হয়, ৩) আপত্তি আরোপ করে করা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিক (সংঘের একমতে) ভাবে করা হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) প্রতি জিজ্ঞাসা করে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

৬। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয়, ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

৭। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) আপত্তি গ্রস্তকে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

৮। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) দেশনাগামী আপত্তি কৃতকে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয়, ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

৯। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) আপত্তি অদেশিত অবস্থায় করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

১০। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকে। যথা- ১) অভিযোগ উত্থাপন করে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

১১। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) স্মরণ করায়ে কৃত হয়, ২) ধর্মতঃ এবং ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

১২। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল হয়, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা- ১) আপত্তি আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিক ভাবে করা হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু প্রদত্ত এই তিন অঙ্গ বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় হয়ে থাকে।

[পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত দ্বাদশ উৎক্ষেপনীয় দণ্ড পর্ব সমাপ্ত]

পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ৬ষ্ঠক পর্ব

১। ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে তিন অঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ করতে পারে। যথা- ১) ভণ্ডনকারী (ভেদ সৃষ্টিকারী), ২) কলহ-বিবাদকারী অসার বাক্য ভাষী সংঘে (নিত্য) অভিযোগ কারী হলে, ৩) মূর্খ-অদক্ষ, অপরাধ বহুল, অগ্রাহ্য কারী, অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বসবাস কারী হলে।

ভিক্ষুগণ! পাপ দৃষ্টি অপরিত্যাগে এই তিন অঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে সংঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ করতে পারে।

২। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপিরত্যাগে অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুকে স ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড আরোপ করতে পারে। যথা- ১) অধিশীলে শীল বিপন্ন হয়, ২) অধি আচারে আচার বিপন্ন হয়, ৩) অধি দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিপন্ন হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুকে স ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড আরোপ করতে পারে। যথা- ১) বুদ্ধের নিন্দা করে, ২) ধর্মের নিন্দা করে এবং ৩) সংঘের নিন্দা করে।

৪। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে অপর তিন অঙ্গ বিশিষ্ট ভিক্ষুকে স ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড আরোপ করতে পারে। যথা- ১) একজন ভেদ সৃষ্টিকারী হয়, কলহকারী হয়, বিবাদকারী হয়, সংঘের (নিত্য) অভিযোগ কারী হয়, ২) একজন অদক্ষ মূর্খ হয়, আপত্তি বহুল হয়, অগ্রাহ্যকারী হয়, ৩) একজন অযোগ্য গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

৫ নং ও ৬ নং দণ্ড কর্ম বিধি ২ নং ও ৩ নং এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম মাত্র ৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নং ও ৬নং-এ উল্লেখিত তিনটি অপরাধের প্রত্যকটিকে ‘একো’ মূল পালি শব্দটি যুক্ত হওয়াতে এক একটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রয়োগের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

[পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ৬ষ্ঠক পর্ব সমাপ্ত]

ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রাপ্ত ভিক্ষুকে (দণ্ডের বিধি বিধান) সম্যক অনুবর্তন করতে হবে। সেই সম্যক অনুবর্তন হলো- ১) উপসম্পদা দান করতে পারবে না, ২) কাহাকে ও নিশ্রয় (আশ্রয় বা ধর্মান্তেবাসী হিসেবে রাখা) দিতে পারবে না, ৩) কোন শ্রামণের সেবা গ্রহণ করতে পারবে না, ৪) কোন আদেশ উপদেশ দান করতে পারবে না, ৫) যে কোন আদেশ মানতে বাধ্য থাকতে হবে (সাদিতকী), ৬) অনুমতি প্রাপ্ত হয়েও কোন ভিক্ষুণী কে উপদেশ দান করতে পারবে না, ৭) সংঘ যে সকল আপত্তি আপত্তি গত মিথ্যাদৃষ্টির অপরিত্যাগ হেতু উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রদান করেছেন সে সকল অপরাধ পুনঃ করতে পারবে না, ৮) তাদৃশ (অন্য) কোন পাপ কর্ম ও করতে পারবে না, ৯) তারচেয়ে ও গুরুতর পাপ করতে পারবে না, ১০) কর্মবাক্য পাঠকের নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পাকাতাত্তা (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ১৩) কোন বাক্যালাপ করতে পারবে না, ১৪) কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে না, ১৫) অবকাশ (কিছু বলার অনুমতি) নিতে পারবে না, ১৬) দোষারোপের পুনঃ প্রমাণ (চোদনা) দাবী করতে পারবে না, ১৭) কারো দোষ স্মরণ করায়ে দিতে পারবে না, ১৮) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুর বিবাদ সৃষ্টি করাতে পারবে না।

[পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অষ্টাদশ পর্ব সমাপ্ত]

অতঃপর সংঘ ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুর ‘সংঘের সহিত সম্ভোগ করতে পারবে না’ বলে মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষেপনীয় কর্ম করলেন। মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু সংঘ তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করল। তখন অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন: “কেন ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে সংঘ তার মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষেনীয় কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করল?”

সেই ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন:-

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষু মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু সংঘ তার উৎক্ষেনীয় কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করেছে?” হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। “হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মূর্খ মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘ তার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করেছে? তার এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে পারবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এই ভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুর মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু তাহার কৃত উৎক্ষেনীয় কর্ম রহিত করুক।”

দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম রহিত করবে না। যথা- (১) উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন গ্রহণ করে, (৫) অনুমোদিত হয়ে ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর মিথ্যা ধারণা অপরিত্যাগে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম রহিত করবে না। [অবশিষ্ট অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম সদৃশ]

অষ্টাদশ রহিত করা অযোগ্য ব্যক্তি সমাপ্ত।

দণ্ড রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম রহিত করবে। যথা- (১) উপসম্পদা দান করে না, (২) আশ্রয়দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন গ্রহণ করে না, (৫) অনুমোদিত হয়ে ও উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুর মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম রহিত করবে। [অবশিষ্ট অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেনীয় কর্ম সদৃশ]

অষ্টাদশ রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি সমাপ্ত।

দণ্ড রহিত করার নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে দণ্ড রহিত করবে:- মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করায় যারা উৎক্ষেনীয় কর্ম করা হয়েছে, সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এইরূপ বলবে: প্রভো! মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু সংঘ আমার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কর্ম করেছি। এবং মিথ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রত্যাহার যাঞ্চা করতেছি। [দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার এইরূপ করবে] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করিবে- (প্রজ্ঞপ্তি, অনুশ্রবণ ও ধারণা অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম সদৃশ। কেবল অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেনীয় কর্মস্থানে মিথ্যা ধারণা অপরিত্যাগে উৎক্ষেনীয় কর্ম এবং ছন্ন ভিক্ষু স্থানে অমুক নামীয় ভিক্ষু পাঠ করবে)।

মিথ্যা ধারণা অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় কর্ম সমাপ্ত।

কর্মস্কন্ধ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২- পারিবাসিক স্কন্ধ

পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য

[স্থান-শ্রাবস্তী]

(১) প্রারম্ভিক কথা-

সেই সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথ পিণ্ডদের আরামে। সেই সময় পারিবাসিক* (পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত) ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুদিগের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি, সমীচীন* কর্ম, আসন-আনয়ন*, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ*, পাদ-কথলিক*, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনা ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক....... তাহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন: "কেন পারিবাসিক ভিক্ষুগণ গ্রহণ করিতেছেন অদণ্ডিত ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন:- হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি পারিবাসিক ভিক্ষুগণ গ্রহণ করতেছেন অদণ্ডিত ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা?" হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য।....... এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে পারে না বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করিয়া এবং

---

* পাদটীকা: ১। যাহারা পরিবাস করিতেছে। পরিবাস চতুর্বিধ। যথা- ১। অপ্রতি ছন্ন ২। প্রতি ছন্ন ৩। সুদ্ধন্ত ৪। সমোধান পরিবাস। মহাবর্গে বর্ণিতানুযায়ী পূর্ব তীর্থিককে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা অপ্রতি ছন্ন পরিবাস। অবশিষ্ট তিনটি পরিবাস যাহারা স ঘাদিসেস অপরাধে অপরাধী হইয়া অপরাধ গোপন করে তাহাদিগকে দেওয়া হয়। এই ত্রিবিধ পরিবাসের মধ্যে যে কোনটি পালন করে তাহাকে পারিবাসিক বলে।

* ব্যঞ্জন (পাখা) করা আদি অন্যান্য কাজ।

* অদণ্ডিত ভিক্ষু আনিত আসনে উপবেশন করা।

* ধৌত পদ স্থাপনের চৌকি।

* অধৌত পদ স্থাপনের চৌকি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন: হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতে পারবে না। যে গ্রহণ করবে, তাহার 'দুক্কট'[1] অপরাধ হবে।

হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি- পারিবাসিক ভিক্ষুগণ আপনাদের জ্যেষ্ঠানুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি, সমীচীন কর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষুগণের পাঁচটি বিষয় জ্যেষ্ঠানুক্রম-(১) উপোসথ, (২) প্রবারণা, (৩) বার্ষিক সাটিক, (৪) বিসর্জন[2] (ওনোজনা), (৫) ভোজনের অন্ন।

হে ভিক্ষুগণ! তাহা হতে পারিবাসিক ভিক্ষুগণের প্রতিপালনীয় ব্রত বিধান করবে।

পারিবাসিকের ব্রত

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষুকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হবার নিয়ম এই:- (১) উপসম্পদা[3] দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন স্বীকার করতে পারবে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যে অপরাধের জন্য সংঘ পরিবাস দিচ্ছেন পুনঃ সেই অপরাধ[4] করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ[5] করতে

---

[1] বারণ করা সত্ত্বেও শিষ্য গুরুর সেবা করিলে গুরুর অপরাধ হয় না। সম-পাসা।

[2] পাদটীকা: ১। ওনোজনন্তি বিস্‌সজ্জনং বু চতি। সচে পি পারিবাসিকাম দ্বে তীনি উদ্দেস ভত্তানি পাপুনন্তি অঞ্ঞচস্‌স পুগ্গলিক ভত্ত পু চাসা হোতি তানি পটিপাটিযা গাহেত্বা ভন্তে হেত্বা গাহেথ, অজ্জ মযৃহং ভত্ত প চাসা অত্থি স্বেব গনিহস্‌সামীতি বত্বা বিস্‌সজ্জেতব্বানি। এবং পুন দিবসে গন্হিতুং লভতি..... যদি পন ন গন্হতি ন বিস্‌সজ্জেতি পুন দিবসে ন লভতি। ইদং ওনোজনং নাম পারিবাসিকস্‌সেব অনুঞ্ঞাতং ;

[3] স্বয়ং উপধ্যায় হইয়া অন্যকে উপসম্প দা দিতে পারিবে না; ব্রত ত্যাগ করিয়া উপসম্প দা দিতে পারিবে।

[4] শুক্রপাতের জন্য পরিবাস প্রদত্ত হইলে পুনরায় শুক্রপাত করিতে পারিবে না।

[5] কাম সংসর্গাদি গুরুতর অপরাধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ[১] করতে পারবে না, (৯) কর্মের[২] নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতিস্থ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) বলিবার যোগ্য[৩] করতে পারবে না, (১৪) শ্রেষ্ঠত্ব[৪] জ্ঞাপন করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করতে পারবে না, (১৬) প্রকট[৫] দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করাতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুগণের সহিত সংমিশ্রণ[৬] করতে পারবে না, (১৯) প্রকৃতিস্থ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে যেতে[৭] পারবে না, (২০) সম্মুখে বসতে পারবে না, (২১) সংঘের যেই অন্তিম আসন[৮], অন্তিম শয্যা ও অন্তিম বিহার[৯] (বাসস্থান) তাহা তাকে দিতে হবে। তাহাই তাকে ব্যবহার করতে হবে, (২২) পারিবাসিক ভিক্ষু অদণ্ডিত ভিক্ষুর পূর্বগামী কিংবা পশ্চাদগামী শ্রমণরূপে গৃহীর বাড়ীতে যেতে পারবে না, (২৩) অরণ্য বাসের ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, (২৪) ভিক্ষাচর্যার ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, (২৫) আমাকে না জানুক এই জন্য ভিক্ষান্ন আনাতে পারবে[১০] না, (২৬) পারিবাসিক ভিক্ষু অভ্যাগত রূপে অন্যত্র গমন করলে নিজের বিষয় বলতে হবে, (২৭) অভ্যাগতকে নিজের বিষয় বলতে হবে, (২৮) উপোসথের সময় বলতে হবে, (২৯) প্রবারণা সময় বলতে হবে, (৩০) পীড়িত হলে সংবাদ বাহক দ্বারা বলতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৩১) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে যেতে পারবে না, প্রকতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত; (৩২) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে

---

১ পারাজিক অপরাধ।

২ পরিবাসের কর্ম বাক্যের; যাহারা কর্ম করে।

৩ অন্তরায় উপস্থিত করা।

৪ কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না।

৫ বিষয় বা অপরাধ প্রকাশ করিতে পারিবে না।

৬ পরস্পরে মিলিয়া কলহ করিতে পারিবে না।

৭ পাদটীকা: সংঘ স্থবির হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে পারিবে না। দ্বাদশ হস্ত দূরে থকিয়া একাকী গমন করা।

৮ ভোজন গৃহে নূতন ভিক্ষু বসিবার আসন।

৯ নিকৃষ্ট মঞ্চ, চৌকি আদি, নিকৃষ্ট বাসস্থান; যদি সেখানে অবস্থিত সমস্ত ভিক্ষু বৃক্ষমূলে কিংবা উম্মুক্ত স্থানে বাস করেন তাহা হইলে বাসস্থান তাঁদের পরিত্যক্ত মধ্যে গন্য হয়। তাহাতে বাস করা যায়।

১০ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়াই ভোজন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুহীন অনাবাসে (যাহা ভিক্ষুর বাসস্থান নহে এমন স্থানে) যেতে পারবে না, (৩৩) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে বা অনাবাসে যাবে না প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত বা কোন বিঘ্ন ব্যতীত; (৩৪) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে যেতে পারবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা বিঘ্ন ব্যতীত; (৩৫) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাবে না প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত; (৩৬) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে না। প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৩৭) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত। (৩৮) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত। (৩৯) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাস কিংবা অনাবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৪০) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না; যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক;[১] প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪১) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে না; যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪২) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না; কিংবা অনাবাসে যাবে না যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৩) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৪) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৫) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৬) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৭) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৮) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত কিংবা কোন অন্তরায়

[১] পাদটীকা: ১। যাহারা ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ এবং যাহারা স্বসম্প্রদায়স্থ হইয়াও উৎক্ষিপ্ত দণ্ডে দণ্ডিত তাহাদিগকে নানা সংবাসক বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যতীত।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৪৯) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক[১] ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হইতে পারা যাবে বলে বোধ হয় এইরূপ ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে। (৫০) পারিবাসিক ভিক্ষু ভিক্ষুযুক্ত আবাস[২] হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হইতে পারা যাবে বলিয়া বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে[৩] যাবে। (৫১) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে বা অনাবাসে যাবে। (৫২) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে। (৫৩) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে। (৫৪) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে। (৫৫) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে। (৫৬) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে। (৫৭) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৫৮) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর সহিত একছাদ যুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, (৫৯) একছাদ যুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬০) একছাদ যুক্ত আবাসে বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬১) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে আসন প্রদান করতে হবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত একাসনে বসতে পারবে না, (৬২) প্রকৃতস্থ ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে পারিবাসিক ভিক্ষু উচ্চ আসনে বসতে

---

[১] পাদটীকা: যে স্বসম্প্রদায়স্থ এবং উৎক্ষিপ্ত দণ্ডে দণ্ডিত নহে তাহাকে সমান সংবাসক বলে।

[২] বাসের জন্য প্রস্তুত গৃহ।

[৩] চৈত্য গৃহ ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারবে না, মাটিতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, (৬৩) একপাদচারণ[১] স্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, নীচ স্থানে পাদচারণ করবার সময় উচ্চস্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, পারিবাসিক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষুর সহিত একছাদ যুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, (৬৪) পারিবাসিক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষুর সহিত একছাদ যুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬৫) একছাদ যুক্ত আবাসে বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬৬) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে দেখিয়া আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে আসন প্রদান করতে হবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত একাসনে বসতে পারবে না, (৬৭) প্রকৃতস্থ ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে পারিবাসিক ভিক্ষু উচ্চ আসনে বসতে পারবে না, মাটিতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, নীচ আসনে বসলে উচ্চ আসনে বসতে পারবে না, মাটি বসলে আসনে বসতে পারবে না, (৬৮) একপাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করলে স্বয়ং উচ্চ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, মাটিতে পাদচারণ করলে স্বয়ং পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করিবে না, (৬৯) পারিবাসিক ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুর সহিত একছাদ যুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৭০) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৭১) একছাদযুক্ত আবাসে বা অনাবাসে বাস করবে না, (৭২) মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুকে দেখিয়া আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, আসন প্রদান করবে, একাসনে বসবে না, (৭৩) মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষু নীচাসনে বসলে স্বয়ং উচ্চাসনে বসবে না, মাটিতে বসলে আসনে বসবে না, (৭৪) একপাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবার সময় উচ্চ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং পাদচারণ করবে না, (৭৫) পারিবাসিক ভিক্ষু মানত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুর সহিত একছাদযুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৭৬) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৭৭) একছাদযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে বাস করবে না, (৭৮) পারিবাসিক ভিক্ষু মানত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, আসন প্রদান করবে, একাসনে বসবে না, (৭৯) মানত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে স্বয়ং উচ্চ আসনে বসবে না, মাটিতে বসলে স্বয়ং আসনে বসবে না, (৮০) একপাদচারণ স্থানে একসঙ্গে পাদচারণ করবে না, (৮১) পারিবাসিক ভিক্ষু মানত্বচারিক (মানত্ব ব্রত পালনে রত) ভিক্ষুর সহিত একছাদযুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৮২) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৮৩) একছাদযুক্ত

---

[১] যেই স্থান সমতল করিয়া বালুকা বিকীর্ণ করিয়া পাদচারণের উপযোগী করা হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবাসে কিংবা অনাবাসে বাস করবে না, (৮৪) মানত্বচারিক ভিক্ষুকে দেখিয়া আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, একসঙ্গে একাসনে বসবে না, (৮৫) মানত্বচারিক ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে উচ্চ আসনে বসবে না, মাটিতে বসলে স্বয়ং আসনে বসবে না, (৮৬) একপাদচারণ স্থানে একসঙ্গে পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং উচ্চ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, (৮৭) পারিবাসিক ভিক্ষুর আহ্বানাই ভিক্ষুর সহিত একছাদযুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৮৮) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৮৯) একছাদযুক্ত আবাসে বা অনাবাসে বাস করবে না, (৯০) আহ্বানাই ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, আসন প্রদান করবে, একসঙ্গে একাসনে বসবে না, (৯১) আহ্বানাই ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে স্বয়ং উচ্চ আসনে বসবে না, মাটিতে বসলে স্বয়ং আসনে বসবে না, (৯২) একপাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবার সময় উচ্চ পাদচারণ স্থানে স্বয়ং পাদচারণ করবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না,

(৯৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি পারিবাসিক সহ চারিজনে অন্যকে পারিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ব দান করে, অথবা পারিবাসিক ভিক্ষু সহ বিংশতি জনে অন্যকে আহ্বান করে তাহা হলে তাহা অকর্ম (ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম) হবে এইরূপ কর্ম করা উচিত নয়।

চতুঃনবুতি পারিবাসিক ব্রত সমাপ্ত।

পরিবাসে গননীয় এবং অগননীয় রাত্রি

অতঃপর আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে নিবেদন করলেন- 'প্রভো! কয় প্রকারে পারিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ হয় (রাত্রি গননীয় হয় না)? হে উপালি! পারিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ তিন প্রকারে হয়। যথা- (১) সঙ্গে বাস করা,[১] (২) বিপ্রবাস[২] (একাকী বাস করা), (৩) আরোচন[৩] না করা (ব্যক্ত না করা)। উপালি! এই তিন প্রকারে

---

[১] একছাদের নীচে ভিক্ষুর সহিত রাত্রি যাপন করা।

[২] প্রকৃতিস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষু যেখানে নেই, সেই স্থানে বাস করা।

[৩] প্রকৃতিস্থ (অদণ্ডিত) বা আগন্তুক ভিক্ষুর নিকট 'আমি পরিবাস করিতেছি' এই কথা প্রকাশ না করা। এই তিনটির মধ্যে যে কোনটি ভঙ্গ হইলে রাত্রি ছেদ হয় অর্থাৎ সেই রাত্রি পরিবাসে গণ্য হয় না। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ হয়।

পরিবাস নিক্ষেপ (স্থগিত) করা

সেই সময় শ্রাবস্তীতে বহু ভিক্ষু সংঘ সমবেত হয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন): হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি- পরিবাস নিক্ষেপ (স্থগিত) করবে। ভিক্ষুগণ! এইভাবে নিক্ষেপ করবে- সেই পারিবাসিক ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এইরূপ বলবে: "পরিবাস নিক্ষেপ করছি।" এইরূপ বললে পরিবাস নিক্ষেপ করা হয়। "ব্রত নিক্ষেপ করতেছি।" এইরূপ বললে ব্রত নিক্ষেপ করা হয়।

পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করা

সেই সময়ে অপরিবাসিক ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তী হতে এদিকে সেদিকে প্রস্থান করছিলেন। পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরিবাস শুদ্ধ করতে পারতেছিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান কহিলেন):- "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করবে।" ভিক্ষুগণ! এইভাবে সমাদান করবে, সেই পারিবাসিক ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এইরূপ বলবে:-"পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করতেছি।" এইরূপ বললে পরিবাস সমাদান করা হয়। "ব্রত সমাদান করতেছি।" এইরূপ বললে পরিবাস সমাদান করা হয়।

পারিবাসিক ব্রত সমাপ্ত।

মূলেপ্রতিকর্ষণ দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য

সেই সময় মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক...... তাঁহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন, কেন মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন? অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করে ভিক্ষু সংঘকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি কর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করলেন: ভিক্ষুগণ! কেন মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি কর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করিয়া ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন:- [অবশিষ্ট পারিবাসিক দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিকের স্থানে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য' পাঠ পড়তে হবে।]

মূলে প্রতিকর্ষণ ব্রত সমাপ্ত।

মানত্ব দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

সে সময়ে মানত্ব দণ্ড দানের যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক.... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন- "কেন মানত্বাই ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি কর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছেন? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মানত্বাই ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন?" হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন- "ভিক্ষুগণ! কেন মানত্বাই ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন পূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন:- [অবশিষ্ট পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিক স্থানে মানত্বাই পাঠ করতে হবে]

মানত্বার্হের ব্রত সমাপ্ত।

মানত্বচারিক ভিক্ষুর কর্তব্য

সেই সময় মানত্বচারিক (যাঁকে মানত্ব ব্রত পালনের দণ্ড প্রদত্ত হয়েছে) ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করিতেছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক....... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিলেন- কেন মানত্বচারিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতিস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছেন? তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- "ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মানত্বচারিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছেন?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন: ভিক্ষুগণ! কেন মানত্বচারিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছেন? তাহাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন:- [অবশিষ্ট পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিক স্থানে মানত্বচারিক পাঠ করতে হবে]।

মানত্বচারিক ব্রত সমাপ্ত।

আহ্বানার্হ ভিক্ষুর কর্তব্য

সেই সময় আহ্বানার্হ (আহ্বান যোগ্য) ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক....... তাঁহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন:-কেন আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি আহ্বনার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করলেন: ভিক্ষুগণ! কেন আহ্বনার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন পূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন:- [অবশিষ্ট পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিক স্থানে আহ্বানার্হ পাঠ করতে হবে]।

আহ্বানার্হ ভিক্ষুর কর্তব্য সমাপ্ত।

পারিবাসিক স্কন্ধ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩-সমুচ্চয় স্কন্ধ

শুক্রপাতের দণ্ড

[স্থান-শ্রাবস্তী]

ক- (১) ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত।

১-সেই সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন জেতবনে অনাথ পিণ্ডদের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ি স্বেচ্ছায় শুক্রপাত করে একটি অপরাধ (আপত্তি) করেছিলেন; কিন্তু তাহা অনাচ্ছন্ন (অগুপ্ত) ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে কহিলেন:- বন্ধো! আমি স্বেচ্ছায় শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তাহা গোপন করি নি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে অনাচ্ছাদিত (অগুপ্ত) স্বেচ্ছায় শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দান করুক। ভিক্ষুগণ! এই প্রকারে দিতে হবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তারসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এইরূপ বলবে:- "প্রভো! স্বেচ্ছায় শুক্রপাত জনিত আমার একটি অপরাধ আছে; কিন্তু তাহা অপ্রতিচ্ছন্ন আছে (গোপন করি নাই) আমি সেই স্বেচ্ছায় শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট ছয় রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করছি।" [এইরূপে দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও যাঞ্চা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে:-

প্রজ্ঞপ্তি:- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু স্বেচ্ছায় শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তাহা গোপন রাখেন নাই। তিনি সংঘের নিকট স্বেচ্ছায় শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্যে ছয় রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে স্বেচ্ছায় শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব প্রদান করবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তাহা গোপন রাখেন নাই। তিনি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দান করা উচিত বোধ করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বার এইরূপ]

ধারণা- "সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন-আমি এইরূপ ধারণা করছি।"

তিনি (উদায়ি) মানত্ব ব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদিগকে কহিলেন:- বন্ধো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধ করেছিলাম। আমি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। আমার মানত্ব ব্রত পূরণ হয়েছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানালেন। (ভগবান বললেন:)

ক-(২) আহ্বান

হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। এইভাবে আহ্বান করতে হবে। সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তারসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এইরূপ বলবে:- "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করেছি; কিন্তু অনাচ্ছাদিত আছে। আমি সংঘের নিকট সজ্ঞানের শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। আমার ব্রত পূরণ হওয়ায় আমি সংঘের নিকট আহ্বান যাঞ্চা করছি।" [দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার এইরূপে যাঞ্চা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি-"মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ করছেন; কিন্তু তিনি তাহা গোপন রাখেন নাই। তিনি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত এই একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত এই একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এখন মানত্ব ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট আহ্বান যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করিয়া একটি অপরাধ করছেন; কিন্তু তিনি তাহা গোপন রাখেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাই। তিনি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এখন মানত্ব ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট আহ্বান যাঞ্চা করছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবার প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত বোধ না করেন, তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও এইরূপ]

ধারণা-"সংঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করা হল। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন- আমি এইরূপ ধারণা করছি।"

খ- (১) একরাত্রির জন্য পরিবাস ব্রত

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ করেছিলেন কিন্তু তাহা একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে কহিলেন- "বন্ধোগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছি। এখন আমি কি করব?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (ভগবান কহিলেন:) হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একদিন গোপিত একটি অপরাধের হেতু একদিনের জন্য পরিবাস দান করুক। ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে। সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে বলবে:- "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করিয়া একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ একদিন গোপন করা হেতু সংঘের নিকট একদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করছি।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও এরূপে যাঞ্চা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘ কে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে:-

প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ হয়েছে, তাহা তিনি একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি এখন সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন করায় একদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দেবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি এখন সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাখার নিমিত্ত একদিনের জন্য পরিবাস দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিনের জন্য পরিবাস দান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা- "সংঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস প্রদত্ত হল। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(২) ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত

তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে ভিক্ষুগিদকে কহিলেন:- বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছি। আমি সংঘের নিকট শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পূরণ করেছি। এখন আমাকে কি করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত প্রদান করুক। এভাবে প্রদান করবে। সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে...... এরূপ বলবে:-

প্রার্থনা- "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছি। আমি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। এখন আমি পরিবাস ব্রত পূরণ করতঃ সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করছি।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও এইরূপ যাঞ্চা করবে] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ এই প্রস্তাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত প্রদান করবেন।” ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ-“মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে এখন সংঘের নিকট ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত দান সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।”[দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা- “সংঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত প্রদত্ত হল। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।”

(৩) আহ্বান

তিনি মানত্ব ব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদেককে কহিলেন- “বন্ধোগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত প্রদান করেছিলেন। আমি মানত্ব ব্রত পূরণ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। এভাবে আহ্বান করতে হবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে........ এরূপ বলবে:-

প্রার্থনা- “প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত দিয়েছিলেন। আমি মানত্ব ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট আহ্বান যাঞ্চা করছি।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাঞ্চা করবে] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি-"মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ তাঁকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ তাঁকে ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি মানত্ব ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট এখন আহ্বান যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ-"মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে, একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট একদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে একদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে ছয়রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত প্রদান করেছিলেন। তিনি মানত্ব ব্রত পূরণ করে এখন সংঘের নিকট আহ্বান প্রার্থনা করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপ বলতে হবে]

ধারণা-"সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।"

গ- (১) দুই.....পাঁচ রাত্রির জন্য পরিবাস

২- সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করিয়া দুই দিন গোপন রেখেছিলেন।

৩-সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিন দিন গোপন রেখেছিলেন।

৪-সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে চার দিন গোপন রেখেছিলেন।

৫-সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলেন।

তিনি ভিক্ষুদেরকে কহিলেন- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবানকে বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত প্রদান করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উরত্তাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে:

প্রার্থনা ঃ প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাচঁদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করছি। [দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও এরূপে যাঞ্চা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ হয়েছে, তাহা তিনি পাঁচদিন গোপন করেছিলেন। তিনি এখন সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখার জন্য পাঁচদিনের পরিবাস যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস দেবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে, তা পাঁচদিন গোপন করেছিলেন। তিনি এখন সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখার নিমিত্ব পাঁচদিনের জন্য পরিবাস দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস দান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলিতে হবে]

ধারণা ঃ "সংঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত জনিত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস প্রদত্ত হল। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(২) পরিবাস পালন কালীন সময়ের মধ্যে পুনঃ সেই অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ ঃ

তিনি (উদায়ি) পারিবাস ব্রত পূরণ করার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন; কিন্তু তাহা অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় আমাকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি পরিবাস ব্রত পালন করার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পুনরায় একটি অপরাধ করেছি। তাহা কিন্তু অগুপ্ত রয়েছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া....... এরূপে প্রার্থনা করবে:-

প্রার্থনা ঃ "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তাহা পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) করেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় আমাকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমি পরিবাস ব্রত পালন করিবার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পুনরায় একটি অপরাধ করেছি; কিন্তু তাহা গোপন করি নাই। প্রভো! এখন আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) একটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করছি।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এরূপে যাঞ্চা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘের নিকট এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তাহা গোপন করেন নাই। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) অপরাধের জন্য সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবেন।” ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ “মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তাহা পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করবার সময় পুনরায় পাঁচদিনের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তাহা গোপন রাখেন নাই। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করছেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলে প্রতিকর্ষণ করছেন। যেই আয়ুষ্মান সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সঙ্গত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা ঃ “সংঘ মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।”

(৩) মূলে প্রতিকর্ষণের পর মানত্ব গ্রহণের আগে পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত করণ ঃ

তিনি (উদায়ি) পরিবাস ব্রত পূরণ করে মানত্ব ব্রত গ্রহণের যোগ্য হয়ে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন; কিন্তু তাহা গোপন রাখলেন না। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- “বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তাহা পাঁচদিন গোপন ছিল। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন গোপিত একটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্ভূত পাঁচদিন গোপিত একটি অপরাধের জন্য পাঁচদিনের পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম। কিন্তু তাহা অগোপিত ছিল। সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অগোপিত একটি অপরাধের জন্য আমি সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্ঞা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অগোপিত একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পূরণ করে মানত্ব ব্রতের যোগ্য হয়ে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছি। কিন্তু তাহা অগুপ্ত আছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করুক।" ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে...... এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে: "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তাহা পাঁচদিন গোপন ছিল.... আমি পরিবাস ব্রত পূরণ করে মানত্ব ব্রত গ্রহণের যোগ্য হইয়া পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তাহা গোপন করি নাই। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্ঞা করছি।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও এরূপে যাঞ্ঞা করতে হবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুসংঘকে এইরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্ঞা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তাহা গোপন করেন নাই। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) অপরাধের জন্য সংঘের নিকট মূলে প্রতিকর্ষণ যাঞ্ঞা করছেন। যদি সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলে প্রতিকর্ষণ করবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তাহা পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্ঞা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করবার সময় পুনরায় পাঁচদিনের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তাহা গোপন রাখেন নাই। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সংঘের নিকট মূলে প্রতিকর্ষণ যাঞ্ঞা করছেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলে প্রতিকর্ষণ করছেন। যেই আয়ুষ্মান সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলে প্রতিকর্ষণ করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সঙ্গত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা ঃ "সংঘ মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলে প্রতিকর্ষণ করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(৪) তিনটি অপরাধের জন্য ছয় রাত্রির মানত্ব ব্রত

তিনি (উদায়ি) পরিবাস ব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদেরকে কহিলেন:- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তাহা পাঁচদিন গোপন রাখিয়া ছিলাম।......... আমার পরিবাস ব্রত পূরণ করা সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে......... এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে: "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম। তাহা পাঁচদিন গোপন রেখে ছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট পাঁচদিনের পরিবাস ব্রত যাঞ্ঞা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পাচঁদিনের পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন।...... প্রভো! আমার পরিবাস ব্রত পালন সমাপ্ত হয়েছে। এখন সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্ঞা করতেছি।[দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুসংঘের নিকট এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ সঙ্গত মনে করেন তবে উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছাদিত একটি অপরাধ করছেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করা সঙ্গত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা ঃ "সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(৫) মানত্ব ব্রত পূরণের সময় পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রি মানত্ব

তিনি (উদায়ি) মানত্ব ব্রত পালনের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন। কিন্তু তাহা অপ্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন: "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলাম।....... আমি মানত্ব ব্রত পালনের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রাখি নাই। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রির মানত্ব ব্রত প্রদান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে-.....ভিক্ষুগণ! এইভাবে ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করবে-...... সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৬) মানত্ব ব্রত পূরণের পর পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় পুনঃ মূলে প্রতিকর্ষণ করে মানত্ব দান

তিনি (উদায়ি) মানত্ব ব্রত পূরণ করিবার পর আহ্বানার্হ হইয়া পুনঃরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধ করলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন: "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম।... আমি মানত্ব ব্রত পূরণ করার পর আহ্বানার্হ হয়ে পুনঃরায় শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করিয়াছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলে- প্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করুক।" ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে...... এভাবে ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত দান করবে..... সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রির মানত্ব ব্রত প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৭) মানত্ব ব্রত পূরণ করার পর আহ্বান

তিনি (উদায়ি) মানত্ব ব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদেরকে বললেন:- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম....... আমি মানত্ব ব্রত পূরণ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক।" ভিক্ষুগণ এভাবে আহ্বান করবে। সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে.......... এরূপ বলবে-

প্রার্থনা ঃ "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। আমি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) একটি অপরাধের জন্য পার্চঁদিন পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পাঁচদিন পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস করবার সময় আমি পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস সমাপন করবার পর মানত্বার্হ হয়ে পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। সংঘের নিকট আমি পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করেছিলাম। আমাকে সংঘ পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস সমাপন করে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করেছিলেন। আমি মানত্ব ব্রত পূরণের সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। সংঘের নিকট আমি পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করেছিলাম। আমাকে সংঘ পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর আমি সংঘের নিকট মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলাম। আমাকে সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত দিয়েছিলেন। প্রভো! এখন আমি মানত্ব ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট আহ্বান যাঞ্চা করছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেন। স ঘ তাঁকে ছয় রাত্রির মানত্ব ব্রত প্রদান করলে তিনি তা পূরণ করে এখন স ঘর নিকট আহ্বান যাঞ্চা করছেন। যদি সংঘ সঙ্গত মনে করেন তবে উদায়ি ভিক্ষুকে স ঘ আহ্বান করতে পারেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছাদিত একটি অপরাধ করেছেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করলে তিনি তা পূরণ করে স ঘ আহ্বান যাঞ্চা করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে স ঘ আহ্বান করা সঙ্গত মনে করেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা ঃ "সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে স ঘ আহ্বান করছেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।"

ঘ (১) পক্ষকাল পরিবাস

সেই সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন[১] একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পক্ষকাল পরিবাস প্রদান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে.... এরূপ বলবে:

প্রার্থনা ঃ প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। সংঘের নিকট আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পক্ষকাল পরিবাস যাঞ্চা করছি।

[দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

[অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

(২) পুনঃ পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন উক্ত অপরাধের জন্য মূলে প্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস

তিনি পরিবাস করার সময়ের মধ্যে........ পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি।......... সংঘ পক্ষকালের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস করবার সময় আমি মধ্যে....... পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূতএকটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ!

---

[১] অপরাধ করিয়া একপক্ষ পর্যন্ত গোপন করা। সেই পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করিয়া পুনরায় পরিবাস দান করা। যদি পূর্বের অপরাধ পক্ষকাল প্রতি ছন্ন হয় এবং পরের অপরাধ পাঁচদিন প্রতি ছন্ন হয় তাহা হইলে পুনরায় পক্ষকাল পরিবাস পালন করিবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সহিত সমবধান পরিবাস প্রদান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করিবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে.... এরূপ বলবে:- [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে পূর্ব অপরাধের সহিত সমবধান পরিবাস দিবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে..... এরূপ বলবে:- প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। সংঘের নিকট আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পক্ষকাল পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম।.... প্রভো! আমি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ এবং পূর্ব অপরাধের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করছি। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি- "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমোধান ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমোধান ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস সমোধান ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করতেছেন। যদি সংঘ সঙ্গত মনে করেন তবে উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করবেন।" ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ "মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছাদিত একটি অপরাধ করছেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমোধান ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমোধান ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস সমাধান ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করতেছেন। সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করা সঙ্গত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধারণা ঃ "সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(৩) পুনঃ উক্ত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস

তিনি (উদায়ি) পরিবাস ব্রত পূরণের পর মানত্বার্হ হয়ে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করিলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম।....... আমি পরিবাস ব্রত পূরণ করার পর মানত্বার্হ হয়ে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন আরো একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

ভগবান বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সহিত সমবধান পরিবাস দান করুন।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে- সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে...... এরূপ বলবে।[অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে পূর্ব অপরাধের সহিত সমবধান পরিবাস দিবে....সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ এবং পূর্ব অপরাধের জন্য সমবধান পরিবাস প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৪) মানত্ব দানের পর পুনরায় সমবধান পরিবাস দান

তিনি পরিবাস সমাপন করিয়া ভিক্ষুদেরকে বললেন- "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম।....... আমি পরিবাস সমাপন করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে-সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে...... এরূপ বলবে:- "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম।.... প্রভো! পরিবাস সমাপন করেছি। এখন সংঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব যাঞ্চা করছি। [দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও এরূপ যাঞ্চা করবে]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-[অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

তিনি মানত্ব ব্রত পূরণ করবার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম।..... আমি মানত্ব ব্রত পূর্ণ করবার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সহিত সমবধান পরিবাস দান করতঃ ছয়রাত্রি মানত্ব ব্রত দান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলে প্রতিকর্ষণ করবে:- (পূর্ববৎ)

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে ছয়রাত্রি মানত্ব দান করবে:.....সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের ছয়রাত্রি মানত্ব দান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রেয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৫) পুনরায় সমবধান পরিবাস ও মানত্ব দান

তিনি মানত্ব সমাপন করে আহ্বানযোগ্য হবার পর মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করলেন।....... হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে..... মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সহিত সমবধান পরিবাস প্রদান করুক এবং ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলে প্রতিকর্ষণ করবে: ...... এভাবে পূর্ব অপরাধের সহিত সমবধান পরিবাস প্রদান করবে।..... এবং এভাবে ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করবে-.... সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৬) মানত্ব পূরণের পর আহ্বান

তিনি মানত্ব পূরণ করে ভিক্ষুদেরকে বললেন:- বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম।...... আমি মানত্ব সমাপন করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে আহ্বান করবে-সেই উদায়ি ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে করে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে:- (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)

সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করছি।

শুক্রপাত সমাপ্ত।

পরিবাস

(১) বহু দিবস গোপিত বহু স ঘাদিশেষ অপরাধের গোপিত দিবসানুসারে পরিবাস

ক (১) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) ছিল, একটি অপরাধ দুইদিনের, একটি অপরাধ তিনদিনের, একটি অপরাধ চারদিনের, একটি অপরাধ পাঁচদিনের, একটি অপরাধ ছয়দিনের, একটি অপরাধ সাতদিনের, একটি অপরাধ আটদিনের, একটি অপরাধ নয়দিনের, একটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি ভিক্ষুদিগকে কহিলেন:- "বন্ধুগণ! আমি অনেক স ঘাদিশেষ করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধ প্রতিচ্ছন্ন ছিল, একটি অপরাধ দুইদিনের, একটি অপরাধ তিনদিনের, একটি অপরাধ চারদিনের, একটি অপরাধ পাঁচদিনের, একটি অপরাধ ছয়দিনের, একটি অপরাধ সাতদিনের, একটি অপরাধ আটদিনের, একটি অপরাধ নয়দিনের এবং একটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন ছিল। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সেই ভিক্ষুকে সেই অপরাধ সমূহের মধ্যে যেই অপরাধ দশদিন পর্যন্ত প্রতিচ্ছন্ন ছিল তাহার যোগ্য (অগ্‌ঘ) সমবধান পরিবাস প্রদান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে- সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া....... এইরূপে প্রার্থনা করিবে:-প্রার্থনা-"প্রভো! আমি অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিনের প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ দুইদিনের, একটি অপরাধ তিনদিনের, একটি অপরাধ চারদিনের, একটি অপরাধ পাঁচদিনের, একটি অপরাধ ছয়দিনের, একটি অপরাধ সাতদিনের, একটি অপরাধ আটদিনের, একটি অপরাধ নয়দিনের এবং একটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন। আমি সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের মধ্যে যেই অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধের যোগ্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করছি।" [দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাঞ্চা করবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে- প্রজ্ঞপ্তি-"মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় যোগ্য সমবধান পরিবাস ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ তাঁকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় যোগ্য সমবধান পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ তাঁকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় ছয় রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি মানত্ব ব্রত পূরণ করে সংঘের নিকট এখন আহ্বান যাঞ্চা করতেছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবেন।” ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ “মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে, একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট যোগ্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে যোগ্য সমবধান পরিবাস ব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস ব্রত পূরণ করে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সংঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে ছয়রাত্রির জন্য মানত্ব ব্রত প্রদান করেছিলেন। তিনি মানত্ব ব্রত পূরণ করে এখন সংঘের নিকট আহ্বান প্রার্থনা করছেন। যেই আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।” [দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা ঃ “সংঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রেয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।”

(২) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিনের প্রতিচ্ছন্ন, দুইটি অপরাধ দুইদিনের প্রতিচ্ছন্ন, তিনটি অপরাধ তিনদিনের প্রতিচ্ছন্ন, চারটি অপরাধ চারদিনের প্রতিচ্ছন্ন, পাঁচটি অপরাধ পাঁচদিনের প্রতিচ্ছন্ন, ছয়টি অপরাধ ছয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, সাতটি অপরাধ সাতদিনের প্রতিচ্ছন্ন, আটটি অপরাধ আটদিনের প্রতিচ্ছন্ন, নয়টি অপরাধ নয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, দশটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- “বন্ধুগণ! আমি অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিনের প্রতিচ্ছন্ন, দুইটি অপরাধ দুইদিনের প্রতিচ্ছন্ন, তিনটি অপরাধ তিনদিনের প্রতিচ্ছন্ন, চারটি অপরাধ চারদিনের প্রতিচ্ছন্ন, পাঁচটি অপরাধ পাঁচদিনের প্রতিচ্ছন্ন, ছয়টি অপরাধ ছয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, সাতটি অপরাধ সাতদিনের প্রতিচ্ছন্ন, আটটি অপরাধ আটদিনের প্রতিচ্ছন্ন, নয়টি অপরাধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, দশটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সেই ভিক্ষুকে সেই অপরাধ সমূহের মধ্যে যেই অপরাধ সমূহ সর্বাপেক্ষা অধিকদিন প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধ সমূহের যোগ্য সমবধান পরিবাস প্রদান করুন।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রদান করবে- সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে...... এরূপ বলবে:-[অবশিষ্ট পূর্ববৎ। কেবল একদিনের প্রতিচ্ছন্ন স্থলে যেই অপরাধসমূহ সর্বাপেক্ষা অধিকদিন প্রতিচ্ছন্ন এরূপ পাঠ করবে।]

(৩) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলেন। তাঁর মনে এই চিন্তা উদিত হল-আমি দুই মাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুই মাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট দুই মাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে তিনি সংঘের নিকট দুই মাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য দুই মাসের পরিবাস যাঞ্চা করলেন। সংঘ তাঁহাকে দুই মাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য দুই মাস পরিবাস প্রদান করলেন। পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় তার লজ্জার সঞ্চার হল। আমি ....দুইটি অপরাধ করেছিলাম। এবং আমার মনে প্রথমে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল-...... অতএব আমি সংঘের নিকট দুই মাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য দুই মাসের পরিবাস যাঞ্চা করব।....... সংঘ আমাকে...... একটি অপরাধের জন্য দুই মাস পরিবাস দিয়েছেন। কিন্তু পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় আমার লজ্জা উপস্থিত হয়েছে। অতএব সংঘের নিকট দুই মাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্য ও দুই মাস পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- "বন্ধুগণ! আমি দুই মাসের প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। ..... এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ সেই ভিক্ষুকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অন্য অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস প্রদান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে- সেই ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে:-

[অবশিষ্ট দশদিন প্রতিচ্ছন্ন অগ্ঘ সমোধানের অনুরূপ। কেবল দশদিনের স্থলে দুইমাস বলতে হবে]

ধারণা-সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুইমাসের পরিবাস প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে সেই দিন হতে দুইমাস পর্যন্ত পরিবাস ব্রত পালন করতে হবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তন্মধ্যে সে একটি অপরাধের বিষয় জানে, অপরটির বিষয় জানে না। সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন যেই অপরাধের বিষয় জানে সেই অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করিবার সময় অপর অপরাধের বিষয়ও অবগত হয়। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়- আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধের বিষয় জেনেছিলাম এবং অপর অপরাধের বিষয় জানতে পারি নাই। আমি সংঘের নিকট যেই অপরাধের বিষয় জেনেছিলাম, দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছি। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অপর অপরাধের বিষয়ও অবগত হয়েছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করতেছে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস দিচ্ছে। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু সেদিন হতে দুইমাস পরিবাস ব্রত পালন করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অপরটি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন নিঃসন্দেহ অপরাধের জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন নিঃসন্দেহ অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অপর অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহ মুক্ত হয়। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়- আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত এবং অপর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলাম। আমি যেই অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম, সেই দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করিয়াছিলাম। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহ মুক্ত হয়েছি। অতএব আমি সংঘের নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে সেই হতে দুইমাস পরিবাস ব্রত পালন করতে হবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তন্মধ্যে একটি অপরাধ জ্ঞাতসারে এবং অপর অপরাধ অজ্ঞাতসারে গোপন করেছে। সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধ দুইটির জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল, শিশিক্ষু অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এই ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত ভিক্ষুগণ সদুত্তরে বলেন:- বন্ধু! এই ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সজ্ঞানে এবং অপর অপরাধ অজ্ঞানে (গোপন) করেছেন। তিনি সংঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই দুইটি অপরাধের জন্য তাহাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এই ভিক্ষু সেই দুইটি অপরাধ করেছেন। সেই জন্য তিনি পরিবাস ব্রত পালন করতেছেন। এখন তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু সজ্ঞানে যেই অপরাধ গোপন করেছেন সেই অপরাধের জন্য তাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যেই অপরাধ অপরাধ অজ্ঞানতা বশতঃ গোপন করছেন সেই অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। তিনি একটি অপরাধের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করে। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এবং অপর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ যুক্ত হয়ে অপরাধ গোপন করেছে। সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধ দুইটির জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাহাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল, শিশিক্ষু অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এই ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ সদুত্তরে বলেন:- বন্ধু! এই ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন এবং অপর অপরাধ সন্দেহ হয়ে (গোপন) করেছেন। তিনি সংঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এই ভিক্ষু সেই দুইটি অপরাধ করেছেন। সেই জন্য তিনি পরিবাস ব্রত পালন করেছেন। এখন তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু সজ্ঞানে যেই অপরাধ গোপন করেছেন সেই অপরাধের জন্য তাহাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যেই অপরাধ অপরাধ অজ্ঞানতা বশতঃ গোপন করেছেন সেই অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। তিনি একটি অপরাধের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

খ (১) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। এখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়- আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস ব্রত প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় তার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়- "আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমার মনে এই চিন্তা উদিত হল: আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য সংঘের নিকট একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় আমার লজ্জার সঞ্চার হয়েছে। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব।" এই ভেবে তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন:- বন্ধুগণ! আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল। আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় আমার এরূপ লজ্জার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হয়- আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল। আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি, অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করব। এই ভেবে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আমি একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করেছিলাম। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আমাকে একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় আমার লজ্জা উৎপন্ন হয়েছে। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করব। এখন আমার কি করতে হবে?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ! তা হলে সংঘ সেই ভিক্ষুকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমামের পরিবাস প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে দান করিবে-সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তরাসঙ্গ দ্বারা একাংশ আবৃত করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পাদ বন্দনা করিয়া পদাগ্রে ভার করিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে:-

প্রার্থনা- প্রভো! আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করিয়াছিলাম। তখন আমার এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল-আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করিয়াছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করিব। এই ভাবিয়া আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করিয়াছিলাম। সংঘ আমাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়াছিলেন। পরিবাস ব্রত পালন করিবার সময় আমার লজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করিছিলাম। প্রভো! আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করিতেছি।[দ্বিতীয় বার, তৃতীয়বারও যাঞ্ঞা করিবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এইরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে- [জ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবণ ও ধারণা পূর্ববৎ] হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাস ব্রত পালন করিতে হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়- আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাঞ্ঞা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস প্রদান করে। পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় তার এরূপ লজ্জা উপস্থিত হয়- আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল: আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য সংঘের নিকট একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ আমাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপারাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস করবার সময় আমার নিকট লজ্জার সঞ্চার হয়েছে। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তন্মধ্যে একমাসের বিষয় অবগত থাকে আর একমাসের বিষয় অবগত থাকে না। সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যেই মাসের বিষয় অবগত আছে সেই মাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যেই মাসের বিষয় অবগত আছে সেই মাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস করবার সময় অপর মাসের বিষয়ও অবগত হয়। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি মাসের বিষয় অবগত ছিলাম, অপর মাসের বিষয় অবগত ছিলাম না। আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যেই মাস অবগত ছিলাম সেই মাসের পরিবাস যাঞ্চা করেয়েছিলাম। আমাকে সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যেই মাস অবগত ছিলাম সেই মাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অপর মাসের বিষয়ও অবগত হয়েছি। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট দুইমাসের প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! তাহাকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। তন্মধ্যে একটির মাস তাহার স্মরণ থাকে, অপরটির মাস স্মরণ থাকে না। সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যেই মাস তার স্মরণ থাকে সেই মাসের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য তাহাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধের বিষয়ও তাহার স্মরণ হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়-আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি অপরাধ আমার স্মরণ ছিল, অন্যটি স্মরণ ছিল না। যেই অপরাধ আমার স্মরণ হয়েছিল সেই দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধের বিষয়ও আমার স্মরণ হয়েছে। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! তাহাকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একমাস সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং অপর মাস সম্বন্ধে সন্দেহ যুক্ত। সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য সেই মাস সম্বন্ধে সন্দেহ হীন সেই মাসের জন্য পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন নিঃসন্দেহ অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অপর অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহ মুক্ত হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়- আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি অপরাধ আমার স্মরণ ছিল, অন্যটি স্মরণ ছিল না। যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ মুক্ত এবং অপর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলাম। আমি যেই অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম, সেই দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলাম। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহ মুক্ত হয়েছি। অতএব আমি সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! তাহাকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তন্মধ্যে একমাস সজ্ঞানে প্রতিচ্ছন্ন এবং অপর মাস অজ্ঞানতা বশতঃ প্রতিচ্ছন্ন সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস করবার সময় সে বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল, শিশিক্ষু জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি উপস্থিত ভিক্ষুদেরকে বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কোন অপরাধ করেছেন এবং কেন এই ভিক্ষু পরিবাস করতেছেন? তদুত্তরে তাঁরা বলেন:- বন্ধু! এই ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একমাস জেনে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন এবং অপর মাস না জানিয়া প্রতিচ্ছন্ন করেছেন। তিনি সংঘের দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছেন। সংঘ তাহাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস দিয়েছেন। বন্ধু! সেই ভিক্ষু যেই অপরাধ দুইটি করেছেন তিনি সেই অপরাধের জন্য পরিবাস করতেছেন। তখন তিনি বললেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু যেইমাস সজ্ঞানে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন সেই মাসের জন্য তাকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয়েছে; কিন্তু যেই মাস সজ্ঞানে প্রতিচ্ছন্ন করেন নাই সেই মাসের জন্য পরিবাস দান করা ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। বন্ধুগণ! তিনি একমাসের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। একমাস স্মরণ হরে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন এবং অপর মাস স্মরণ না করে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন। সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধ দুইটির জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল, শিশিক্ষু অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এই ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত ভিক্ষুগণ সদুত্তরে বলেন:- বন্ধু! এই ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সজ্ঞানে এবং অপর অপরাধ অজ্ঞানে (গোপন) করেছেন। তিনি সংঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এই ভিক্ষু সেই দুইটি অপরাধ করেছেন। সেই জন্য তিনি পরিবাস ব্রত পালন করতেছেন। এখন তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু সজ্ঞানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই অপরাধ গোপন করেছেন সেই অপরাধের জন্য তাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যেই অপরাধ অপরাধ অজ্ঞানতা বশতঃ গোপন করেছেন সেই অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। বন্ধু! তিনি একমাসের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একমাস নিঃসন্দেহ করে এবং অপর মাস সন্দেহ করে তাহলে সে সংঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই অপরাধ দুইটির জন্য সংঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করবে। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাহাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করবে। সে পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচশীল, শিশিক্ষু অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এই ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত ভিক্ষুগণ সদুত্তরে বলেন:- বন্ধু! এই ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন এবং অপর অপরাধ সন্দেহ হইয়া (গোপন) করেছেন। তিনি সংঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাঞ্চা করেছিলেন। সংঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সেই দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এই ভিক্ষু সেই দুইটি অপরাধ করেছেন। সেই জন্য তিনি পরিবাস ব্রত পালন করতেছেন। এখন তিনি বলেন:- বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু সজ্ঞানে যেই অপরাধ গোপন করেছেন সেই অপরাধের জন্য তাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যেই অপরাধ অপরাধ অজ্ঞানতা বশতঃ গোপন করেছেন সেই অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। তিনি একটি অপরাধের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য। বন্ধু! তিনি একমাসের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(২) শুদ্ধান্ত পরিবাস

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলেন। তিনি অপরাধের সংখ্যাও জানতেন না। রাত্রির সংখ্যাও জানিতেন না। অপরাধের সংখ্যাও তার স্মরণ ছিল না। রাত্রির সংখ্যাও তার স্মরণ ছিল না। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধেও তার সন্দেহ ছিল। রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধেও তার সন্দেহ ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে এই বিষয় জানালেন:- "বন্ধুগণ! আমি অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অপরাধের সংখ্যা আমার জানা নাই, রাত্রির সংখ্যাও জানা নাই। অপরাধের সংখ্যাও আমার স্মরণ নাই, রাত্রির সংখ্যাও স্মরণ নাই। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছে। এখন আমায় কি করতে হবে?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ! তা হলে সংঘ সে ভিক্ষুকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য শুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (শুদ্ধান্ত পরিবাস) দিতে হবে-সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে:- "প্রভো! আমি অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অপরাধের সংখ্যাও আমার জানা নাই, রাত্রির সংখ্যাও জানা নাই। অপরাধের সংখ্যাও আমার স্মরণ নাই, রাত্রির সংখ্যাও স্মরণ নাই। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। প্রভো! আমি সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য শুদ্ধান্ত পরিবাস যাঞ্চা করতেছি।" [এরূপে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও যাঞ্চা করবে]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

[জ্ঞপ্তি, অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ। কেবল সমোধান পরিবাস স্থলে শুদ্ধান্ত পরিবাস পাঠ করবে।] হে ভিক্ষুগণ! এভাবে শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হয়।

(৩) শুদ্ধান্ত পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি

কাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হয়? (১) যে অপরাধের সংখ্যা জানে না। রাত্রির সংখ্যা জানে না। অপরাধের সংখ্যা যাহার স্মরণ নাই। রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নাই। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দান করিবে। (২) যে অপরাধের সংখ্যা জানে কিন্তু রাত্রির সংখ্যা জানে না, অপরাধের সংখ্যা যার স্মরণ আছে কিন্তু রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নাই, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই কিন্তু রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দান করবে। (৩) যে কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে না; রাত্রির সংখ্যা জানে না; যার কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নাই; যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ নহে তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দান করবে। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হয়।

(৪) পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে পরিবাস দিতে হয়? (১) অপরাধের সংখ্যা জানে, রাত্রির সংখ্যা জানে, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ থাকে, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ থাকে, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। (২) অপরাধের সংখ্যা জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নাই,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। (৩) কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধর সংখ্যা জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নাই, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা নিঃসন্দেহ এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহহীন, এরূপ ব্যক্তিকে পরিবাস দিবে। হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে পরিবাস দিতে হয় (১) অপরাধের সংখ্যা জানে না, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে না, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নাই, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নাই, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। (২) অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে না, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নাই, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ হীন, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ হীন। (৩) কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে না, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রি সংখ্যা জানে না, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নাই, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নাই, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হবে।

পুনঃ উপসম্পন্নের পূর্ব পরিবাস বহাল

(১) অন্তিম পরিবাস।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করল। সে পুনরায় এসে ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাঞ্চা করল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন:- হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তার পরিবাস থাকে না। যদি সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয় তা হলে তাকে পূর্বের সেই পরিবাস প্রদান করবে। পূর্ব প্রদত্ত পরিবাস যথার্থই হয়ে থাকে, যতদিন পরিবাস ব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ে জন্য পরিবাস করতে হবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সময় শ্রামণের হয়ে যায়। ভিক্ষুগণ! শ্রামণের নিকট পরিবাস থাকে না। যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তা হলে তাকে পূর্বের পরিবাসই দান করবে। পূর্ব প্রদত্ত পরিবাস যথার্থ হয়ে থাকে, যতদিন পরিবাস ব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ের জন্য পরিবাস করতে হবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালন করবার সময় (১) উন্মাদ হয়ে যায়, (২) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৩) বেদনাভিভূত হয়ে যায়, (৪) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৬) মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত[1] হয়ে যায়। ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তের পরিবাস থাকে না। সে যদি পুনঃ সংঘে প্রবিষ্ট হয় তাহা হলে তাকে পূর্বের পরিবাসই দান করবে। যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থই হয়ে থাকে; যতদিন পরিবাস ব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ের জন্য পরিবাস করতে হবে।

(২) মূলেপ্রতিকর্ষণ

(১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করা যায় না। যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তা হলে তাহাকে পূর্বেরই পরিবাসই দান করবে। যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তাহা যথার্থ হয়েছে। যতদিন পরিবাস পালন করেছে তা যথার্থ হয়েছে। তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে।(২) যদি কোন ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায়, (৩) উন্মাদ হয়ে যায়, (৪) বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তা হলে হে ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করা যায় না। যদি সে পুনরায় সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করে তা হলে তাকে পূর্বের পরিবাস দান করবে। যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে। যতদিন পরিবাস পালন করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে।

(৩) মানত্ব

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্ব যোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তা হলে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে মানত্ব দান করা যায় না। সে যদি পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তা হলে তাকে পূর্বের পরিবাস দান করবে। যেই

---

[1] মহাবর্গ দেখুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যতদিন পরিবাস পালন করেছে তাও যথার্থ হয়েছে; তাকে মানত্ব দান করবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বে যোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায় (৩) উম্মাদ হয়ে যায়, (৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তা হলে ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তকে মানত্ব দান করা যায় না। সে যদি পুনরায় সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করে তা হলে তাকে পূর্বের পরিবাস দান করবে। যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যতদিন পরিবাস পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে মানত্ব দান করবে।

(৪) মানত্বাচরণ

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বাচরণ করবার সময় ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তা হলে ভিক্ষুগণ তার মানত্বাচরণ (মানত্ব ব্রত পালন) হয় না। যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তা হলে তাকে পূর্বে যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে এবং যতদিন পরিবাস পালন করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। যেই মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে এবং যতদিন মানত্ব আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে অবশিষ্ট মানত্ব ব্রত আচরণ করতে হবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বাচরণ করবার সময় শ্রামণের হয়ে যায়, (৩) উম্মাদ হয়ে যায়, (৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তা হলে ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তকে মানত্বাচরণ হয় না। যদি সে পুনরায় সংঘের প্রবেশাধিকার লাভ করে তা হলে তাকে পূর্বে যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যতদিন পরিবাস ব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যেই মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে এবং যতদিন মানত্ব আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে; তাকে অবশিষ্ট মানত্ব ব্রত পালন করতে হবে।

(৫) আহ্বান

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। তা হলে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে আহ্বান করা যায় না। যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তা হলে তাকে পূর্বে যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে। যতদিন পরিবাস পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যেই মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যেই মানত্ব ব্রত আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে আহ্বান করবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায়, (৩) উম্মাদ হয়ে যায়, (৪) চিত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তা হলে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হয় তাকে আহ্বান করার যায় না। যদি সে পুনরায় সংঘ মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে তা হলে তাকে পূর্বের যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যেই মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যেই মানত্ব ব্রত আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে আহ্বান করবে।

"চত্বারিংশৎ সমাপ্ত।"

পরিবাসের সময় অপরাধ করে পুনঃ পরিবাস দান

ক-পরিবাস দান- (১) মূলেপ্রতিকর্ষণ

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময়ে বহু অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমোধান পরিবাস দান করবে। (৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময় মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করব। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময় মধ্যে বহু অপ্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। অপ্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করবে। (৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময় মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময় মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করব। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। (৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময় মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

(২) মানত্বের যোগ্য

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্ব যোগ্য হওয়ার পর অপ্রতিচ্ছন্ন (প্রকট) নির্দিষ্ট সংখ্যক বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। ২নং হইতে ৯নং পর্যন্ত পরিবাসের ন্যায় জ্ঞাতব্য।

(৩) মানত্বচারিক

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বাচারণ করবার সময়ে অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [২নং হইতে ৯নং পর্যন্ত পরিবাসের ন্যায় জ্ঞাতব্য।]

(৪) আহ্বান

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য হয়ে অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [২নং হইতে ৯নং পর্যন্ত পরিবাসের ন্যায় জ্ঞাতব্য।]

ষড়ত্রিংশৎ সমাপ্ত।

খ- মানত্ব (১) গৃহী হইয়া যায়

ক-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে সেই ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে। সে গৃহী হয়ে যদি পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তাহলে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে এবং সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তাহলে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে তা হলে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে তাহলে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে ও গোপন করে না তা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ গ্রহণ তাহলে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহও পরে গোপন করে তা হলে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

খ-(১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তন্মধ্যে কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না এবং সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না। সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই, সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে। তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

গ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তাহার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই। যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকা গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে প্রতিচ্ছন্ন পূর্বের ও পরের অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই। যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না। যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকা গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে তাকে পূর্বে ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যেই অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে পূর্বেরও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বে ও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সেই অপরাধ গোপন করে এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না। তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে, যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না, তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) শ্রামণের হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে সেই ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করিয়া তা গোপন করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে তাহাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ এবং মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে না তা হলে সেই ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে তা হলে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরের গোপন করে না তা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে, এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহও পরে গোপন করে তা হলে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

খ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে, এবং যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই, সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে। তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

গ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে প্রতিচ্ছন্ন পূর্বের ও পরের অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যেই অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করিয়াছিল সেই অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে তাহাকে পূর্বেও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৩) উন্মাদ হয়

ক-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তাহা গোপন না করে উন্মাদ হয়ে এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে উন্মাদ হয়ে এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে সেই ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে উন্মাদ হয়ে এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন করে উন্মাদ হয়ে এবং সে পুনরায় উপসম্পদা করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ এবং মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে না তা হলে সেই ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে তা হলে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরের গোপন করে না তা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে। এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহও পরে গোপন করে তা হলে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

খ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে, এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই, সেই অপরাধ সমূহ পরে জানিয়া গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

গ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন কোন অপরাধের বিষয় তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে প্রতিচ্ছন্ন পূর্বের ও পরের অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যেই অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করিবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে তাকে পূর্বেও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হইয়া গোপন করে না, তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়

ক-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে সেই ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তা হলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তাহা গোপন করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ এবং মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে তাহা হলে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরের গোপন করে না তাহা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহও পরে গোপন করে তাহা হলে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

খ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই, সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে। তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

গ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তাহার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে না তাকে প্রতিচ্ছন্ন পূর্বের ও পরের অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তাহার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যেই অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে তাকে পূর্বেও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোপন করে না, তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৫) বেদনার্ত্ত হয়

ক-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তাহা গোপন না করে বেদনার্ত্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তাহা হলে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তাহা গোপন না করে বেদনার্ত্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে বেদনার্ত্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তাহা হলে তাহকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তাহা গোপন করে বেদনার্ত্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তাহা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ এবং মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন না করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে তাহা হলে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত্ত হয় পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরের গোপন করে না তাহা হলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত্ত হয় পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহও পরে গোপন করে তাহা হলে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

খ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয় হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না। সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জানিয়া গোপন করে নাই, সেই অপরাধ সমূহ পরে জানিয়া গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

গ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তাহার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধের বিষয় স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে প্রতিচ্ছন্ন পূর্বের ও পরের অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তাহার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে, যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যেই অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নাই, যেই অপরাধ স্মরণ আছে, সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ স্মরণ নাই সেই অপরাধ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে তাকে পূর্বেও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সেই অপরাধ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হইয়া গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না, তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে বেদনার্ত্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহ হীন হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোপন করেছিল সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হইয়া গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হইয়া গোপন করে তাকে পূর্বও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়া মানত্ব দান করবে।

মানত্ব শতক সমাপ্ত।

মূলেপ্রতিকর্ষণে পরিশুদ্ধি

ক পরিবাস-

ক-(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস করবার সময় মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময় মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধ সমূহ গোপন করে তাহা হলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময় মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না তাহা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময় মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

খ-(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময় মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে না এবং যেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে তাহা হলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরেও গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে গোপন করে তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

গ-(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জ্ঞাত থাকে, কোন কোন অপরাধ জ্ঞাত থাকে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

(১০) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জানে, কোন কোন অপরাধ জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে এবং যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস প্রদান করবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জানে, কোন কোন অপরাধ জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জানে, কোন কোন অপরাধ জানে না, যেই অপরাধ সমূহ জানে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ জানে না সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে না, যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে জেনে গোপন করে, তাহা হলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

ঘ-(১৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ থাকে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ থাকে না, যেই অপরাধ সমূহ স্মরণ থাকে সেই অপরাধ সমূহ গোপন করে, যেই অপরাধ সমূহ স্মরণ থাকে না সেই অপরাধ সমূহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে স্মরণ থাকা গোপন করেছিল সেই অপরাধ সমূহ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না যেই অপরাধ সমূহ পূর্বে না থাকায় গোপন করে নাই সেই অপরাধ সমূহ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বে গোপন করে না তাহা হলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। [১৪, ১৫, ১৬ নম্বর পূর্ববৎ]

ঙ-(১৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন, কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ হীন, সেই অপরাধ গোপন করে, সেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সেই অপরাধ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধ পূর্বে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করেছিল, সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে না, যেই অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করে নাই সেই অপরাধ পরে সন্দেহ হীন হয়ে গোপন করে না তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ সমূহ পূর্ব অপরাধের সহিত যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। [১৮, ১৯, ২০ নম্বর পূর্ববৎ]

(২) শ্রামণের হয়

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তাহা গোপন না করে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে। [অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

(৩) পাগল হয়

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তাহা গোপন না করে পাগল হয়। [অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

(৪) বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তাহা গোপন না করে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। [অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

(৫) বেদনার্ত্ত হয়

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়েনর মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তাহা গোপন না করে বেদনার্ত্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

খ মানত্ত (১) গৃহস্থ হয়

ক (১ হইতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্ত যোগ্য হওয়ার মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তাহা গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [সমস্ত পূর্ববৎ]

গ. মানত্ত পালনঃ-

(১) গৃহস্থ হয়

ক (১ হইতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্ত ব্রত পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে তাহা গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সেই অপরাধ সমূহ গোপন না করে তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [সমস্ত পূর্ববৎ]

ঘ আহ্বান যোগ্য-

(১) গৃহস্থ হয়

ক (১ হইতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বানার্হ হয়ে মধ্যে বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তাহা গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায়। [সমস্ত পূর্ববৎ]

ঙ পরিমাণ ও অপরিমাণ

(১) গৃহস্থ হয়

(১) ক (১ হইতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপরাধ গোপন না করে, অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপরাধ গোপন না করে, এক বিষয়ের অপরাধ গোপন না করে, নানা বিষয়ের অপরাধ গোপন না করে, সভাগ (সম) অপরাধ গোপন না করে, বিসভাগ (অসম) অপরাধ গোপন না করে, ব্যবস্থিত অপরাধ গোপন না করে, সম্ভিন্ন[1] অপরাধ গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায়। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

চ- দুই ভিক্ষুর অপরাধ

(১) দুইজন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়। তারা স ঘাদিশেষ অপরাধকে স ঘাদিশেষ অপরাধ বলে মনে করে। একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাইতে হবে এবং গোপন করা অনুযায়ী পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান

[1] ব্যবস্থিত, সম্ভিন্ন শব্দের অর্থ সদৃশ-বিসদৃশ। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করবে।

(২) দুইজন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে সেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাইয়া গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) দুইজন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে সেই সম্বন্ধে তারা মিশ্র[2] দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাইয়া গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) দুইজন ভিক্ষু মিশ্রিত অপরাধে অপরাধী হয়ে সেই সম্বন্ধে স ঘাদিশেষ দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাইয়া গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করবে।

(৫) দুইজন ভিক্ষু মিশ্রিত অপরাধে অপরাধী হয়ে মিশ্রিত দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অপরজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাইয়া গোপন করা অনুসারে তাহাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করিবে।

(৬) দুইজন ভিক্ষু 'শুদ্ধক[3]' অপরাধে অপরাধী হয়ে তাহাতে স ঘাদিশেষ দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজনে অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাইয়া উভয়কে ধর্মানুসারে দণ্ড প্রদান করবে।

(৭) দুইজন ভিক্ষু 'শুদ্ধক' অপরাধে অপরাধী হয়ে শুদ্ধক দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজনে গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাইয়া উভয় ধর্মানুসারে দণ্ড প্রদান করবে।

ছ- দুইজন ভিক্ষুর ধারণা-

(১) দুইজন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা স ঘাদিশেষকে স ঘাদিশেষ অপরাধ বলে ধারণা করে। তাদের মধ্যে একজন চিন্তা করে:- প্রকাশ করব; অন্যজন চিন্তা করে: প্রকাশ করব না। এই ভেবে সে প্রথম যামেও গোপন করে, দ্বিতীয় যামেও গোপন করে, তৃতীয় যামেও গোপন করে,

---

[2] থুল্ল চয় অপরাধ।

[3] লঘু অপরাধ। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরুণোদয়ে তার অপরাধ প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) হয়ে যায়। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করাইয়া গোপিত করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ত প্রদান করবে।

(২) দুইজন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা স ঘাদিশেষকে স ঘাদিশেষ অপরাধী বলে মনে করে। তারা অন্যজনের নিকট প্রকাশ করবার জন্য গমন করবার সময় পথের মধ্যে একজনের মনে কপটতা উপস্থিত হয়: 'প্রকাশ করব না'। এই ভেবে সে প্রথম যামও গোপন করে, দ্বিতীয় যামও গোপন করে, তৃতীয় যামও গোপন করে, অরুণোদয়ে তার অপরাধ প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) হয়ে যায়। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করাইয়া গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ত প্রদান করবে।

(৩) দুইজন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা স ঘাদিশেষকে স ঘাদিশেষ বলে মনে করে। তারা উভয়ে উন্মাদ হয়ে যায়। তার পরে উন্মত্ততা মুক্ত হয়ে একজনে অপরাধ গোপন করে, অন্যজনে গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করাইয়া গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ত প্রদান করবে।

(৪) দুইজন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির সময় এরূপ বলে: এখন মাত্র আমরা জানলাম, এই ধর্ম (বিষয়) নাকি সূত্রান্তর্গত, সূত্র সংযোজিত এবং প্রতি অর্দ্ধমাসে আবৃত্তি করা হয়। এই ভেবে তারা স ঘাদিশেষকে স ঘাদিশেষ বলে মনে করে। তাদের মধ্যে একজনে গোপন করে, অন্যজনে গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করাইয়া গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে মানত্ত প্রদান করবে।

অবিশুদ্ধ ভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, নানা নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত, সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, সে সংঘের নিকট উক্ত অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ উক্ত অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুসার, ন্যায় সঙ্গত স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মানুসার সমবধান পরিবাস দান করবে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত দান করে এবং আহ্বান করে, ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, সে সংঘের নিকট উক্ত অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ উক্ত অপরাধের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত, স্থানোচিত, কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে এবং যদি ধর্ম বহির্ভূত ভাবে মানত্ত দান করে ও আহ্বান করে তাহা হলে সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তজ্জন্য সে সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত দান এবং আহ্বান করে। (এরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে, সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু অনির্দিষ্ট সংখ্যক, অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলে প্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত দান এবং আহ্বান করে। (এরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সংঘের নিকট মূলে প্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলে প্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত দান এবং আহ্বান করে (এরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করবে। কিন্তু বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত দান এবং আহ্বান করে তাহলে (এরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত দান এবং আহ্বান করে তাহলে (এরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে (এরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহু সংখ্যক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে বহু নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সংঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূত ভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে তাহলে (এরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(ক) মূলেপ্রতিকর্ষণ সম্বন্ধে নয়বিধ অপরিশুদ্ধ সমাপ্ত ॥

খ (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। যদি সংঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে। (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাহাকে সমবধান পরিবাস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দান করবে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে তাহলে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাহাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে তাহলে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাহাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত দান ও আহ্বান করে তাহলে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাহাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত দান ও আহ্বান করে তাহলে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত দান ও আহ্বান করে তাহলে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত দান ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আহ্বান করে তাহলে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ সেই অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন, অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলে-প্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে তাহলে (এইজন্য) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(খ) মূলে প্রতিকর্ষণ সম্বন্ধে নয়বিধ অপরিশুদ্ধ সমাপ্ত।

বিশুদ্ধভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘ ও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে এবং সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে এবং সংঘও তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত দান করেও আহ্বান করে তাহলে (এইরূপ করলে) সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(ক) মূলে প্রতিকর্ষণ সম্বন্ধে নয়বিধ বিশুদ্ধ সমাপ্ত।

খ (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলে প্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে, সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলে প্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলে প্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলে প্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলে প্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্ঝা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্ঝা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্ঝা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্ঝা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্ঝা করে। সংঘ তাহাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্ঝা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনাম বিশিষ্ট, বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে নিয়ম বিরুদ্ধ, ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হয়:- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সংঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাঞ্চা করে। সংঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মসঙ্গত ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস করবার সময় মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সংঘ নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ন্যায় বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এইরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু স ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ও সংঘের নিকট ধর্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাঞ্চা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করব। এই ভেবে সে সংঘের নিকট সেই অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাঞ্চা করে। সংঘ তাকে....... আহ্বান করে। সেই ভিক্ষু উক্ত অপরাধ সমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(খ) মূলেপ্রতিকর্ষণে নয়বিধ পরিশুদ্ধ সমাপ্ত।

সমুচ্চয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪-শমথ স্কন্ধ

ধর্মবাদী ও অধর্মবাদী

[স্থান-শ্রাবস্তী]

(১) সেই সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে অনাথ পিণ্ডদের আরামে। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেনীয় কর্ম (শাস্তি বিধান) করতেছিলেন। তদ্দর্শনে অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন- কেন ষগবর্গীয় ভিক্ষু অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেনীয় কর্ম করতেছেন?

অনন্তর তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন:- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেনীয় কর্ম করতেছেন? হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। হে ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের সেই কার্য অননুরূপ, অননুযায়ী, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকার্য্য হয়েছে। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেনীয় কর্ম করতেছেন? তাহাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথা ভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করিয়া ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন:- হে ভিক্ষুগণ! অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় কিংবা উৎক্ষেনীয় কর্ম করতে পারবে না, যে করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) অধর্মবাদী জনৈক ব্যক্তি, অধর্মবাদী বহু সংখ্যক ব্যক্তি, অধর্মবাদী সংঘ, ধর্মবাদী জনৈক ব্যক্তি, ধর্মবাদী বহু সংখ্যক ব্যক্তি, ধর্মবাদী সংঘ।

ক (১) জনৈক অধর্মবাদী (অন্যায়ের পক্ষপাতী) ব্যক্তি অন্য ধর্মবাদী (ন্যায়ের পক্ষপাতী) ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, ইহাই গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর, এই প্রকারে যদি অধিকরণ (অভিযোগের বিষয়) উপশম হয়, তাহা হলে তাহা অধর্ম (ন্যায় বিরুদ্ধ) সম্মূখ (উপস্থিত) বিনয় প্রতিরূপ (ছায়া, প্রতিবিম্ব) অস্ ষ্ট প্রকাশ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(২) অধর্মবাদী ব্যক্তি অন্য বহু সংখ্যক ধর্মবাদীকে জ্ঞাপন করে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৩) অধর্মবাদী ব্যক্তি ধর্মবাদ সংঘকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৪) বহু সংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তি জনৈক ধর্মবাদী ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এইরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৫) বহু সংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তি বহু সংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৬) বহু সংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তি ধর্মবাদীকে সংঘকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৭) অধর্মবাদী সংঘ ধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৮) অধর্মবাদী সংঘ বহু সংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) অধর্মবাদী সংঘ ধর্মবাদী সংঘকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন, (উপদেশ)। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা অধর্ম সম্মূখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

নয় কৃষ্ণপক্ষ সমাপ্ত।

খ (১) জনৈক ধর্মবাদী ভিক্ষু জনৈক অধর্মবাদী ভিক্ষুকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(২) ধর্মবাদী ব্যক্তি বহু সংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৩) ধর্মবাদী ব্যক্তি অধর্মবাদী সংঘকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সেই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৪) বহু সংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তি জনৈক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৫) বহু সংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তি বহু সংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৬) বহু সংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তি অধর্মবাদী সংঘকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৭) ধর্মবাদী সংঘ জনৈক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৮) ধর্মবাদী সংঘ বহু সংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৯) ধর্মবাদী সংঘ অধর্মবাদী সংঘকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন; ইহা গ্রহণ কর এবং ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এই অধিকরণ উপশম হয় তাহা হলে তাহা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

"নয় শুক্ল পক্ষ সমাপ্ত"।

স্মৃতি বিনয় আদি ষড়বিধ বিনয়

(১) স্মৃতি বিনয়

[স্থান-রাজগৃহ]

(ক) পূর্বকথা- সেই সময় বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন, বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। সেই সময় মল্ল পুত্র আয়ুষ্মান দব্ব জন্ম হতে সপ্ত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছিলেন। শ্রাবকের যাহা প্রাপ্তব্য তিনি তাহা লাভ করেছিলেন এবং তার আর কোনও করণীয় কিংবা কৃতের বৃদ্ধি করবার কিছু ছিল না। অতপর মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকবার সময় তার মনে এই চিন্তা উদিত হল- "আমি জন্ম হতে সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছি। শ্রাবকের পক্ষে যাহা প্রাপ্তব্য তাহা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার আর কোনও করণীয় কিংবা কৃতের বৃদ্ধি করবার কিছু নাই। অতএব, আমি সংঘের কোন সেবা করব?" তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হইল- আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং ভোজন নিরামন (ব্যবস্থাপন) করব। অনন্তর মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব সায়াহ্নে ধ্যান হতে উঠিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন; একান্তে উপবেশন করে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব ভগবানকে বললেন:- "প্রভো! আমি নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকবার সময় আমার মনে এরূপ চিন্তা উদিত হয়েছে- জন্ম হতে সাত বৎসর বয়সে আমি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছি। শ্রাবকের পক্ষে যাহা প্রাপ্তব্য সেই সমস্তই আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার আর কোন করণীয় কিংবা কৃতের বৃদ্ধি করবার কিছু নাই, আমি সংঘের কোন সেবা করব? তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হল-আমি সংঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং ভোজনের ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করতেছি।" "দব্ব! সাধু, সাধু, তুমি সংঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং ভোজন নিরামন করতে পার।" তথাস্তু প্রভো! বলে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব ভগবানকে প্রত্যুত্তর দান করলেন। ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন:- "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ মল্লপুত্র দব্বকে শয্যাসনের ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিরামনের জন্য নির্বাচিত করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে নির্বাচন করবে:- প্রথমে দব্বের মত লয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে সংঘ মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসনের ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচিত করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচন করতেছেন। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচন করা যেই আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ বলবে।]

ধারণা ঃ সংঘ মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচন করলেন। সংঘ যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব নির্বাচিত হয়ে সমভাবাপন্ন ভিক্ষুদিগের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দ্দিষ্ট করলেন। (১) যেই ভিক্ষুগণ সূত্রান্তিক তাঁরা পরস্ র সূত্রান্ত আলোচনা করবেন। এই ভেবে তাদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দ্দিষ্ট করলেন। (২) যাঁরা বিনয়ধর তাঁরা পরস্ রে বিনয়ের মীমাংসা করবেন। এই ভাবিয়া তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দ্দিষ্ট করলেন। (৩) যাঁরা ধর্মকথিক তাঁরা পরস্ র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মালোচনা করবেন- এই ভেবে তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (৪) যাঁরা ধ্যান পরায়ন তাঁরা পরস্ রের বিঘ্ন উপস্থিত করবেন না- এই ভাবিয়া তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (৫) 'যাঁরা বৃথালাপ করে থাকেন এবং আলস্যপরায়ন তাঁরা এই আনন্দে ও বাস করতে পারবেন' এই ভেবে তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (৬) যাঁরা বৈকালে গমন করেন তাদের জন্য ও তেজধাতু সম্প্রাপ্ত হয়ে তারই আলোকে শয্যাসন নির্দিষ্ট করেন। বিশেষতঃ ভিক্ষুগণ 'আমরা মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের ঋদ্ধি প্রতিহার্য্য অবলোকন করব' এই ভেবে স্বেচ্ছায় বৈকালে আগমন করেন। তাঁরা মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেন:- বন্ধু দব্ব! আমাদের জন্য শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। তাঁদেরকে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব এরূপ বলেন: আয়ুষ্মানগণ, কোথায় ইচ্ছা করেন? কোথায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করব? তাঁরা ইচ্ছা করে দূরে প্রদর্শন করেন। বন্ধুবর দব্ব, আমাদের জন্য গৃধ্রকুট পর্বতে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য চোর প্রপাতে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য ঋষিগিলি পার্শ্বে কালশিলায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য বৈভার পর্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণিগুহায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য সীতবনে সপ্ত শৌণ্ড পাহাড়ে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য গৌতম কন্দরায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য তিন্দুক কন্দরায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য তপোদারামে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য জীবকাম্রবনে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য মর্দ্দকুক্ষি মৃগদাবে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব তেজধাতু সম্প্রাপ্ত হয়ে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গুলির আলোকে তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করতেন। তাঁরা ও সেই আলোকে মল্লপুত্র আয়ুস্মান দব্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতেন। মল্লপুত্র আয়ুস্মান দব্ব এরূপে তাঁদের জন্য শয্যাসন নির্দিষ্ট করতেন। ইহা মঞ্চ, ইহা চৌকি, ইহা মাদুর, এই বালিশ, এই স্থানে পায়খানা, এই স্থানে প্রস্রাব করতে হয়, ইহা পানিয় ও পরিভোগ্য জল, এই লাঠি (কত্তর দণ্ড), ইহা সংঘের নিয়মাবলী, এই সময়ে প্রবেশ করতে হয়, এই সময়ে বাহির হতে হয়। এরূপে মল্লপুত্র আয়ুস্মান দব্ব শয্যাসন নির্দ্দিষ্ট করে পুনরায় বেলুবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সেই সময় মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক নামক ভিক্ষুদ্বয় নূতন ও ভাগ্যহীন ছিল। সংঘের যেই সমস্ত নিকৃষ্ট শয্যাসন (বাসস্থান) তাহাই তাদের ভাগ্যে মিলিত এবং নিকৃষ্ট খাদ্য সমূহ তাঁদের ভাগ্যে পড়িত। সেই সময় রাজগৃহের জনসাধারণ স্থবির ভিক্ষুদিগকে সদ্য প্রস্তুত (অভিসংস্কারিক) চর্ব্বি, তৈল, উত্তরিভঙ্গ (খাদ্য বিশেষ) প্রদান করতেন। কিন্তু মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক নামক ভিক্ষুগণ নিকৃষ্ট চাউলের ভাত ও বিড়ঙ্গ নামধ্যেয় ব্যঞ্জন মাত্র লাভ করতেন। তারা মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষান্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংগ্রহান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে স্থবির ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করতেন, বন্ধুগণ আপনাদের ভোজন স্থানে কি কি দিব? কোন কোন স্থবির কহিলেন বন্ধুগণ আমাদের ভোজন স্থানে চর্ব্বি, তৈল, উত্তরিভঙ্গ ছিল। মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুগণ বলল:- বন্ধুগণ! আমাদের ভোজন স্থানে কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বিড়ঙ্গের ব্যঞ্জন ছিল।

সেই সময় কল্যাণ ভত্তিক নামক গৃহপতি নিত্য সংঘকে চারিপ্রকারে ভোজন প্রদান করতেন। তিনি ভোজনের সময় ধারাপুত্র সহ স্বয়ং উপস্থিত থেকে পরিবেশন করতেন। কাকে ও ভাতের প্রয়োজন কিনা, কাকে ও সূপের প্রয়োজন কিনা, কাকে তৈলের প্রয়োজন কিনা এবং কাকে ও উত্তরিভঙ্গের প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করতেন।

এক সময় কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতির গৃহে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুর ভোজনের পালা পড়েছিল। তিনি কোন প্রয়োজন বশতঃ একদিন আরামে গমন করলেন। এবং মল্লপুত্র দব্বের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন, একান্তে উপবিষ্ট কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতিকে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমূত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতি মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব কর্তৃক ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমূত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে বললেন- প্রভো! আগামীকল্য আমার গৃহে কোন ভিক্ষুর ভোজনের পালা পড়েছে? গৃহপতি! আগামীকল্য মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুর আপনার গৃহে ভোজনের পালা পড়েছে। তচ্ছ্রবনে কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতি অসন্তুষ্ট হলেন- কেন পাপিষ্ট ভিক্ষু আমার গৃহে ভোজন করবে? এই বলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে দাসীকে অনুজ্ঞা করলেন- রে দাসী! আগামীকল্য অন্ন ভোজীগণ আগমন করবে। অতএব তাহাদেরকে প্রকোষ্ঠে আসন দিয়ে নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বিড়ঙ্গের ব্যঞ্জন পরিবেশন কর। তথাস্তু আর্য! বলে সেই দাসী কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতিকে প্রত্যুত্তর দান করল।

মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু আগামীকল্য কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতির গৃহে আমাদের ভোজনের পালা পড়েছে। তিনি আগামীকল্য দারাপুত্র সহ দণ্ডায়মান থেকে পরিবেশন করবেন:- কেহ অন্নের প্রয়োজন কিনা, কেহ ভাতের প্রয়োজন কিনা, কেহ সূপের প্রয়োজন কিনা, কেহ তৈলের প্রয়োজন কিনা এবং কেহ উত্তরিভঙ্গের প্রয়োজন কিনা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। এই ভেবে সেই আনন্দাতিশয্যে রাত্রিতে তাদের ইচ্ছানুসার নিদ্রা হইল না।

অনন্তর মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অর্ন্তবাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লয়ে কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হল। দূর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে দাসী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক নামক ভিক্ষুগণকে আসতে দেখে প্রকোষ্ঠে আসন নির্দ্দিষ্ট করে তাঁহাদেরকে বলল:- প্রভো! এখানে উপবেশন করুন। তখন সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হল:- বোধ হয় এখন ও ভোজন পাক করা শেষ হয় নাই। এই জন্য আমাদিগকে প্রকোষ্ঠে বসিয়েছে। দাসী নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন সহ বিড়ঙ্গের ব্যঞ্জন লয়ে উপস্থিত হইল। প্রভো! ভোজন করুন। ভগ্নি! আমরা এখানের নিত্য ভোজী। আর্য্যগণ যে এখানে নিত্য ভোগী তাহা আমি জানি, কিন্তু গতকল্য গৃহপতি আমাকে অনুজ্ঞা করেছেন। রে দাসী! আগামীকল্য অন্ন ভোজীগণ আসবে। অতএব তাহাদেরকে প্রকোষ্ঠে আসন দিয়ে নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বিড়ঙ্গের ব্যঞ্জন পরিবেশন করবে। প্রভো! ভোজন করুন। অনন্তর মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু গতকল্য কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতি আরামে মল্লপুত্র দব্বের নিকট গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মল্লপুত্র দব্ব গৃহপতিকে আমাদের বিরুদ্ধে বলেছেন। এই ভেবে তারা মানসিক দুঃখে যথারুচি ভোজন করল না।

তাঁরা ভোজন সমাপ্ত করে, আরামে গিয়ে পাত্র-চীবর সামলাইয়া রেখে আরামের বাহিরে অবস্থিত প্রকোষ্ঠে সংঘাটি পাতিয়া নীরব, মৌন, স্কন্ধ ও মূখ অবনত করে আলাপ না করে অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়ে উপবেশন করল। তখন মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে তাঁহাদেরকে বলল, আর্য! আপনাদিগকে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছি। এরূপ বললে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু কোন আলাপ করল না। দুই তিন বার মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী এরূপ বলল। তবু ও তারা আলাপ করল না আর্যগণের আমি কোন অপরাধ করেছি যে আপনা আমার সংঘে আলাপ করতেছেন না? ভগ্নি, মল্লপুত্র দব্ব আমাদেরকে উৎপীড়ন করতে দেখে ও তুমি যে কিছু করতেছ না। আর্য, আমায় কি করতে হবে? ভগ্নি, তুমি করলে ভগবান অদ্যই মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে বহিষ্কৃত করে দিবেন। আর্য! আমি কি করব? আমি কি করতে পারি? ভগ্নি! তুমি যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গমন করেন। গমন করে ভগবানকে এরূপ বল- প্রভো! ইহা যোগ্য নহে। ইহা উচিত নহে। যেই দিক পূর্বে বিঘ্নহীন, ভয়হীন এবং নিরুপদ্রব ছিল, সেই দিক এখন বিঘ্ন সংকুল, ভয়সংকুল, ও উপদ্রব যুক্ত হয়েছে। যেখানে বায়ু প্রবাহিত হত না, এখন সেখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। যেন জল জ্বলতেছে। আর্য মল্লপুত্র দব্ব আমাকে দূষিত করেছেন।

তথাস্তু আর্য! এই বলে মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী তাদেরকে প্রত্যুত্তর দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হল, একান্তে দাঁড়িয়ে সেই মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী ভগবানকে বলল: “প্রভো! ইহা যোগ্য কিংবা উচিত নহে। যেই দিক পূর্বে ভয়, বিঘ্ন এবং উপদ্রব হীন ছিল, তাহা এখন ভয়, বিঘ্ন এবং উপদ্রব সংকুল হয়েছে। যেই দিকে বায়ু ছিল না, সেই দিকে এখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। বোধ হয় জল প্রজ্জ্বলত হয়েছে আমি যে আর্য মল্লপুত্র দব্ব দ্বারা কলুষিত হয়েছি। অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞাসা করলেন: দব্ব! এই ভিক্ষুণী যাহা বলতেছে তুমি সেইরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হয় কি? প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও ভগবান আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, দব্ব! এই ভিক্ষুণী যাহা বলতেছে তুমি সেরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হয় কি? প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দব্ব! অভিযোগের বিষয় এভাবে মীমাংসিত হয় না। যদি তুমি করে থাক তাহা হলে করেছ বলে প্রকাশ কর, যদি না করে থাক তাহা হলে কর নাই বলে প্রকাশ কর। "প্রভো! আমার জন্ম হইতে আমি স্বপ্নেও মৈথুন সেবন করেছি বলে আমার স্মরণ হয় না। জাগ্রতাবস্থায় কথা আর কি বলব? অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন:- হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে সংঘ হতে বাহির করে দাও এবং এই ভিক্ষুদেরকে ও (মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুকে) সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন (জেরা) কর।" ভগবান এরূপ বলে আসন হতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করলেন। তখন উপস্থিত ভিক্ষুগণ মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে বিতাড়িত করলেন। মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন:- বন্ধুগণ! আপনারা মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে বিতাড়িত করবেন না। তাঁর কোন দোষ নাই। কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে দব্বকে ব্রহ্মচর্য হতে চ্যুত করবার মানসে আমরাই ইহাকে উৎসাহিত করেছি। বন্ধুগণ! তোমরাই কি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব এর উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করেছ? 'হ্যাঁ বন্ধু।' যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন:- কেন মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে? অনন্তর তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন:- হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে? হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে। অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন:- "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি বিপুলতার জন্য স্মৃতি বিনয় দান করুক।"

(খ) স্মৃতি বিনয়- হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (স্মৃতি বিনয়) দিতে হবে: ভিক্ষুগণ, সেই মল্লপুত্র দব্ব সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে- প্রভো! এই মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু আমার উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে। আমি স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছি, এই হেতু সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাঞ্চা করবে।] দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে:-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছে। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে সংঘ স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি বিনয় দান করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। সংঘ স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি বিনয় দান করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি বিনয় দান করা যেই আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয়, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে।]

ধারণা ঃ সংঘ স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি বিনয় দান করলেন। যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সংঘ মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ স্মৃতি বিনয়। দান ধর্ম সঙ্গত। যথা:- (১) ভিক্ষু নির্দোষ ও পরিশুদ্ধ হয়, (২) তাহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, (৩) তিনি স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করেন, (৪) তাকে সংঘ স্মৃতি বিনয় দান করে এবং (৫) ধর্মানুসার সমগ্র হয়ে দান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ স্মৃতি বিনয় দান ধর্মসঙ্গত।

২। অমূঢ় বিনয়

(ক) পূর্ব কথা-সেই সময় গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ হয়েছিল এবং তার চিত্ত বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্য্যয় প্রাপ্ত গর্গ ভিক্ষু অশ্রমণোচিৎ বিবিধ বাক্য এবং কার্য্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ উন্মাদ চিত্ত বৈপরীত্য প্রাপ্ত গর্গ ভিক্ষুর উপর অনাচারের জন্য দোষারোপ করলেন, "আয়ুষ্মান এবম্বিধ অপরাধ করেছেন অতএব তাহা স্মরণ করুন।" সে বলল, বন্ধুগণ! আমি উন্মাদ ছিলাম এবং আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত ছিল। সেই অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং বাক্য ও কায়ের পরাক্রম প্রকাশ করেছিলাম। এরূপ বলা সত্ত্বে ও আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন। অতএব তাহা স্মরণ করুন। এই বলে ভিক্ষুগণ তাঁকে প্রকট করতেই লাগলেন। যেই ভিক্ষুগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অল্পেচ্ছু তাঁরা আন্দোলন নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন:- কেন ভিক্ষুগণ উন্মাদ চিত্ত বৈপরীত্য প্রাপ্ত অবস্থায় কৃত বিবিধ অশ্রমণোচিৎ অপরাধের জন্য গর্গ ভিক্ষুকে 'আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ করেছেন; অতএব তাহা স্মরণ করুন, বলে প্রকট করতেছেন। তিনি বলতেছেন; বন্ধুগণ! আমি উন্মাদ ছিলাম। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত ছিল। সেই অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রকাশ করেছি। তাহা এখন আমার স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ় অবস্থাতেই আমি সেই কার্য করেছিলাম। এরূপ বলা সত্ত্বে ও আয়ুষ্মান আপনি স্মরণ করুন। আপনি এইরূপ অপরাধ করেছেন এরূপ বলে ভিক্ষুগণ তাকে প্রকট করতেছেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন:-হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি.... হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন:- "হে ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ় বিনয় প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ! এভাবে অমূঢ় বিনয় দিতে হবে-সেই গর্গ ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ যাঞ্চা করবেঃ "প্রভো! আমি উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ছিলাম। সেই অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি। বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রকাশ করেছি। ভিক্ষুগণ আমাকে উন্মাদ ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য প্রকট করতেছেন, আয়ুষ্মান স্মরণ করুন, আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন। আমি তাহাদেরকে এরূপ বলতেছি, বন্ধুগণ! আমি উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ছিলাম। সেই অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। তাহা এখন আমার স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ় অবস্থায় আমি সেরূপ করেছিলাম। আমি এরূপ বললে ও তাঁরা আমাকে 'আয়ুষ্মান স্মরণ করুন, আপনি এরূপ অপরাধে অপরাধী হয়েছেন' এই বলে প্রকট করতেছেন। এই হেতু আমি সংঘের নিকট অমূঢ় বিনয় যাঞ্চা করতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপে যাঞ্চা করবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেঃ-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়েছিল। তিনি সেই অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছেন এবং বাক্যে ও কার্যে পরাক্রম প্রকাশ করেছেন। ভিক্ষুগণ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য প্রকট করতেছেন, "আয়ুষ্মান, এই অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। অতএব, তাহা স্মরণ করুন।" তিনি বলতেছেন, "বন্ধুগণ! তখন আমি উন্মত্ত এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছিলাম। সেই অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ আচরণ করেছি এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। তাহা আমার স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ় অবস্থায় আমি সেরূপ অপরাধ করেছিলাম।" এরূপ বলা সত্ত্বে ও ভিক্ষুগণ তাকে প্রকট করতেছেন, আয়ুষ্মান এরূপ অপরাধ করেছেন। এখন তিনি অমূঢ় হয়ে সংঘের নিকট অমূঢ় বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। যদি সংঘ এই প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করেন তাহা হলে সংঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ় বিনয় দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই গর্গ ভিক্ষু উন্মত্ত এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত ছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছেন এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছেন। ভিক্ষুগণ উন্মত্ত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত অবস্থায় কৃত অনাচার ও অপরাধের জন্য গর্গ ভিক্ষুকে প্রকট করতেছেন, "আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ করেছেন, তাহা এখন স্মরণ করুন।" তিনি বলতেছেন, "বন্ধুগণ! আমি এখন উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত ছিলাম। সেই অবস্থায় কৃত অপরাধ এবং কায়-বাক্যের পরাক্রম প্রদর্শন এখন আমার স্মরণ হচ্ছে না; মূঢ় অবস্থায় আমি সেরূপ করেছিলাম।" এরূপ বলা সত্ত্বে ও তাকে ভিক্ষুগণ প্রকট করতেছেন, "আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ করেছেন; অতএব, তাহা স্মরণ করুন। তিনি এখন অমূঢ় হয়ে অমূঢ় বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। সংঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ় বিনয় দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ় বিনয় দান করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা ঃ সংঘ অমূঢ়ন গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ় বিনয় প্রদান করলেন। এই প্রস্তাব সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সংঘ মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ অমূঢ় বিনয় দান অধর্ম সঙ্গত এবং ত্রিবিধ ধর্ম সঙ্গত। ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে অমূঢ় বিনয় দান অধর্ম সঙ্গত?

(খ) অধর্ম সঙ্গত অমূঢ় বিনয়- হে ভিক্ষুগণ! (১) কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক ভিক্ষু কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান এই অপরাধ করেছেন। অতএব তাহা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ থাকা সত্ত্বে সে এরূপ বলে, এরূপ কোন অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। তাকে যদি সংঘ অমূঢ় বিনয় দান করেন তাহা হলে অমূঢ় বিনয় দান অধর্ম সঙ্গত হবে।

হে ভিক্ষুগণ! (২) কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক অথবা জনৈক ভিক্ষু বলে:- আয়ুষ্মান এই অপরাধ করেছেন, অতএব তাহা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ থাকা সত্ত্বে ও সে এরূপ বলে, বন্ধুগণ! স্বপ্নবৎ তাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার স্মরণ হচ্ছে। তাকে যদি সংঘ অমূঢ় বিনয় দান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে।

হে ভিক্ষুগণ! (৩) কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে- আয়ুষ্মান এই অপরাধ করেছেন, অতএব তাহা স্মরণ করুন। তদুত্তরে সে উন্মাদনা হয়ে উন্মাদের ভান বলে বলে:- আমি এরূপ কার্য করেছি, আপনারা ও এরূপ কার্য করুন। আমার পক্ষে ও ইহা বিহিত এবং আপনাদের পক্ষে ও ইহা বিহিত। তাকে যদি সংঘ অমূঢ় বিনয় দান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত অমূঢ় বিনয় দান করা হবে। এই ত্রিবিধ অমূঢ় বিনয় দান প্রণালী অধর্ম সঙ্গত।

(গ) ধর্ম সঙ্গত অমূঢ় বিনয়- হে ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে অমূঢ় বিনয় দান ধর্ম সঙ্গত? হে ভিক্ষুগণ! (১) কোন ভিক্ষু উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। সে উন্মাদ অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান এরূপ অপরাধ করেছেন, অতএব তাহা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ না থাকায় সে বলে, "বন্ধুগণ! আমি এরূপ অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। তাকে যদি সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু অমূঢ় বিনয় দান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে। হে ভিক্ষুগণ! (২) কোন ভিক্ষু উন্মাদ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। সে উন্মাদ অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান এরূপ অপরাধ করেছেন অতএব তাহা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ না থাকায় সে এরূপ বলে, "বন্ধুগণ! স্বপ্নবৎ আমার স্মরণ হচ্ছে। তাকে যদি সংঘ অমূঢ় বিনয় দান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু উন্মাদ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। সে অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার এবং কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, "বন্ধু আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন, তাহা এখন আপনার স্মরণ আছে কি? সে যথার্থ উন্মাদ হয়ে উন্মাদের ন্যায় তদুত্তরে বলে, আমি ও এরূপ করেতেছি, আপনারা ও এরূপ করুন। আমার পক্ষে ও ইহা বিহিত এবং আপনাদের পক্ষে ও তাহা বিহিত। তাকে যদি সংঘ অমূঢ় বিনয় দান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে। এই ত্রিবিধ অমূঢ় বিনয় দান প্রণালী ধর্ম সঙ্গত।

(৩) প্রতিজ্ঞাত করুণ

(ক) পূর্ব কথা- সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু প্রতিজ্ঞাত (স্বীকৃতি) ব্যতীত ভিক্ষুদিগের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(শাস্তির) বিধান করতেছিল। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন: কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বিনা স্বীকৃতিতে ভিক্ষুগণের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্মের বিধান করতেছে? অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি...... হ্যাঁ ভগবান, সত্য বটে। ভগবান নিন্দা করে ধর্ম কথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন:-"হে ভিক্ষুগণ! বিনা স্বীকৃতিতে ভিক্ষুদিগের তর্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় কিংবা উৎক্ষেপনীয় কর্মের বিধান করতে পারবে না। যে করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এরূপে প্রতিজ্ঞাত করন এ কারণে অধর্ম সঙ্গত এবং এরূপে ধর্ম সঙ্গত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপের প্রতিজ্ঞাত করণ অধর্ম সঙ্গত?

(খ) অধর্ম সঙ্গত প্রতিজ্ঞাত করন (১) কোন ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করে থাকে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, "বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, থুল্লচ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ থুল্লচ্চয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (২) কোন ভিক্ষু পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পাচিত্তিয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (৩) কোন ভিক্ষু পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, পাটিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পাটিদেশনীয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (৪) কোন পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, দুক্কট প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ দুক্কটের দণ্ড প্রদান করে, তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (৫) কোন ভিক্ষু পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, দুব্‌ভাসিত প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ দুব্‌ভাচিতের দণ্ড প্রদান করে, তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে।

(১) কোন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তাহাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান স ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি স ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই। পারাজিক অপরাধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (২) কোন ভিক্ষু থুল্লচ্চয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান স ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি স ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই। পারাজিক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (৩) কোন ভিক্ষু পাচিত্তিয় অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, পাটিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (৪) কোন ভিক্ষু পাটিদেশনীয় অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, দুক্কট প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে। (৫) কোন ভিক্ষু দুক্কট অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হই নাই, দুব্ভাসিত প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে।

(৬) কোন ভিক্ষু দুব্ভাসিত অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান স ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, বন্ধুগণ! আমি স ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই। পারাজিক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা অধর্ম সঙ্গত হবে।

(গ) ধর্ম সঙ্গত প্রতিজ্ঞাত করণ- হে ভিক্ষুগণ! কিরূপের প্রতিজ্ঞাত করণ ধর্ম সঙ্গত হয়?

(১) কোন ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিকা অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, হ্যাঁ বন্ধু! আমি পারাজিকা অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে। (২) কোন ভিক্ষু স ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান সং ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, হ্যাঁ বন্ধু! আমি সং ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ সং ঘাদিশেষের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে। (৩) কোন ভিক্ষু থুল্লচ্চয় অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান থুল্লচ্চয় অপরাধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, হ্যাঁ বন্ধু! আমি থুল্লচ্চয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ থুল্লচ্চয়ের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে। (৪) কোন ভিক্ষু পাচিত্তিয় অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পাচিত্তিয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, হ্যাঁ বন্ধু! আমি পাচিত্তিয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পাচিত্তিয়ের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে। (৫) কোন ভিক্ষু পাটিদেশনীয় অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পাটিদেশনীয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, হ্যাঁ বন্ধু! আমি পাটিদেশনীয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ পাটিদেশনীয়ের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হইবে। (৬) কোন ভিক্ষু দুক্কট অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান দুক্কট অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, হ্যাঁ বন্ধু! আমি দুক্কট অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ দুক্কটের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে। (৭) কোন ভিক্ষু দুব্‌ভাসিত অপরাধ করে। তাকে সংঘ, বহু সংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, হ্যাঁ বন্ধু! আমি দুব্‌ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সংঘ দুব্‌ভাসিতের দণ্ড প্রদান করে তাহা হলে তাহা ধর্ম সঙ্গত হবে।

(৪) য়ড্ভুয়সিক

সেই সময় ভিক্ষুগণ সংঘ সভায় ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে পরস্ রের মুখরূপী অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করতেছিল। সেই বিবাদ উপশম করতে সমর্থ ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন: "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, এরূপ বিবাদ (অধিকরণ) য়ড্ভূয়সিত দ্বারা (অধিকাংশের মতানুসারে) উপশম করবে।"

(ক) শলাকা গ্রাহাপকের যোগ্যতা এবং নির্বাচন- হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচন করবে। যথা- (১) যে স্বেচ্ছাচারের বশীভূত নহে, (২) দ্বেষের বশীভূত নহে, (৩) মোহের বশীভূত নহে, (৪) ভয়ের বশীভূত নহে, (৫) যে গৃহীত ও অগৃহীত অবগত থাকে।

হে ভিক্ষুগণ! এই প্রকারে নির্বাচিত করিবে- প্রথমে সেই ভিক্ষুর মত লয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে:

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচিত করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘ শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচিত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচন করা যেই আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁহার নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা ঃ সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচিত করলেন। সংঘ যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! ধর্মবিরুদ্ধ শলাকা গ্রহণ সম্মতি দাতা দশবিধ এবং ধর্ম সঙ্গত শলাকা গ্রহণ দশবিধ।

(খ) ধর্মবিরুদ্ধ নির্বাচন-ধর্মবিরুদ্ধ দশবিধ শলাকা গ্রহণ কিরূপ?

যথা- (১) বিবাদের বিষয় অবধারণ সামান্য রকম হয় (২) দুই-তিন আবাস বিস্তৃতি লাভ করে নাই, (৩) তারা নিজেই ও দুই-তিন বার স্মরণ করে নাই অথবা অন্যের দ্বারা ও স্মরণ করে নাই, (৪) অধর্ম বাদীর সংখ্যা যে অধিক[1] তাহা জানে, (৫) বস্তুত অধর্মবাদীর সংখ্যাই অধিক হয়, (৬) সংঘ ভেদ যে হবে তাহা জানে, (৭) বস্তুত সংঘ ভেদ হয়ে থাকে, (৮) ন্যায় বিরুদ্ধ ভাবে নির্বাচন করে, (শলাকা গ্রহণ করে) (৯) সংঘের একাংশ লয়ে শলাকা গ্রহণ করে, (১০) স্বীয় মতানুসারে শলাকা গ্রহণ (নির্বাচন) করে না। ধর্মবিরুদ্ধ শলাকা গ্রহণ এই দশবিধ।

(গ) ধর্ম সঙ্গত নির্বাচক- ধর্ম সঙ্গত দশবিধ শলাকা গ্রহণ কি প্রকার? যথা- (১) অধিকরন (বিবাদের বিষয়) সামান্য রকমের না হয়, (২) দুই-তিন আবাসে বিস্তৃতি লাভ করেছে, (৩) তারা নিজেই ও দুই-তিন বার স্মরণ করেছে, অথবা অন্যের দ্বারা ও স্মরণ করেছে, (৪) ধর্ম বাদীর সংখ্যা যে অধিক তাহা জানে, (৫) বস্তুত ধর্মবাদীর সংখ্যাই অধিক হয়, (৬) সংঘ ভেদ হবে না এই কথা জানে, (৭) বস্তুত সংঘ ভেদ হয় না, (৮) ন্যায় সঙ্গতভাবে নির্বাচন করে, (৯) সকলে সমগ্র হয়ে নির্বাচন করে, (১০) স্বীয় মতানুসার নির্বাচন করে। ধর্মসঙ্গত শলাকা গ্রহণ এই দশবিধ।

(৫) তৎপাপীয়সিক

(ক) পূর্ব কথা- সেই সময় উবাঢ় নামক ভিক্ষু সংঘ সভায় সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করলে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করেছিল, প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করতেছিল, এক বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয়ের উত্তর দিত। এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলত। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক, তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং

---

[1] সেই সময় রঙ্গীন সরু কাঠি দ্বারা মত গ্রহণ করা হইত। যিনি শলাকা বিতরন করিতেন তাহাকে শলাকা গ্রাহাপক বলা হইত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন:- কেন উবাঢ় ভিক্ষু সংঘ সভায় অপরাধ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রথম অস্বীকার করে পরে স্বীকার করতেছে, প্রথম স্বীকার করে পরে অস্বীকার করতেছে, এই বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয়ের উত্তর দিতেছে এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলতেছে? অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন:-

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি...... হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে। ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন:- হে ভিক্ষুগণ! সংঘ উবাঢ় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের (শাস্তির) বিধান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে করতে হবে-প্রথমে উবাঢ় ভিক্ষুকে জ্ঞাপন করতে হবে। জ্ঞাপন করে স্মরণ করায়ে দিতে হবে। স্মরণ করায়ে দিয়ে দোষারোপ করতে হবে এবং দোষারোপ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে:-

প্রজ্ঞপ্তি-মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উবাঢ় নামীয় ভিক্ষু সংঘ সভায় অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে অস্বীকার করে, এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয় সম্বন্ধে উত্তর প্রদান করে এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলে। যদি সংঘের নিকট এই প্রস্তাব যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে সংঘ উবাঢ় ভিক্ষু তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই উবাঢ় নামীয় ভিক্ষু সংঘ সভায় অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে প্রথম অস্বীকার করে পরে স্বীকার করে, প্রথম স্বীকার করে পরে অস্বীকার করে, এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করে এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলে। সংঘ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিকের কর্মের বিধান, উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকুন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করুন। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা ঃ সংঘ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করলেন। সংঘ উচিত মনে করিয়া মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্ম সঙ্গত।

(খ) ধর্ম সঙ্গত-(১) অশুচি (দোষী) হয়, (২) লজ্জাহীন হয়, (৩) নিন্দনীয় (সানুবাদ) হয়, (৪) সংঘ ধর্মানুসার তার তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করে এবং (৫) সমগ্র সংঘ করে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্মসঙ্গত।

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিরুদ্ধ এবং অযথার্থভাবে সম্পাদিত হয়। (গ) ধর্মবিরুদ্ধ- (১) যাহা অনুপস্থিতিতে করা হয়, জিজ্ঞাসা না করে করা হয়, বিনা স্বীকৃতিতে করা হয়, (২) ধর্মবিরুদ্ধ ভাবে করা হয় এবং (৩) সংঘের একাংশ দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং অযথার্থ ভাবে সম্পাদিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্মসঙ্গত, বিনয় সঙ্গত এবং যথার্থ ভাবে সম্পাদিত হয়।

(ঘ) ধর্মসঙ্গত- (১) উপস্থিতিতে করা হয়, জিজ্ঞাসা করে করা হয়, স্বীকৃতিতে করা হয়, (২) ধর্মসঙ্গত ভাবে করে, (৩) সমগ্র সংঘ করে। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ সম্পন্ন তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্মসঙ্গত, বিনয় সঙ্গত এবং যথার্থ ভাবে সম্পাদিত হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা হলে সংঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা- (১) যে ঝগড়া, কলহ, বিবাদ প্রিয় হয়, বৃথা বাক্যব্যয়ী হয়, নিয়ত সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়; (২) মূর্খ, অদক্ষ, বহু অপরাধে অপরাধী, দুষ্কার্য ত্যাগে অনিচ্ছুক এবং (৩) অন্যায়ভাবে গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে। হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা হলে সংঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা হলে সংঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা- (১) যে অধিশীলে শীল বিপন্ন হয়, (২) অধি-আচারে আচার বিপন্ন হয়, (৩) অতি দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর সংঘ ইচ্ছা করলে তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা করলে সংঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা- (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) সংঘের অগুণ বর্ণনা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা করলে সংঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(জ) হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা- (১) যে ঝগড়া, কলহ, বিবাদ প্রিয় হয়, বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং নিয়ত সংঘের নিকট অভিযোক্তা হয়; (২) যে মূর্খ, অদক্ষ হয়, বহু অপরাধে অপরাধী, দুষ্কার্য ত্যাগে অনিচ্ছুক হয়। (৩) যে অন্যায়ভাবে গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর সংঘ ইচ্ছা করলে তৎপাপীয়সিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্মের বিধান করবে।

(ঝ) হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা- (১) যে অধিশীলে শীল বিপন্ন হয়, (২) অধি-আচারে আচার বিপন্ন হয়, (৩) অতি দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(ঞ) হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা- (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) যে ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) যে সংঘের অগুণ বর্ণনা করে।

হে ভিক্ষুগণ! সংঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

ছয় আকঙ্ক্ষ্যমান সমাপ্ত।

(ট) দণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তব্য- হে ভিক্ষুগণ! সংঘ যার তৎপাপীয়সিক কর্মের তাকে সম্যক অনুবর্ত্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্ত্তী হবার বিধি এই:- উপসম্পদা দিতে পারবে না, আশ্রয় দিতে পারবে না, শ্রামণের সেবা গ্রহণ করতে পারবে না, ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার সম্মতি (অনুমোদন) স্বীকার করতে পারবে না, সম্মতি প্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না........ ভিক্ষুদিগের সহিত সংমিশ্রণ করতে পারবে না। অনন্তর সংঘ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের (শাস্তির) বিধান করলেন।

তৎপাপীয়সিক কর্ম অষ্টাদশ সমাপ্ত।

(৬) তৃণাচ্ছাদন

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছিলেন এবং বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হল-আমরা ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা এই অপরাধের পরস্ রের নিকট প্রতিকার করি তাহা হলে এই বিবাদ আর ও ভীষণ ও অধিক হতে পারে, ভেদের কারণ হতে পারে। অতএব এখন আমাদিগকে কি করতে হবে? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন:-

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণ ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করায় যদি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করে থাকে এবং কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে এবং ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হয়- আমরা ঝগড়া, কহল, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি, আমরা পরস্ রের নিকট এই অপরাধের প্রতিকার করলে হয়ত ভীষণ ও অধিক হতে পারে।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপ বিবাদ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা উপশম করবে।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে-উপস্থিত সকলকেই সমবেত হতে হবে। সমবেত হয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে:

প্রজ্ঞপ্তি- মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি, কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। আমরা যদি পরস্ রের নিকট এই অপরাধের প্রতিকার করি, তাহা হলে হয়ত এই বিবাদ ভীষণ আকার ধারণ করবে; ভেদের কারণ হবে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ গুরুতর অপরাধ ও গৃহী সংসর্গ অপরাধ ব্যবীত এই বিবাদ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা মীমাংসা করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অতঃপর এক পক্ষাবলম্বী ভিক্ষুদিগের মধ্যে যে দক্ষ ও সমর্থ সে স্বপক্ষীয়দিগকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে: আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়া, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি। কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা পরস্ রের নিকট এই অপরাধের প্রতিকার করি তাহা হলে হয়ত এই বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন তাহা হলে আমি আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের যেই অপরাধ আছে তাহা আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য সংঘ সভায় তৃণাচ্ছাদনের দ্বারা গুরুতর অপরাধ এবং গৃহী সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত দেশনা (স্বীকার) করব।

অতঃপর অপর পক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ এবং সমর্থ তিনি স্বীয় পক্ষকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে: আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ভণ্ডন, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করায় বহু অশ্রমণোচিৎ অনাচার আচরণ করেছি, কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা পরস্ রের নিকট এই অপরাধের প্রতিকার করি, হয়ত এই বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন তাহা হলে আমি আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য সংঘ সভায় গুরুতর অপরাধ ও গৃহী সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত দেশনা (স্বীকার) করব। এক পক্ষের ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ এবং সমর্থ তিনি সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে:

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ভণ্ডন, কলহ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিৎ বহু অনাচার আচরণ করেছি কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা পরস্ রের নিকট এই অপরাধের প্রতিকার করি, তাহা হলে হয়ত এই বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে আমি এই আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের যেই অপরাধ আছে তাহা এই আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য গুরুতর অপরাধ এবং গৃহী সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত তৃণাচ্ছাদন দ্বারা দেশনা করব। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ভণ্ডন, কলহ, বিবাদ পরায়ন হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি। কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা এই অপরাধ পরস্ রে প্রতিকার করি, তাহা হলে হয়ত এই বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব আমি আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের যেই অপরাধ আছে তাহা এই আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য গুরুতর অপরাধ ও গৃহী সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত সংঘ সভায় তৃণাচ্ছাদন দ্বারা দেশনা করব। গুরুতর অপরাধ ও গৃহী সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত আমাদের এই অপরাধ সংঘ সভায় তৃণাচ্ছাদন দ্বারা দেশনা করা যেই আয়ুষ্মান সঙ্গত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি সঙ্গত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করবেন।

ধারণা ঃ গুরুতর অপরাধ ও গৃহী সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত আমাদের এই অপরাধ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা সংঘ সভায় দেশনা (প্রকাশ) করা হল। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি। অতঃপর অপর পক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ এবং সমর্থ তিনি সংঘ সভায় এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে:- [জ্ঞপ্তি, অনুশ্রবণ এবং ধারণা পূর্ববৎ]

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে সেই ভিক্ষুগণ গুরুতর অপরাধ, গৃহী সংশ্লিষ্ট অপরাধ এবং সেখানে দেখে প্রকাশ যোগ্য অপরাধ ব্যতীত সেই অপরাধ হতে মুক্ত হয়।

চতুর্বিধ অধিকরন, তার মূল, ভেদ, নামকরন ও উপশম

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুগণের সহিত বিবাদ করতেছিল, ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণের সঙ্গে বিবাদ করতেছিল, ভিক্ষুণীগণ ও ভিক্ষুগণের সহিত বিবাদ করতেছিল। ছন্ন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের পক্ষ হয়ে ভিক্ষুগণের সঙ্গে বিবাদ করতেছিল। ভিক্ষুণীগণের পক্ষাবলম্বন করতেছিল। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন:- "কেন ছন্ন ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণের পক্ষ হইয়া ভিক্ষুগণের সহিত বিবাদ করিতেছে, ভিক্ষুণীগণের পক্ষাবলম্বন করিতেছে?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিলেন-)

হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ছন্ন ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণের পক্ষ হইয়া ভিক্ষুগণের সহিত বিবাদ করিতেছে, ভিক্ষুণীগণের পক্ষাবলম্বন করিতেছে?”

হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য।

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন:-

(১) অধিকরন সমূহের বিভিন্নতা

হে ভিক্ষুগণ! অধিকরন চতুর্বিধ। যথা-(১) বিবাদ অধিকরণ, (২) অনুবাদ অধিকরণ, (৩) আপত্তি অধিকরণ এবং (৪) কৃত্য অধিকরণ।

(১) বিবাদ অধিকরণ কাকে বলে?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণ বিবাদ করে ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত দ্বারা ভাষিত- আলাপিত; ইহা তথাগত দ্বারা ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত দ্বারা আচরিত, ইহা তথাগত দ্বারা আচরিত নহে, ইহা তথাগত দ্বারা প্রজ্ঞাপিত (বিধান কৃত), ইহা তথাগত দ্বারা প্রজ্ঞাপিত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থুন আপত্তি (গুরুতর অপরাধ) পারাজিক, স ঘাদিশেষ, ইহা দুস্থুন অপরাধ নহে। এই সমস্ত বিষয় লয়ে যেই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানা বাদ (বিরুদ্ধবাদ), অন্যথা বাদ (বিপরীত বাদ), অন্যায় ব্যবহার এবং মেধগ (কটু বাক্য) প্রয়োগ হয় তাহাই বিবাদ অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অনুবাদ অধিকরণ কাকে বলে?

হে ভিক্ষুগণ! আচার ভ্রষ্টতার অথবা আজীব (জীবিকা) ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে। এই কারণে যেই অনুবাদ, অনুবাদন, অনুল্লপন, অনুভাষণ, অনুসম্প্রবক্রতা,[①] অত্যুৎসহন এবং অনুবল প্রদান করা হয়, তাহাই অনুবাদ অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(৩) আপত্তি অধিকরণ কাকে বলে?

সপ্তবিধ আপত্তি স্কন্ধ (অপরাধ রাশি) আপত্তি অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(৪) কৃত্য অধিকরণ কাকে বলে?

সংঘের যেই কৃত্য করণীয় অবলোকন কর্ম,[②] জ্ঞপ্তি কর্ম,[③] জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম,[④]

---

① সংঘের সম্মতি।

② সংঘের সম্মতি লইবার সময় প্রস্তাবের সূচনা করা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম তাহাই কৃত অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অধিকরণের মূল

(১) বিবাদ অধিকরণের মূল কি?

(ক) ষড়বিধ বিবাদের মূল বিবাদ অধিকরণের মূল; (খ) ত্রিবিধ অকুশল মূল(লোভ, দ্বেষ, মোহ) বিবাদ অধিকরণের; (গ) ত্রিবিধ কুশল মূল ও (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) বিবাদ অধিকরণের মূল।

(ক) কোন ষড়বিধ বিবাদের মূল বিবাদ অধিকরণের মূল?

(১) হে ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু ক্রোধী ও উপনাহী সুদীর্ঘ কাল ক্রোধ পোষণকারী হয়। যেই ভিক্ষু ক্রোধী ও উপনাহী হয় সে শাস্তার প্রতি গৌরব-সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি ও গৌরব-সৎকার রহিত অবস্থান করে এবং শিক্ষা ও (ভিক্ষুগণের নিয়ম) পরিপূর্ণ কারী হয় না। যেই ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ধর্ম ও সংঘের প্রতি গৌরব-সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষা পরিপূর্ণ কারী হয় না; সেই ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। সেই বিবাদ বহুজনের অহিত, অসুখের কারণ হয়। বহুজনের অনর্থের কারণ হয়। দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ! যদি এরূপ বিবাদের মূল তোমরা অভ্যন্তরে বা বাহিরে দেখতে পাও, তাহা হলে অধিকতর মূল পরিত্যাগ করবার জন্য উদ্যমশীল হবে। যদি এরূপ বিবাদের মূল নিজের অভ্যন্তরে বা বাহিরে দেখতে না পাও, তাহা হলে সেই অহিতকর বিবাদ মূলের বিনাশ সাধিত হয়। এভাবে এই অহিতকর বিবাদ মূল ভবিষ্যতে উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু ম্রক্ষপরায়ন ও নিষ্ঠুর হয়, (৩) ঈর্যা ও মাৎসর্য্য পরায়ন হয়, (৪) শঠ ও মায়াবী হয়, (৫) পাপেচ্ছা ও মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ন হয়, (৬) সন্দৃষ্টি পরামর্শী (বর্তমান দর্শনকারী) আধানগ্রাহী ও দুঃপরিত্যাগী হয়। হে ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষু সন্দৃষ্টি পরামর্শী, আধানগ্রাহী ও দুঃপরিত্যাগী হয়, সে শাস্তার প্রতি গৌরব-সৎকার রহিত হয়। ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি ও গৌরব-সৎকার রহিত হয় এবং শিক্ষা পরিপূর্ণ কারী হয় না। সে সংঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। সেই বিবাদ বহুজনের অহিত ও অসুখের কারণ হয়। বহুজনের অনর্থের কারণ হয়। দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ! যদি তোমরা এরূপ বিবাদ-মূল তোমাদের অভ্যন্তরের বা বাহিরের দেখতে পাও; তাহা হলে সেই অহিতকর বিবাদ-মূল পরিত্যাগের জন্য উদ্যমশীল

[③] কোন অসাধারণ পরিস্থিতিতে একবার জ্ঞপ্তি ও একবার অনুশ্রাবণ করিয়া সংঘের সম্মতি গ্রহণ করা।

[④] সাধারণ পরিস্থিতিতে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে। যদি এরূপ বিবাদ-মূল তোমাদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে দেখতে না পাও; তাহা হলে সেই অহিতকর বিবাদ-মূল যাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য প্রযত্ন করবে। এরূপে এই অহিতকর বিবাদ মূলে পরিত্যাগ সাধিত হয় এবং এরূপে এই অহিতকর বিবাদ-মূল ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে পারে না। এই ষড়বিধ বিবাদ-মূলই বিবাদ অধিকরণের মূল বলিয়া কথিত হয়।

(খ) কোন ত্রিবিধ অকুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল? ভিক্ষু লোভযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে, দ্বেষযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে, মোহযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে- ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি, এই ত্রিবিধ অকুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(গ) কোন ত্রিবিধ কুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়? ভিক্ষু অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ চিত্তে বিবাদ করে-ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি, এই ত্রিবিধ কুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(২) অনুবাদ অধিকরণের মূল কি? (ক) ষড়বিধ অনুবাদ মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল, (খ) ত্রিবিধ অকুশল মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল, (গ) ত্রিবিধ কুশল মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল, (ঘ) কায় ও অনুবাদ অধিকরণের মূল, (ঙ) বাক্য ও অনুবাদ অধিকরণের মূল।

(ক) কোন ষড়বিধ অনুবাদ মূল অনুবাদ-অধিকরণের মূল? (১) ভিক্ষু ক্রোধী, উপনাহী হয় সে শাস্তার প্রতি গৌরব-সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি ও গৌরব-সৎকার রহিত অবস্থান করে এবং শিক্ষা ও (ভিক্ষুগণের নিয়ম) পরিপূর্ণ কারী হয় না। সেই ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ধর্ম ও সংঘের প্রতি গৌরব-সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষা পরিপূর্ণ কারী হয় না; সে সংঘের মধ্যে অনুবাদ উৎপন্ন করে। সেই অনুবাদ বহুজনের অহিত ও অসুখের কারণ হয়। বহুজনের অনর্থের কারণ হয়। দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ! যদি এরূপ বিবাদের মূল তোমরা অভ্যন্তরে বা বাহিরে দেখতে পাও,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা হলে অধিকতর মূল পরিত্যাগ করবার জন্য উদ্যমশীল হবে। যদি এরূপ বিবাদের মূল নিজের অভ্যন্তরে বা বাহিরে দেখতে না পাও, তাহা হলে সেই অহিতকর বিবাদ মূলের বিনাশ সাধিত হয়। এভাবে এই অহিতকর বিবাদ মূল ভবিষ্যতে উৎপন্ন হয় না।

(৬) সন্দৃষ্টি পরামর্শী, আধানগ্রাহী হয়। যদি এই প্রকার অনুবাদের মূল তোমরা নিজের অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে দেখতে পাও তাহা হলে তোমরা সেই অহিতকর অকুশল মূল পরিত্যাগের জন্য উদ্যোগশীল হবে।......

ভিক্ষুগণ! এই ষড়বিধ অনুবাদ মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(খ) কোন ত্রিবিধ অকুশল মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল? ভিক্ষু লোভযুক্ত চিত্তে, দ্বেষযুক্ত চিত্তে, মোহযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে-ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি, এই ত্রিবিধ অকুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(গ) কোন ত্রিবিধ কুশল মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল? ভিক্ষু অলোভ চিত্তে, অদ্বেষ চিত্তে, অমোহ চিত্তে বিবাদ করে- ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি, এই ত্রিবিধ অকুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(ঘ) কোন কায় অনুবাদ অধিকরণের মূল? কোন ব্যক্তি কুরূপ, সুদর্শন, বামন (কোটিমক), বহু রোগী, কানা, বক্র, খঞ্জ বা পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়। সেই জন্য ব্যক্তি তাহাকে অনুবাদ (দোষারোপ করে) করে, এরূপ কায়ই অনুবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(ঙ) কোন বাক্য অনুবাদ অধিকরণের মূল? কোন ব্যক্তি দুর্বাক্য প্রয়োগকারী, মর্মচ্ছেদ বাক্য প্রয়োগ কারী এবং তোৎলা হয়। সেই জন্য অন্য ব্যক্তি তাকে অনুবাদ করে। এরূপ বাক্যই অনুবাদ অধিকরণের মূল নামে কথিত হয়।

(৩) আপত্তি অধিকরণের মূল কি? ষড়বিধ আপত্তি সমুত্থান (অপরাধ উৎপত্তি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবার স্থান) আপত্তি অধিকরণের মূল নামে কথিত হয়। (১) কোন আপত্তি কায় হতে উৎপন্ন হয়, বাক্য কিংবা মন হতে নহে, (২) কোন আপত্তি বাক্য হতে উৎপন্ন হয়, কায় কিংবা চিত্ত হতে নহে, (৩) কোন আপত্তি কায় ও বাক্য উভয় হতে উৎপন্ন হয়, চিত্ত হতে নহে, (৪) কোন আপত্তি কায় ও চিত্ত হতে উৎপন্ন হয়, বাক্য হতে নহে, (৫) কোন আপত্তি চিত্ত ও বাক্য (উভয়) হতে উৎপন্ন হয়, কায় হতে নহে, (৬) কোন আপত্তি কায়, বাক্য ও চিত্ত (তিন) হতে উৎপন্ন হয়। এই ষড়বিধ আপত্তি সমুত্থান আপত্তি অধিকরণের মূল নামে কথিত হয়।

(৪) কৃত্য অধিকরণের মূল কি? কৃত্য অধিকরণের একমাত্র মূল হচ্ছে সংঘ।

(৩) অধিকরণের পার্থক্যতা

(ক) বিবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত (ভাল ও নহে, মন্দ ও নহে)। বিবাদ অধিকরণ (১) কুশল ও হতে পারে, (২) অকুশল ও হতে পারে, (৩) অব্যাকৃত হতে পারে।

(১) কোন বিবাদ অধিকরণ অকুশল? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অকুশল চিত্তে বিবাদ করে, ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি, এই ত্রিবিধ অকুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়। এই জন্য যেই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে অকুশল বিবাদ অধিকরণ।

(২) কোন বিবাদ অধিকরণ কুশল? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কুশল চিত্তে বিবাদ করে-ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি, এই ত্রিবিধ কুশল মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়। এই জন্য যেই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে কুশল বিবাদ অধিকরণ।

(৩) কোন বিবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অব্যাকৃত চিত্তে বিবাদ করে-ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি, এই ত্রিবিধ অব্যাকৃত মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়। এই জন্য যেই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে অব্যাকৃত বিবাদ অধিকরণ।

(খ) অনুবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত হয় কি? অনুবাদ অধিকরণ (১) কুশল ও হতে পারে, (২) অকুশল ও হতে পারে, (৩) অব্যাকৃত ও হতে পারে।

(১) কোন অনুবাদ অধিকরণ অকুশল? ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর অকুশল চিত্তে শীলভ্রষ্টতা, আচার ভ্রষ্টতা, দৃষ্টি (মত) ভ্রষ্টতা কিংবা জীবিকা ভ্রষ্টতার দ্বারা অনুবাদ (দোষারোপ) করে। এই জন্য যেই অনুবাদ, অনুবদন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংপ্রবঞ্চণ, অনুৎসাহ দান , অনুবল প্রদান তাহাকে বলে অকুশল অনুবাদ অধিকরণ।

(২) কোন অনুবাদ অধিকরণ কুশল? ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর কুশল চিত্তে শীলভ্রষ্টতা, আচার ভ্রষ্টতা, দৃষ্টি ভ্রষ্টতা কিংবা জীবিকা ভ্রষ্টতার অনুবাদ করে। এই জন্য যেই অনুবাদ, অনুবদন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংপ্রবঞ্চণ, অনুৎসাহ দান, অনুবল প্রদান তাকে বলে কুশল অনুবাদ অধিকরণ।

(৩) কোন অনুবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর অব্যাকৃত চিত্তে শীলভ্রষ্টতা, আচার ভ্রষ্টতা, দৃষ্টি ভ্রষ্টতা কিংবা জীবিকা ভ্রষ্টতার অনুবাদ করে। এই জন্য যেই অনুবাদ, অনুবাদন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংপ্রবঞ্চণ, অনুৎসাহ দান, অনুবল প্রদান তাকে বলে অব্যাকৃত অনুবাদ অধিকরণ।

(গ) আপত্তি অধিকরণ কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত হয় কি? আপত্তি অধিকরণ (১) অকুশল ও হতে পারে, (২) অব্যাকৃত ও হতে পারে। কিন্তু কুশল হতে পারে না।

(১) কোন আপত্তি অধিকরণ অকুশল? যাহা জেনে, বুঝে ইচ্ছা পূর্বক ব্যতিক্রম করা হয়, তাকে বলে অকুশল আপত্তি অধিকরণ।

(২) কোন আপত্তি অধিকরণ অব্যাকৃত? যাহা না জেনে না বুঝে ইচ্ছা পূর্বক ব্যতিক্রম করা হয় না তাকে বলে অব্যাকৃত আপত্তি অধিকরণ।

(ঘ) কৃত্য অধিকরণ কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত হয় কি? কৃত্য অধিকরণ (১) কুশল ও হতে পারে, (২) অকুশল ও হতে পারে, (৩) অব্যাকৃত হতে পারে।

(১) কোন কৃত্য অধিকরণ অকুশল? সংঘ অকুশল চিত্তে যেই অবলোকন কর্ম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম, আদি কর্ম করে তাকে বলে অকুশল কৃত্য অধিকরণ।

(২) কোন কৃত্য অধিকরণ কুশল? সংঘ কুশল চিত্তে যেই অবলোকন কর্ম, জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম, আদি কর্ম করে তাকে বলে কুশল কৃত্য অধিকরণ।

(৩) কোন কৃত্য অধিকরণ অব্যাকৃত? সংঘ অব্যাকৃত চিত্তে যেই অবলোকন কর্ম, জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম, আদি কর্ম করে তাকে বলে অকুশল কৃত্য অধিকরণ।

(৪) বিবাদাদির সংঘে অধিকরণ সমূহের সম্বন্ধ

(ক) বিবাদ বিবাদ, অধিকরণ, বিবাদ বিনা অধিকরণে, অধিকরণ বিনা বিবাদে এবং অধিকরণ ও বিবাদ (উভয়) হতে পারে কি? বিবাদ, বিবাদ অধিকরণ বিনা বিবাদে হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও বিবাদ (উভয় এক সঙ্গে) হতে পারে।

(১) কি প্রকারে বিবাদ বিবাদ অধিকরণে হতে পারে?

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিবাদ করে-ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি। এই জন্য যেই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে বিবাদ বিবাদ অধিকরণ।

(২) কি প্রকারে বিবাদ বিনা অধিকরণ হতে পারে? মাতা ও পুত্রের সঙ্গে বিবাদ করে, পুত্র ও মাতার সঙ্গে বিবাদ করে, পিতা ও পুত্রের সঙ্গে বিবাদ করে, পুত্র ও পিতার সঙ্গে বিবাদ করে, ভ্রাতা ও ভ্রাতার সঙ্গে বিবাদ করে, ভ্রাতা ও ভগ্নির সঙ্গে বিবাদ করে, ভগ্নি ও ভ্রাতার সঙ্গে বিবাদ করে, সহায় ও সহায়ের সহিত বিবাদ করে, ইহাকে বলে বিবাদ বিনা অধিকরণ।

(৩) কি প্রকারে অধিকরণ বিনা বিবাদে হতে পারে? অনুবাদাধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ এই সমস্ত অধিকরণকে বলে বিনা বিবাদে অধিকরণ।

(৪) কি প্রকারে অধিকরণ ও বিবাদ (উভয় এক সঙ্গে) হতে পারে? বিবাদ অধিকরণে বিবাদ ও উভয় একসঙ্গে হতে পারে।

(খ) অনুবাদ, অনুবাদ অধিকরণ, অধিকরণ বিনা অনুবাদ, অনুবাদ বিনা অধিকরণ, অধিকরণ ও অনুবাদ উভয় একসঙ্গে হতে পারে কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) অনুবাদ অনুবাদ অধিকরণ হতে পারে, (২) অধিকরণ বিনা অনুবাদ হতে পারে, (৩) অনুবাদ বিনা অধিকরণ হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও অনুবাদ দুইটি একসঙ্গে হতে পারে।

(১) অনুবাদ অনুবাদ অধিকরণ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর শীল-ভ্রষ্টতার, আচার ভ্রষ্টতার, দৃষ্টি ভ্রষ্টতার ও জীবিকা ভ্রষ্টতার অনুবাদ (দোষারোপ) করে। এই জন্য যেই অনুবাদ, অনুকথন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংবক্রতা, অভ্যুৎসাহ দান করে, অনুবল প্রদান সেই অনুবাদই অনুবাদ অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অধিকরণ বিনা অনুবাদ কাকে বলে? মাতা ও পুত্রকে অনুবাদ করে, পুত্র ও মাতাকে অনুবাদ করে, পিতা ও পুত্রকে অণুবাদ করে, পুত্র ও পিতাকে অনুবাদ করে, ভ্রাতা ও ভ্রাতাকে অনুবাদ করে, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে অনুবাদ করে, ইহাকে বলে অধিকরণ বিনা অনুবাদ।

(৩) অনুবাদ বিনা অধিকরণ কাকে বলে? আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ, বিবাদাধিকরণ, ইহাকে বলে অনুবাদ বিনা অধিকরণ।

(৪) অধিকরণ ও অনুবাদ কাকে বলে? অনুবাদাধিকরণ অধিকরণ ও অনুবাদ নামে কথিত হয়।

(গ) আপত্তি আপত্তি অধিকরণ বিনা আপত্তি, আপত্তি বিনা অধিকরণ, অধিকরণ ও আপত্তি উভয়ে একসঙ্গে হতে পারে কি? (১) আপত্তি আপত্তি-অধিকরণ হতে পারে, (২) অধিকরণ বিনা আপত্তি হতে পারে, (৩) আপত্তি বিনা অধিকরণ হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও আপত্তি একসঙ্গে হতে পারে।

(১) আপত্তি আপত্তি-অধিকরণ কাকে বলে? পঞ্চ আপত্তি ও আপত্তি-অধিকরণ এবং সপ্তবিধ আপত্তি ও আপত্তি-অধিকরণ; এই আপত্তি আপত্তি অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অধিকরণ বিনা আপত্তি কাকে বলে? স্রোতাপত্তি সম্প্রাপ্তি;[1] ইহা অধিকরণ বিনা আপত্তি নামে কথিত হয়।

(৩) আপত্তি বিনা অধিকরণ কাকে বলে? কৃত্য অধিকরণ, বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, ইহা আপত্তি বিনা অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(৪) অধিকরণ ও আপত্তি কাকে বলে? আপত্তি অধিকরণ, অধিকরণ ও আপত্তি নামে কথিত হয়।

(ঘ) কৃত্য কৃত্যাধিকরণ, অধিকরণ বিনা কৃত্য, কৃত্য বিনা অধিকরণ,

---

[1] এস্থলে আপত্তি অর্থে প্রাপ্তি। নির্বাণগামী স্রোত হওয়ার নাম স্রোতাপত্তি। সমাধির আপত্তি (প্রাপ্তি) সমাপত্তি বা সম্প্রাপ্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধিকরণ ও কৃত্য উভয় একসঙ্গে হতে পারে কি? (১) কৃত্য কৃত্যাধিকরণ হতে পারে, (২) অধিকরণ বিনা কৃত্য হতে পারে, (৩) কৃত্য বিনা অধিকরণ হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও কৃত্য উভয় একসঙ্গে হতে পারে।

(১) কৃত্য কৃত্য অধিকরণ কাকে বলে? সংঘের যেই কৃত্য করনীয় অবলোকন কর্ম (মত জিজ্ঞাসা) জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম কৃত্য কৃত্যাধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অধিকরণ বিনা কৃত্য কাকে বলে? আচার্য্য কৃত্য, উপাধ্যায় কৃত্য, সম-উপাধ্যায় (গুরু ভ্রাতার) কৃত্য, সম-আচার্য্য কৃত্য, ইহাকে বলে অধিকরণ বিনা কৃত্য।

(৩) কৃত্য বিনা অধিকরণ কাকে বলে? বিবাদাধিকরণ অনুবাদাধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ; ইহা বলে কৃত্য বিনা অধিকরণ।

(৪) অধিকরণ ও কৃত্য কাকে বলে? কৃত্যাধিকরণকে অধিকরণ ও কৃত্য বলে।

(৫) অধিকরণ সমূহের মীমাংসা

(ক) বিবাদ-অধিকরণ-মীমাংসা বিবাদ অধিকরণ কয়বিধ শমথ (মীমাংসার) উপায় দ্বারা উপশম হয়? বিবাদ অধিকরণ দ্বিবিধ শমথ দ্বারা উপশম হয়। যথা- (১) সম্মুখ (উপস্থিতিতে) বিনয় দ্বারা এবং (খ)য়দ্ভূয়সিক (অধিকাংশের মতানুসারে) দ্বারা বিবাদ অধিকরণ (১) য়দ্ভূয়সিক ব্যতীত একমাত্র সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হতে পারে ইহা বলা যায়।

সম্মুখ বিনয় দ্বারা কি প্রকারে? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিবাদ করে- ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা অবিনয়, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, ইহা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত, ইহা তথাগত কর্তৃক আচরিত নহে, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, ইহা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নহে, ইহা আপত্তি, ইহা আপত্তি নহে, ইহা লঘু আপত্তি, ইহা গুরু আপত্তি, ইহা সাবশেষ আপত্তি, ইহা অনবশেষ আপত্তি, ইহা দুস্থূল আপত্তি, ইহা অদুস্থূল আপত্তি। এই জন্য যেই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে বিবাদ বিবাদ অধিকরণ।

ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষু সেই অধিকরণ (আপোষে) মীমাংসা করতে সমর্থ হয় তাহা হলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্মুখ বিনয় দ্বারা। সম্মুখ বিনয় কাকে বলে? (১) সংঘের সম্মুখতা, (২) ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তির সম্মুখতা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) তথায় সংঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই সব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত[2] তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণ যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহৃত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধার প্রদান) না করে, তথায় ইহাকে বলে সংঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই ধর্ম দ্বারা, যেই বিনয় দ্বারা এবং যেই শাস্তার শাসন দ্বারা সেই অধিকরণ মীমাংসিত হয়, তথায় ইহাকে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কাকে বলে? যে বিবাদ করে এবং যাহার সঙ্গে বিবাদ করে উভয় অর্থী-প্রত্যর্থী (বাদী-প্রতিবাদী) উপস্থিত থাকে; তথায় ইহাকে বলে ব্যক্তি সম্মুখতা।

ভিক্ষুগণ! এইরূপ মীমাংসিত অধিকরণ কারক (বিচারকারীদের মধ্যে কেহ) যদি পুনর্বিচার করে তাহা হলে তাহার পুনর্বিচার উৎকোটন সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; ছন্দ (মত) দাতা যদি পরে নিন্দা করে তাহা হলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(২) ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে সেই অধিকরণ (মামলা) মীমাংসা করতে সমর্থ না হয়, তাহা হলে তাহাদেরকে যেই আবাসে অধিক-সংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করে তথায় যেতে হবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে যাবার সময় রাস্তার মধ্যে সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয় তাহা হলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত বলে বলা যায়? সম্মুখ বিনয় দ্বারা। সেখানে সম্মুখ বিনয় কি? (১) সংঘের সম্মুখতা, (২) ধর্ম সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা।

(১) তথায় সংঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই সব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণ যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহৃত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধার প্রদান) না করে, তথায় ইহাকে বলে সংঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই ধর্ম দ্বারা, যেই বিনয় দ্বারা এবং যেই শাস্তার শাসন দ্বারা সেই অধিকরণ মীমাংসিত হয়, তথায় ইহাকে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কাকে বলে? যে বিবাদ করে এবং যার সঙ্গে বিবাদ করে উভয় অর্থী-প্রত্যর্থী (বাদী-প্রতিবাদী) উপস্থিত থাকে; তথায় ইহাকে বলে ব্যক্তি সম্মুখতা।

---

[2] চারিজনের দ্বারা করনীয় কর্মে চারিজন, পাঁচজনের করনীয় কর্মে পাঁচজন, দশজনের করনীয় কর্মে দশজন, বিশজনের করনীয় কর্মে বিশজন উপস্থিত থাকিলে কর্ম প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হয়। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এরূপ মীমাংসিত অধিকরণ কারক (বিচারকারীদের মধ্যে কেহ) যদি পুনর্বিচার করে তাহা হলে তাহার পুনর্বিচার উৎকোটন সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; ছন্দ (মত) দাতা যদি পরে নিন্দা করে তাহা হলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(৩) ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে যাবার সময় রাস্তার মধ্যে সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ না হয় তাহা হলে সেই ভিক্ষুদিগকে সেই আবাসে যেয়ে সেই আবাসে উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলতে হবে-বন্ধুগণ! এই অধিকরণ এভাবে জ্ঞাত হয়েছে, এভাবে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব, আয়ুষ্মানগণ, এই অধিকরণ ধর্ম বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে যেই প্রকারে এই অধিকরণ সম্যক ভাবে মীমাংসিত হয়, সেভাবে মীমাংসা করুন। ভিক্ষুগণ! যদি আবাসিক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ হয় এবং আগন্তুক ভিক্ষু বয়োকনিষ্ঠ হয়, সেই আবাসস্থ ভিক্ষুগণকে সেই আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে এরূপ বলতে হবে:- আয়ুষ্মানগণ! আপনারা মুহুর্ত্তকাল একান্তে অপেক্ষা করুন, আমরা একটু পরামর্শ করে লই। ভিক্ষুগণ! যদি আবাসস্থ ভিক্ষু বয়োকনিষ্ঠ হয় এবং আগন্তুক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তাহা হলে আবাসস্থ ভিক্ষুকে আগন্তুক ভিক্ষুকে এরূপ বলতে হবে:- আয়ুষ্মানগণ! আপনারা এইস্থানে মুহুর্ত্তকাল অবস্থান করুন, আমরা একটু পরামর্শ করে লই। ভিক্ষুগণ! যদি পরামর্শ করবার সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়-আমরা এই অধিকরণ ধর্ম বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে মীমাংসা করতে পারব না। তাহা হলে সেই অধিকরণ মীমাংসা করবার ভার গ্রহণ করা তাদের উচিত হবে না। ভিক্ষুগণ! যদি পরামর্শ করবার সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়-আমরা ধর্ম-বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে এই অধিকরণ মীমাংসা করতে পারব। তাহা হলে আবসাস্থ ভিক্ষুদেরকে আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলতে হবে:- আয়ুষ্মানগণ! যদি আপনারা এই অধিকরণ কিরূপে জাত হয়েছে এবং কিরূপেই বা উৎপন্ন হয়েছে তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হলে আমরা এই অধিকরণ ধর্ম বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে যেভাবে মীমাংসা করব, সেভাবে তাহা মীমাংসা হয়ে যাবে। এভাবে আমরা এই অধিকরণ মীমাংসার ভার গ্রহণ করতে পারি। যদি আপনারা এই অধিকরণ কিভাবে জাত হল এবং কি ভাবেই বা উৎপন্ন হল তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ না করেন, তাহা হলে ধর্ম বিনয় শাস্তার শাসন অনুসার এই অধিকরণ যেভাবে মীমাংসা হতে পারে সেভাবে এই অধিকরণ মীমাংসিত হবে না। অতএব, আমরা এই অধিকরণ মীমাংসার ভার গ্রহণ করব না। ভিক্ষুগণ! এভাবে সম্যকভাবে বুঝে আবাসস্থ ভিক্ষুগণের সেই অধিকরণ মীমাংসার ভার গ্রহণ করতে হবে। ভিক্ষুগণ! সেই আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে আবাসস্থ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলতে হবে:- এই অধিকরণ যেভাবে জাত হয়েছে এবং যেভাবে উৎপন্ন হয়েছে, আমরা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করব; যদি আপনারা ইতোমধ্যে এই অধিকরণ ধর্ম বিনয় শাস্তার শাসন অনুসার এভাবে মীমাংসা করতে পারেন যে, এই অধিকরণ সম্যকভাবে মীমাংসা হয়ে যাবে। তাহা হলে আমরা এই অধিকরণ মীমাংসার ভার আপনাদিগের উপর ন্যস্ত করব।

আয়ুষ্মানগণ!...... মীমাংসা করতে না পারেন..... তাহা হলে আমরা এই অধিকরণ মীমাংসা করবার ভার আপনাদিগের উপর ন্যস্ত করব না। আমরাই এই অধিকরণের মালিক হব। ভিক্ষুগণ! এভাবে সম্যকরূপে বুঝে আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে সেই অধিকরণ মীমাংসার ভার আবাসস্থ ভিক্ষুদিগকে দিতে হবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহা হলে সেই অধিকরণ সম্যকরূপে মীমাংসিত বলে অভিহিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় দ্বারা। সেখানে সম্মুখ বিনয় কি? (১) সংঘ সম্মুখতা, (২) ধর্ম বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা। (১) তথায় সংঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই সব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণ যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহৃত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধার প্রদান) না করে, তথায় ইহাকে বলে সংঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই ধর্ম দ্বারা, যেই বিনয় দ্বারা এবং যেই শাস্তার শাসন দ্বারা সেই অধিকরণ মীমাংসিত হয়, তথায় ইহাকে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কাহাকে বলে? যে বিবাদ করে এবং যার সঙ্গে বিবাদ করে উভয় অর্থী-প্রত্যর্থী (বাদী-প্রতিবাদী) উপস্থিত থাকে; তথায় ইহাকে বলে ব্যক্তি সম্মুখতা।

ভিক্ষুগণ! এরূপ মীমাংসিত অধিকরণ কারক (বিচারকারীদের মধ্যে কেহ) যদি পুনর্বিচার করে তাহা হলে তার পুনর্বিচার উৎকোটন সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; ছন্দ (মত) দাতা যদি পরে নিন্দা করে তাহা হলে তাহার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যদি সেই অধিকরণ বিচার করবার সময় সেই ভিক্ষুগণের মধ্যে অপরিমেয় এদিক-সেদিকের কথার উৎপত্তি হতে থাকে, কথার মর্ম বুঝতে পারা না যায় তাহা হলে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা দিচ্ছি ঐরূপ অধিকরণ উদ্বাহিক[১]

---

[১] ভার গ্রহণ করিয়া অদ্য ভাণ্ড ধৌত করিব, অদ্য পাত্রে জ্বালাইব, অদ্য একটি প্রতিবন্ধক আছে, তাহাদের অহংকার বিনাশ করিবার জন্য এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত করিতে হইবে। সম-পাসা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(Select committee) দ্বারা মীমাংসা করবে।

উদ্বাহিক, ভিক্ষুগণ! দশাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে উদ্বাহিকার জন্য নির্বাচিত করবে। যথা- (১) যে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ-সংবর (সংযম) দ্বারা রক্ষিত, আচার-গোচর সম্পন্ন, অনুমাত্র দোষে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে। (২) যে বহুশ্রুত-শ্রুতধর (উপদেশ সম্যকভাবে হৃদয়ে গ্রথিত রাখা), যেই ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যেই ধর্ম অর্থ ও ব্যঞ্জন সম্পন্ন, বিশেষভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রদর্শন করে, সেই ধর্ম বহু শ্রবণ করে, বাক্যে ধারণ করে, মনে গ্রথিত রাখে এবং দৃষ্টি (সিদ্ধান্ত) দ্বারা যার পরিক্ষীত থাকে। (৩) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে মুখস্থ করিয়া সম্যকভাবে বিভাজিত (বোধগম্য) সুব্যাখ্যাত সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ যার সুবিনিশ্চিত সুসীমাংসিত। (৪) দৃঢ়ভাবে বিনয়ে সংস্থিত। (৫) বাদী-প্রতিবাদী উভয়কে জ্ঞাপন করতে, বুঝাতে, প্রদর্শন করাতে, দর্শন করাতে, প্রসন্ন করতে সমর্থ। (৬) অধিকরণ মীমাংসা করতে দক্ষ। (৭) অধিকরণের কারণ জানে। (৮) অধিকরণ জানে। (৯) অধিকরণের বিনাশ জানে। (১০) অধিকরণ বিনাশের উপায় জানে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি-এই দশাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে উদ্বাহিকার জন্য নির্বাচিত করবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে নির্বাচিত করবে-

(১) প্রথম সেই ভিক্ষুর মত যাচাই করবে। মত লয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে:-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা এই অধিকরণের বিচার করবার সময় পরিমান রহিত অনেক কথা উত্থাপিত হয়েছে। কথার মর্ম বুঝা যাচ্ছে না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ অমুক অমুক ভিক্ষুকে এই অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য নির্বাচিত করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা এই অধিকরণ বিচার করবার সময় পরিমান রহিত অনেক কথা উত্থাপিত হচ্ছে। এই সব কথার মর্ম বুঝা যাচ্ছে না। উদ্বাহিকার দ্বারা এই অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য সংঘ অমুক অমুক ভিক্ষুকে নির্বাচন করতেছেন। এই অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য অমুক অমুক ভিক্ষুকে উদ্বাহিকা নির্বাচন কথা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা ঃ উদ্বাহিকার দ্বারা এই অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষু নির্বাচিত হলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ উদ্বাহিকার দ্বারা সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমর্থ হয় তাহা হলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়।

কিসের দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্যক বিনয় দ্বারা (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)।

ভিক্ষুগণ! যদি সেই অধিকরণ বিচার করবার সময় কোন ধর্ম কথিক যার সূত্র কিংবা সূত্র বিভঙ্গ অধিগত না থাকে, সে অর্থ না বুঝে ব্যঞ্জন (অক্ষর) মাত্র অবলম্বন করে যদি অর্থকে অনর্থ করে তাহা হলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ধর্ম কথিক...... অর্থের কদর্থ করতেছেন। যদি আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তাহা হলে অমুক ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে আমরা অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ এই অধিকরণের মীমাংসা করব। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

ভিক্ষুগণ! যদি তারা সেই ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয় তাহা হলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় দ্বারা। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ।]

ভিক্ষুগণ! যদি সেই অধিকরণ বিচার করবার সময় তথায় কোন ধর্মকথিত থাকে, যার সূত্র অধিগত আছে কিন্তু সূত্র বিভঙ্গ অধিগত নাই। সে অর্থ না বুঝে ব্যঞ্জন মাত্র অবলম্বন করে অর্থের কদর্থ করে। তাহা হলে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ধর্মকথিকের সূত্র অবগত আছে কিন্তু সূত্র বিভঙ্গ অধিগত নাই। তিনি অর্থ না বুঝে ব্যঞ্জন মাত্র অবলম্বন করে অর্থের কদর্থ করতেছেন। অতএব যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন তাহা হলে অমুক ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে আমরা অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ এই অধিকরণ মীমাংসা করব। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহা হলে সেই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়।

কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় দ্বারা। সম্মুখ বিনয় কাকে বলে? ধর্ম বিনয় সম্মুখতা, ব্যক্তি সম্মুখতা, ... এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কারক (বিচারকারীদের মধ্যে কেহ) পুনর্বিচার করবার জন্য বলে তাহা হলে তার পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

য়ড়ুয়সিক-ভিক্ষুগণ! যদি তারা সেই অধিকরণ উদ্বাহিকা দ্বারা মীমাংসা করতে না পারে তাহা হলে তাহাদেরকে সেই অধিকরণ মীমাংসার ভার সংঘের উপর অর্পণ করতে হবে।

মাননীয় সংঘ! আমরা সেই অধিকরণ উদ্বাহিকার দ্বারা মীমাংসা করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারতেছি না। সংঘই এই অধিকরণ মীমাংসা করুন।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি-এরূপ অধিকরণ য়ভ্ভূয়সিকা দ্বারা মীমাংসা করবে।

শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচন-ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষু শলাকা গ্রাহাপক[1] নির্বাচিত করবে। যথা-(১) যে ছন্দগামী নহে, (২) দ্বেষগামী নহে, (৩) মোহগামী নহে, (৪) ভয়গামী নহে, (৫) গৃহীত-অগৃহীত জানে। [জ্ঞপ্তি ও অনুশ্রবণ পূর্ববৎ।]

ধারণা ঃ সংঘ অমুক ভিক্ষুকে শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচিত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! সেই শলাকা গ্রাহাপক ভিক্ষুকে শলাকা বিতরন করতে হবে। অধিক সংখ্যক ধর্মবাদী ভিক্ষুগণ যেরূপ বলেন সেরূপে সেই অধিকরণ মীমাংসা করতে হবে। ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় দ্বারা এবং য়ভ্ভূয়সিক দ্বারা। তথায় সম্মুখ বিনয় কাকে বলে? (১) সংঘ সম্মুখতা, (২) ধর্ম বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা......... তথায় য়ভ্ভূয়সিকা কাকে বলে? যাহা বহু সংখ্যক ব্যক্তির মতানুসারে কর্ম (বিচার) করা, নির্দ্ধারন করা, মীমাংসা করা, প্রাপ্ত করা, স্বীকার করা, বাধা না দেওয়া তাহা য়ভ্ভূয়সিক কর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! যদি এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ কারক (বিচারকদের মধ্যে কেহ) পূর্ণবিচার করবার জন্য বলে তাহা হলে তার পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মত দাতা যদি নিন্দা করে তাহা হলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

সেই সময় শ্রাবস্তীতে এরূপে জাত, এরূপে উৎপন্ন একটি অধিকরণ (মামলা) ছিল। তখন শ্রাবস্তী বাসী সংঘের অধিকরণ মীমাংসার সন্তুষ্ট না হয়ে তারা (বাদী-প্রতিবাদী) শ্রবণ করল: অমুক আবাসে বহু শ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা-সংকোচ পরায়ন, শিশিক্ষু বহু সংখ্যক স্থবির অবস্থান করতেছেন। যদি তারা ধর্মবিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে এই অধিকরণ মীমাংসা করেন, তাহা হলে এই অধিকরণ মীমাংসা হয়ে যাবে। অনন্তর তারা সেই আবাসে গিয়ে সেই স্থবিরদিগকে বলল: মাননীয় স্থবিরগণ! এই অধিকরণ এভাবে জাত এবং এভাবে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব, স্থবিরগণ! ধর্মবিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে এই অধিকরণ এমন ভাবে মীমাংসা করুণ যাতে সুমীমাংসিত হয়।

তখন শ্রাবস্তী বাসী সংঘ যেভাবে অধিকরণ মীমাংসা করেছিলেন, সেই

[1] পূর্বকালে রঙ্গীন কট্ঠখণ্ড শলাকা দ্বারা সম্মতি (ভোট) লওয়া হয়ত। যে শলাকা বিতরন করিত তাহাকে শলাকা গ্রাহাপক বলিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থবিরগণ ও সেভাবেই মীমাংসা করলেন। অতঃপর তারা শ্রাবস্তী বাসী সংঘের বিচারে ও অসন্তুষ্ট হয়ে এবং বহু সংখ্যক স্থবিরের বিচারে ও অসন্তুষ্ট হয়ে শ্রবণ করল: অমুক আবাসে তিনজন স্থবির অবস্থান করতেছিলেন।..পুর্ববৎ।

দুইজন স্থবির অবস্থান করতেছিলেন...... পুর্ববৎ..... একজন স্থবির অবস্থান করতেছিলেন....পূর্ববৎ.... তখন তাহারা শ্রাবস্তী বাসী সংঘের বহু সংখ্যক স্থবিরের, তিনজন স্থবিরের, দুইজন স্থবিরের, একজন স্থবিরের বিচারে ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের কাছে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন:-ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত হয়ে গিয়াছে, উপশম হয়ে গিয়াছে, সম্যকভাবে শমিত হয়ে গিয়াছে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি-সেই ভিক্ষুগণের অবগতির জন্য ত্রিবিধ শলাকা গ্রাহক। যথা-(১) গুড়ক, (গোপন) (২) সকর্ণজল্পক, (কানে কানে বলা) (৩) বিবৃতক (খোলা)।

(১) গুহ্য শলাকা গ্রাহক-ভিক্ষুগণ! কিরূপে গুহ্য শলাকা গ্রাহক হয়? সেই শলাকা বিতরনকারী ভিক্ষুকে শলাকা বিভিন্ন রঙের শালকা রঞ্জিত করে এক একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে হবে: এই শলাকা এই মতালম্বীর, এই শলাকা এই মতালম্বীর, আপনার যেইটি ইচ্ছা হয়, সেইটি গ্রহণ করুন। গ্রহণ করবার পর বলবে-কাকে ও দেখাবেন না। যদি সেই শলাকা বিতরন জানতে পারে যে অধর্ম বাদীর সংখ্যা অধিক, তাহা হলে 'যথার্থভাবে গৃহীত হয় নাই' এই বলে ফেরত লতে হবে। যদি জানতে পারে যে ধর্ম বাদীর সংখ্যা অধিক, তাহা হলে 'যথার্থভাবে গৃহীত হয়েছে' বলে শ্রবণ করাবে। (জানাবে) ভিক্ষুগণ! এভাবে গুড়ক শলাকা গ্রাহক হয়।

(২) ভিক্ষুগণ! কিরূপে সকর্ণজল্পক শলাকা গ্রাহক হয়? সেই শলাকা বিতরনকারী ভিক্ষুকে এক এক ভিক্ষুর কানে কানে বলতে হবে: এই শলাকা এই মতালম্বীর, এই শলাকা এই মতালম্বীর, আপনার যেইটি ইচ্ছা হয়, সেইটি গ্রহণ করুন। গ্রহণ করবার পর বলবে-কাকে ও বলবেন না। যদি জানতে পারে যে, অধর্ম বাদীর সংখ্যা অধিক, তাহা হলে 'যথার্থভাবে গৃহীত হয় নাই' বলে ফেরত লতে হবে। যদি জানতে পারে যে ধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক তাহা হলে যথার্থভাবে গৃহীত হয়েছে, এই বলে শ্রবণ করাবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে সকর্ণজল্পক শলাকা গ্রাহক হয়।

(৩) ভিক্ষুগণ! কিরূপে বিবৃতক শলাকা গ্রাহক হয়? যদি জানতে পারে যে ধর্মবাদী সংখ্যা অধিক, তাহা হলে বিশ্বস্ততার সহিত প্রকাশ্যভাবে শলাকা গ্রহণ করাবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে বিবৃতক শলাকা গ্রাহক হয়।

(খ) অনুবাদ অধিকরণ মীমাংসা-অনুবাদ অধিকরণ কয়বিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়? চারি শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়। যথা- (১) সম্মুখ বিনয়, (২)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতি বিনয়, (৩) অমূঢ় বিনয় এবং (৪) তৎপাপীয়সিক।

অনুবাদাধিকরণ কি অমূঢ় বিনয় এবং তৎপাপীয়সিক এই দুই শমথ ব্যতীত কেবল সম্মুখ বিনয় ও স্মৃতি বিনয় এই দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলে বলতে হয়। কি প্রকারে? যখন কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করে তখন স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত (পূর্ব বিষয় স্মরণে সমর্থ) ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় প্রদান করবে।

স্মৃতি বিনয় দানের প্রণালী-

ভিক্ষুগণ! এভাবে স্মৃতি বিনয় প্রদান করবে-সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে....... এরূপ বলবে: প্রভো! ভিক্ষু আমার শীলভ্রষ্টতার দোষারোপ করেছে। আমি পূর্ব বিনয় স্মরণে সমর্থ আছি এই হেতু আমি সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছি। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এভাবে যাঞ্চা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন-

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় প্রদান করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় দান করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার এরূপ]

ধারণা ঃ সংঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত হয় বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় ও স্মৃতি বিনয় দ্বারা সম্মুখ বিনয় কাকে বলে? (১) সংঘ সম্মুখতা, (২) ধর্ম বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা।

(১) তথায় সংঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই সব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত তাহারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণ যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহৃত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধার প্রদান) না করে, তথায় ইহাকে বলে সংঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যেই ধর্ম দ্বারা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেই বিনয় দ্বারা এবং যেই শাস্তার শাসন দ্বারা সেই অধিকরণ মীমাংসিত হয়, তথায় ইহাকে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) ব্যক্তি সম্মুখতা কাকে বলে? যে দোষারোপ করে এবং যাহার উপর দোষারোপ করে উভয়ের উপস্থিতি ব্যক্তি সম্মুখতা বলে কথিত হয়।

স্মৃতি বিনয়-

স্মৃতি বিনয় কাকে বলে? স্মৃতি বিনয় যুক্ত কর্মের (মামলার) যেই ক্রিয়া করেন, উপগমন, অভ্যুগমন, স্বীকার, অপ্রতিবন্ধক ইহাই তথায় স্মৃতি বিনয় নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! এইভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কারক (বিচারকের মধ্যে কেহ) পুনর্বিচার করবার চেষ্টা করে তাহা হলে তাহার পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছন্দ দাতা (মত দাতা) যদি নিন্দা করে তাহা হলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুবাদাধিকরণ কি স্মৃতি বিনয় ও তৎপাপীয়সিক এই দ্বিবিধ শমথ ব্যতীত কেবল সম্মুখ বিনয় ও অমূঢ় বিনয় এই দ্বিবিধ বিনয় দ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে? হতে পারে বলে বলতে হয়। কি প্রকার? ভিক্ষুগণ! যখন কোন ভিক্ষু উন্মত্ত, চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত হয় তখন সেই উন্মত্ত চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত ভিক্ষু বহু অশ্রমণোচিৎ আচরণ করে। প্রমাণাতীত নানা বাক্য প্রয়োগ করে। উন্মত্ত ও চিত্ত বিপর্যয় অবস্থায় আচরিত অপরাধের জন্য তার উপর অন্য ভিক্ষুগণ দোষারোপ করে: বন্ধো! আপনি যে এরূপ অপরাধ করেছেন তাহা আপনার স্মরণ আছে কি? সে এরূপ বলে:- বন্ধো! আমি উন্মত্ত ও চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত ছিলাম। তদাবস্থায় আমি শ্রমণাচার বিরুদ্ধ বহু কার্য করেছি। প্রমাণাতীত নানাবিধ বাক্য বলেছি। তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। মূঢ়াবস্থায় আমি তাহা করেছি। এরূপ বলা সত্ত্বে ও তার উপর দোষারোপ করতে থাকে। আয়ুষ্মান! এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন, অতএব তাহা স্মরণ করুন। ভিক্ষুগণ! সেই অমূঢ় ভিক্ষুকে অমূঢ় বিনয় প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে দিবে-সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে এরূপ বলবে: মাননীয় সংঘ! আমি উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তদাবস্থায় আমি বহু শ্রমণাচার বিরুদ্ধ কার্য করেছি। প্রমাণাতীত নানাকথা বলেছি। উন্মাদ এবং চিত্ত বিপর্যয় অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য ভিক্ষুগণ আমার উপর দোষারোপ করতেছেন। বন্ধো! আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন, অতএব তাহা স্মরণ করুন। আমি তাহাদেরকে এরূপ বলতেছি: বন্ধো! আমি উন্মাদ এবং চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত ছিলাম। তদাবস্থায় আমি শ্রমণাচার বিরুদ্ধ বহু কার্য করেছি, প্রমাণাতীত নানাকথা বলেছি। এখন তাহা স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ়াবস্থায় আমি তাহা করেছি। এরূপ বলা সত্ত্বে ও তাঁরা আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপর দোষারোপ করতেছেন। বন্ধো! আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন, অতএব তাহা স্মরণ করুন। এখন আমি অমূঢ় হয়ে সংঘের নিকট অমূঢ় বিনয় যাঞ্চা করতেছি। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ও এরূপে যাঞ্চা করবে।]

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় প্রদান করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় দান করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার এরূপ]

ধারণা ঃ সংঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় এবং অমূঢ় বিনয় দ্বারা। সেখানে সম্মুখ বিনয় কিরূপ?........ তথায় অমূঢ় বিনয় কিরূপ? অমূঢ় বিনয় কর্মের যেই ক্রিয়া........ অপ্রতিবন্ধক তাহাই সেখানে অমূঢ় বিনয় নামে কথিত হয়। এইরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কারক পুনর্বিচারের জন্য বলে তাহা হলে কারকের পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছন্দদাতা যদি নিন্দা করে তাহা হলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুবাদাধিকরণ কি স্মৃতি বিনয় ও অমূঢ় বিনয় এই দ্বিবিধ শমথ ব্যতীত সম্মুখ বিনয় ও তৎপাপীয়সিক এই দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? পারে বলে বলতে হয়। কিরূপে? কোন ভিক্ষু সংঘ সভায় কোন ভিক্ষুর উপর গুরুতর অপরাধ আরোপন করে: আয়ুষ্মান! আপনার কি স্মরণ আছে যে আপনি এরূপ গুরুতর অপরাধ করেছেন পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্ত্তী? সে এরূপ বলে: বন্ধো! আমি যে পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্ত্তী কোন অপরাধ করেছি, তাহা আমার স্মরণ হচ্ছে না। তাকে সে পীড়াপীড়ি করে: আয়ুষ্মান সম্যকভাবে অনুধাবণ করুন, পারাজিক অথবা পারাজিকা সমীপবর্ত্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছেন কিনা? সে এরূপ বলে: বন্ধো! আমি পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্ত্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হচ্ছে না। তবে নাকি লঘু অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে। তাকে সে পুনরায় পীড়াপীড়ি করে: আয়ুষ্মান! আপনি পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্ত্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছেন কিনা সম্যকভাবে স্মরণ করুন। সে এরূপ বলে: বন্ধো! যদি আমি এরূপ লঘু অপরাধ করে জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই স্বীকার করতে পারি, তাহা হলে পারাজিক সমীপবর্ত্তী গুরুতর অপরাধ কি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বে ও আমি স্বীকার করব না? তখন তাকে সে এরূপ বলে: বন্ধো! তুমি এই লঘু অপরাধ ও জিজ্ঞাসা করবার পূর্বে স্বীকার করতেছ না। পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্ত্তী কোন গুরুতর অপরাধ কি তুমি জিজ্ঞাসা না করলে স্বীকার করবে? তুমি সম্যকভাবে স্মরণ করে দেখ, পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্ত্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছ কিনা? সে এরূপ বলে: বন্ধো! আমি যে পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্ত্তী গুরুতর অপরাধ করেছি তাহা আমার স্মরণ হচ্ছে। তবে আমি পীড়াচ্ছলে এক কথাচ্ছলে বলেছি। আমি পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্ত্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু তৎপাপীয়সিক কর্ম করবে।

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু সংঘ সভায় গুরুতর অপরাধ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করতেছে। প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করতেছে, এক কথা জিজ্ঞাসা করলে অন্য কথা বলতেছে, সজ্ঞানে মিথ্যা বলতেছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ অমুক ভিক্ষু তৎপাপীয়সিক কর্ম করবেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সংঘের নিকট স্মৃতি বিনয় যাঞ্চা করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি বিনয় দান করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার এরূপ]

ধারণা ঃ সংঘ অমুক ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্ম করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় ও তৎপাপীয়সিক দ্বারা। তথায় সম্মুখ বিনয় কিরূপ? (১) সংঘ সম্মুখতা, (২) ধর্ম বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা। তথায় তৎপাপীয়সিক কিরূপ? তথায় তৎপাপীয়সিক কর্মের যেই ক্রিয়া করুণ....... ছন্দদাতা নিন্দা করলে নিন্দা সম্বন্ধীয় 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) আপত্তি অধিকরণ মীমাংসা- আপত্তি অধিকরণ কয়বিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্মুখ বিনয়, প্রতিজ্ঞা করণ এবং তৃণাচ্ছাদন দ্বারা আপত্তি অধিকরণ কি তৃণাচ্ছাদন শমথ এই এক শমথ ব্যতীত কেবল সম্মুখ বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ এই দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলে বলতে হয়। কি প্রকারে? কোন ভিক্ষু লঘু অপরাধে অপরাধী হয়। তখন সেই ভিক্ষু কোন এক ভিক্ষুর নিকট গিয়ে, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে- "বন্ধো! আমি অমুক অপরাধ করেছি। তাহা আপনার নিকট দেশনা (স্বীকার) করতেছি। তাকে বলতে হবে দেখতেছি (সেই অপরাধ মনে অনুভব করতেছ) কি?" হাঁ আমি দেখতেছি।" ভবিষ্যতে সাবধান হবে। ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ দ্বারা। তথায় সম্মুখ বিনয় কি? (১) ধর্ম বিনয় সম্মুখতা এবং (২) ব্যক্তি সম্মুখতা। তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কি? যে স্বীকার করে এবং যার নিকট স্বীকার করে, উভয়ে সম্মুখীন হওয়া। ইহাকে বলে তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা। তথায় প্রতিজ্ঞা করণ কি? প্রতিজ্ঞা করণ কর্মের যেই ক্রিয়া করণ, উপগমন, অভ্যুপগমন, স্বীকার অপ্রতিবন্ধক। ইহাকে বলে প্রতিজ্ঞা করণ। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

এরূপ বলতে পারলে ভাল, যদি করতে পারা না যায় সেই ভিক্ষু বহু সংখ্যক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে। "প্রভো! আমি অমুক অপরাধ করেছি। তাহা স্বীকার করতেছি। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সেই ভিক্ষুগণকে জ্ঞাপন করবে, আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামধেয় ভিক্ষু অপরাধ স্মরণ করতেছে, বিবৃত করতেছে, প্রকট করতেছে, স্বীকার করতেছে। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন, তাহা হলে আমি অমুক ভিক্ষুর অপরাধ প্রতি গ্রহণ করতে পারি। এই বলে অপরাধীকে বলবে। অপরাধ দেখতেছ, (মনে অনুভব) কি? হাঁ আমি দেখতেছি। ভবিষ্যতে সাবধান হবে।

ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ দ্বারা। [পূর্ব্ববৎ]

এরূপ করতে পারলে ভাল। যদি করতে পারা না যায় তাহা হলে সেই ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে .... বলবে, মাননীয় সংঘ! আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হয়েছি। তাহা স্বীকার করতেছি। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু অপরাধ স্মরণ করতেছে..... স্বীকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করতেছি। যদি সংঘ উচিত মনে করে তাহা হলে আমি অমুক ভিক্ষুর অপরাধ প্রতি গ্রহণ করব। এই বলে তাকে বলতে হইবে। অপরাধ দেখতেছ কি? " হাঁ আমি দেখতেছি।" ভবিষ্যতে সাবধান হবে। ভিক্ষুগণ! এই অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ দ্বারা। [অবশিষ্ট পূর্ব্বৎ]।

আপত্তি অধিকরণ কি এক প্রতিজ্ঞা করণ শমথ ব্যতীত অবশিষ্ট সম্যক বিনয় এবং তৃণাচ্ছাদন দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারি বলে বলতে হয়। কি প্রকারে? ভিক্ষুগণ ভণ্ডন কলহ বিবাদাপন্ন হয়ে অবস্থান করলে শ্রমনাচার বিরুদ্ধ বহু অনাচার আচরিত হয়, অপরিমেয় নানাবিধ কথার উৎপত্তি হয়। [অবশিষ্ট পুর্ব্বৎ]।

(ঘ) কৃত অধিকরণ-কৃত অধিকরণ কয়বিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়, কৃত অধিকরণ সম্মুখ বিনয় এই শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়।

শমথ স্কন্ধ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫-ক্ষুদ্র বস্তু স্কন্ধ

স্নান, প্রলেপ, গীত, আম খাওয়া, সর্প হতে রক্ষা, লিঙ্গচ্ছেদন পাত্র-চীবর ও স্থূলী ইত্যাদি

[স্থান- রাজগৃহ]

(১) স্নান

(১) সেই সময় বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন,-বেলুবনে কলন্তক নিবাপে। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ ঘর্ষণ করত। জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতে দেখে জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষ পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী[①]। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন,

ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরনীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্তম্ভে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছিল। জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতে দেখে জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই

[①] প্রসাধনে অনুরক্ত নাগরিক লোক। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! স্নান করবার সময় স্তম্ভে দেহ, জ ঘা, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় প্রাচীরে দেহ জ ঘা, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরনীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাহাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এইভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! স্নানের সময় প্রাচীরে দেহ, পৃষ্ঠ, ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অস্থানে স্নান করতেছিল। জন সাধারণ তাহা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; " শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষ পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! অস্থানে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) সেই সময় ষগবর্গীয় ভিক্ষু গন্ধর্ব হস্ত দ্বারা স্নান করতেছিল। জন সাধারণ তাহা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; " শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! গন্ধর্ব হস্ত দ্বারা স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কুরুবিন্দ শুক্তি দ্বারা স্নান করতেছিল। জন সাধারণ তাহা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- “হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! কুরুবিন্দ শুক্তি দ্বারা স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

(৭) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পরস্ র দেহে দেহে ঘর্ষণ করে স্নান করতেছিল। জন সাধারণ তাহা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; “কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- “হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষ পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাহাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! পরস্ র দেহে দেহে ঘর্ষণ করে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

(৮) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মল্লক দ্বারা স্নান করতেছিল। জন সাধারণ তাহা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; “কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। অতঃপর সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তাহা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত কলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষগণের এই কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জ ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে না। এইভাবে নিন্দা করিয়া ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! মল্লক দ্বারা স্নান করতে পারবে না।

(৯) সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর দদ্রুরোগ হয়েছিল। মল্লক বিনা তাঁর স্বস্তিবোধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি রুগ্ন ভিক্ষু অকৃত মল্লক ব্যবহার করতে পারবে।

(১০) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু জ্বরা জনিত দুর্বলতা বশতঃ স্বীয় দেহ ঘর্ষণ করতে পারতেছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি 'উক্কাসিক' দ্বারা দেহ ঘর্ষণ করবে।

(১১) সেই সময় ভিক্ষুগণ! পৃষ্ঠ মর্দ্দন করতে সংকোচ করতেছিলেন।...... ভগবান বললেন- ....ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি হাতের দ্বারা পৃষ্ঠ মর্দ্দন করবে।

(৩) কেশ, চিরুনি, দর্পন আদি-

(১) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু দীর্ঘ কেশ রাখতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল- "শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,-ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ কেশ রাখতে পারবে না। যে রাখবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা দিচ্ছি-কেশ দুইমাস[১] অথবা দুই আঙ্গুল রাখবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কুঁচি (কোচ্ছ) দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল,(কেশ-সংস্কার করতেছিল), দন্তময় চিরুনি দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল, হস্তকে চিরুনি ন্যায় করে অঙ্গুলি দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল, নির্যাস মিশ্রিত তৈল দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল, জল মিশ্রিত তৈল দ্বারা আচঁড়াতেছিল।

---

[১] দুইমাসের মধ্যে কেশ দুই আঙ্গুল অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে দুইমাসের মধ্যে ছেদন করিতে হইবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,- "শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! কুঁচি দ্বারা আঁচড়াতে পারবে না, দন্তময় চিরুনি দ্বারা কেশ আঁচড়াতে পারবে না, হাত চিরুনির ন্যায় করে কেশ আঁচড়াতে পারবে না, নির্যাস মিশ্রিত তৈল এবং জল মিশ্রিত তৈল দ্বারা কেশ আঁচড়াতে পারবে না, যে আঁচড়াবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষু দর্পনে এবং জল পাত্রে মুখের প্রতিবিম্ব অবলোকন করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী, ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, "ভিক্ষুগণ! দর্পনে বা জল পাত্রে[১] মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পারবে না। যে দেখবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর মুখে ব্রন হয়েছিল। তিনি ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধো! আমার ব্রন কিরূপে হয়েছে? ভিক্ষুগণ বললেন- 'বন্ধো' আপনার ব্রন এরূপ হয়েছে। তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি রোগ হলে দর্পনে বা জল পাত্রে মুখের প্রতিবিম্ব অবলোকন করবে।

(৪) লেপ, মালিশ আদি

(১) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মুখ লেপন করতেছিল, মুখ মর্দ্দন করতেছিল, মুখে চূর্ণ মাখতেছিল। মনঃ শিলার দ্বারা (খনিজ দ্রব্য বিশেষ) মুখে তিলক দিচ্ছিল, অঙ্গরাগ (দেহ সজ্জা) মুখরাগ (মুখসজ্জা) এবং অঙ্গরাগ ও মুখরাগ উভয় করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! মুখলেপন, মর্দ্দন করতে পারবে না; মুখে চূর্ণ মাখতে পারবে না, মনঃ শিলা দ্বারা মুখে তিলক দিতে পারবে না। অঙ্গরাগ, মুখরাগ, অঙ্গরাগ ও মুখরাগ করতে পারবে না। যে করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২-সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চক্ষু রোগ হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি রোগ হলে মুখে প্রলেপ দিবে।

(৫) নৃত্য গীত

---

[১] মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায় এমন কোন দর্পনে মুখাবলোকন করিতে পারিবে না। সম-পাসা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় রাজগৃহে পর্বত পাদমূলে মেলা (গিরগ্গ সমজ্জ) হচ্ছিল। ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মেলা দেখতে গমন করল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন শাক্য শ্রমণগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য দর্শনে এসেছে? যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,- "ভিক্ষুগণ! নৃত্য, গীত ও বাদ্য দর্শনে যেতে পারবে না। যে যাবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু দীর্ঘ গীত স্বরে ধর্ম (সুত্র) আবৃতি করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল- "আমরা যেভাবে গান করি সেভাবে শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ দীর্ঘ গীত স্বরে ধর্ম (সূত্র) আবৃতি করতেছে।..... তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। .... তাহা অন্যায় বলে প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন- 'ভিক্ষুগণ'! দীর্ঘ গীত স্বরে ধর্ম আবৃতি করবার পাঁচটি দোষ আছে। যথা- (১) নিজের যেই স্বরে আসক্ত হয়, (২) অন্য লোক ও সেই স্বরে আসক্ত হয়, (৩) গৃহস্থরা নিন্দা করে, (৪) স্বর কার্যে রত থাকলে সমাধি ভ্রষ্ট হয়, (৫) পরবর্ত্তীগণ তার অনুসরণ করে। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ স্বরে ধর্ম গান করবার এই পঞ্চবিধ দোষ। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ গীত স্বরে ধর্ম গান (সূত্র আবৃতি) করতে পারবে না। যে গান করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই সময় ভিক্ষুগণ সু-স্বরে আবৃতি করতে সংকোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন, ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি সু-স্বরে আবৃতি করতে পারবে।

(৬) সখের বস্ত্র

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বর্হির্মুখী ঊর্নাযুক্ত প্রাবার ব্যবহার করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করতেছিল-শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! বর্হিভাগে রোমযুক্ত ওড়না প্রাবার ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৭) আম খাওয়া

(১) সেই সময় মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসারের বাগিচায় আম গাছ ফলেছিল। মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসার অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন, আর্যগণ ইচ্ছানুযায়ী আম পরিভোগ করুন। "ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাঁচা আম পেড়ে খেয়ে ফেলল। মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসারের আমের প্রয়োজন হল। তিনি কর্মচারীকে আদেশ করলেন, ভনে বাগিচায় গিয়ে আম লয়ে আস। "দেব!" তাই হোক বলে কর্মচারী মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তর দিয়ে বাগিচায় গিয়ে উদ্যান পালকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলল-ভন্তে! মহারাজারে আমের দরকার, আম দাও।" আর্য আম নাই, কাঁচা পেড়ে ভিক্ষুগণ খেয়ে ফেলেছেন। অনন্তর সেই কর্মচারীগণ মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জানালেন। মগধরাজ বললেন:- আর্যগণ আম খেয়েছেন ভাল হয়েছে। কিন্তু ভগবান খাবার মাত্রা সম্বন্ধে ও উপদেশ দিয়েছেন। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। "কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রা না জেনে রাজার আম খেল। ভিক্ষু তাদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পেলেন। এই বিষয় ভগবানকে অবগত করালেন এবং ভগবান বললেন; ভিক্ষুগণ! কাঁচা আম পেড়ে খেতে পারবে না। যে খাবে তার 'দুক্কট' হবে।

(২) সেই সময় এক পূর্গ (বণিক সমিতি) সংঘকে ভোজন প্রদান করেছিল, সূপে আমের টুকরা প্রলেপ করেছিল। ভিক্ষুগণ! সংকোচ করে প্রতিগ্রহণ করলেন না। ভগবান বললেন:- ভিক্ষুগণ! আম পরিভোগ কর। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি আমের টুকরা পরিভোগ করবে।

(৩) সেই সময় এক বণিক সমিতি সংঘকে ভোজন দিয়েছিল। তাঁরা আম টুকরা করতে পারল না। এজন্য পরিবেশন করবার সময় অকর্ত্তিত আম নিয়ে এল। ভিক্ষুগণ সংকোচ করে গ্রহণ করলেন না। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি পঞ্চবিধ আকারে কৃত শ্রমণ যোগ্য ফল পরিভোগ করবে। যথা-(১) অগ্নি দ্বারা চিহ্নিত, (২) অস্ত্র দ্বারা চিহ্নিত, (৩) নখ দ্বারা চিহ্নিত, (৪) বীজ হীন এবং (৫) যাহার বীজ বাহির করা হয়েছে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, এই পঞ্চবিধ আকারে কৃত শ্রমণ যোগ্য ফল পরিভোগ করবে।

(৮) সর্প হইতে রক্ষার উপায়

(১) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু সর্প দংশিত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! সেই সময় এই ভিক্ষু চারি সর্প রাজ কুলকে মৈত্রী চিত্তে আপস্লাবিত করে নাই। যদি সেই ভিক্ষু চারি অহিরাজ কুলকে মৈত্রী চিত্তে পরিপস্লাবিত করত তাহা হলে সেই ভিক্ষুর সর্প দংশনে মৃত্যু হত না। সেই অহিরাজ কুলের নাম কি? (১) বিরুপাক্ষ অহিরাজ কুল, (২) এরাপথ অহিরাজ কুল, (৩) ছব্যাপুত্ত অহিরাজ কুল, (৪) কৃষ্ণ গৌতমক অহিরাজ কুল। ভিক্ষুগণ! নিশ্চয়ই সেই ভিক্ষু এই চারি অহিরাজ কুলকে মৈত্রী চিত্তে পরিপস্লাবিত করে নাই, যদি সেই ভিক্ষু এই চারি অহিরাজ কুলকে মৈত্রী চিত্তে পরিপস্লাবিত করত তাহা হলে সেই ভিক্ষুকে সর্প দংশন করত না। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, এই চারি অহিরাজ কুলকে মৈত্রী চিত্তে পরিপস্লাবিত করবে। আত্মগুপ্তি, আত্ম রক্ষা এবং আত্ম পরিত্রাণের জন্য,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ এভাবে করবে।

(২) বিরুপক্ষের সঙ্গে আমার মিত্রতা আছে, এরাপথের সঙ্গে আমার মিত্রতা আছে, ছব্যাপুত্তের সহিত আমার মিত্রতা আছে, কৃষ্ণ গৌতমকের সহিত আমার মিত্রতা আছে, পদহীনের সহিত আমার মিত্রতা আছে, দ্বিপদীর সহিত আমার মিত্রতা আছে, চতুষ্পদীর সহিত আমার মিত্রতা আছে, বহুষ্পদীর সহিত আমার মিত্রতা আছে পদহীনের প্রতি আমার হিংসা নাই, পদহীন আমাকে হিংসা করি ও না, দ্বিপদী আমাকে হিংসা করি ও না, চতুষ্পদী আমাকে হিংসা করি ও না, বহুষ্পদী আমাকে হিংসা করি ও না। সকল সত্ত্ব, সকল প্রানী এবং সমস্ত ভূত কল্যাণ দর্শন করুক, কার ও নিকট অমঙ্গল না আসুক। বুদ্ধ অপ্রমাণ (যার পরিমাণ বলা যায় না), ধর্ম অপ্রমাণ, সংঘ অপ্রমাণ। সর্প বৃশ্চিক, শতপদী, উর্ণানাভী (মাকড়সা), সরভূ (তক্ষক), মুষিক ইত্যাদি সরীসৃপের প্রমাণ আছে। আমি রক্ষা করলাম, আমি পরিত্রাণ করিলাম, ভূত (প্রাণী) চলে যাও। আমি ভগবানকে নমস্কার করতেছি। সাতজন সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার করতেছি।

(৯) লিঙ্গচ্ছেদন

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অনভিরতিতে (ব্রহ্মচর্য্য পালনের অনিচ্ছায়) পীড়িত হয়ে স্বীয় লিঙ্গচ্ছেদন করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! সেই মোঘ পুরুষ একটিকে ছেদন করতে গিয়ে অন্যটিকে ছেদন করল। ভিক্ষুগণ! স্বীয় লিঙ্গচ্ছেদন করতে পারবে না। যে ছেদন করবে তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

(১০) পাত্র

(১) সেই সময় রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী সারবান একখণ্ড চন্দন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর মনে এই চিন্তা উদিত হল, আমি এই চন্দন খণ্ড দ্বারা পাত্র খোদিত করব, চূর্ণ আমার ব্যবহারে আসবে, পাত্র দান দিব, এই ভেবে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী সেই চন্দন খণ্ড দ্বারা পাত্র খোদিত করে শিকায় রেখে বাঁশের অগ্রভাগে সংলগ্ন করে একটি বাঁশের আর একটি বাঁশ বাঁধিয়া বললেন- যেই শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান এই পাত্র তাকে প্রদত্ত হল, তিনি পাত্র অবতারন করুন। পূর্ণকশ্যপ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন-গৃহপতি! আমি অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান অতএব আমাকে পাত্র প্রদান করুন। "প্রভো!" যদি আয়ুষ্মান অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহা হলে আমার প্রদত্ত পাত্র অবতরন করুন।

মক্ষলীগোশাল, অজিত কেশকম্বল, প্রকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলষ্টিপুত্র এবং নিগ্রন্থনাথ পুত্র রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, গৃহপতি! আমি অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান, অতএব আমাকে পাত্র প্রদান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করুন। "প্রভো! যদি আয়ুষ্মান অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান হয়ে থাকেন তাহা হলে আমার প্রদত্ত পাত্র অবতারন করুন।

সেই সময় আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্যায়ন এবং আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভার দ্বাজ পূর্বাহ্নে অর্ন্তবাস পরিধান করে, পাত্র চীবর লয়ে রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করেছিলেন। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্যায়নকে বললেন- "আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আপনি অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান, অতএব গিয়ে এই পাত্র অবতারন করুন। এই পাত্র আপনারই। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বার ও অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান অতএব, বন্ধু ভারদ্বাজ! আপনি গিয়ে এই পাত্র অবতারন করুন। সেই পাত্র আপনারই। তখন আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ আকাশে উড়ে সেই পাত্র লয়ে তিনবার রাজগৃহের উপর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করলেন। সেই সময় রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী দ্বারাপুত্র সহ কৃতাঞ্জলি হয়ে নমস্কার করতে করতে স্বীয় গৃহে দণ্ডায়মান ছিল। প্রভো! আর্য ভারদ্বাজ এখানে আমার গৃহেই অবতরন করুন। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে অবতরন করলেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের হস্ত হতে পাত্র লয়ে মহার্ঘ খাদ্য পূর্ণ পরিপূর্ণ করে তাঁকে প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ পাত্রসহ আরামে (বাস স্থানে) গমন করলেন। জন সাধারণ শুনতে পেল। আর্য পিণ্ডোল ভারদ্বাজ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর পাত্র অবতারন করেছেন। বহু সংখ্যক কোলাহল করে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাতে লাগল। ভগবান কোলাহল শ্রবণ করলেন। শ্রবণ করে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন। আনন্দ! এই কোলাহল কিসের? প্রভো! আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর পাত্র অবতারন করেছেন। এজন্য জন সাধারণ কোলাহল করতে করতে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের পশ্চাৎ গমন করতেছে। এই কোলাহল তারই।

তখন ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে আয়ুষ্মান ভারদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করলেন। পিণ্ডোল ভারদ্বাজ! সত্যই কি তুমি রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর পাত্র অবতারন করেছ? "হাঁ ভগবান সত্য। ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন- ভারদ্বাজ! তোমার এই কার্য অননুযায়ী, অননুরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকরনীয়। ভারদ্বাজ! কেন তুমি তুচ্ছ সেই কাষ্ঠ পাত্রের জন্য গৃহীদিগকে মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শন করেছ? ভারদ্বাজ! কোন কোন নারী তেমন তুচ্ছ অর্থের জন্য লজ্জা স্থান প্রদর্শন করে, তেমনই তুমি তুচ্ছ কাষ্ঠ পাত্রের জন্য মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শন করেছ। ভারদ্বাজ! তোমার এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন হতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! গৃহীকে মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শন করবে না। যে প্রদর্শন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! এই পাত্র ভগ্নকর এবং টুকরা টুকরা করে ভিক্ষুদেরকে অঞ্জন পিষিবার জন্য প্রদান কর। ভিক্ষুগণ! কাষ্ঠ পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মূল্যবান পাত্র ব্যবহার করতেছিল। যথা- স্বর্ণ পাত্র, রৌপ্য পাত্র। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। রৌপ্য পাত্র, মণিময় পাত্র, বৈদুর্যময় পাত্র, স্ফটিক পাত্র, কাঁচ পাত্র, সীসা পাত্র, রাং পাত্র, তাম্র পাত্র, ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দুই রকমের পাত্র ব্যবহার করবে। লৌহ পাত্র ও মৃৎ পাত্র।

সেই সময় ভিক্ষাপাত্রের তলদেশ ঘর্ষিত হয়ে নষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাত্র মণ্ডল (পাত্র রাখবার আধার) ব্যবহার করবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণ নির্ম্মিত পাত্র মণ্ডল ব্যবহার করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! মহামূল্য পাত্র মণ্ডল ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দ্বিবিধ পাত্র মণ্ডল ব্যবহার করবে। রাং বা সীসা নির্ম্মিত।

(৩) মোটা মণ্ডলে পাত্রের তলদেশ স্ শিত হচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি রেখা পাত করবে।

(৪) মসৃন হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি-মকর দন্তের ন্যায় ছেদন করবে।

(৫) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সংঘের দ্বারা চিত্র অংকিত করে চিত্র বিচিত্র পাত্র মণ্ডল ব্যবহার করতেছিল এবং ধারণ করে রাস্তায় জন সাধারকে প্রদর্শন করিয়া ভ্রমণ করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভিক্ষুরা এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিষয় ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! রূপ (মুর্তি) অংকিত সংঘের দ্বারা চিত্রিত পাত্র মণ্ডল ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

“ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি; স্বাভাবিক মণ্ডল ধারণ করবে।

(৬) সেই সময় সজল পাত্র সামলিয়ে রাখত। তাতে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জনালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! সজল পাত্র সামলিয়ে রাখতে পারবে না। যে সামলিয়ে রাখবে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাত্র শুষ্ক করে সামলিয়ে রাখবে।

(৭) সেই সময় ভিক্ষুগণ সজল পাত্র রৌদ্রে কিংবা অগ্নিতে শুষ্ক রাখতে ছিল। ইহাতে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! সজল পাত্র শুষ্ক করতে পারবে না। যে শুষ্ক করবে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি পাত্র জল শূন্য করে কাপড় দ্বারা মুছিয়া শুষ্ক রেখে পাত্র সামলিয়ে রাখবে।

(৮) যেই সময় ভিক্ষুগণ রৌদ্রে পাত্র রেখে দিত। তাতে পাত্রের রং বিকৃত হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! রৌদ্রে পাত্র ফেলে রাখতে পারবে না। যে রাখবে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মুহূর্ত মাত্র রৌদ্রে পাত্র শুষ্ক করে সামলিয়ে রাখবে।

(৯) সেই সময় বহু পাত্র উন্মুক্ত স্থানে বিনা আধারে রেখে দিত। বাতাসে আবর্ত্তিত হয়ে পাত্র ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি পাত্র ধারে পাত্র রাখবে।

(১০) সেই সময় ভিক্ষুগণ বারাণ্ডার প্রান্তে পাত্র রেখে দিত। পাত্র পতিত হয়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! বারাণ্ডার প্রান্তে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

(১১) সেই সময় ভিক্ষুগণ প্রাচীরের বর্হিভাগের ক্ষুদ্র বারাণ্ডায় পাত্র রেখে দিত। পাত্র পতিত হয়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! ক্ষুদ্র ভিত্তিতে (দেইলী) পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১২) সেই সময় ভিক্ষুগণ মাটিতে পাত্র উবুড় করে রেখে দিত। তাতে পাত্রের মুখ ঘর্ষিত হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তৃণের উপর পাত্র রাখতে পারবে না।

(১৩) তৃণ উঁইয়ে খেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কাপড়ের উপর পাত্র রাখবে।

(১৪) কাপড় উঁইয়ে খেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বেদীতে পাত্র রাখবে।

(১৫) বেদী হইতে পড়ে পাত্র ভাঙ্গতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বৃহৎমূখী মৃৎ পাত্রের মূখে পাত্র রাখবে।

(১৬) বৃহৎমূখী মৃৎ পাত্রে পাত্র ঘর্ষিত হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাত্র রাখবার স্থলী ব্যবহার করবে।

(১৭) স্কন্ধাবরণ ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্কন্ধাবরণ সরু লম্বা কাপড় এবং সুতা ব্যবহার করবে।

(১৮) সেই সময় ভিক্ষুগণ ভিত্তিখিল এবং হস্তী দন্তে পাত্র সংলগ্ন করে রাখত। পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! পাত্র সংলগ্ন রাখতে পারবে না। যে রাখবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১৯) সেই সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চে পাত্র রেখে দিত। ভূল বশতঃ বসবার সময় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! মঞ্চে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২০) সেই সময় ভিক্ষুগণ চৌকির উপর পাত্র রেখে দিত। ভূল বশতঃ বসবার সময় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! চৌকিতে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২১) সেই সময় ভিক্ষুগণ অঙ্কে (ক্রোড়ে) পাত্র রাখত। ভূল বশতঃ উঠিবার সময় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! অঙ্কে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২২) সেই সময় ভিক্ষুগণ ছাতায় পাত্র রাখত। ছাতা বাতাসে উৎক্ষিপ্ত করায় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! ছাতায় পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২৩) সেই সময় ভিক্ষুগণ পাত্র হস্তে কপাট খুলত। কপাট আবর্ত্তিত হয়ে পাত্র ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ পাত্র হস্তে কপাট খুলতে পারবে না। যে খুলবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২৪) সেই সময় ভিক্ষুগণ তুম্বকটাহ (লাউয়ের খোল) হস্তে ভিক্ষান্বেষণ করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন তীর্থিক। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! তুম্বকটাহ হস্তে ভিক্ষাচর্যা করতে পারবে না। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২৫) সেই সময় ভিক্ষুগণ ঘটিকটাহ কলস ইত্যাদির ভগ্ন অংশ হস্তে ভিক্ষা সংগ্রহ করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন তীর্থিক। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! ঘটিকটাহে ভিক্ষাচর্যা করতে পারবে না। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১১) চীবর

(১) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু সর্ব বিষয়ে পাংশুলিক[১] হয়েছিল। তিনি মৃতের করোটির (মাথার খুলির) পাত্র ধারণ করতেন। জনৈক নারী তাহা দেখে বিকট চিৎকার করে উঠিল, অব্‌ভূযং মে:[২] অব্‌ভূযং মে: এ যে পিশাচ! জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ শবের করোটি পাত্র ধারণ করতেছে? যেন পিশাচ চিল্লিকা। ভগবানকে বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! শবের করোটির পাত্র ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে তাঁর ;দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! সর্ব বিষয়ে পাংশুলিক হতে পারবে না। যে হবে তার 'দুক্কট' হবে।

---

[১] যে ব্যবহার সমস্ত দ্রব্য আবর্জ্জনা স্তূপ হইতে কুড়াইয়া ব্যবহার করে। সম-পাসা।

[২] আমি বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। ভীতি জনক রব। সারাদীপ।
পিশাচ, বালক বিম-বিনো।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) সেই সময় ভিক্ষুগণ! চর্বিত দ্রব্য অস্থি এবং উচ্ছিষ্ট জল পাত্রে করে লয়ে যেত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল- এই শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যে স্থানে (পাত্রে) ভোজন করে তাহাই তাদের পিক্‌দান। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! চর্বিত খাদ্য দ্রব্য, অস্থি কিংবা উচ্ছিষ্ট জল পাত্রে করে বাহির করতে পারবে না। যে বাহির করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই সময় ভিক্ষুগণ! হস্তে চীবর ছিঁড়ে চীবর সেলাই করত। চীবর ঠিক হত না (বিলোমং হোতি) ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কাঁচি এবং সস্ত্র মুড়িবার বস্ত্র খণ্ড ব্যবহার করবে।

(১২) শস্ত্র ইত্যাদি

(১) সেই সময় সংঘ দণ্ড সংযুক্ত শস্ত্র (কাটরি দা) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি দণ্ড সংযুক্ত শস্ত্র ব্যবহার করবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণ ও রৌপ্যময় মূল্যবান শস্ত্রের দণ্ড ধারণ করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুনাম প্রচার লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! মূল্যবান শস্ত্র দণ্ড ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি অস্থিময়, দন্তময়, বিষাণময়, নলময়, বেনুময়, কাষ্ঠময়, জতুময়, ফলময়. লৌহময় এবং শ খনাভিময় শস্ত্র দণ্ড ধারণ করবে।

(৩) সেই সময় ভিক্ষুগণ! কুক্কুট পালক এবং বেনুপেশী দ্বারা চীবর সেলাই করতেছিল। চীবর যথার্থ ভাবে সেলাই হত না। ভগবাকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সূঁচ দ্বারা সেলাই করবে।

(৪) সূঁচে মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সূঁচ রাখবার কৌটা ব্যবহার করবে।

(৫) কৌটায় ও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সূঁচ চূর্ণ দ্বারা কৌটায় পূর্ণ করে রাখবে।

(৬) চূর্ণ দ্বারা ও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, হরিদ্রা চূর্ণ পূর্ণ করে রাখবে।

(৭) হরিদ্র চূর্ণ দ্বারা ও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাষাণ চূর্ণ পূর্ণ করে রাখবে।

(৮) পাষান চূর্ণ দ্বারা ও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মোম মেখে রাখবে।

(৯) মোম ভগ্ন হইল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মধু মাখা বস্ত্র ব্যবহার করবে।

(১৩) চীবর সেলাই করবার সামগ্রী

ক। (১) সেই সময় ভিক্ষুগণ! খিল পাতিয়া তার সঙ্গে বেঁধে চীবর সেলাই করতেছিলেন। চীবরের কোণা বাহির হয়ে পড়ল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি কঠিন রজ্জু দ্বারা বেঁধে সেলাই করবে।

(২) অসমতল স্থানে 'কঠিন' প্রসারিত করায় কঠিন ভগ্ন হতে লাগল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! অসমতল জায়গায় 'কঠিন' প্রসারিত করতে পারবে না। যে প্রসারিত করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) মাটিতে 'কঠিন' পাংশুলিপ্ত হল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তৃণ বিছাবে।

(৪) কঠিনের প্রান্তভাগ জীর্ণ হল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি বায়ুর অনুকুলে পরিভণ্ড আরোপন করবে।

(৫) কঠিনে কুলাল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি দণ্ড কঠিন পিদলক শলাকা বাঁধবার রশি, বাঁধবার সুতা বেঁধে চীবর সেলাই করবে।

(৬) মধ্যের সুতা গুলি (সুত্তন্তরিকায়ো) সমান হচ্ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি কলিম্বক ব্যবহার করবে।

(৭) সুতা বক্র হচ্ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি মোঘ সূত্র ব্যবহার করবে।

খ। (১) সেই সময় ভিক্ষুগণ অধৌত পদে কঠিন মাড়াতেছিল। কঠিন ময়লা হয়ে যাচ্ছিল। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! পদ ধৌত না করে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় ভিক্ষুগণ সিক্তপদে 'কঠিন' মাড়াতেছিল। কঠিন ময়লা হল। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! সিক্তপদে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই সময় ভিক্ষুগণ চর্ম পাদুকা পায়ে দিয়ে কঠিন মাড়াতেছিল। কঠিন ময়লা হয়ে গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি চর্ম পাদুকা পায়ে দিয়ে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

গ। (১) সেই সময় ভিক্ষুগণ চীবর সেলাই করবার সময় অঙ্গুলি দ্বারা প্রতিগ্রহণ করতেছিলেন। অঙ্গুলি বেদনা হত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পটিগ্গহ অঙ্গুলি কঞ্চুক ব্যবহার করবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণ রৌপ্যময় বহু মূল্যবান 'পটিগ্গহ' ধারণ করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! স্বর্ণ রৌপ্যময় বহু মূল্যবান 'পটিগ্গহ' ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অস্থি, দন্ত, বিষা, নল, বেনু, কাষ্ট, জতু, ফল. লৌহ এবং শ খ নির্ম্মিত 'পটিগ্গহ' ধারণ করবে।

(৩) সেই সময় সূঁচ কাঁচি ও পটিগ্গহ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আবেসন বিত্থক ব্যবহার করবে।

(৪) আবেসন বিত্থকের সমাকুল (ছড়াইয়া পড়া) হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অঙ্গুলি কঞ্চুকের স্থলী ব্যবহার করবে।

(৫) স্কন্ধাবরণ (স্থলী স্কন্ধে ঝুলায়ে রাখবার ফিতা বা সরু দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ড) ছিল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্কন্ধে ঝুলায়ে ফিতা ও সূত্র ব্যবহার করবে।

ঘ। (১) সেই সময় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে চীবর সেলাইবার সময় শীতোষ্ণে কষ্ট পেতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কঠিন শালা এবং কঠিন মণ্ডল ব্যবহার করবে।

(২) কঠিন শালার বাস্তু (মেঝ) নীচু হওয়ায় তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মেঝ উচু করবে।

(৩) বেড়া (চয়ো বেষ্টনী) পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ বেষ্টনী দেবে। যথা- ইষ্টকের বেষ্টনী, শিলার বেষ্টনী এবং কাষ্ঠের বেষ্টনী।

(৪) আরোহন করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ সোপান দেবে। যথা-ইষ্টকের সোপান, শিলার সোপান এবং কাষ্ঠের সোপান।

(৫) আরোহন কারী পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন (বাঁশ বা রশি অবলম্বনের সামগ্রী) ব্যবহার করবে।

(৬) কঠিন শালায় তৃণ চূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আচ্ছাদন করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। এবং শ্বেত, কৃষ্ণ ও গৈরিক রঙে মালা, লতা, মকরদন্ত, পঞ্চ পটিক অঙ্কিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু রাখবে।

(৭) সেই সময় ভিক্ষুগণ! চীবর সেলাই করে সেখানেই কঠিন পরিত্যাগ করে চলে যেতেন। কঠিন ইন্দুরে ও উইয়ে খেয়ে ফেলত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কঠিন ভাঁজ করবে।

(৮) 'কঠিন' ভগ্ন হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বেলু বা কাষ্ঠ দণ্ড ভিতরে দিয়ে কঠিন ভাঁজ করবে।

(৯) কঠিন বেষ্টিত হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বন্ধন রজ্জু ব্যবহার করবে।

(১০) সেই সময় ভিক্ষুগণ! খুটি ও স্তম্ভে 'কঠিন' হেলান দিয়ে রাখত এবং প্রস্থান করতেন। কঠিন পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রাচীরের খিলে অথবা নাগ দন্তে লাগিয়ে রাখবে।

(স্থান- বৈশালী)

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করে বৈশালী অভিমূখে পর্যটনে প্রস্থান করলেন। সেই সময় ভিক্ষুগণ সূঁচ, কাঁচি এবং ঔষধ পাত্রে করে লয়ে যেতেন। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ঔষধ রাখবার স্থলী ব্যবহার করবে। অংশ বন্ধক (স্কন্ধে ঝুলায়ে রাখবার ফিতা) ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ফিতা (অংশ বন্ধক) এবং বন্ধন করবার সুতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু চর্ম পাদুকা কটিবন্ধ দ্বারা বন্ধন করে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গমন করলেন। অভিবাদন করবার সময় জনৈক উপাসকের মস্তক চর্ম পাদুকায় ঠেকল। সেই ভিক্ষু মৌন হলেন। অতঃপর তিনি আরামে (বাসস্থানে) গিয়ে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ তাহা ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চর্ম পাদুকা রাখবার স্থলী ব্যবহার করবে। অংশ বন্ধক (ফিতা) ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ফিতা এবং বন্ধন সূত্র ব্যবহার করবে।

(১৫) জল ছাঁকনি

সেই সময় রাস্তায় জল অবিহিত (অপরিস্কৃত) ছিল। ভিক্ষুগণের জল ছাঁকনি ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল ছাঁকনি ব্যবহার করবে।

কাপড়ে কুলাল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চামচের ন্যায় জল ছাঁকনি ব্যবহার করবে।

কাপড়ে কুলাল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ধর্ম করক গাড়ু ব্যবহার করবে।

সেই সময় দুইজন ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘ ভ্রমণে রত ছিলেন। তন্মধ্যে জনৈক ভিক্ষু অনাচার করতে লাগল। অন্যজন তাকে বললেন-বন্ধো! এরূপ করবেন না। তাহা করা উচিত নহে। সে তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করল। একদিন সেই ভিক্ষু পিপাসিত হয়ে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ভিক্ষুকে বললেন, বন্ধো! আমাকে জল ছাঁকনি প্রদান করুন। আমি জল পান করব। বিদ্বেষী ভিক্ষু জল ছাঁকনি প্রদান করল না। সেই ভিক্ষু পিপাসা পীড়িত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। অনন্তর সেই (বিদ্বেষী) ভিক্ষু আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ বললেন-বন্ধো! সত্যই কি তুমি যাঞ্চা করা সত্বে ও জল ছাঁকনি দাও নাই। হ্যাঁ বন্ধো! তাহা সত্য বটে। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগিলেন। কেন যাঞ্চা করা সত্বে ও ভিক্ষু জল ছাঁকনি দিচ্ছে না। তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন-হে ভিক্ষু সত্যই কি তুমি জল ছাঁকনি যাঞ্চা করা সত্বে ও দাও নাই? হ্যাঁ ভগবান! তাহা সত্য। বুদ্ধ ভগবান তাহা অন্যায় বলে প্রকাশ করে বললেন।

মোঘ পুরুষ! তোমার এই কার্য অননুপযোগী, অননুরূপ, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকরনীয় হয়েছে। কেন তুমি যাঞ্চা করা সত্বে ও জল ছাঁকনি দাও নাই। তোমার এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ পথ যাত্রী ভিক্ষু জল ছাঁকনি যাঞ্চা করলে যদি থাকে তাকে অবশ্যই দিতে হবে। যে দিবে না তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! জল ছাঁকনি ব্যতীত দীর্ঘ পথ ভ্রমণে যেতে পারবে না। যে যাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

যদি জল ছাঁকনি বা ধর্মকরক না থাকে তাহা হলে মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে এই স ঘাটির কোণা দ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করব।

বিহার নির্মাণ

(১) নব কর্ম (গৃহ প্রস্তুতের কার্য)

অনন্তর ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে বৈশালী গমন করলেন। বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন। মহাবনে কুটগীরি শালায়। সেই সময় ভিক্ষুগণ! নবকর্ম (নূতন গৃহ প্রস্তুত) করতেছিলেন। জল ছাঁকনি দ্বারা কার্য করতে পারতেছিলেন না। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দণ্ড জল ছাঁকনি ব্যবহার করবে।

দণ্ড জল ছাঁকনি দ্বারা ও কার্য করতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় ভিক্ষুগণ মশক দ্বারা উপদ্রব হচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মশারি (মকসকুটি) ব্যবহার করবে।

সেই সময় বৈশালীতে উত্তম খাদ্যের পর্যায় নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। ভিক্ষুগণ উত্তম খাদ্য ভোজন করে 'অভিসন্ন' দেহ এবং নানা রোগে পীড়িত হলেন। কোন কার্যোপলক্ষে কৌমার ভৃত্য জীবক বৈশালীতে আগমন করলেন। কৌমার ভৃত্য জীবক দেখতে পেলেন, 'অভিসন্ন' দেহ এবং বহু রোগাক্রান্ত। দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে কৌমার ভৃত্য জীবক ভগবানকে বললেন, প্রভো! ভিক্ষুগণ এখন অভিসন্ন দেহ এবং বহু রোগাক্রান্ত হয়েছেন। অতএব ভগবান ভিক্ষুগণকে চংক্রমন করতে এবং স্নান ঘর ব্যবহার করতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। এরূপে ভিক্ষুগণ রোগাক্রান্ত হবে না।

ভগবান কৌমার ভৃত্য জীবককে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

(২) চংক্রমন এবং স্নান ঘর গৃহ

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চংক্রমন করবে এবং স্নান ঘর ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অসমতল স্থানে চংক্রমন করতেছিলেন। তাতে পায়ে বেদনা হত। এই ভগবানকে অবগত করালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি চংক্রমন সমতলে করবে।

চংক্রমনে জমি নীচু হল। তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মেঝে ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করবে।

উঠবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন বাহু দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ চংক্রমনে পাদচারণ করবার সময় পড়ে যাচ্ছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চংক্রমন বেদী ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে চংক্রমন করায় শীতোষ্ণ দ্বারা ক্লেশ পাচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চংক্রমন শালা ব্যবহার করবে।

চংক্রমন শালায় তৃণ চূর্ণ করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আচ্ছাদিত করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। এবং স্বেত বর্ণ, কাল বর্ণ ও গৈরিক বর্ণ ব্যবহার করবে। মালা, লতা, মকর দন্ত, পঞ্চ পটিক, অঙ্কিত করবে। চীবর রাখিবার বাঁশ ও রজ্জু দিবে। স্নান ঘরের মেঝে নীচু হওয়ায় তাতে জল জমতে লাগল। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মেঝে উচু করবে।

চয় (মাচা) পড়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা, অথবা মাচা (চয়) ব্যবহার করবে।

আরোহন করবার সময় কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন বাহু দিবে।

স্নান ঘরের কপাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কপাট পৃষ্ঠ সংঘাট, উদূখল, উত্তরাপাসক, অর্গলবর্ত্তিক, কপিশীর্ষ, সূচী, তালা, তালার ছিদ্র, রশির ছিদ্র (অবিঞ্ছন ছিদ্র) ঝুলান রশি (অবিঞ্ছন রজ্জু) ব্যবহার করবে।

স্নান ঘরের ভিত্তি মূল জীর্ণ হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মত্তলিকা প্রস্তুত করবে।

মৃত্তিকা দুর্গন্ধ হচ্ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি (স্নানাগার) সুগন্ধি যুক্ত করবে।

স্নান ঘরের ধূমনেত্র (ধূম বের হবার চিমনি) ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চিমনি (ধূমনেত্র)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ক্ষুদ্র স্নান ঘরে মধ্যস্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিবার স্থান করায় গমনাগমনের পথ ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ছোট স্নান ঘরের এক পার্শ্বে এবং বৃহৎ স্নান ঘরের মধ্যস্থলে অগ্নিস্থান করবে।

স্নান ঘরে অগ্নিমূখের এর তাপে দেহ হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মূখে মৃত্তিকা দিবে।

হস্ত দ্বারা মাটি ভিজাতে ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মাটি ভিজাবার জন্য দ্রোনি ব্রবহার করবে।

মৃত্তিকা দুর্গন্ধ হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গন্ধ (গাময়) মিশ্রিত করবে।

স্নান ঘরে অগ্নিকায় দগ্ধ হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল এনে রাখবে।

হস্ত এবং পাত্র দ্বারা জল আনতেছিল। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল পাত্র এবং সরা রাখবে।

স্নান ঘর তৃণাচ্ছাদিত ছিল। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে।

স্নান ঘরে কর্দ্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক শিলা অথবা কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যের মধ্যে যে কোনটি বিছাবে।

তবু ও কর্দ্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ধৌত করবে।

জল জমে রল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল নিঃসরনের প্রণালী প্রস্তুত করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ স্নান ঘরে উপবেশন করায় দেহ চূলকাত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্নান ঘরে চৌকি ব্যবহার করবে।

সেই সময় স্নান ঘর ঘেরা ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক প্রকার, শিলা প্রকার অথবা কাষ্ঠ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার এই ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকার ঘেরা দেবে।

(৩) কোষ্ঠক

দ্বার কোষ্ঠক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দ্বার কোষ্ঠক দিবে।

কোষ্ঠক নীচু হওয়ায় জল সঞ্চিত হচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, কোষ্ঠক উচু করবে।

চয় (মাটির উচ্চ ভূমি) পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যের যে কোনটি দ্বারা মাচা তৈয়ার করবে।

আরোহন করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অবলম্বন বাহু (আবলম্বন) করবার রজ্জু অথবা বাঁশ দিবে।

কোষ্ঠকের কপাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কপাট পৃষ্ঠ সংঘাট উদূখলিক, উত্তরপাসক, অর্গলবর্ত্তিক, কপিশীর্ষ, সূচী, ঘটিক, তালছিদ্র, আবিঞ্ছন ছিদ্র ঝুলাবার রজ্জু ব্যবহার করবে।

কোষ্ঠকে তৃণ চূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কাল, গৈরিক বর্ণের রঙ দিবে। লতা, মালা, মকর দন্ত, পঞ্চ পটিক অঙ্কিত করবে।

পরিবেণে কর্দ্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মরুম্ব (বোনু?) ছড়িয়ে দিবে।

কুলাল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শিলা, (বাদর শিলা) নিক্ষিপ্ত করবে।

জল সঞ্চিত হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল নির্গমন প্রণালী দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নগ্নকে অভিবাদন করতেছিল। নগ্ন নগ্নকে অভিবাদন করাতেছিল। নগ্ন নগ্নের পরিকর্ম (অঙ্গ মার্জ্জন) করতেছিল। নগ্ন নগ্নের পরিকর্ম করাতেছিল। নগ্ন নগ্নকে (দ্রব্য) দিচ্ছিল। নগ্ন নগ্ন হতে প্রতিগ্রহণ করতেছিল। নগ্ন হয়ে খেতেছিল। ভোজন করতেছিল। ঘ্রাণ গ্রহণ করতে লাগলেন। পান করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

নগ্ন নগ্নকে অভিবাদন করতে কিংবা করাতে পারবে না। নগ্ন অভিবাদন করতে পারবে না। নগ্নের অঙ্গ মার্জ্জনা করতে কিংবা নগ্নের অঙ্গ মার্জ্জন করতে পারবে না। নগ্ন নগ্নকে দ্রব্য দিতে পারবে না। নগ্ন হতে নগ্ন (দ্রব্য) প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না। নগ্নাবস্থায় খেতে ভোজন করতে, ঘ্রাণ গ্রহণ করতে, পান করতে পারবে না। যে পান করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ স্নান ঘরে ভূমিতে চীবর ফেলে রাখত। তাতে চীবর পাংশু লিপ্ত হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্নান ঘরে চীবর রাখবার বাঁশ বা রজ্জু দিবে।

বৃষ্টির সময় চীবর ভিজতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্নান গৃহের শালা।

স্নান ঘরের শালার ভূমি নীচু ছিল। জল সঞ্চিত হতে লাগল।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভূমি উচু করবে।

চয় (মাটির উচ্চ ভূমি) পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যের যে কোনটি দ্বারা মাচা তৈয়ার করবে।

আরোহন করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অবলম্বন বাহু (আবলম্বন করবার রজ্জু অথবা বাঁশ দিবে।

কোষ্ঠকের কপাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কপাট পৃষ্ঠ সংঘাট উদূখলিক, উত্তরপাসক, অর্গলবর্ত্তিক, কপিশীর্ষ, সূচী, ঘটিক, তালছিদ্র, আবিঞ্ঞন ছিদ্র ঝুলাবার রজ্জু ব্যবহার করবে।

কোষ্ঠকে তৃণ চূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কাল, গৈরিক বর্ণের রঙ দিবে। লতা, মালা, মকর দন্ত, পঞ্চ পটিক অঙ্কিত করবে।

পরিবেণে কর্দ্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মরুম্ব (বোনু?) ছড়িয়ে দিবে।

কুলাল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শিলা, (বাদর শিলা) নিক্ষিপ্ত করবে।

জল সঞ্চিত হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল নির্গমন প্রণালী দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নগ্নাবস্থায় স্নান ঘরে এবং জলে অঙ্গ মার্জ্জনা করতে সংকোচ করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ আচ্ছাদনীয় স্নানাগার আচ্ছাদন, জলের আচ্ছাদন এবং বস্ত্রের আচ্ছাদন ব্যবহার করতে হবে।

(৪) জল রাখিবার স্থান

সেই সময় স্নানাগারে জল থাকত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বৃহৎ জল পাত্র (উদক পান) রাখবে।

জল পাত্রে (উদক পান) রাখবার চয় (উচ্চ ভূমি) ভেঙ্গে পড়ল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা চয় নির্ম্মিত করবে।

উদক পান রাখবার জমি নীচু ছিল। তাতে জল সঞ্চিত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উচু করিবে।

'চয়' পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যের যে কোনটি দ্বারা মাচা তৈয়ার করবে।

আরোহন করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অবলম্বন বাহু (আবলম্বন করবার রজ্জু অথবা বাঁশ দিবে।

কোষ্ঠকের কপাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কপাট পৃষ্ঠ সংঘাট উদূখলিক, উত্তরপাসক, অর্গলবর্ত্তিক, কপিশীর্ষ, সূচী, ঘটিক, তালছিদ্র, আবিঞ্ছন ছিদ্র ঝুলাবার রজ্জু ব্যবহার করবে।

কোষ্ঠকে তৃণ চূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কাল, গৈরিক বর্ণের রঙ দিবে। লতা, মালা, মকর দন্ত, পঞ্চ পটিক অঙ্কিত করবে।

পরিবেণে কর্দ্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মরুম্ব (বোনু?) ছড়িয়ে দিবে।

কুলাল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শিলা, (বাদর শিলা) নিক্ষিপ্ত করবে।

জল সঞ্চিত হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল নির্গমন প্রণালী দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ লতা এবং কোমরবন্ধ দ্বারা জল উত্তোলন করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তুল, করকটক, চক্কবট্টক।

বহু পাত্র ভাঙ্গতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ বারক, লৌহ বারক, কাষ্ঠ বারক (কাষ্ঠের বাল্‌তি) এবং চর্ম নির্ম্মিত স্থলী ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে জল তুলবার সময় শীতোষ্ণে ক্লেশ পাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কূপ শালা (উদক শালা) ব্যবহার করবে।

কূপশালায় তৃণ চূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ ও গৈরিক বর্ণ করবে। মালা, লতা, মকর দন্ত, পঞ্চ পটিক, অঙ্কিত করবে, এবং চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু দিবে।

কূপ অনাবৃত থাকায় তাতে তৃণ চূর্ণ পাংশু পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ঢাকনা দিবে।

জল পাত্র ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উদক, দ্রোনি ও জল কটাহ ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ আরামের যেখানে সেখানে স্নান করায় কর্দ্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চন্দনিক (জলের হাউস) জলাধার।

চন্দনিক অনাবৃত ছিল। ভিক্ষুগণের স্নান করতে লজ্জা হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ প্রাকার দ্বারা ঘেরা দিবে। যথা-ইষ্টক প্রাকার, শিলার প্রাকার ও কাষ্ঠের প্রাকার।

চন্দনিকা কর্দ্দমাক্ত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ এই তিনটির মধ্যে যে কোনটি বিছায়ে দিবে।

জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল নির্গমন প্রণালী রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণের দেহ আর্দ্র থাকত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,তোয়ালে দ্বারা দেহ মুছে শুষ্ক করবে।

সেই সময় জনৈক উপাসক সংঘের জন্য পুষ্করিণী খনন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পুষ্করিণী খনন করবে।

পুষ্করিণী পাড় ভাঙ্গতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ চয় (পাড়) প্রস্তুত করবে। ইষ্টক, শিলা, কাষ্ঠ।

উঠবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ সোপান দিবে। ইষ্টক, শিলা, কাষ্ঠ।

উঠবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অবলম্বন বাহু (অবলম্বন করে উঠবার) বাঁশ বা রজ্জু দিবে।

পুষ্করিণী জল পুরাতন (বাসি) হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল নির্গমন প্রণালী ও নানা উদক নিদ্ধমন প্রস্তুত করবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু সংঘের জন্য 'নিল্লেখ' স্থান গৃহ প্রস্তুত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, 'নিল্লেখ' স্থান ঘর ব্যবহার করবে।

(৫) আসন ও শয্যা

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বসবার আসন ব্যতীত চারিমাস বাস করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! বসবার আসন ব্যতীত চারিমাস বাস করতে পারবে না। যে বিনা বসবার আসনে বাস করবে, তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করতেছিল। জন সাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তাহা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগিল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করতে পারবে না। যে শয়ন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় জন সাধারণ সুগন্ধ দ্রব্য এবং ফুলের মালা লয়ে বিহারে আসত। ভিক্ষুগণ সংকোচ করে তাহা প্রতিগ্রহণ করত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সুগন্ধ দ্রব্য গ্রহণ করে পঞ্চাঙ্গুলির ছাপ দিবে। এবং পুষ্প গ্রহণ করে বিহারের একপ্রান্তে রেখে দিবে।

সেই সময় সংঘ নমতক (বস্ত্র খণ্ড) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, নমতক (বস্ত্র খণ্ড) গ্রহণ করবে।

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। বস্ত্র খণ্ড অধিষ্ঠান করতে হবে না। বেনামা করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বস্ত্র খণ্ড অধিষ্ঠান কিংবা বেনামা করবে না।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আসর্ত্তিক উপাধান (তাম্র ও রৌপ্য খচিত বালিশ) ব্যবহার করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আসর্ত্তিক উপাধান ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিলেন। তিনি ভোজন করবার সময় হস্তে পাত্র রাখতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মলোরিক ভাজন বেত্ত ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এক ভাজনে ভোজন এবং পেয়ালায় পান করতেছিল। এক মঞ্চে শয়ন করতেছিল। এক বিছানায় শয়ন করতেছিল। এক কম্বলের মধ্যে (পাপুরণে) শয়ন করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! এক ভাজনে ভোজন, এক পেয়ালায় জল পান, এক মঞ্চে শয়ন, এক বিছানায় শয়ন, এক কম্বলের শয়ন, এক বিছানায় ও এক কম্বলের মধ্যে শয়ন করতে পারবে না। যে শয়ন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমূখী করা

সেই সময় বড্‌ঢ লিচ্ছবি মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হল, উপস্থিত হয়ে তাহাদেরকে কহিল আর্য্যগণ! আমি আপনাদেরকে বন্দনা করতেছি। এরূপ বলিলে মৈত্রেয় ভৌম্যজক ভিক্ষুগণ আলাপ করল না। দ্বিতীয় বার ও বড্‌ঢ লিচ্ছবি তাহাদেরকে কহিল, আর্য্যগণ আমি বন্দনা করতেছি। দ্বিতীয় বারে ও তারা আলাপ করল না। তৃতীয় বার ও বড্‌ঢ লিচ্ছবি তাহাদেরকে কহিল আর্য্যগণ! আমি বন্দনা করতেছি। তৃতীয় বার ও মৈত্রেয় ভৌম্যজক ভিক্ষুগণ আলাপ করল না। (তখন পুনরায় বড্‌ঢ লিচ্ছবি কহিল) আমি আর্য্যগণের কোন অপরাধ করেছি? কেন আর্যগণ আমার সঙ্গে আলাপ করতেছেন না? "বন্ধু বড্‌ঢ! মল্লপুত্র দব্ব আমাদিগকে উৎপীড়ন করতে দেখে ও তুমি কেন উপেক্ষা করতেছ? আর্য্যগণ! আমায় কি করতে হবে? বন্ধু বড্‌ঢ! যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহা হলে ভগবান অদ্যই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে বিতাড়িত করবেন।

আর্য্যগণ! আমি কি রূপ করব? আমি কি করতে পারব? বন্ধু বড্‌ঢ! তুমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানের নিকট গমন কর। গমন করে ভগবানকে বল প্রভো! ইহা উচিত নহে, ইহা প্রতিরূপ নহে, প্রভো যেই দিক ভয় হীন, বিঘ্নহীন, উপদ্রব হীন এখন সেই দিক ভয়াবহ, বিঘ্নজনক, উপদ্রব জনক, যেই দিকে বাতাস ছিল না সেই দিকে বাতাস। মনে হচ্ছে যেন জল আদীপ্ত হয়েছে, আর্য মল্লপুত্র দব্ব যে আমার পত্নীকে দূষিত করেছে।

তাহাই হবে বলে বড্‌ঢ লিচ্ছবি মৈত্রেয় ভৌম্যজক ভিক্ষুগণের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবেশন করে বড্‌ঢ লিচ্ছবি ভগবানকে কহিল। প্রভো! ইহা উচিত নহে, ইহা প্রতিরূপ নহে, প্রভো যেই দিক ভয় হীন, বিঘ্নহীন, উপদ্রব হীন এখন সেই দিক ভয়াবহ, বিঘ্নজনক, উপদ্রব জনক, যেই দিকে বাতাস ছিল না। সেই দিকে বাতাস। যেন জল আদীপ্ত হয়েছে, আর্য্য মল্লপুত্র দব্ব যে আমার পত্নীকে দূষিত করেছেন।

অনন্তর ভগবানই এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, দব্ব এই বড্‌ঢ লিচ্ছবি যাহা বলল তুমি সেরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হয় কি?

প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ও ভগবান আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে কহিলেন দব্ব! বড্‌ঢ যাহা যাহা বলতেছে তুমি সেরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হচ্ছে কি?

প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দব্ব! (দ্রব্য অভিযোগের বিষয়) এই ভাবে মীমাংসিত হয় না। যদি তুমি করে থাক তাহা হলে করেছ বলে প্রকাশ কর। যদি না করে থাক তাহা হলে কর নাই বলে প্রকাশ কর।

প্রভো! যেই দিন হতে আমার জন্ম হয়েছে সেই দিন হতে স্বপ্নে ও আমি মৈথুন সেবন করেছি বলে আমি জানি না। জাগ্রত অবস্থায় কথা আর কি বলব।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমূখ (নিক্কুজ্জন) করুক। সংঘের সম্ভোগ বিরহিত করুক।

ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র অধোমূখী করবে।

(১) ভিক্ষুগণের হানির জন্য প্রয়াস করে, (২) ভিক্ষু সংঘের অনর্থের জন্য প্রয়াস করে, (৩) ভিক্ষুগণের অনাবাসের জন্য প্রয়াস করে, (৪) ভিক্ষুগণকে আক্রোশ ও পরিভাষ করে, (৫) ভিক্ষুর সহিত ভিক্ষুকে ভেদ করে দেয়, (৬) বুদ্ধের দুর্নাম প্রচার করে, (৭) ধর্মের দুর্নাম প্রচার করে, (৮) সংঘের দুর্নাম প্রচার করে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, এই অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধোমূখী করবে।

ভিক্ষুগণ এইভাবে অধোমূখী করব। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। বড়ঢ লিচ্ছবি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে অমূলক ভ্রষ্টতার দ্বারা দোষারোপ করতেছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ বড়ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমূখী করতে পারেন এবং সংঘের সম্ভোগ বর্জিত করতে পারেন, ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ।

আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্নে বহির্গমন বাস পরিবাস করে পাত্র চীবর লয়ে বড়ঢ লিচ্ছবির গৃহে উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে বড়ঢ লিচ্ছবিকে কহিলেন,

বন্ধু! সংঘ আপনার জন্য পাত্র অধোমূখী করেছেন, এখন আপনি সম্ভোগ বর্জ্জিত হয়েছেন। এখন বড়ঢ লিচ্ছবি সংঘ আমার জন্য পাত্র অধোমূখী করেছেন এবং আমি নাকি সংঘের সম্ভোগ বর্জ্জিত হয়েছি। এই ভেবে সেই স্থানেই মুচ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর বড়ঢ লিচ্ছবির বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি সলোহিতগণ বড়ঢ লিচ্ছবিকে কহিল-বন্ধু বড়ঢ! শোক করবেন না। পরিদেবন করবেন না। আমরা ভগবান এবং ভিক্ষু সংঘকে প্রসন্ন করব।

অনন্তর বড়ঢ লিচ্ছবি স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব জ্ঞাতি সলোহিত সঙ্গে করে আর্দ্রবস্ত্রে আর্দ্র কেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পদে শির স্থাপন করে ভগবানকে কহিল প্রভো! মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতা বশত আর্য মল্লপুত্র দব্বের উপর অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে আমি যেই অপরাধ করেছি সেই অপরাধ ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্য আমি স্বীকার করতেছি। ভগবান আমার সেই দোষ স্বীকার অনুমোদন করুন।

বন্ধু বড়ঢ! তুমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা বশতঃ দব্ব মল্লপুত্রের উপর অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে যেই অপরাধ করেছ এবং সেই দোষকে দোষ বলে ধর্মানুসারে প্রতিকার করায় আমরা তোমার দোষ স্বীকার অনুমোদন করলাম। বন্ধু বড়ঢ! দোষকে দোষ বলে যে ধর্মানুসার তার প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে আর্য বিনয় মতে তার প্রবৃদ্ধি হবার কথা। অনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! সংঘ বড়ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র উর্দ্ধমুখী করুক, এবং সংঘের সম্ভোগ সম্পন্ন করুক।

ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র উর্দ্ধমুখী করবে। (১) যে ভিক্ষুগণের অলাভের জন্য প্রয়াস করে না, (২) ভিক্ষুগণের অনর্থের জন্য প্রয়াস করে না, (৩) ভিক্ষুগণের অবাসের জন্য প্রয়াস করে না, (৪) ভিক্ষুগণকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আক্রোশ কিংবা পরিভাষ করে না, (৫) ভিক্ষুর সঙ্গে ভিক্ষুকে ভেদ করে দেয় না, (৬) বুদ্ধের দুর্নাম প্রচার করে না, (৭) ধর্মের দুর্নাম প্রচার করে না, (৮) সংঘের দুর্নাম প্রচার করে না।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, এই অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র উর্দ্ধমুখী করবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে উর্দ্ধমুখী করবে। ভিক্ষুগণ! সেই বড্‌ঢ লিচ্ছবি সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে। প্রভো সংঘ আমার জন্য পাত্র অধোমুখী করেছেন। আমি সংঘের সম্ভোগ (সংশ্রব) বর্জ্জিত হয়েছি। প্রভো! এখন আমি সম্যক্ অনুবর্ত্তন করতেছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির অনুরূপ কার্য করতেছি এবং সংঘের নিকট আমার জন্য পাত্র উর্দ্ধমুখী করবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করতেছি। (এই ভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও যাঞ্চা করবে)। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করেছেন এবং সংঘ তার সংশ্রব বর্জ্জন করেছেন। সে এখন সম্যক অনুবর্ত্তী হয়েছেন। মান ত্যাগ করেছেন, মুক্তির কার্য করতেছে এবং সংঘের নিকট তার জন্য পাত্র উর্দ্ধমুখী করবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করতেছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র উর্দ্ধমুখী করতে পারেন এবং সংঘের সংশ্রব যুক্ত করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

স্থান-সুংসুমার গিরি

অনন্তর ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করে ভগ্গ অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করে ভগ্গ দেশে উপস্থিত হলেন। ভগবান ভগ্গ দেশে অবস্থান করতে লাগলেন। সুংসুমার গিরিতে। ভেষ কলাবনের মৃগদাবে।

(৭) বোধিরাজ কুমারের সৎকার

সেই সময় বোধিরাজ কুমারের কোকনদ নামক প্রাসাদ অধুনা নির্ম্মিত হয়েছিল। শ্রমণ ব্রাহ্মণ বা কোন মানব তাতে পূর্বে বাস করে নাই। বোধিরাজ কুমার সঞ্জিকাপুত্র মানবককে আহ্বান করলেন- বন্ধু সঞ্জিকাপুত্র! ভগবানের নিকট উপস্থিত হও। উপস্থিত হইয়া আমার কথানুসারে ভগবানের পদে অবনত মস্তকে বন্দনা কর এবং আরোগ্য, নিরাতংক, লঘু স্থান (দেহের কার্য ক্ষমতা), শক্তি, অনুকুল, বিহার জিজ্ঞাসা কর। প্রভো! রাজ কুমার বোধি ভগবানের পদে অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করে আরোগ্য, নিরাতংক, লঘু স্থান (দেহের কার্য ক্ষমতা), শক্তি, অনুকুল, বিহার জিজ্ঞাসা করতেছেন। এবং ইহা ও বলবে-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভো! আগামীকল্যের জন্য ভিক্ষু সংঘ সহ রাজ কুমারের আহারের নিমন্ত্রন গ্রহণ করুন। তাহাই হউক বলে সঞ্জিকাপুত্র মানবক বোধিরাজ কুমারের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে প্রীত্যালাপচ্ছলে ভগবানের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। কুশল প্রশ্ন এবং স্মরণীয় বিষয় আলোচনা করে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবেশন করে সঞ্জিকাপুত্র মানবক ভগবানকে কহিল। বোধিরাজ কুমার মহানুভব গৌতমের পাদে অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন এবং আপনার আরোগ্য নিরাতংক, লঘু স্থান (দেহের কার্য ক্ষমতা), শক্তি, অনুকুল, বিহার জিজ্ঞাসা করেছেন। আর ও বলেছেন মহানুভব গৌতম ভিক্ষু সংঘ সহ আগামীকল্যের জন্য তাঁর নিমন্ত্রন গ্রহণ করুন। ভগবান মৌন ভাবে সম্মতি জানালেন।

সঞ্জিকাপুত্র মানবক ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হয়ে আসন হতে উঠে বোধিরাজ কুমারের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে বোধিরাজ কুমারকে কহিল। আমি আপনার কথামত ভগবান গৌতমকে বলেছি। বোধিরাজ কুমার মহানুভব গৌতমের পাদে বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন। আরোগ্য নিরাতংক, লঘু স্থান (দেহের কার্য ক্ষমতা), শক্তি, অনুকুল, বিহার জিজ্ঞাসা করেছেন। এবং ইহা ও বলেছেন, মহানুভব গৌতম ভিক্ষু সংঘ সহ আগামীকল্য বোধিরাজ কুমারের আহারের নিমন্ত্রন গ্রহণ করুন। শ্রমণ গৌতম নিমন্ত্রন গ্রহণ করেছিলেন। বোধিরাজ কুমার সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করে কোকনদ প্রাসাদের সোপানের সর্ব নিুতল পর্যন্ত শ্বেত বস্ত্র বিছায়ে সঞ্জিকাপুত্র মানবককে আহ্বান করলেন- বন্ধু সঞ্জিকাপুত্র! ভগবানের নিকট গমন কর। গমন করে ভগবানকে ভোজনের সময় জ্ঞাপন কর।

প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে, আহার্য প্রস্তুত। তথাস্তু বলে সঞ্জিকাপুত্র বোধিরাজ কুমারকে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করলেন। মহানুভব গৌতম! ভোজনের সময় উপস্থিত হয়েছে, আহার্য প্রস্তুত। ভগবান পূর্বাহ্নে বর্হিগমন বাস পরিধান করে পাত্র চীবর লয়ে বোধিরাজ কুমারের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেই সময় বোধিরাজ কুমার ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায় বর্হিদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। বোধিরাজ কুমার দূর হতেই ভগবানকে আসতে দেখতে পেল। দেখে অভ্যর্থনা করে ভগবানকে অভিবাদন করে তাঁকে পুরোভাগে রেখে কোকনদ প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। তখন ভগবান শেষ প্রান্তের সোপান তলে দণ্ডায়মান হলেন। বোধিরাজ কুমার ভগবানকে কহিলেন- প্রভো! ভগবান বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন করুন। সুগত বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন করুন। যাতে আমার চিরকালের জন্য হিত সুখ সাধিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) বিস্তারিত বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন নিষেধ

(১) এরূপ বললে ভগবান মৌন রইলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও বোধিরাজ কুমার ভগবানকে এরূপ বললেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ও ভগবান মৌন রইলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বোধিরাজ কুমারকে কহিলেন, রাজকুমার বস্ত্র অপসারিত করুন। ভগবান বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন করবেন না। ভগবান পরবর্ত্তী গণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেছেন।

বোধিরাজ কুমার বস্ত্র সমূহ অপসারিত করে কোকনদ প্রাসাদে উপর আসন প্রস্তুত করলেন। ভগবান কোকনদ প্রাসাদে আরোহন করে ভিক্ষু সংঘ সহ প্রস্তুত আসনে উপবেশন করলেন। বোধিরাজ কুমার বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দান দিবার জন্য বারন না করা পর্যন্ত সন্তৃপ্ত করলেন। এবং আহারের পর পাত্র হতে হস্ত অপসৃত করলে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট বোধিরাজ কুমারকে ধর্ম উপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ বিস্তারিত বস্ত্রের উপর গমন করতে পারবে না। যে গমন করবে তাঁহার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় জনৈক সদ্য প্রসূতা গর্ভা নারী (অভিজাত) ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রন করে কাপড় বিস্তারিত করে রইল এবং কহিল, প্রভো! কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করুন। ভিক্ষুগণ সংকোচ বশতঃ কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করলেন না। প্রভো! মঙ্গলের জন্য কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করুন। ভিক্ষুগণ সংকোচ বশতঃ কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করলেন না। তখন সেই নারী আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন আর্যগণ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা সত্ত্বে ও কাপড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছেন না। ভিক্ষুগণ সেই নারীর আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তখন ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! গৃহীগণ মঙ্গল প্রত্যাশী, এই হেতু আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গৃহীগণের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলে কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করবে।

(৩) সেই সময় ভিক্ষুগণ! ধৌত পদে কাপড়ের উপর দিয়ে যেতে সংকোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি ধৌত পদে কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করবে।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যজনী, শিকা, ছাতা, দণ্ড, নখ কেশ ছেদনী কর্ণমলহরণী ও অঞ্জন দানি

স্থান-শ্রাবস্তী

(১) ঘট ও সম্মার্জ্জনী

ভগবান ভগ্গদেশে যথারুচি অবস্থান করে শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটনে প্রস্থান করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতে লাগলেন। জেতবনে অনাথ পিণ্ডদের আরামে। বিশাখা মৃগার মাতা ঘট, কতক (চুকরি) ও সম্মার্জ্জনী লয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। উপবেশন করে বিশাখা মৃগার মাতা ভগবানকে কহিলেন- প্রভো! ভগবান ঘট, চুকরি ও সম্মার্জ্জনী প্রতিগ্রহণ করুন, যাহাতে আমার দীর্ঘকাল হিত সুখ সাধিত হয়।

ভগবান ঘট ও সম্মার্জ্জনী প্রতিগ্রহণ করলেন; কিন্তু চুকরি প্রতিগ্রহণ করলেন না। ভগবান বিশাখা মৃগার মাতাকে ধর্ম সভায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। বিশাখা মৃগার মাতা ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। অনন্তর ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ঘট ও সম্মার্জ্জনী ব্যবহার করবে। কিন্তু চুকরি ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি শর্করা কাঁকর কাষ্ঠ এবং সমুদ্র ফেনা এই ত্রিবিধ পাদ রগড়াবার দ্রব্য ব্যবহার করবে।

(২) ব্যজনী

বিশাখা মৃগার মাতা ব্যজনী ও তাল বৃন্ত লয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্তিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে বিশাখা মৃগার মাতা ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! দীর্ঘকাল আমার হিত সুখ সাধিত হবার জন্য এই ব্যজনী ও তালবৃন্ত (তাল পাতার পাখা) প্রতিগ্রহণ করুন। ভগবান ব্যজনী ও তালবৃন্ত প্রতিগ্রহণ করলেন। অতঃপর ভগবান বিশাখা মৃগার মাতাকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে কইলেন।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ব্যজনী ও তালবৃন্ত ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ মশক ব্যজনী ও চামরী ব্যজনী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই বিষয় জানালেন এবং ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি মশক ও চামরী ব্যজনী ব্যবহার করবে।

ভিক্ষুগণ! মশক ব্যজনী ও চামরী ব্যজনী ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি বাক (বৃক্ষত্বক) উশীর (খশ) এবং ময়ুর পালক নির্ম্মিত ব্যজনী ব্যবহার করবে।

(৩) ছাতা

সেই সময় সংঘ ছাতা পেয়েছিলেন। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ছাতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ছাতা হস্তে বিচরন করতেছিল। জনৈক উপাসক বহু সংখ্যক আজীবক শ্রাবকগণের সহিত উদ্যানে গমন করেছিল। আজীবক শ্রাবকগণ দূর হতেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ছত্র হস্তে আসতে দেখতে পেল। দেখে সেই উপাসককে কহিল, আর্য! তোমাদের পূজ্যগণ ছাতা হস্তে আসতেছে, যেন গণক মহামাত্য (হিসাব পরীক্ষক)। আর্য! ইহারা ভিক্ষু নহে পরিব্রাজক।

ভিক্ষু, ভিক্ষু নহে এই বলে তারা পণ (অব্ভূতং) রাখল। যখন তারা উপস্থিত হল, তখন তাহাদেরকে চিনে উপাসক আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন পূজ্যগণ ছাতা হস্তে বিচরন করতেছেন? ভিক্ষুগণ সেই উপাসকের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু ছাতা হস্তে বিচরন করতেছে? হাঁ ভগবান! সত্য। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! ছাতা ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিলেন। ছাতা বিনা তাঁর সুখবোধ হত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রোগী ছাতা ব্যবহার করবে।

সেই সময় ভগবান রোগী ভিক্ষুগণকে ছাতা ব্যবহার করবার অনুজ্ঞা দিয়েছেন, সুস্থকে নহে। এই ভেবে আরামে এবং আরামের উপকণ্ঠে ছাতা ব্যবহারে সংকোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, নিরোগী ও আরামে আরাম উপকণ্ঠে ছাতা ব্যবহার করতে পারবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) শিকা ও দণ্ড

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র শিকায় পূরে দণ্ডে ঝুলায়া বিকালে একটি গ্রামের দ্বার দিয়ে যচ্ছিল। জন সাধারণ, আর্যগণ! একজন চোর যাচ্ছে, তার অসি পরিদৃষ্ট হচ্ছে এই বলে পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধৃত করে চিনে ছেড়ে দিল। ভিক্ষু আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জ্ঞাপন করল। ভিক্ষুগণ কহিলেন-বন্ধো! তুমি কি দণ্ড শিকা ধারণ করেছিলে? হাঁ বন্ধো! অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন-কেন ভিক্ষু দণ্ড শিকা ধারণ করতেছে? অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষু সত্যই কি তুমি দণ্ড শিকা ধারণ করতেছ? হাঁ ভগবান তাহা সত্য। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! দণ্ড শিকা ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু রুগ্ন ছিল। দণ্ড ব্যতীত চলতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রুগ্ন ভিক্ষুকে দণ্ড ধারণের সম্মতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ এভাবে প্রদান করবে। সেই রুগ্ন ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে, প্রভো! আমি পীড়িত হওয়ায় দণ্ড ব্যতীত চলতে পারতেছি না। আমি সংঘের নিকট দণ্ড ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করিতেছি। [দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ও এরূপে যাঞ্চা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু পীড়িত হওয়ায় দণ্ড ব্যতীত চলতে পারতেছে না। তিনি সংঘের নিকট দণ্ড ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দণ্ড ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করবেন। ইহা প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। তিনি শিকা ব্যতীত পাত্র লয়ে চলতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রুগ্ন ভিক্ষুকে দণ্ড শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ এভাবে প্রদান করবে। সেই রুগ্ন ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে, প্রভো! আমি পীড়িত হওয়ায় দণ্ড শিকা ব্যতীত চলতে পারতেছি না। আমি সংঘের নিকট দণ্ড শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছি। [দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ও এরূপে যাঞ্চা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামের ভিক্ষু পীড়িত হওয়ায় দণ্ড শিকা ব্যতীত চলতে পারতেছে না। তিনি সংঘের নিকট দণ্ড শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছেন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দণ্ড শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করবেন। ইহা প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু রোমন্তক ছিল। সে রোমন্তন করে রোমন্তন করে ভোজন করত। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ভিক্ষু বিকালে ভোজন করতেছেন? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন- ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষু গো যোনি চ্যুত হয়েছে অধিক কাল হয় নাই। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রোমন্তন করতে পারবে না। মুখের বাইরে এনে পুনরায় ভোজন করতে পারবে না। যে ভোজন করবে তার ধর্মানুসার প্রতিকার করতে হবে।

সেই সময় একটি সমিতি সংঘোদ্দেশ্যে ভোজন প্রদান করেছিল। ভোজন শালায় বহু উচ্ছিষ্ঠ অন্ন কণা বিকীর্ণ হয়েছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল-কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ ভাত পরিবেশন করবার সময় উত্তম রূপে প্রতিগ্রহণ করে না? এক একটি অন্নের কণা শত প্রকার পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ তাদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পাইল। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পরিবেশন করবার সময় যাহা পতিত হয় তাহা স্বয়ং গ্রহণ করে ভোজন করবে। কেননা, তাহা প্রদান করেছে।

(৫) নখ কর্ত্তন করা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু দীর্ঘ নখ রেখে ভিক্ষাচর্য করতেছিলেন। জনৈক নারী দেখে সেই ভিক্ষুকে কহিল- প্রভো! আসুন, মৈথুন সেবন করি। ভগ্নি! প্রয়োজন নাই, তাহা বিহিত নহে।

প্রভো! যদি আপনি সেবন না করেন তাহা হলে আমি নখে স্বীয় দেহ আচঁড়ে চিৎকার করে কহিব, এই ভিক্ষু আমাকে বলাৎকার করতেছে। ভগ্নি তোমার যাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনে হয়।

তখন সেই নারী নখ দ্বারা নিজের দেহ আচঁড়িয়ে চিৎকার এই ভিক্ষু আমাকে বলাৎকার করতেছে। জন সাধারণ দেখে দৌঁড়ে এসে সেই ভিক্ষুকে ধৃত করল। জন সাধারণ সেই নারীর নখে চর্ম এবং রক্ত দেখতে পেল। দেখে এই নারীর এই কার্য ভিক্ষু কিছুই করেন নাই। এই বলে সেই ভিক্ষুকে ছেড়ে দিল। তিনি আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ কহিল, বন্ধো! আপনি কি দীর্ঘ নখ রেখেছেন? হাঁ বন্ধো! অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ভিক্ষু দীর্ঘ নখ রেখেছেন? অতঃপর তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ নখ রাখতে পারবে না। যে রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নখ দ্বারা ও নখ কাটতে ছিলেন। মুখ দ্বারা ও নখ কাটতে ছিলেন, প্রাচীরে ও নখ কাটতে ছিলেন। তাতে অঙ্গুলিতে বেদনা হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ নরুন ব্যবহার করবে।

শোনিত সহ নখ কাটতে ছিলেন। তাতে অঙ্গুলিতে বেদনা হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মাংসের সমান করে নখ কাটবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বিংশতি নখ সৃষ্ট করাতেছিল। চেঁচাতে ছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! বিংশতি নখ সৃষ্ট করাতে পারবে না। যে করাবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) কেশ ছেদন করা

সেই সময় ভিক্ষুগণের কেশ দীর্ঘ হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর কেশ ছেদন করতে পারবে কি? হাঁ পারবে। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ক্ষুর, ক্ষুর ধারণ করবার শিল, ক্ষুর রাখবার থলি নমতক (খাপ এবং ক্ষৌরী বার সমাগ্রী ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু শ্মশ্রু কাটিত, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখত, দাড়ি (গোলোমিক মেষের ন্যায় দাগি) রাখত চতুষ্কোন করাত, বক্ষের রোম উন্মুলন করাত উদরের

রোম হরন করত। দাড়ি রাখত এবং গোপনীয় স্থানের রোম উন্মুলন করাত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! শ্মশ্রু কামাতে পারবে না, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখতে পারবে না। মেষের ন্যায় রাখতে পারবে না, চতুষ্কোন করাতে পারবে না, বক্ষের রোম হরন করতে পারবে না, পেটের রোম হরন করতে পারবে না, দাড়ি রাখতে পারবে না এবং গোপনীয় স্থানের রোম হরন করাতে পারবে না। যে হরন করাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর গোপনীয় স্থানে ব্রণ হয়েছিল। ঔষধ থাকত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

আমি অনুজ্ঞা করতেছি রোগ হলে গোপনীয় স্থানের রোম হরন করাতে পারবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কাঁচি দ্বারা কেশ ছেদন করাত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভিক্ষুগণ! কাঁচি দ্বারা কেশ ছেদন করাতে পারবে না। যে ছেদন করাবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর মস্তকে ব্রণ হয়েছিল। ক্ষুর দ্বারা কেশ কাটতে পারতে ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রোগ হেতু কাঁচি দ্বারা কেশ ছেদন করাতে পারবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ নাসিকায় দীর্ঘ রোম রাখত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন পিশাচ বালক। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! নাসিকায় দীর্ঘ রোম রাখতে পারবে না। যে রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষু শর্করা ও মোম দ্বারা নাসিকায় রোম হরন করাত। তাতে নাসিকায় বেদনা হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সাঁড়াশি ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পক্ককেশ হরণ করাত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! পক্ককেশ হরণ করতে পারবে না। যে হরণ করাবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৭) কর্ণমল হরণী কান খুস্‌কি

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর কর্ন কুহর মল পূর্ণ হয়ছিল। ভগবানকে এই বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি কর্ণ মল হরণী ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বহু মূল্যের কর্ণ মল হরণী ব্যবহার করতেছিল, স্বর্ণময় এবং রৌপ্যময়। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! বহু মূল্যের কর্ণ মল হরণী ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি অস্থি দন্ত শৃঙ্গনল বেনু কাষ্ঠ, জাতু ফল লৌহ এবং শ খনাভি নির্ম্মিত কর্ণ মল হরণী ব্যবহার করবে।

(৮) তাম্র এবং লৌহ ভাণ্ড

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বহু লৌহ এবং কাংস্য ভাণ্ড সঞ্চয় করতে লাগল। জন সাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তাহা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ বহু লৌহ এবং কাংস্য ভাণ্ড সঞ্চয় করতেছে? যেন কাঁসারী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! বহু লৌহ এবং কাংস্য ভাণ্ড সঞ্চয় করতে পারবে না। যে সঞ্চয় করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অঞ্জনি, অঞ্জনি শলাকা, কর্ণ মল হরণী এবং বন্ধন করতেও (বাসি ও ষষ্টি আদি বন্ধন করা) সংকোচ করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি অঞ্জনি, অঞ্জনি শলাকা, কর্ণ মল হরণী এবং (বাসি ও ষষ্টি আদি) বন্ধন করতে পারবে।

স ঘাটি, অযোগ্য পাট্টা, পাশক এবং বস্ত্র পরিধানের রীতি

(১) স ঘাটি

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স ঘাটি সহ হাঁটু জড়ায়ে (স ঘাটি পল্লাত্থিকায়) উপবেশন করত। তাতে স ঘাটির পাট্টা ছিড়তে ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! স ঘাটি সহ হাঁটু জড়িয়ে বসতে পারবে না। যে বসবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) অযোগ্য পাট্টা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিল। আযোগ বিনা তার সুখবোধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি 'আযোগ' ব্যবহার করবে। ভিক্ষুগণের মনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই চিন্তা উদিত হল, কিরূপে আযোগ প্রস্তুত করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তাঁত, বেমক বটং শলাকা, এবং তাঁতে ব্যবহার্য সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করবে।

(৩) কোমর বন্ধ

(১) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু কোমর বন্ধ ব্যতীত গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করলেন। রাস্তার মধ্যে তাঁর পরিহিত অর্ন্তবাস স্খলিত হল। জন সাধারণ করতালি প্রদান করল। সেই ভিক্ষু অধোমুখ হলেন। অনন্তর তিনি আরামে এসে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! কোমর বন্ধ না বেঁধে গ্রামে যেতে পারবে না। যে যাইবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কোমর বন্ধ ব্যবহার করবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বহু মূল্যের কোমর বন্ধ ব্যবহার করতেছিল, কলাবুক, দেড্ঢুভক, মুরজ, মদ্দবীনং। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! বহু মূল্যের কোমর বন্ধ ব্যবহার করতে পারবে না। কলাবুক, দেড্ঢুভক মুরজ এবং মদ্দবীন যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দ্বিবিধ কোমর বন্ধ মৎস্য কণ্ঠক সদৃশ এবং শুকরের অন্ত্র সদৃশ করে ব্যবহার করবে।

(৩) কোমর বন্ধের পাড় (পার্শ্বে) ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মুরজ এবং মদ্দবীন ব্যবহার করবে।

(৪) কোমর বন্ধের মধ্যস্থল ছিন্ন হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সোভক এবং গুনক সদৃশ সেলাই করবে।

(৫) কোমর বন্ধের ঝুলানো সুতা (পবনন্তো) ছিন্ন হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বীঠ ব্যবহার করবে।

(৬) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বহু মূল্যের বীঠ ব্যবহার করতেছিল, স্বর্ণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং রৌপ্য নির্ম্মিত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! বহু মূল্যের বীঠ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গনল বেনু কাষ্ঠ, জাতু ফল লৌহ এবং শ খনাভি নির্ম্মিত 'বীঠ' ব্যবহার করবে।

(৪) গুটি কাণ্ড পালক

সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ লঘু স ঘাটি পরিধান করে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করলেন। ঘুর্নী বাত্যা স ঘাটি উৎক্ষিপ্ত করল। আয়ুষ্মান আনন্দ আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় কহিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গুটিকা পাশক ব্যবহার করবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বহু মূল্যের গুটিকা ব্যবহার করতে লাগল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! বহু মূল্যের গুটিকা ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অস্থি, দন্ত, বিষাণ নল, বেনু কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ, শ খনাভি এবং সুতার দ্বারা প্রস্তুত গুটিকা ব্যবহার করবে।

(৩) সেই সময় ভিক্ষুগণ গুটিকা ও পাশক চীবরে লাগাতেছিলেন। তাহাতে চীবর জীর্ণ হতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গুটিকা পট্টা ও পাশক পট্টা লাগাবে।

(৪) গুটিকা পট্টা ও পাশক পট্টা চীবরের পার্শ্বে সংলগ্ন করায় চীবরের কোণা খুলে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গুটিকা পট্টা চীবরের পার্শ্ব স্থানে এবং পাশক ফলক সাত আট আঙ্গুল ভিতরে সংলগ্ন করবে।

(৫) চীবর পরিধানের নিয়ম

(১) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু গৃহীর ন্যায় বস্ত্র পরিধান করত। হস্তি শুণ্ড মৎস্য পুচ্ছ চতুষ্কোন তালবৃন্ত শতবল্লিক সদৃশ। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! গৃহীর ন্যায় বস্ত্র পরিধান করতে পারবে না। হস্তী শুণ্ড, মৎস্য পুচ্ছ, চতুষ্কোন, তালবৃন্ত এবং শতবল্লিক সদৃশ। যে পরিধান করবে তাঁর 'দুক্কট'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কাচা গোঁজিয়া চীবর পরিধান করত। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন রাজার মুত্ত বট্টিকা (বাহক)। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! কাচা গোঁজিয়া চীবর পরিধান করতে পারবে না। যে পরিধান করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু গৃহীর ন্যায় বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! গৃহীর ন্যায় বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করতে পারবে না। যে আবৃত করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভার বহন, দন্ত মার্জ্জন এবং অগ্নি ও পশু হইতে আত্ম রক্ষা করা

(১) বহন করা

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্কন্ধের উভয় পার্শ্বে বাঁক বহন করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন রাজার মুত্ত বট্টি (বাহক)। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! স্কন্ধের উভয় পার্শ্বে বাঁক বহন করতে পারবে না। যে বহন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্কন্ধের এক পার্শ্বে বাঁক, মধ্য বাঁক শির ভার, স্কন্ধ ভার, কটি ভার এবং ঝুলাই ভার লইয়া যেতে পারবে।

(২) দন্ত মার্জ্জন

(১) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু দন্ত মার্জ্জন করত না। এই হেতু মুখ দুর্গন্ধ হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! দন্ত মার্জ্জন না করবার পঞ্চবিধ দোষ আছে। যথা-(১) চক্ষুর অনিষ্ট হয়, (২) মুখে দুর্গন্ধ হয়, (৩) রস সঞ্চরক নাড়ী বিশুদ্ধ হয় না, (৪) পিত্ত ও শ্লেষ্মা অন্নে জড়িত হয়, এবং (৫) আহারের রুচি হয় না।

ভিক্ষুগণ দন্ত মার্জ্জন করবার পঞ্চবিধ ফল আছে। যথা- (১) চক্ষুর উপকার হয়, (২) মুখে দুর্গন্ধ হয় না, (৩) রস সঞ্চরক নাড়ী বিশুদ্ধ হয়, (৪) পিত্ত ও শ্লেষ্মা অন্ন জড়িত করে না, এবং (৫) ভোজনে রুচি হয়।

ভিক্ষুগণ! দন্ত মার্জ্জন করবার এই পঞ্চবিধ ফল।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দন্ত মার্জ্জন করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু দীর্ঘ দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করত। এবং তৎদ্বারাই শ্রামণেরদেরকে প্রহার করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ দন্ত কাষ্ঠ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দন্ত কাষ্ঠ দীর্ঘে আট আঙ্গুল প্রমাণ করবে; কিন্তু তৎদ্বারা শ্রামণেরদেরকে প্রহার করতে পারবে না। যে প্রহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অতি ক্ষুদ্র দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করবার সময় তাহা কণ্ঠে বিদ্ধ হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! অতি ক্ষুদ্র দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করবে না। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ক্ষুদ্রের মধ্যে চারি আঙ্গুল পরিমাণ বিশিষ্ট দন্ত কাষ্ঠ ব্যবহার করবে।

(৩) অগ্নি হইতে আত্ম রক্ষা

(১) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বন দগ্ধ করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যে বন দাহক। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! বন দগ্ধ করতে পারবে না। যে দগ্ধ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় বিহার তৃণে পরিপূর্ণ হয়েছিল। বন দগ্ধ হবার সময় বিহার ও দগ্ধ হতেছিল। ভিক্ষুগণ প্রতি অগ্নি দিতে এবং রক্ষা করতে সংকোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বন দগ্ধ হবার সময় প্রতি অগ্নি প্রদান এবং রক্ষা মন্ত্র করবে।

(৪) বৃক্ষে আরোহন করা

(১) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বৃক্ষে আরোহন করত। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন মর্কট। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! বৃক্ষে আরোহন করতে পারবে না। যে আরোহন করবে তাঁর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু কোশল জন পদ হতে শ্রাবস্তী যাবার সময় রাস্তার মধ্যে একটি হস্তী উপস্থিত হল। তখন তিনি দৌঁড়ে বৃক্ষ মূলে গমন করলেন। কিন্তু ভিক্ষু সংকোচ বশতঃ বৃক্ষে আরোহন করলেন না। সেই হস্তী অন্য দিকে চলে গেল। সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গিয়ে এই বিষয় ভিক্ষুগণকে জ্ঞাপন করলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তাহা জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রয়োজন হলে পুরুষ প্রমাণ এবং বিপদের সময় ইচ্ছানুসারে বৃক্ষে আরোহন করবে।

(১) স্ব স্ব ভাষায় বুদ্ধ বচন

সেই সময় যমেড় ও তেকুল নামক ব্রাহ্মণ জাতীয় মিষ্টভাষী এবং মিষ্টস্বর বিশিষ্ট দুই সহায় ভিক্ষু ছিলেন। তারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে তাঁরা ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! এখন নানা নামের, নানা গোত্রের, নানা জাতির, নানা কুলের প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ স্বকীয় ভাষায় (মাগধী ভাষায়) বুদ্ধ বচন দূষিত করতেছেন। অতএব প্রভো! বুদ্ধ বচন আমরা ছন্দে আরোপিত সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্ত্তিত করব।

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করলেন।...... মোঘ পুরুষ! কেন তোমরা বলছ অতএব আমরা বুদ্ধ বচন ছন্দে আরোপিত করব? তোমাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এই ভাবে নিন্দা করে ধর্ম কথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! বুদ্ধ বচন ছন্দে আরোপন করতে পারবে না। যে আরোপন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্বীয় ভাষায় বুদ্ধ বচন শিক্ষা করবে।

(২) অযর্থাথ বিদ্যা শিক্ষা না করা

(১) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু লোকায়ত (সামুদ্রিক বিদ্যাদি) শিক্ষা করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! লোকয়তে সারদর্শী ব্যক্তি এই ধর্ম বিনয়ে (বুদ্ধ শাসনে) বৃদ্ধি, সমবৃদ্ধি, বৈপুল্য লাভ করতে পারবে কি? না প্রভো! পারবে না। এই ধর্ম বিনয়ে সারদর্শী ব্যক্তি লোকায়তে বৃদ্ধি সম্বৃদ্ধি এবং বৈপুল্য লাভ করতে পারবে কি? না প্রভো! পারবে না। ভিক্ষুগণ! লোকায়ত শিক্ষা করতে পারবে না। যে শিক্ষা করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু লোকায়ত শিক্ষা দিচ্ছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! লোকায়ত শিক্ষা দিতে পারবে না। যে শিক্ষা দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু তির্য্যক সম্বন্ধীয় বিষয় শিক্ষা করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

তির্য্যক বিষয়ক শিক্ষা করতে পারবে না। যে শিক্ষা করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু তির্য্যক বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! তির্য্যক সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দিবে না। যে শিক্ষা দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) হাঁচি আদি সম্বন্ধে মিথ্যা ধারনা

(১) সেই সময় ভগবান বৃহৎ পরিষদ পরিবৃত হয়ে ধর্ম দেশনা করবার সময় হাঁচি ত্যাগ করলেন। ভিক্ষুগণ প্রভো ভগবান জীবিত থাকুন, সুগত জীবিত থাকুন, বলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করলেন, সেই শব্দে ধর্মকথার বিঘ্ন হল। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! হাঁচি ত্যাগ করবার সময় জীবিত থাকুন, বললে তজ্জন্য জীবিত থাকবে কি, মৃত্যু হবে না? ভিক্ষুগণ! হাঁচি ত্যাগ করবার সময় জীবিত থাক বলতে পারবে না। যে বলবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় জন সাধারণ ভিক্ষুগণ হাঁচি ত্যাগ করবার সময় প্রভো! জীবিত থাকুন বলত; কিন্তু ভিক্ষুগণ সংকোচ করতে লাগল। কেন শাক্য পত্রীয় শ্রমণগণ প্রভো জীবিত থাকুন বললে আলাপ করে না? ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! গৃহীগণ মঙ্গলাকাংক্ষী, এই হেতু আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গৃহীগণ প্রভো জীবিত থাকুন বললে, চিরজীবি হও বলবে।

(৪) রসুন খাওয়া নিষেধ

(১) সেই সময় ভগবান বৃহৎ পরিষদের মধ্যে বসে ধর্ম দেশনা করতেছিল। জনৈক ভিক্ষু রসুন খাচ্ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণের ক্লেশ না হোক, এই ভেবে একান্তে উপবেশন করলেন। ভগবান তাঁকে একান্তে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! কেন ঐ ভিক্ষু একান্তে উপবিষ্ট রয়েছ? প্রভো! তিনি রসুন খেয়েছেন। তিনি ভিক্ষুগণের ক্লেশ না হোক, এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভেবে একান্তে উপবিষ্ট হয়েছেন। ভিক্ষুগণ তা কি খাওয়া উচিত, যাহা খেলে এরূপ পরিষদের বাহিরে থাকতে হয়? না প্রভো! ভিক্ষুগণ রসুন খেতে পারবে না। যে খাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় আয়ুষ্মান শারীপুত্রের পেটে বেদনা হয়েছিল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে কহিলেন, বন্ধু শারীপুত্র! পূর্বে আপনার পেটের বেদনা কিসের দ্বারা আরোগ্য হত? বন্ধো! রসুনের দ্বারা আরোগ্য হইত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রোগ হলে রসুন খেতে পারবে।

প্রস্রাব খানা, পায়খানা, বৃক্ষ রোপন, বাসন চৌকি আদি সামগ্রী

(১) প্রস্রাব খানা

(১) সেই সময় ভিক্ষুগণ আরামে যেখানে সেখানে প্রস্রাব ত্যাগ করতেন। আরাম কলুষিত হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, একান্তে প্রস্রাব করবে।

(২) আরাম দুর্গন্ধ হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কুম্ভে প্রস্রাব করবে।

(৩) কষ্ঠে বসে প্রস্রাব করতেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রস্রাব পাদুকা ব্যবহার করবে।

(৪) প্রস্রাব পাদুকা খোলা থাকত। ভিক্ষুগণ প্রস্রাব করতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা ও কিম্বা কাষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা দিবে।

(৫) প্রস্রাব কুম্ভ অনাবৃত থাকায় দুর্গন্ধ হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ঢাকনা দিবে।

(২) পায়খানা

(১) সেই সময় ভিক্ষুগণ আরামের যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করতেন। আরাম কলুষিত হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, একান্তে মল ত্যাগ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) আরাম দুর্গন্ধ হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কুপে মল ত্যাগ করবে।

(৩) মল কুপের পাড় ভাঙতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের দ্বারা 'চয়' প্রস্তুত করবে।

(৪) মল কুপ নীচু ভূমিতে হওয়ায় তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মেঝে উচ্চ করবে।

(৫) 'চয়' পড়তে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠ দ্বারা 'চয়' প্রস্তুত করবে।

(৬) আরোহন করবার সময় কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

(৭) আরোহন করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন বাহু দিবে।

(৮) ভিতরে বসে মল ত্যাগ করবার সময় পতিত হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কিছু বিস্তারিত করে মধ্যে ছিদ্র করে মল ত্যাগ করবে।

(৯) কণ্ঠে বসে মল ত্যাগ করতে হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মল পাদুকা ব্যবহার করবে।

(১০) বাহিরে প্রস্রাব করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রস্রাব দ্রোনি ব্যবহার করবে।

(১১) অবলেখন (মুছিবার) কাষ্ঠ ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অবলেখন কাষ্ঠ রাখবে।

(১২) অবলেখন কাষ্ঠ রাখবার আধার ছিল না। ভগবানকে এই বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অবলেখন কাষ্ঠ রাখবার আধার স্থাপন করবে।

(১৩) মল কূপ অনাবৃত থাকায় দুর্গন্ধ বাহির হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ঢাকনা দিবে।

(১৪) খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করবার সময় শীতোষ্ণে পীড়িত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মল কুটি (পায়খান) প্রস্তুত করবে।

(১৫) মল কুটির কপাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কপাট, পিট্ঠি স ঘাটি (চৌকি কাঠের উভয় পার্শ্বস্থ দীর্ঘ কাষ্ঠ দণ্ড) উদুক্খলিক, (কপাট বাঁধবার নিম্নের খিল), উত্তর পাসক (চৌকাঠের অর্ধস্থ ও উর্দ্ধস্থ কাষ্ঠ দণ্ড), অগ্গল বট্টি (গোলাকার অর্গল), কপি শীর্ষক, ঘটিক (কাবাট বাঁধবার মধ্যে দীর্ঘ দণ্ড), সুচিক (কবাট বাঁধবার ক্ষুদ্র দণ্ড বিশেষ), তালচ্ছিদ্দ (তালা), আবিঞ্জনছিদ্দ (কবাটে রজ্জু বাঁধবার ছিদ্র) আবিঞ্জন রজ্জু (কবাট খুলে রাখবার বন্ধন রজ্জু) দিবে।

(১৬) মল কুটিতে তৃণ চূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা মকর দন্ত ও 'পঞ্চপটিক' অঙ্কিত করবে। এবং চীবর রাখবার বংশ দণ্ড ও রজ্জু বেঁধে দিবে।

(১৭) সেই সময় জনৈক ভিক্ষু মল ত্যাগ করে উঠবার সময় দুর্বলতা বশতঃ পড়ে গেলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রজ্জু বা দণ্ড অবলম্বন করবে।

(১৮) মল কুটি ঘেরা ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠ দ্বারা ঘেরা দিবে।

(১৯) প্রকোষ্ঠ ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করবে।

(২০) প্রকোষ্ঠের কবাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কবাট, পিট্ঠি স ঘাট উদুক্খলিক, উত্তর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পাসক, অগ্গল বট্টিক, কপি সীসক, সুচিক, ঘটিকা, তালা, আবিঞ্জনছিদ্দ, আবিঞ্জন রজ্জু দিবে।

(২১) প্রকোষ্ঠে তৃণ চূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ ও গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা, মকর দন্ত, 'পঞ্চপটিক' অঙ্কিত করবে।

(২২) পরিবেনে (পায়খানার উঠানে) কর্দ্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রস্তর কণিকা (মরুম্ব) ছড়িয়ে দিবে।

(২৩) কুলাল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করবে।

(২৪) জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জল নির্গমনের নালা দিবে।

(২৫) আচমন কুম্ভ ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আচমন কুম্ভ রাখবে।

(২৬) আচমন করবার পাত্র (সরাবক) ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আচমন পাদুকা ব্যবহার করবে।

(২৭) আচমন পাদুকা খোলা ছিল। ভিক্ষুগণ আচমন করতে লজ্জাবোধ করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা প্রাকার দিবে।

(২৮) আচমন কুম্ভ অনাবৃত থাকায় তাতে তৃণ চূর্ণ পড়ত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ঢাকনা দিবে।

(৩) বৃক্ষরোপন ইত্যাদি

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ অনাচার করতেছিল, ফুল গাছ (মালাবচ্ছং) রোপন করতেছিল, করাতেছিল, জল সিঞ্চন করতেছিল, করাতেছিল, চয়ন করতেছিল, করাতেছিল, গাঁথতেছিল, গাঁথাতেছিল, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতেছিল, গাঁথাতেছিল, উভয় দিকে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতেছিল, গাঁথাতেছিল,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মঞ্জরিক (মালার নাম) করতেছিল, করাতেছিল। বিধূনিক করতেছিল, করাতেছিল, [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! বিবিধ অনাচার আচরণ করতে পারবে না। যে আচরণ করবে তার উপর ধর্মানুসারে অপরাধ আরোপ করতে হবে।

(৪) লৌহ, কাষ্ঠ ও মৃৎ ভাণ্ড

সেই সময় আয়ুষ্মান উরুবেল কাশ্যপ প্রব্রজিত হবার পর সংঘ বহু লৌহ, কাষ্ঠ এবং মৃৎ পাত্র পেয়েছিলেন। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, ভগবান লৌহ ভাণ্ড ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি? দেন নাই? কাষ্ঠ ভাণ্ড ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি? দেন নাই? মৃৎ ভাণ্ড ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি, দেন নাই? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রহরন (অস্ত্র) ব্যতীত সর্ব প্রকার লৌহ ভাণ্ড, আসন্দী (চেয়ার) পালঙ্ক, কাষ্ঠ পাত্র ; কাষ্ঠ পাদুকা (খড়ম) ব্যতীত সর্ব প্রকার কাষ্ঠ ভাণ্ড এবং কতক টুকরি ও মাটির গৃহ ব্যতীত সর্ব প্রকার মৃৎ ভাণ্ড ব্যবহার করতে পারবে।

ক্ষুদ্র বস্তু স্কন্ধ সমাপ্ত।

(৬) শয়ন আসন স্কন্ধ

বিহার ও তাহার সামগ্রী

স্থান-রাজগৃহ

(১) রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার প্রস্তুত

(১) সেই সময় বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তখন পর্যন্ত ভগবান ভিক্ষুগণের শয়নাসন (বাসস্থান) নির্দ্দিষ্ট করে দেন নাই। ভিক্ষুগণ যেখানে সেখানে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরি গুহায়, শ্মশানে, বনপথে, উন্মুক্ত ময়দানে এবং পলালপুঞ্জে (তৃণস্তুপে) অবস্থান করত। তাঁরা সকলেই সেই সেই স্থান অরণ্য বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরি গুহায়, শ্মশানে, বনপথে, উম্মুক্ত ময়দানে এবং পলালপুঞ্জ হতে ভদ্রোচিৎ গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, অঙ্গসংকোচন, প্রসারণ করে চক্ষু দৃষ্টি নিম্ন রেখে দেহের স্বভাবিক ভঙ্গিযুক্ত হয়ে বাহির হতেন। তখন রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী প্রত্যুষে উদ্যানে আগমন করলেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী পূর্বাহ্নে সেই ভিক্ষুগণকে অরণ্যবৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরি গুহায়, শ্মশানে, বনপথে, উম্মুক্ত ময়দানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং পলালপুঞ্জ হতে ভদ্রোচিৎ গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, অঙ্গসংকোচন, প্রসারণ করে চক্ষু দৃষ্টি নিম্ন রেখে দেহের স্বভাবিক ভঙ্গিযুক্ত হয়ে বাহির হতে দেখলেন। দেখে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হল। অতঃপর রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাদেরকে কহিলেন- প্রভো! যদি আমি বিহার প্রস্তুত করি তা হলে আমার বিহারে আপনারা বাস করবেন কি? গৃহপতি! ভগবান বিহারের বিধান প্রদান করেন নাই। প্রভো! তা হলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবেন। তা করব, গৃহপতি! এই বলে সেই ভিক্ষুগণ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন- প্রভো! রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী বিহার প্রস্তুত করাতে ইচ্ছা করেছেন। এখন কি করতে হবে? তখন ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চবিধ লেন (বাসস্থান)- (১) বিহার, (২) অর্দ্ধযোগ, (৩) প্রাসাদ, (৪) হর্ম্য ও (৫) গুহা ভিক্ষুরা গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারবে।

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীকে কহিলেন-

গৃহপতি! ভগবান বিহারের বিধান দিয়েছেন। অতএব এখন আপনি যাহা উচিত মনে করেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী একদিনেই ষাট খানা বিহার প্রস্তুত করালেন। তিনি বিহার প্রস্তুত করাইয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী ভগবানকে কহিলেন-

প্রভো! ভগবান ভিক্ষু সংঘ সহ আগামীকল্যের জন্য আমার নিমন্ত্রন গ্রহণ করুণ। ভগবান মৌন থেকে সম্মতি প্রদান করলেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী ভগবানের সম্মতি জেনে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী সেই রাত্রি শেষে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়ে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করালেন। প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে। আহার্য্য প্রস্তুত। ভগবান পূর্বাহ্নে বর্হিগমনোপযোগী বাস পরিধান করে পাত্র চীবর লয়ে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রস্তুত আসনে ভিক্ষু সংঘ সহ উপবেশন করলেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্ব-হস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করলেন এবং আহার সমাপ্ত করে পাত্র হতে হস্ত তুলে লবার পর একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী ভগবানকে কহিলেন।

(২) আগত এবং অনাগত ভিক্ষু সংঘকে শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার দান

প্রভো! পূণ্যার্থী এবং স্বর্গার্থী হয়ে আমি এই ষাট (৬০) খানা বিহার প্রস্তুত করেছি, এখন সেই বিহার আমাকে কি করতে হবে? গৃহপতি! তা হলে আপনি এই ষাট খানা বিহার চতুর্দ্দিক হতে আগত এবং অনাগত ভিক্ষু সংঘকে প্রদান করুন। তাই করব প্রভু।

এই বলে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে সেই ষাট খান বিহার চতুর্দ্দিক হতে আগত এবং অনাগত ভিক্ষু সংঘকে প্রদান করলেন। তখন ভগবান রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর দান এই গাথা দ্বারা অনুমোদন করলেন।

রাজগহে শ্রেষ্ঠীর বিহার দান অনুমোদন গাথা

সীতং উণ্হং পটিহন্তি ততো বালমিগানি চ সিরিংসপো চ মকসে সিসিরে চাপি বুথিটিযো, ততো বাতাতপো ঘোরো সঞ্জাতো পটিহঞ্ঞাতি। লেণথঞ্চ সুখথঞ্চ ঝায়িতুঞ্চ বিপস্সিতুং, বিহারদানং স ঘস্স অগাং বুদ্ধেহি বণ্নিতং। তস্মাহি পণ্ডিতো পোসো সম্পস্সং অত্থমত্তনো, বিহারে কারয়ে রম্মে বাসয়েত্থ বহুস্সুতে। তেসং অণ্নঞ্চ পানঞ্চ বত্থসেনসনানি চ, দদেয্য উজুভূতেসু বিপ্পসন্নেন চেতসা। তে তস্স ধম্মং দেসেন্তি সব্বদুক্খা পনুদনং, যং সো ধম্মং ইধঞ্ঞায পরিনিব্বুতি অনাসবোতি।

অনুবাদঃ-

শীত-উষ্ণ, হিংস্র পশু-সৃরীসৃপ মশক,
শিশির, বৃষ্টি ঘোর ঝঞ্জা আর বায়ু-তাপ।
প্রতিহত করা তরে এ সব উপদ্রব,
ধ্যান-বিদর্শন আশ্রয়ে সুখ অনুভব।
স ঘকে বিহার দান বলেন বুদ্ধগণ,
অগ্র ইহা শ্রেষ্ঠ ইহা জান হে ধীমান।
সে হেতু পণ্ডিত সুজন উত্তম দেখে,
বহু শ্রুতের বাস তরে বিহার তৈয়ার করে।
অন্ন-পান, ব্যবহার বস্ত্র আর শয়নাসন,
সরল প্রসন্ন চিত্তে করে তারা দান।
সর্বদুঃখ হর ধর্ম দেশনা তাতে হয়,
আসবক্ষয়ে পরিনির্ব্বাণ ইহাতে নিশ্চয়।

ভগবান রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর দান এই দ্বারা অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ছিলেন।

জনসাধারণ শুনতে পেল। ভগবান বিহারের (বাসস্থানের) বিধান দিয়েছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন তারা উত্তমরূপে বিহার প্রস্তুত করাতে লাগল। সেই বিহার সমূহে কবাট ছিল না। অহি, বৃশ্চিক, শতপদী প্রবেশ করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

(৩) কবাট ও কবাটের সামগ্রী

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কবাট দিবে। ভিত্তিতে ছিদ্র করে লতা ও রজ্জু দ্বারা কবাট বাঁধতে লাগল। তা (লতা ও রজ্জু) ইঁন্দুর ও উইয়ে কেটে ফেলায় কবাট পড়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পিট্‌ঠি স ঘাট, উদুক্‌খলিক এবং উত্তর পাসক দিবে।

কবাট খোলা যেত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আবিঞ্জন ছিদ্র এবং আবিঞ্জন রজ্জু দিবে।

কবাট বন্ধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অর্গল বর্ত্তি, কপিশীষ, সুচিক এবং ঘটিক লাগাবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুগণ কবাট বন্ধ করতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তালার ছিদ্র, লৌহার তালা, কাষ্ঠের তালা এবং বিষাণ তালা এই ত্রিবিধ তালা লাগাবে।

যে কেহ খুলে প্রবেশ করতে থাকায় বিহার অরক্ষিত হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তালা ও চাবি ব্যবহার করবে।

সেই সময় বিহার তৃণাচ্ছাদিত হওয়ায় শীত কালে শীতল এবং উষ্ণকালে উষ্ণ হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে।

(৪) বাতায়ন

সেই সময় বিহারে বাতায়ন ছিল না। এই হেতু অন্ধকার এবং দুর্গন্ধ হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ বাতায়ন বেদিকাবাতায়ন, জালবাতায়ন এবং শলকবাতায়ন দিবে।

বাতায়নের মধ্য দিয়া কাড়ক (কাল বাদুর) ও চড়ুই প্রবেশ করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাতায়নে পর্দা দিবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর্দার মধ্যে দিয়া ও কাল বাদুর ও চড়ুই প্রবেশ করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাতায়ন কপাট ও বাতায়ন বৃষি (চিক) দিবে।

(৫) মঞ্চ ও চৌকি আদি

সেই সময় ভিক্ষুগণ মাটিতে শয়ন করতেন। তাতে দেহ ও চীবর পাংশুলিপ্ত হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তৃণ শর্য্যা ব্যবহার করবে।

তৃণ শয্যা ইদুরে ও উঁইয়ে খেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মী (চাটাই) বিছাবে।

চাটাইতে গাত্র বেদনা করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বিশাল মঞ্চ (বেত্র বেনু বা লতা নির্ম্মিত মঞ্চ) ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত মসারম (মোটা তোষক আঁটা) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মোটা তোষক আটা মঞ্চ ব্যবহার করবে।

মোটা তোষক আটা পীঠ (চৌকি) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তোষক আটা পীঠ ব্যবহ্যর করবে।

সেই সময় সংঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত চাদর আটা (বন্দিকাবদ্ধ) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চাদর আটা মঞ্চ ব্যবহার করবে।

চাদর আটা পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চাদর আটা পীঠ ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত কুলীর পাদক (কুম্ভিরের পদ সদৃশ পদ বিশিষ্ট) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কুলীর পাদক মঞ্চ ব্যবহার করবে।

কুলীর পাদক পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কুলীর পাদ পীঠ ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত আহচ্চ পাদক (অনাবদ্ধ পদ বিশিষ্ট) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আহচ্চ পাদক মঞ্চ ব্যবহার করবে।

আহচ্চ পাদক পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আহচ্চ পাদক পীঠ ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ আসন্দি (চতুষ্কোন) পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আসন্দিক ব্যবহার করবে।

উচ্চ আসন্দিক প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উচ্চ আসন্দিক ব্যবহার করবে।

সত্তংক (কেদারা) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সত্তংক ব্যবহার করবে।

উচ্চ সত্তংক প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উচ্চ সত্তংক ও ব্যবহার করবে।

ভদ্রপীঠ (বেতের চৌকি) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভদ্রপীঠ ব্যবহার করবে।

পীঠ্টীকা (কাপড় আঁটা চৌকি) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পীঠ্টীকা ব্যবহার করবে।

এলক পাদক পীঠ প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, এলক পাদক পীঠ ব্যবহার করবে।

আমলক বট্টিক (আমলকী আকারে সংযুক্ত বহু পদ বিশিষ্ট) পীঠ প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আমলক বট্টিক পীঠ ব্যবহার করবে।

ফলক (কাঠের তক্তা) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ফলক ব্যবহার করবে।

কোছ (উশীর বা মুঞ্জ তৃণ) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কোছ ব্যবহার করবে।

পলাল (তৃণে নির্ম্মিত) পীঠ প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পলাল পীঠ ব্যবহার করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু উচ্চ মঞ্চে শয়ন করতেছিল। জন সাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উচ্চ মঞ্চে শয়ন করতে পারবে না। যে শয়ন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষু নীচ মঞ্চে শয়ন করবার সময় অহি দংশিত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মঞ্চে পটিপদ দিবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু উচ্চ মঞ্চে পটিপদ ব্যবহার করতেছিল। মঞ্চসহ পটিপদ পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উচ্চ মঞ্চে পটিপদ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আট আঙ্গুল প্রমাণ মঞ্চ পটিপদ ব্যবহার করবে।

(৬) সুতা ও বিছানা ইত্যাদি

সেই সময় সংঘ সুতা পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

মঞ্চে সুতা দ্বারা বয়ন করবে। অঙ্গে সুতা জড়ায়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অঙ্গ বিদ্ধ করে অষ্ট পদক (শতরঙ্গ) বয়ন করবে।

কাপড় প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চিমিলিকা প্রস্তুত করবে।

কার্পাস প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, বিজটিত করে উপাধান প্রস্তুত করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কার্পাস তিন প্রকার-গাছের তুলা, লতার তুলা ও তৃণের তুলা।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অর্দ্ধ কায়িক (দেহের অর্দ্ধেক লম্বা) উপাধান ব্যবহার করতেছিলেন। জন সাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলণ, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্রীয় শমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! অর্দ্ধকায়িক উপাধান ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞ করতেছি, সন্তক প্রমাণ উপাধান ব্যবহার করবে।

সেই সময় রাজগৃহে গিরি পাদমূলে উৎসব হচ্ছিল। জন সাধারণ অমাত্যগণের জন্য ঊর্ণা, ত্বক বস্ত্র দ্বারা গদি (তোষক) প্রস্তুত করতেছিল। উৎসব সমাপ্ত হবার পর তারা তাহা খুলে আস্তরন (ছবি) লয়ে গেল। ভিক্ষুগণ উৎসব স্থানে বহু ঊর্ণা, ত্বক, তৃণ ও পত্র পরিত্যক্ত দেখে ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চবিধ তোষক, ঊর্ণা, ত্বক, বস্ত্র ও পত্রের তোষক ব্যবহার করবে।

সেই সময় সংঘ শয্যাসনের উপযোগী থান কাপড় (দুস্‌স) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তৎদ্বারা তোষক প্রস্তুত করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চের তোষক পীঠে বিছাতেছিলেন। পীঠের তোষক মঞ্চে বিছাতেছিল। তোষক ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তোষক যুক্ত মঞ্চ ও তোষক যুক্ত পীঠ ব্যবহার করবে।

বিনা আস্তরনে (চিমিলিকা না দিয়া) বিস্তারিত করায় অধোভাগ দিয়া পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আস্তরন দিয়ে বিছায়ে তোষক মঞ্চের সঙ্গে সেলাই করবে।

আস্তরন খুলে লয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রঙ ছিটকায়ে দিবে।

তবু ও লয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভত্তি কম্ম (এঁড়ড় এঁয়বধফ) দিবে।

তবু ও লয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, হয় ভত্তি কম্ম পঞ্চাঙ্গুলের ছাপ দিবে।

বিহারের রঙ এবং নানা রকমের গৃহ

(১) ভিত্তির রঙ

সেই সময় তীর্থিকগণের শয্যা শ্বেত বর্ণ ছিল। মেঝে কৃষ্ণ বর্ণ এবং ভিত্তি গৈরিক বর্ণের ছিল। বহু লোক শয্যা দেখবার জন্য গমন করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

বিহারে শ্বেত কৃষ্ণ এবং গৈরিক বর্ণের কাজ করবে।

সেই সময় কর্কশ ভিত্তিতে শ্বেত রঙ লাগতেছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তুষ দ্বারা হস্তে মার্জ্জন করে সাদা রঙ দিবে।

শ্বেত রঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সূক্ষ্ম মাটির দ্বারা হস্তে মার্জ্জন করে সাদা রঙ দিবে।

শ্বেত রঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গাছের নির্য্যাস ও পিষ্ট খাইল দিবে।

সেই সময় কর্কশ ভিত্তিতে গৈরিক রঙ লাগাচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তুষ দ্বারা হস্তে মার্জ্জন করে গৈরিক রঙ দিবে।

গৈরিক রঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, খড়িমিশ্রিত মাটি দ্বারা হস্তে মার্জ্জন করে গৈরিক রঙ দিবে।

গৈরিক রঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সর্ষপের খইল ও সোম মিশ্রিত করে দিবে।

অতি খচ্‌খচ্‌ হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ন্যাকড়া দ্বারা মুচবে।

সেই সময় কর্কশ ভিত্তিতে কাল রঙ লাগাচ্ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তুষ দ্বারা হস্তে মার্জ্জন করে কাল রঙ দিবে।

কাল রঙ লাগতে ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কেঁচোর মাটি দ্বারা হস্তে মার্জ্জন করে কাল রঙ দিবে।

কাল রঙ লাগল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গাছের নির্য্যাস ও হরিতকী আদির কষ মিশ্রিত করবে।

(২) ভিত্তি গাত্রে চিত্র

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু বিহারে স্ত্রী-পুরুষের আদি চিত্র অঙ্কন করতেছিল। জন সাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। শাক্য পুত্র শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! স্ত্রী-পুরুষের চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মালা, লতা, মরক দন্ত ও 'পঞ্চপটিক' অঙ্কন করবে।

(৩) সোপান আদি

সেই সময় বিহারের বাস্তু নীচু হওয়ায় জল জমতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাস্তু উচ্চ করবে।

দেওয়াল পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠের দ্বারা দেওয়াল তুলবে।

আরোহন কারীর কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ সোপান ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন বাহু দিবে।

(৪) প্রকোষ্ঠ

সেই সময় বিহার সমূহ এক অঙ্গনে (উঠানে) ছিল। ভিক্ষুগণ শুইতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পর্দা দ্বারা ঘিরবে।

পর্দা তুলে অবলোকন করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অর্দ্ধ দেওয়াল দিবে।

অর্দ্ধ দেওয়ালের উপর দিয়ে অবলোকন করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ গর্ভ (প্রকোষ্ঠ) শিবিকাকৃতি গর্ভ (দীর্ঘ প্রস্থে সমান কামরা) নালিক গর্ভ (দীর্ঘ কামরা) হৰ্ম্ম গর্ভ, (কামরার উপর কামরা) প্রস্তুত করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ ক্ষুদ্র বিহারের মধ্যে গর্ভ (কামরা) প্রস্তুত করতেছিল। গমনাগমনের রাস্তা ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ক্ষুদ্র বিহারে এক পার্শ্বে এবং বৃহৎ বিহারে মধ্যস্থলে কামরা প্রস্তুত করবে।

সেই সময় বিহারের খুঁটি জীর্ণ হতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, স্বতন্ত্র গাছের খুঁটি গোড়ার সঙ্গে জোড়া দিবে।

বিহারের খুঁটি ভিজতে ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রক্ষার জন্য কুটিক এবং গোবৎসের গোময়ের সঙ্গে ভস্ম মিশ্রিত মৃত্তিকা দিবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর স্কন্ধের উপর তৃণাচ্ছাদন হতে সর্প পতিত হল। তিনি ভয়ে বিকট চিৎকার করে উঠলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ দৌড়ে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। বন্ধো! আপনি বিকট চিৎকার করলেন কেন? তখন সেই ভিক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জ্ঞাপন করলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বিতান দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চের পদের সঙ্গে ও পীঠের পদের সঙ্গে স্থলী ঝুলিয়ে রাখতেন। তা ইদুরে ও উঁইয়ে কাটতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিত্তি খিল এবং নাগদন্তে ঝুলিয়ে রাখবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চে ও পীঠে চীবর রেখে দিতেন। তাতে চীবর ছিঁড়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু ব্যবহার করবে।

(৫) অলিন্দ ও

সেই সময় বিহারে অলিন্দ (বারাণ্ডা) ছিল না। অপ্পটি সরণা। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অলিন্দ, পঘন পকুড্ড এবং ও সরক প্রস্তুত করবে।

অলিন্দ খোলা ছিল। ভিক্ষুগণ শয়ন করতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সংসরণ কুটিক (চিক) এবং উদ্ঘাটন কুটিক (চিক) ব্যবহার করবে।

(৬) উপস্থান শালা

সেই সময় ভিক্ষুগণ খোলা স্থানে ভোজন করবার সময় শীতোষ্ণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উপস্থান শালা প্রস্তুত করবে।

উপস্থান শালার বাস্তু নীচু ছিল। সে হেতু তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাস্তু উচ্চ করবে।

দেওয়াল পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠের দেওয়াল দিবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরোহন করতে কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ সোপান, ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন বাহু দিবে।

উপস্থান শালায় তৃণ চূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে।

শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা, মকর দন্ত ও পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ খোলা জায়গায় মাটিতে চীবর প্রসারিত করতেন। তাতে চীবর পাংশু লিপ্ত হত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, খোলা জায়গায় চীবর প্রসারিত করবার বাঁশ এবং রজ্জু দিবে।

(৭) পানীয় শালা

জল গরম হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পানীয় শালা এবং পানীয় মণ্ডপ প্রস্তুত করবে।

পানীয় শালার বাস্তু নীচু ছিল। সে হেতু তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাস্তু উচ্চ করবে।

দেওয়াল পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের দেওয়াল দিবে।

আরোহন করবার সময় কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবিধ সোপান ইষ্টকের শিলার কিংবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহন করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন বাহু দিবে।

পানীয় শালার তৃণ চূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকার করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে।

শ্বেত, কাল, গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা, মরক দন্ত ও পঞ্চপটিক চিত্রিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু দিবে।

পানীয় পাত্র ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পানীয় (গস্লাস) সংঘ এবং মাটির পাত্র (সরাব) ব্যবহার করবে।

(৮) বিহার

সেই সময় বিহারে ঘেরা ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা, কিংবা কাষ্ঠের প্রাকার দিয়ে ঘেরা দিবে।

কোষ্ঠ ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কোষ্ঠক প্রস্তুত করবে।

কোষ্ঠকের বাস্তু নীচু ছিল। সে হেতু জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাস্তু উচ্চ করবে।

কোষ্ঠকের কপাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কপাট পিট্‌ঠি স ঘাট, উদুক্‌খলিক, উত্তর পাসক অগ্গল বট্টিক, কপিসীসক, সূচিক, ঘটিক, তালাচ্ছিদ্দ, আবিঞ্জনছিদ্দ এবং আবিঞ্জন রজ্জু দিবে।

কোষ্ঠকের তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকৃতি করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত এবং পঞ্চপটিক চিত্রিত করবে।

(৯) পরিবেন

সেই সময় পরিবেনের অঙ্গনে কর্দ্দম হতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কাঁকর (মরুম্ব) ছড়িয়ে দিবে।

কাঁকরে ঠিক হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শিলা (বদর শিলা) নিক্ষেপ করবে।

জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, পয় নিসরনের প্রণালী দিবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পরিবেনের যেখানে সেখানে অগ্নি জ্বলতে ছিলেন। পরিবেন অপরিস্কার হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, একপার্শ্বে অগ্নি শালা প্রস্তুত করবে।

অগ্নি শালার নীচু হওয়ায় তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাস্তু উচ্চ করবে।

দেওয়াল পড়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠ দ্বারা দেওয়াল প্রস্তুত করবে।

আরোহন করতে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের দ্বারা সোপান দিবে।

আরোহন করতে পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আলম্বন বাহু দিবে।

অগ্নি শালার কপাট ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কপাট, পিট্‌ঠি স ঘাট, উদুক্‌খলিক, উত্তর পাসক, অগ্গলবট্টি, কপিশীসক, সূচিক, ঘটিক, তালা, আবিঞ্জন ছিদ্দ, আবিঞ্জন রজ্জু দিবে।

অগ্নি শালায় তৃর্ণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকৃতি করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত, পঞ্চপটিক, অঙ্কিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ বা রজ্জু দিবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) আরাম

আরাম ঘেরা ছিল না। অজ ও গরু প্রবেশ করে রোপিত বৃক্ষাদি অনিষ্ট করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বাঁশ, কণ্ঠক কিংবা পরিখা খান করে ঘেরা দিবে।

কোষ্ঠক ফাটল (বহিদ্ধার) না থাকায় পূর্ববৎ ছাগল ও গরু প্রবেশ করে রোপিত বৃক্ষাদির অনিষ্ট করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ফাটক, আপেসি, ঘোড়া কপাট, তোরণ এবং পলিস দিবে।

কোষ্ঠকে তৃর্ণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গম্বুজাকৃতি করে ভিতরে বাহিরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিক রং দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত ও পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে। আরামে কর্দ্দম হতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কাঁকর ছাড়িয়ে দিবে।

ঠিক হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শিলা নিক্ষেপ করবে।

জল জমতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পয় প্রণালী দিবে।

(১১) প্রাসাদের ছাদন

সেই সময় মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সংঘের উদ্দেশ্যে চূণ ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করা প্রাসাদ প্রস্তুত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। ভগবানকে ছাদের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি, দেন নাই? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চবিধ ছাদন, ইষ্টকের ছাদন, শিলার ছাদন, চূণার (সুধার) ছাদন, তৃণের ছাদন এবং পত্রের ছাদন দিবে।

প্রথম ভনিতা সমাপ্ত।

অনাথপিণ্ডদের দীক্ষা, নবকর্ম (নূতন গৃহ প্রস্তুত করা) অগ্রাসন ও অগ্রপিণ্ডদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোগ্য লোক, তিত্তির জাতক, জেতবন গ্রহণ

(১) অনাথপিণ্ডদের দীক্ষা

সেই সময় অনাথপিণ্ডদের গৃহপতি রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর ভগ্নিপতি ছিলেন। কোন একটা কার্যোপলক্ষে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি রাজগৃহে আগমন করেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে নিমন্ত্রন করেছিলেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী দাস ও কর্মচারীদিগকে আদেশ করলেন, ভনে! প্রত্যুষেই উঠে যবাগূ পাক করবে। ভাত পাক করবে। সূপ প্রস্তুত করবে। কাঁজি (উত্তরিভঙ্গ) প্রস্তুত করবে।

তখন অনাথণ্ডিদ গৃহপতির এই চিন্তা উদিত হল। এই গৃহপতি পূর্বে আমি আসলে সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে আমারই সহিত প্রীত্যালাপ করতেন। কিন্তু এখন তিনি ব্যস্ত ভাবে দাস ও কর্মচারীদিগকে আদেশ করতেছেন। ভনে, প্রত্যুষে উঠে যবাগূ পাক কর, ভাত পাক কর, সূপ পাক কর, কাঁজি প্রস্তুত কর। এই গৃহপতির বাড়িতে আবাহ, বিবাহ, মহাযজ্ঞ হবে কিংবা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সৈন্য সামন্ত সহ আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অতঃপর রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী দাস কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়ে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির সহিত প্রীত্যালাপ করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীকে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি কহিলেন- গৃহপতি! পূর্বে আমি আসলে আপনি সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে আমার সহিতই প্রীত্যালাপ করতেন। কিন্তু এখন আপনি ব্যস্ত হয়ে দাস ও কর্মচারীদিগকে আদেশ করতেছেন। ভনে প্রত্যুষে উঠে যবাগূ পাক কর, ভাত পাক কর, সূপ প্রস্তুত কর, কাঁজি প্রস্তুত কর। গৃহপতি! আপনার বাড়িতে কি আবাহ হবে; না বিবাহ হবে? অথবা, মহাযজ্ঞ উপস্থিত হয়েছে, না মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সৈন্য সামন্ত সহ আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছে?

গৃহপতি! আমার বাড়িতে আবাহ বা বিবাহ হবে না অথবা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ও সৈন্য সামন্ত সহ আগামী- কল্যের জন্য নিমন্ত্রিত হন নাই, কিন্তু আমার বাড়িতে যজ্ঞ উপস্থিত হয়েছে, আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হয়েছেন। গৃহপতি! আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি হাঁ আমি বুদ্ধ বলে বললাম। গৃহপতি! আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি হাঁ বুদ্ধ কহিলাম। গৃহপতি! আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি হাঁ বুদ্ধ বলে কহিলাম। গৃহপতি! এই শব্দ ও জগতে দুর্লভ। গৃহপতি! এই সময় সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্য উপস্থিত হতে পারি কি?

গৃহপতি! সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্য উপস্থিত হবার সময় নহে। আগামীকল্য সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ দর্শন করবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্য উপস্থিত হবেন।

তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি আগামীকল্য সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শনার্থ যাব। এই বুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতি মনে লয়ে শয়ন করলেন। প্রভাত হয়েছে মনে করে তিনবার শয্যা ত্যাগ করে উঠলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি শিবদ্বারে উপস্থিত হলেন, অমনুষ্যগণ (দেবতাদি) দ্বার বিবৃত করে দিলেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি নগর হতে বাহির হবার পর আলোক অন্তর্হিত হল, অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হল। তাতে তার ভয়, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ উৎপন্ন হল। সে স্থান হতে প্রত্যাবর্ত্তন করতে ইচ্ছা করলেন। তখন শিবক যক্ষ নেপথ্যে থেকে শব্দ শ্রবণ করালেন। শত হস্তী শব্দ শ্রবণ করালেন।

গৃহপতি অগ্রসর হও, গৃহপতি অগ্রসর হও, অগ্রসর হওয়ায় শ্রেয়ঃস্কর প্রত্যাবর্ত্তন নহে।

তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির অন্ধকার অন্তর্হিত হল। আলোক প্রাদুর্ভূত হল, যেই ভয়, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়েছিল তা বিদূরিত হল। দ্বিতীয়, তৃতীয় দ্বার ও অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির আলোক অন্তর্হিত হল। অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হল, ভয়, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ উপস্থিত হল এবং সে স্থান হতেই প্রত্যাবর্ত্তন করতে ইচ্ছুক হলেন।

তৃতীয় বার ও শিবক যক্ষ নেপথ্যে থেকে শব্দ শ্রবণ করালেন। অগ্রসর হও, গৃহপতি, অগ্রসর হও গৃহপতি, অগ্রসর হওয়ায় তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ প্রত্যাবর্ত্তন নহে।

তৃতীয় বার ও অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির অন্ধকার অন্তর্হিত হল, আলোক উৎপন্ন হল এবং যেই ভয়, স্তব্ধতা ও রোমঞ্চের সঞ্চার হয়েছিল তা বিদূরিত হল।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি শীতবনে উপস্থিত হলেন। সেই সময় ভগবান রাত্রি অবসানে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করতেছিলেন। ভগবান দূরে থাকতেই অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে আসতে দেখলেন। পাদচারণ হতে অবতরন করে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। ভগবান উপবেশন করে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে সম্বোধন করে কহিলেন-এস সুদত্ত। তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবান আমার নাম উল্লেখ করে আমাকে আহ্বান করতেছেন। এই ভেবে হৃষ্ট প্রসন্ন হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পদে শির অবনত করে ভগবানকে কহিলেন। প্রভো! ভগবানের সুনিদ্রা হয়েছে তো? ভগবান হাঁ বলে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে আনুপূর্ব্বিক ধর্মকথা কহিলেন। যথা- দান কথা, শীল কথা, স্বর্গ কথা, কাম ভোগের অপকারিতা, অপকার মালিণ্য এবং নৈষ্ক্রম্যের প্রশংসা প্রকাশিত করলেন। চারি আর্য্য সত্য ব্যাখ্যা করলেন- দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা। যেমন কালিকা রহিত শুভ্র বস্ত্র রঙ প্রতিগ্রহণ করে এইরূপই অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। যাহা কিছু সমুদয় ধর্মী তৎ সমস্তই নিরোধ ধর্মী।

তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহন করে, শাস্তার শাসনে সন্দেহ রহিত হয়ে, বাদ-বিবাদ রহিত হয়ে, বৈশারদ্য লাভ করে এবং আত্ম প্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে কহিলেন। প্রভো! অতিসুন্দর, প্রভো! অতি মনোহর, প্রভো! যেমন অধোমুখকে উর্দ্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকার তৈল প্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখতে পায়। ভগবান আমি এরূপে নানা পর্য্যায়ে বুদ্ধের ধর্মের এবং ভিক্ষু সংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসক রূপে অবধারণ করুন।

প্রভো! ভগবান ভিক্ষু সংঘ সহ আগামীকল্য আমার নিমন্ত্রন গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনতা দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানের সম্মতি অবগত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তার পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী শুনতে পেলেন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন। রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে কহিলেন, গৃহপতি আপনি নাকি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে নিমন্ত্রন করেছেন? আপনি তো অতিথি এই হেতু গৃহপতি! আমাকে আমি খরচ দিতেছি তৎদ্বারা আপনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করুন। গৃহপতি প্রয়োজন নাই। আমার নিকট ব্যয় করবার অর্থ আছে। তৎদ্বারা আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করতে পারব।

রাজগৃহে নৈগম শুনতে পেলেন অনাথপিণ্ডদ নাকি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে নিমন্ত্রন করেছেন, তখন রাজগৃহের নৈগম অনাথপিণ্ডিদ গৃহপতিকে কহিলেন, গৃহপতি! আপনি নাকি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে নিমন্ত্রন করেছেন। আপনি অতিথি এই হেতু আপনাকে ব্যয় করবার অর্থ দিতেছি, তৎদ্বারা আপনি বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করুন। আর্য্য! প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে ভোজন প্রদান করবার মত খরচ আমার নিকট আছে।

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনতে পেলেন।...... আমি ব্যয় ভার বহন করব। দেব! প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে ভোজন দান করবার মত খরচ আমার নিকট আছে।

অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে উত্তম খাদ্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভোজ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করালেন। প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে, ভোজন প্রস্তুত। তখন ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র চীবর লয়ে রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভিক্ষু সংঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। অনাথপিণ্ডিদ গৃহপতি বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে বারণ না পর্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করলেন এবং ভগবান আহার সমাপ্ত করে পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করবার পর একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন-

প্রভো! শ্রাবস্তীতে ভিক্ষু সংঘ সহ বর্ষাবাস করবার আমার নিমন্ত্রন গ্রহণ করুন। গৃহপতি! শূন্যাগারে তথাগত অভিরমন করেন।

ভগবান! আমি বুঝেছি। ভগবান! বুঝেছি।

ভগবান অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ করে, সন্দীপ্ত করে, সমুত্তেজিত করে এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

সেই সময় অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি বহু মিত্র, বহু সহায় সম্পন্ন এবং প্রমাণ্য লোক ছিলেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি রাজগৃহে তাঁর করনীয় কার্য সমাপ্ত করে শ্রাবস্তী অভিমূখে যাত্রা করলেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি রাস্তার মধ্যে জন সাধারণকে অনুরোধ করলেন। আর্য্যগণ! আরাম প্রস্তুত করুন। বিহার প্রস্তুত করুন, দাতব্য দ্রব্য সজ্জিত করুন। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। সেই ভগবানকে আমি নিমন্ত্রন করেছি। তিনি এই রাস্তা দিয়ে আসবেন। সেই জন সাধারণ অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে আরাম প্রস্তুত করল। বিহার প্রতিষ্ঠা করল। দানীয় দ্রব্য সজ্জিত করল। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি শ্রাবস্তী গিয়ে শ্রাবস্তীর চতুর্দ্দিকে অবলোকন করলেন। ভগবান কোথায় অবস্থান করবেন যা গ্রাম হতে নাতি দূরে নাতি সমীপে। গমনাগমন যোগ্য, দর্শনার্থীগণের যাবার যোগ্য, যাহা দিবসে অল্প ভিড়, রাত্রে অল্প শব্দ অল্প কোলাহল। বিজনবাত মানুষ্যের দেহ সঞ্চালনে উৎপন্ন বায়ু রহিত। মানবের পক্ষে রহস্যজনক এবং ধ্যানের উপযোগী।

অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি জেতরাজ কুমারের উদ্যান দেখতে পেলেন। যা গ্রাম হতে নাতি দূরে ও নাতি সমীপে অবস্থিত। গমনাগমন যোগ্য দর্শনার্থী দিগের যাবার উপযোগী। দিবসে অল্প ভিড়, রাত্রিতে অল্প শব্দ অল্প কোলাহল। বিজনবাত মানবের পক্ষে রহস্যজনক এবং ধ্যানের উপযোগী। দেখে জেতরাজ কুমারের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে জেতরাজ কুমারকে কহিলেন। আর্য্যপুত্র! আরাম প্রস্তুত করবার জন্য আপনার উদ্যান আমাকে প্রদান করুন। গৃহপতি উদ্যান দিতে পারব না। কিন্তু একপার্শ্ব হতে মুদ্রা বিছায়ে দিলে দিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারি। আর্য্যপুত্র! আমি আরাম গ্রহণ করেছি। গৃহপতি! আপনি আরাম গ্রহণ করেন নাই। গৃহীত কি অগৃহীত এই বিষয় ব্যবহারিক অমাত্যের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। মহামাত্য কহিলেন, আর্য্যপুত্র যখনই আপনি মূল্য নির্দ্ধারন করে দিয়েছেন তখনই আরাম গৃহীত হয়েছে। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি হীরক শকট বোঝাই করে এনে জেতবনে এক প্রান্ত হতে বিছায়ে দিলেন। একবারে আনীত হীরক দ্বারা কোষ্ঠকের চতুর্দ্দিকে অল্পস্থানে সংকুলান হল না। তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি স্বীয় লোকদিগকে আদেশ করলেন।

ভনে! গিয়ে হীরক (মোহর) লয়ে আস। তখন জেতরাজ কুমারের মনে এই চিন্তা উদিত হল, এই কার্য অল্প মহত্ত্বপূর্ণ হবে না। যেহেতু এই গৃহপতি এখন বহু হীরক ব্যয় করতেছেন। এই ভেবে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে কহিলেন, গৃহপতি! প্রয়োজন নাই। সেই শূন্যস্থান আবৃত করবেন না। সেই শূন্যস্থান আমাকে প্রদান করুন। তা আমার দান হবে।

তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি এই জেতকুমার গণ্যমাণ্য প্রসিদ্ধ লোক এই ধর্ম বিনয়ে (বুদ্ধ শাসনে) ঈদৃশ ব্যক্তির প্রসন্নতা লাভ দায়ক। এই চিন্তা করে সেই শূন্যস্থান জেতরাজ কুমারকে প্রদান করলেন। জেতরাজ কুমার সেই স্থানে কোষ্ঠক প্রস্তুত করালেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি জেতবন বিহার প্রস্তুত করালেন। পরিবেন, কোষ্ঠক, উপস্থান শালা, অগ্নিশালা, বিহিত কুটি, পায়খানা, প্রস্রাব কুটি, চংক্রমন, চংক্রমন শালা, কূপ শালা, স্নান গৃহ, স্নানাগার শালা, পুষ্করিনী, মণ্ডপ, প্রস্তুত করালেন। ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করে বৈশালী অভিমূখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করে বৈশালীতে গমন করলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন মহাবনে, কূটাগার শালায়।

[স্থান-বৈশালী]

(২) নব কর্ম

সেই সময় জন সাধারণ সৎকার পূর্বক নবকর্ম (নূতন গৃহ নির্ম্মাণ) করত। যেই সময় ভিক্ষুগণ নবকর্মের দেখাশুনা (অধিষ্ঠান) করতেন, তিনি ও (১) চীবর, (২) পিণ্ডপাত, (৩) শয়নাসন (বাসগৃহ) এবং (৪) গস্লান প্রত্যয় (রোগীর পথ্য) ভৈষজ্য এই দ্রব্যাদি দ্বারা সৎকৃত হলেন। তখন জনৈক দরিদ্র তন্তুবায়ের মনে এই চিন্তা উদিত হল। এই ব্যক্তিগণ যে উত্তমরূপে নবকর্ম (গৃহ নির্ম্মাণ) করতেছে তা অবর (নিষ্কৃষ্ট) হবে না। অতএব আমি ও নবকর্ম করব। এই ভেবে সেই দরিদ্র তন্তুবায় স্বয়ং মৃত্তিকা মর্দ্দন করে ইষ্টক প্রস্তুত করে প্রাচীর তুলল। সেই অনভিজ্ঞ দ্বারা প্রস্তুত প্রাচীর পড়ে গেল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও প্রাচীর তুলল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও প্রাচীর পড়ে গেল। তখন সেই দরিদ্র তন্তুবায় আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। যারা এই শাক্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুত্রীয় শ্রমণদিগকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং রোগীর পথ্য ভৈষজ্য প্রদান করে তাদেরকে তারা উপদেশ প্রদান করে, অনুশাসন করে, তাদেরই নবকর্মের দেখাশুনা (অধিষ্ঠান) করে, আমি দরিদ্র বলে কেহ আমাকে উপদেশ দেয় না, অনুশাসন করে না কিংবা নবকর্মের দেখাশুনা করে না। ভিক্ষুগণ সেই দরিদ্র তন্তুবায়ের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, নবকর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! নবকর্মীকে উৎসুক থাকতে হবে। কিসে শীঘ্র বিহারের কার্য সমাপ্ত হয় এবং কিসে বা টুটা ফুটার সংস্কার সাধিত হয়। ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্দেশ দিবে। প্রথমে ভিক্ষুর মত নেবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

জ্ঞপ্তি-মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তা হলে সংঘ অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করবেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম (দেখিবার ভার) অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করতেছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। সংঘ অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করে শ্রাবস্তী অভিমূখে যাত্রা করলেন। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষু বুদ্ধ প্রমূখ সংঘের আগে গিয়ে বিহার শয্যা অধিকার করতে লাগল। ইহা আমার উপাধ্যায়ের জন্য, ইহা আমার আচার্য্যের জন্য এবং ইহা আমার জন্য হবে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র বুদ্ধ প্রমূখ সংঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে বিহার এবং শয্যা অধিকৃত হওয়ায় শয্যা না পেয়ে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। ভগবান রাত্রি অবসানে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে কাশলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ও কাশলেন। ভগবান কহিলেন-এখানে কে? প্রভো! আমি শারীপুত্র। শারীপুত্র! তুমি কেন এখানে উপবিষ্ট আছ? তখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুগণ বুদ্ধ প্রমূখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘের আগে আগে গিয়ে বিহার এবং শয্যা অধিকার করতেছে, ইহা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, ইহা আমাদের আচার্য্যের জন্য এবং ইহা আমাদের জন্য? হাঁ ভগবান, তাহা সত্য।

ভগবান তাহা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘ পুরুষগণ বুদ্ধ প্রমূখ সংঘের আগে আগে গিয়ে ইহা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, ইহা আমাদের আচার্য্যের জন্য এবং ইহা আমাদের জন্য বলে বিহার এবং শয্যা অধিকার করতেছে? ভিক্ষুগণ! তাদের এই কার্যে অপ্রসন্ন দিগের প্রসন্নতা উৎপন্ন হবে না। বরং প্রসন্নহীনের অপ্রসন্ন বৃদ্ধি করবে এবং কোন প্রসন্নবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এইভাবে নিন্দা করয়া ধর্মকথা উত্থাপন করয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

(৩) অগ্রাসন এবং অগ্রপিণ্ডলাভের যোগ্য ব্যক্তি

ভিক্ষুগণ! কে প্রথম আসন, প্রথম জল প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত? কেহ কেহ বললেন ভগবান! যিনি ক্ষত্রিয় কুল হতে প্রব্রজিত তিনি প্রথম আসন প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ কহিলেন, ভগবান! যিনি ব্রাহ্মণ কূল হতে প্রব্রজিত তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি গৃহপতি (বৈশ্য) কূল হতে প্রব্রজিত তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি সৌত্রান্তিক তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি বিনয়ধর তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি ধর্মকথিক তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি ধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি তৃতীয় ধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি চতুর্থ ধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের যোগ্য। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি স্রোতাপন্ন লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের যোগ্য। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি সকৃদাগামী লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি অনাগামী লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বললেন, ভগবান! যিনি অর্হৎ লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি ত্রিবিধ্যা লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন, ভগবান! যিনি ষড়ভিজ্ঞা লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্নলাভের উপযুক্ত।

(৪) তিত্তির জাতক

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বে এক বৃহৎ ন্যাগ্রোধ তরু ছিল। তাহাকে আশ্রয় করে তিত্তির পাখি, বানর এবং হস্তী এই তিন বন্ধু বাস করত। তারা পরস্ র গৌরব সম্মান না করে এবং সমজীবি পরায়ন না হয়ে অবস্থান করতেছিলেন। ভিক্ষুগণ! একদিন সেই বন্ধুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। অহো! আমাদের মধ্যে জন্মে কে শ্রেষ্ঠ? তা যদি জানতে পারি তা হলে আমরা তাঁকে সৎকার গৌরব-মান্য করব এবং তাঁর উপদেশ পালন করব।

তখন তিত্তির ও বানর হস্তী রাজকে কহিল, বন্ধো! তোমার কি কোন প্রাচীন কাহিনী স্মরণ আছে? বন্ধুগণ! যখন আমি শাবক ছিলাম, তখন ন্যাগ্রোধ তরুকে জংগার নিম্নে রেখে গমন করতাম, ইহার অগ্রভাগের অঙ্কুর আমার উদর স্ র্শ করত। বন্ধুগণ! এই প্রাচীন কাহিনী এতটুকু পর্যন্ত আমার স্মরণ আছে।

তিত্তির ও হস্তীরাজ বানরকে জিজ্ঞাসা করল, বন্ধো! তোমার কোন প্রাচীন কাহিনী স্মরণ আছে? বন্ধুগণ! আমি যখন শাবক ছিলাম তখন এই ন্যাগ্রোধ তরু অগ্র অঙ্কুর মাটিতে বসে খেতাম। এই পর্যন্ত স্মরণ আছে।

অতঃপর ভিক্ষুগণ! বানর ও হস্তীরাজ তিত্তিরকে জিজ্ঞাসা করল, বন্ধো! তোমার কোন প্রাচীন বিষয় স্মরণ আছে? বন্ধুগণ! অমুক স্থানে একটি বৃহৎ ন্যাগ্রোধ তরু ছিল। সেই বৃক্ষ হইতে ফল খেয়ে আমি এস্থানে মল ত্যাগ করেছিলাম। সেই মল হতে এই ন্যাগ্রোধ তরুর জন্ম হয়েছে। বন্ধুগণ! সেই সময় আমি বয়সে অধিক ছিলাম।

ভিক্ষুগণ! তখন বানর ও হস্তীরাজ তিত্তিরকে কহিল। বন্ধো! তুমি আমাদের অপেক্ষা বয়সে অধিক এই হেতু আমরা তোমাকে সৎকার-গৌরব-মান্য-পূজা করব। এবং তোমার উপদেশ পালন করব।

ভিক্ষুগণ! তখন তিত্তির বানর ও হস্তীরাজকে পঞ্চশীল গ্রহণ করালেন। এবং নিজে ও পঞ্চশীল গ্রহণ করে পালন করতে লাগল। সেই হতে তারা পরস্ র গৌরব সম্মান এবং সমভাবাপন্ন হয়ে বাস করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! ইহা তিত্তির ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত হত।

ভিক্ষুগণ! যদি তির্য্যক প্রাণী পরস্ র গৌরব, সম্মান এবং সমভাবাপন্ন হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাস করতে পারে তা হলে তোমরা এরূপ সুআখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে পরস্ ্ র অগৌরব-অসম্মান এবং অসমভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় কি?

ভিক্ষুগণ! তোমাদের এই কার্য দ্বারা শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, জ্যোষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, কৃতাঞ্জলি, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! সংঘের সামগ্রীতে জ্যোষ্ঠানুসারে প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধক জন্মাইবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) অবন্দ্য

ভিক্ষুগণ! এই একাদশ জন অবন্দনীয়, যথা-(১) পূর্বে উপসম্পন্নের নিকট পশ্চাৎ উপসম্পন্ন অবন্দ্য, (২) অনুপসম্পন্ন অবন্দ্য, (৩) নানা সংবাসক (যাহার সহিত বিনয় সম্বন্ধীয় কার্য করা চলে না তেমন ভিক্ষু) অবন্দ্য, (৪) বয়োজ্যেষ্ঠ অধর্মবাদী অবন্দ্য, (৫) নারী জাতি অবন্দ্য, (৬) পণ্ডক অবন্দ্য, (৭) পরিবাস ব্রত পালনে রত ভিক্ষু অবন্দ্য, (৮) মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষু অবন্দ্য, (৯) মানত্তার্হ ভিক্ষু অবন্দ্য, (১০) মানত্ত ব্রত পালনে রত ভিক্ষু অবন্দ্য, (১১) ভিক্ষু অবন্দ্য।

ভিক্ষুগণ! এই একাদশ ব্যক্তি বন্দনীয় নহে।

(৬) বন্দ্য

ভিক্ষুগণ! বন্দনীয় তিনজন, যথা- (১) পশ্চাৎ উপসম্পন্নের নিকট পূর্বে উপসম্পন্ন ভিক্ষু বন্দনীয়, (২) নানা সংবাস বৃদ্ধতম ধর্মবাদী ভিক্ষু বন্দনীয়, (৩) ভিক্ষুগণ! দেব, মার, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজা এবং দেব মনুষ্যের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বন্দনীয়।

ভিক্ষুগণ! এই তিনজন বন্দনীয়।

বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের অধিকার এবং আসন গ্রহণের নিয়ম

(১) বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের প্রণালী

সেই সময় জন সাধারণ সংঘোদ্দেশ্যে মণ্ডপ বিছানা এবং স্থান নির্দিষ্ট করে রাখত। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুগণ ভগবান সংঘের অধিকৃত দ্রব্যের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠানুসারে অনুজ্ঞা দিয়েছেন, সংঘের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য নহে। এই ভেবে বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘের আগে আগে গিয়ে মণ্ডপ, বিছানা এবং স্থান অধিকার করতে লাগল। ইহা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, ইহা আমাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আচার্য্যের জন্য এবং ইহা আমাদের জন্য হবে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র বুদ্ধ প্রমূখ সংঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে মণ্ডপ, বিছানা এবং স্থান অধিকৃত হওয়ায় স্থান না পেয়ে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন।

ভগবান রাত্রি অবসানে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে কাশলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ও কাশলেন। ভগবান কহিলেন, এখানে কে? প্রভো! আমি শারীপুত্র। শারীপুত্র! তুমি এখানে উপবিষ্ট কেন? আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুরা ভগবান সংঘের অধিকৃত দ্রব্যের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠানুসারে অনুজ্ঞা দিয়েছেন। সংঘের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য নহে। এই ভেবে বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘের আগে আগে গিয়ে মণ্ডপ, বিছানা এবং স্থান অধিকার করতে লাগল। ইহা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, ইহা আমাদের আচার্য্যের জন্য এবং ইহা আমাদের জন্য হবে। ভগবান তাহা সত্য।

ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! সংঘোদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দ্রব্যে ও জ্যেষ্ঠানুসারে প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধক জন্মাইবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) মহার্ঘ শয্যা নিষিদ্ধ

সেই সময় জন সাধারণ ভোজনের সময় স্বীয় গৃহে উচ্চ শয্যা মহাশয্যা বিস্তারিত করত। যথা আসন্দি,পালংক, গোনক, চিত্তক, পটিক, পটলিক, তূলিক, বিকতিক, উদ্দলোমি, একন্তলোমি, কর্টি্ঠস্স, কোষেয়, কম্বল, কুত্তং হস্ত্যাস্তরন, অশ্বাস্তরন, রথাস্তরন, অজিন, প্রবেনি, কদালি মৃগ, প্রত্যাস্তরন, সউত্তরচ্ছেদ, উভয় পার্শ্বে লাল রংয়ের বালিশ। ভিক্ষুগণ! সংকোচ করে তাতে বসতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অসন্ধি, পালংক, ও তূলিক এই তিনটি ব্যতীত অবশিষ্ট গৃহী ব্যবহার্য্য আসনে বসবে, কিন্তু শুইবে না।

সেই সময় জন সাধারণ আপন গৃহের ভোজন স্থানে তূলার গদি আটা মঞ্চ ও পীঠ প্রস্তুত রাখত। ভিক্ষুগণ সংকোচ বশতঃ তাতে উপবেশন করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গৃহী ব্যবহৃত আসনে বসবে কিন্তু শুইবে না।

স্থান-শ্রবস্তী

(৩) জেতবন গ্রহণ

ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন। ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতে লাগলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন- প্রভো! ভগবান ভিক্ষু সংঘ সহ আগামীকল্য ভোজনের নিমিত্ত আমার নিমন্ত্রন গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানের সম্মতি জেনে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। তিনি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করলেন। প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে, আহার্য্য প্রস্তুত।

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র চীবর লয়ে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভিক্ষু সংঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি বারণ না করা পর্যন্ত বুদ্ধ প্রমূখ ভিক্ষু সংঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করে ভগবান আহার সমাপ্ত করে পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করবার পর একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন হয়ে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন-

প্রভো! আমি জেতবন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করব?

গৃহপতি! তাহা হলে আপনি জেতবন চতুর্দ্দিক হতে আগত অনাগত ভিক্ষু সংঘকে প্রদান করুন। তথাস্তু প্রভো! বলে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে জেতবন চতুর্দ্দিক হতে আগত অনাগত ভিক্ষু সংঘকে প্রদান করলেন। তখন ভগবান অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির দান এই গাথা দ্বারা অনুমোদন করলেন।

ভগবান অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির দান এই গাথা যোগে অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

(৪) আসন দান এবং গ্রহণ

সেই সময় জনৈক আজীবক শ্রাবক মহামাত্য সংঘোদ্দেশ্যে ভোজন প্রদান করতেছিলেন। আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র পরে এসে ভোজন শেষ না হতে পাশ্ববর্ত্তী ভিক্ষুকে উঠায়ে দিলেন। ভোজন স্থানে কোহাহল উত্থিত হল। তখন সেই মহামাত্য আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন। কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পরে এসে ভোজন শেষ না হতে ভিক্ষুকে উঠায়ে দিতেছে? ভোজন স্থানে যে কোলাহল হচ্ছে? স্বতন্ত্র স্থানে বসে ও যথারুচি ভোজন করা যায়। ভিক্ষুগণ সেই মহামাত্যের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল। কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র পরে এসে ভোজন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শেষ না হতে পার্শ্ববর্ত্তী ভিক্ষুকে উঠায়ে দিলেন। ভোজন স্থানে যে কোলাহলে পূর্ণ হয়ে গেল।

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

উপনন্দ সত্যই কি তুমি পরে এসে ভোজন শেষ না হতে পার্শ্ববর্ত্তী ভিক্ষুকে তুমি উঠায়েছ? ভোজন স্থানে কোলাহল হয়েছিল? হাঁ ভগবান! তাহা সত্য। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! সমাপ্ত হবার পূর্বে ভিক্ষুকে উঠায়ে দিতে পারবে না। যে উঠায়ে দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

যদি উঠায়ে দেয় তাহা হলে সেই ভিক্ষু (ভোজন রত ভিক্ষু) প্রবারিত (আহার গ্রহণে নিবারিত) হয়। তখন সে প্রবারিত ভিক্ষু বলবে, জল নিয়ে আসুন, এরূপে সম্ভব হলে ভাল। যদি সম্ভব না হয়, তাহা হলে উত্তমরূপে মূখাভ্যন্তরে স্থিত খাদ্য গলাধকরন করে জ্যেষ্ঠতম ভিক্ষুকে আসন প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ! আমি কোন প্রকারেই জ্যেষ্ঠতম ভিক্ষুর আসনের প্রতিবন্ধক করতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধক করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু রুগ্ন ভিক্ষুকে উঠায়ে দিতেছিল। রোগী বলল, বন্ধো! আমি উঠতে পারতেছি না। আমি যে রুগ্ন। আমরা আয়ুষ্মান দিগকে তুলে দিব। এই বলে হাতে ধরে তুলে দণ্ডায়মান হবার পর ছেড়ে দিল। রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! রোগীকে উঠাতে পারবে না। যে উঠাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমরা রুগ্ন, আমাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারবে না। এই ভেবে উত্তম শয্যাগুলি ব্যবহার করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা অনুজ্ঞা করতেছি, রোগীকে তার উপযুক্ত শয্যা প্রদান করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সামান্য রোগের ভান করে শয্যাসনের প্রতিবন্ধক উৎপাদন করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সামান্য পীড়ায় শয্যাসনের প্রতিবন্ধক উৎপাদন করতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধক উৎপাদন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) সংঘের বিহার

সেই সময় সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষু এস্থানে আমরা বর্ষাবাস করব। এই ভেবে প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত একটি বিহার সংস্কার করতেছিলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুকে বিহার সংস্কার করতে দেখতে পেল। দেখে তারা পরস্ র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলতে লাগল, বন্ধো! সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষু এস্থানে একটি বিহার সংস্কার করতেছে, আসুন তাদেরকে বিতাড়িত করি। কেহ কেহ বলল, বন্ধো! সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সংস্কার করা শেষ হলে বিতাড়িত করব।

অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুকে কহিল, বন্ধুগণ! তোমরা চলে যাও, এই বিহার আমাদের। বন্ধুগণ! পূর্বেই বলা উচিত ছিল। আমরা অন্য বিহার সংস্কার করতাম। এইটা সংঘের বিহার নহে কি? হাঁ বন্ধো! সংঘের বিহার বটে। বন্ধুগণ! তোমরা চলে যাও, এই বিহার আমাদের ভাগে পড়েছে। বন্ধুগণ! এই বিহার বৃহৎ অতএব আপনারা ও বাস করুন। আমরা ও বাস করব। বন্ধুগণ চলে যাও, এই বিহার আমাদের ভাগে পড়েছে, এই বলে কোপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বাহির করে দিতে লাগল। বহিস্কৃত হবার সময় তার রোদন করতে লাগল। ভিক্ষুগণ! জিজ্ঞাসা করলেন, বন্ধুগণ! তোমরা কেন রোদন করতেছ? বন্ধুগণ! এই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদিগকে সংঘের বিহার হতে বাহির করে দিচ্ছে। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুদিগকে সংঘের বিহার হতে বাহির করে দিচ্ছে? সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুদিগকে সংঘের বিহার হতে বাহির করে দিচ্ছে? হাঁ ভগবান! তাহা সত্য। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুদিগকে সংঘের বিহার হতে বাহির করে দিতে পারবে না। যে বাহির করে দিবে তাহাকে ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শয়নাসন গ্রহণ করাবে। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। কার দ্বারা শয়নাসন গ্রহণ করাতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দাধীন নহে, (২) যে দ্বেষধীন নহে, (৩) যে ভয়াধীন নহে, (৪) যে মোহধীন নহে এবং (৫) যে গৃহীত অগৃহীত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে। প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করবে। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয়কে শয়নাসন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রাহাপক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৬) শয়নাসন গ্রাহাপক

তখন শয়নাসন গ্রাহাপক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। কিরূপে শয়নাসন গ্রহণ করাতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রথম ভিক্ষু গণবে, ভিক্ষু গণে শয্যা[১] গণবে, শয্যা গণে অংশ গ্রহণ করাবে। শয্যার অংশ গ্রহণ করায়ে দেওয়ায় মঞ্চাদি রাখবার স্থান অতিরিক্ত হল। (অধিকাংশ স্থান খালি রহিল)। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বিহারের অংশ গ্রহণ করাবে। বিহারের অংশ গ্রহণ করায়ে দেওয়াতে ও বিহার অতিরিক্ত হল। এই বিষয় ও ভগবানকে জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পরিবেনের অংশ গ্রহণ করাবে।

পরিবেনের অংশ গ্রহণ করায়ে দেওয়াতে ও পরিবেন অতিরিক্ত হল।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অতিরিক্ত অংশ ও প্রদান করবে।

অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করাবার পর অন্য ভিক্ষু আগমন করলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন- অনিচ্ছায় অংশ দিবে না।

সেই সময় ভিক্ষুগণ! সীমার বাহিরে অবশিষ্ট শয়নাসন গ্রহণ করাতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সীমার বাহিরে অবস্থিত শয়নাসন গ্রহণ করাতে পারবে না। যে গ্রহণ করাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করায়ে সর্বদা আবদ্ধ করে রাখতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করায়ে সর্বদা আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। যে আবদ্ধ করে রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বর্ষাঋতুর তিনমাস আবদ্ধ করে রাখবে, অবশিষ্ট ঋতুর সময় আবদ্ধ করে রাখবে না। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। শয়নাসন গ্রহণ করান কয় প্রকার? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

---

[১] মঞ্চ রাখিবার স্থানাদি। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করান বিধি ত্রিবিধ-(১) প্রথম, (২) পশ্চাৎ, (৩) মধ্যবর্ত্তী।

(১) আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর দিবস প্রথম (শয়নাসন) গ্রহণ করাবে।

(২) আষাঢ়ী পূর্ণিমার একমাস পরে পশ্চাৎ শয়নাসন গ্রহণ করাবে।

(৩) প্রবারণার আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিবস হতে পরবর্ত্তী বর্ষাবাসের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী শয়নাসন গ্রহণ করাবে।

ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করান এই ত্রিবিধ।

দ্বিতীয় ভনিতা সমাপ্ত।

(৭) এক ব্যক্তির দুইস্থান গ্রহণ নিষিদ্ধ

সেই সময় আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র শ্রাবস্তীতে শয়নাসন গ্রহণ করে এক গ্রাম্য আবাসে গমন করলেন। তথায় ও শয়নাসন গ্রহণ করলেন। তখন সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। বন্ধুগণ! এই আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র ভণ্ডন কারক, কলহ কারক, বিবাদ কারক, বহু বৃথা বাক্যব্যয়ী এবং সংঘের নিকট অভিযোক্তা। যদি তিনি এখানে বর্ষাবাস করেন তাহা হলে আমরা সুখে থাকতে পারব না। অতএব তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, এই ভেবে তাঁরা আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে কহিলেন, বন্ধু উপনন্দ! আপনি শ্রাবস্তীতে শয়নাসন গ্রহণ করেন নাই কি? হাঁ বন্ধো! বন্ধু উপনন্দ! আপনি একাকী কি দুইটি আসন আবদ্ধ করে রেখেছেন? বন্ধুগণ! আমি একটি ত্যাগ করলাম। সেইটি গ্রহণ করলাম।

অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র একাকী দুইটি আসন আবদ্ধ করে রাখতে পারেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন, এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ভিক্ষু সংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন-উপনন্দ সত্যই কি তুমি একাকী দুইটি আবদ্ধ করেছেন? হাঁ ভগবান! তাহা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। মোঘ পুরুষ! কেন তুমি একাকী দুইটি আসন আবদ্ধ করে রাখতেছ? মোঘ পুরুষ! তুমি সেস্থানে রেখেছ এস্থানে ত্যাগ করেছ; এস্থানে রেখেছ, সে স্থানে ত্যাগ করেছ মোঘ পুরুষ! এভাবে তুমি উভয় স্থানের বহির্ভূত হয়েছ, তোমার এই কার্যে অপ্রসন্নের প্রসন্নতা উৎপন্ন হবে না। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! একস্থানে দুইটি স্থান আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। যে আবদ্ধ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৮) এক আসনে উপবেশন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে বিবিধ ভাবে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। বিনয়ের প্রশংসা করতেছিলেন। বিনয় পর্যাপ্তির প্রশসংসা করতেছিলেন।

আয়ুষ্মান উপালির প্রশংসা করতেছিলেন। ভগবান বিবিধ প্রকারে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন, বিনয়ের প্রশংসা করতেছেন, বিনয় পর্যাপ্তির আচরণের প্রশংসা করতেছেন এবং ভগবান আয়ুষ্মান উপালির প্রশংসা কীর্ত্তন করতেছেন, এই ভেবে চলুন। বন্ধুগণ! আমরা আয়ুষ্মান উপালির নিকট বিনয় শিক্ষা করব। এই ভেবে অনেক স্থবির, মধ্যম বয়স্ক এবং নবীন ভিক্ষু আয়ুষ্মান উপালি নিকট বিনয় শিক্ষা করতে লাগলেন। আয়ুষ্মান উপালি স্থবির ভিক্ষুগণের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে দণ্ডায়মান হয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ ও ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে দণ্ডায়মান অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতেছিলেন। ইহাতে স্থবির ভিক্ষুগণের এবং আয়ুষ্মান উপালি ক্লেশ হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, নূতন ভিক্ষু পড়বার সময় সমান আসনে বা উচ্চ উপবেশন করবে।

স্থবির ভিক্ষুকে পড়াবার সময় ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে সমান আসনে বসবে অথবা ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে নীচু আসনে উপবেশন করবে।

সেই সময় বহু সংখ্যক ভিক্ষুর আয়ুষ্মান উপালির নিকট দণ্ডায়মান হয়ে পাঠ শ্রবণ করায় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন, ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সমান আসন প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ এক আসনে বসবে।

তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কিরূপে সমান প্রাপ্ত নামে কথিত হয়? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তিন বৎসর অন্তর বয়স্ক ভিক্ষুগণ এক আসনে বসবে।

সেই সময় বহু সংখ্যক সমান আসন প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ মঞ্চে উপবেশন করায় মঞ্চ ভেঙ্গে গেল। পীঠে উপবেশন করায় পীঠ ভেঙ্গে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ত্রিবর্গ (তিনজন) একসঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করবে। ত্রিবর্গ এক পীঠে একসঙ্গে উপবেশন করবে।

ত্রিবর্গ ও মঞ্চে উপবেশন করায় মঞ্চ ভেঙ্গে গেল। পীঠে উপবেশন করায় পীঠ ভেঙ্গে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, একমঞ্চে দুইবর্গ (দুইজন) বসবে, এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক পীঠে দুইবর্গ বসবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ অসমান আসন প্রাপ্তের সঙ্গে দীর্ঘ আসনে বসতে সংকোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পণ্ডক, নারী এবং উভয় ব্যঞ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অসমান আসন প্রাপ্ত অপর ব্যক্তির সহিত দীর্ঘ স্থানে একসঙ্গে বসবে। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। কতদীর্ঘ আসনকে দীর্ঘ আসন বলে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, যে আসনে তিনজন বসতে পারে সেরূপ ক্ষুদ্র আসন দীর্ঘ আসন নামে কথিত হয়।

বিহার এবং তাহার সামগ্রী প্রস্তুত করা, বন্টনযোগ্য দ্রব্য, দ্রব্য অন্যত্র লইয়া যাওয়া বা পরিবর্তন করা, সম্মার্জ্জন

(১) সংঘের দ্রব্য

সেই সময় বিশাখা মৃগার মাতা সংঘের জন্য বারাণ্ডাযুক্ত হস্তী নখ প্রাসাদ প্রস্তুত করতে ইচ্ছুক হলেন। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। ভগবান প্রাসাদ পরিভোগ করবার অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সকল রকমের প্রাসাদ পরিভোগ করবে।

সেই সময় কোশল রাজ প্রসেনজিতের মা অয্যকার মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে সংঘ বহু সংখ্যক অবিহিত ভাণ্ড (অকপ্পিয় ভাণ্ড) প্রাপ্ত হলেন। যথা- আসন্দী, পালংক, গোনক, চিত্তক, পটিকা পটলিকা, তূলিক, বিকতিক, উদ্দলোমি, একন্তলোমি, কাট্টস্‌স, কৌষয়, কুণ্ডক, হস্ত্যাস্তরন, অশ্বাস্তরন, রথাস্তরন, অজিন প্রবেনি, কদলীমৃগ প্রবর প্রত্যাস্তরন, সউত্তরচ্ছদ এবং উভয় পার্শ্বের লাল বর্ণের বালিশ।

ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আসন্দির পদছেদন করে পরিভোগ করবে। পালংকের হিংস্র জন্তুর চিত্র ভেঙ্গে পরিভোগ করবে। তুলা জটাহীন করে বালিশ প্রস্তুত করবে এবং ভূমিতে বিছাবার আস্তরন করবে।

(২) পঞ্চ অদাতব্য

সেই সময় শ্রাবস্তীর নাতি দূরে একটি গ্রাম্য বিহারে আবাসিক ভিক্ষুগণ আগন্তুক এবং গমনকারী ভিক্ষুগণের শয়নাসন প্রস্তুত করতে উপদ্রুত হচ্ছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। বন্ধুগণ! এখন আমরা আগন্তুক এবং গমনকারী ভিক্ষুগণের শয়নাসন প্রস্তুত করতে করতে উপদ্রুত হয়ে পড়ছি, আসুন আমরা সমস্ত সংঘের শয়নাসন একজনকে প্রদান করে তাঁর নিকট হতে লয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যবহার করব। এই ভেবে তারা সমস্ত সংঘের শয়নাসন একজনকে প্রদান করলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণ তাহাদেরকে কহিলেন, বন্ধুগণ! আমাদের জন্য শয়নাসন প্রস্তুত করুন। বন্ধুগণ! সংঘের শয়নাসন নাই, সমস্তই আমরা একজনকে দিয়ে ফেলেছি। বন্ধুগণ! আপনারা কি সমস্ত সংঘের শয়নাসন দিয় ফেলেছেন? হাঁ বন্ধু।

অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ভিক্ষুগণ সংঘের শয়নাসন দিয়ে ফেলেছেন? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু সংঘের শয়নাসন দিয়া ফেলেছে? হাঁ ভগবান, তাহা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘ পুরুষগণ সংঘের শয়নাসন দিয়ে ফেলেছে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। ভগবান এই ভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ অবিসর্জ্জনীয় সংঘগণ বা ব্যক্তি বিসর্জ্জন করতে পারবে না। বিসর্জ্জন করলে ও অবিসর্জ্জন থাকে। যে বিসর্জ্জন করবে তাঁর 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

সেই পঞ্চ কি? (১) আরাম ও আরাম বাস্তু এই প্রথম অবিসর্জ্জনীয় সংঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জ্জন করতে পারবে না। বিসর্জ্জন করলে ও অবিসর্জ্জিত থাকে। যে বিসর্জ্জন করবে তাঁর 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(২) বিহার ও বিহার বাস্তু অবিসর্জ্জনীয় সংঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জ্জন করতে পারবে না। বিসর্জ্জন করলে ও অবিসর্জ্জিত থাকে। যে বিসর্জ্জন করবে তাঁর 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৩) মঞ্চ, পীঠ, গদি ও বালিশ অবিসর্জ্জনীয় সংঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জ্জন করতে পারবে না। বিসর্জ্জন করলে ও অবিসর্জ্জিত থাকে। যে বিসর্জ্জন করবে তাঁর 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৪) লৌহ, কুম্ভ, লৌহ ভানক, লৌহ বারক, লৌহ কটাহ, বাসি, পরশু, কুঠার, কুদাল ও ওখনত্রি অবিসর্জ্জনীয় সংঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জ্জন করতে পারবে না। বিসর্জ্জন করলেও অবিসর্জ্জিত থাকে। যে বিসর্জ্জন করবে তাঁর 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৫) লতা, বেনু, সুঞ্জ, বর্বজতৃণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠভাণ্ড, মৃৎভাণ্ড অবিসর্জ্জনীয় সংঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জ্জন করিতে পারিবে না। বিসর্জ্জন করলে ও অবিসর্জ্জিত থাকে। যে বিসর্জ্জন করবে তাঁর 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ অবিসর্জ্জনীয়, সংঘগণ বা ব্যক্তি বিসর্জ্জন করতে পারবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না। বিসর্জ্জন করলে অবিসর্জ্জিত থাকে। যে বিসর্জ্জন করবে তাঁর অপরাধ হবে।

স্থান-কীটগিরি

ভগবান শ্রাবস্তীতে যথারুচি অবস্থান করে পঞ্চশত মহা ভিক্ষু সংঘ এবং শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন সহ কীটগিরি অভিমূখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। অশ্বজিত ও পুনর্বসু ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন ভগবান পঞ্চশত মহাভিক্ষুসংঘ এবং শারীপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন সহ কীটগিরিতে আসতেছেন। চলুন আমার সমস্ত সংঘের শয়নাসন ভাগ করে লই। পাপিষ্ট শারীপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছা পরায়ন। আমরা তাহাদেরকে শয়নাসন দিব না। এই ভেবে তারা সমস্ত সংঘের শয়নাসন ভাগ করে ফেলল। ভগবান ক্রমশ বিচরণ করতে করতে কীটগিরিতে গমন করলেন। ভগবান বহু সংখ্যক ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! তোমরা অশ্বজিত ও পুনর্বসু ভিক্ষুগণের নিকট গিয়ে তাদেরকে বল। বন্ধুগণ, ভগবান পঞ্চশত মহাভিক্ষুসংঘ এবং শারীপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন সহ আসতেছেন। ভগবানের ভিক্ষু সংঘের এবং শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়নের জন্য শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। তাহাই হউক, ভগবান বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে অশ্বজিত ও পুনর্বসু ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা ভিক্ষুগণকে কহিলেন, বন্ধুগণ! ভগবান পঞ্চশত মহাভিক্ষুসংঘের শয়নাসন নাই। আমরা সমস্ত ভাগ করে লয়েছি। বন্ধুগণ! ভগবানের আগমন ভালই হয়েছে, ভগবান যেই বিহারে বাস করতে চাহেন, সেই বিহারে বাস করতে পারবেন। পাপিষ্ট শারীপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছার বশীভূত, এই হেতু আমরা তাঁদের জন্য শয়নাসন প্রস্তুত করব না। হাঁ বন্ধুগণ।

অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ! আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন অশ্বজিত ও পুনর্বসু সংঘের শয়নাসন ভাগ করবেন? সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি? হাঁ ভগবান, তাহা সত্য।

ভিক্ষুগণ! কেন এই মোঘ পুরুষগণ সংঘের শয়নাসন ভাগ করবে? তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

(৩) অবিভাজ্য

ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ অবিভাজ্য, সংঘ, গণ বা ব্যক্তি বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলে ও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করে তাঁর 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়। সেই পাঁচটি কি? (১) আরাম বা আরাম বাস্তু, (২) বিহার বা বিহার বাস্তু, (৩) মঞ্চ, পীঠ, গদি, উপাধান বালিশ, (৪) লৌহ, কুম্ভ, লৌহ ভানক, লৌহ বারক, লৌহ কটাহ, বাসি, পরশু, কুদাল ও খনত্রি। (৫) লতা, বেনু, মঞ্জ, বর্বজতৃণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৃত্তিকা, কাষ্ঠের ভাণ্ড, মৃৎভাণ্ড।

ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ অবিভাজ্য। সংঘ, গণ বা ব্যক্তি বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলে ও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করবে তাঁর "থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৪) নবকর্ম

ভগবান কীটগিরিতে যথারুচি অবস্থান করে আলবী অভিমূখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে আলবীতে গমন করলেন।

ভগবান আলবীতে অবস্থান করতে লাগলেন। অগ্গনার চৈত্যে। সেই সময় আলবী বাসী ভিক্ষুগণ এইরূপ নবকর্ম (গৃহ নির্ম্মানের উপদেশ) দিচ্ছিল। পিণ্ড নিক্ষেপ (স্থাপন) করা সম্বন্ধে ও নবকর্ম দিচ্ছিল, ভিত্তি লেপন সম্বন্ধে ও নবকর্ম দিচ্ছিল, দ্বার স্থাপন সম্বন্ধে ও নবকর্ম দিচ্ছিল, অর্গলবর্ত্তি করা সম্বন্ধে ও নবকর্ম দিতেছিল, আলোক সন্ধি করা সম্বন্ধে নবকর্ম দিচ্ছিল। শ্বেত বর্ণ করা, কৃষ্ণ বর্ণ করা, গৈরিক পরিকর্ম করা, ছাদন করা, বন্ধন করা, গণ্ডিকা (কাষ্ঠা) রাখা, টুটা ফুটা সংস্কার করা, পরিভণ্ড করা সম্বন্ধে ও নবকর্ম দিচ্ছিল, বিশ বৎসরের জন্য ও নবকর্ম দিচ্ছিল, ত্রিশ বৎসরের জন্য ও নবকর্ম দিচ্ছিল, আজীবন ও নবকর্ম দিচ্ছিল এবং ধূমের মসী লিপ্ত বিহারের জন্য ও নবকর্ম দিচ্ছিল। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন আলবী ভিক্ষুগণ এইভাবে নবকর্ম দিচ্ছেন, পিণ্ডরাখা সম্বন্ধে ও নবকর্ম দিচ্ছেন।

ধূমের মসী লিপ্ত বিহারের জন্য ও নবকর্ম দিচ্ছেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! সত্যই কি? হাঁ, ভগবান তাহা সত্য। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! মাত্র পিণ্ড রাখা সম্বন্ধে নবকর্ম দিতে পারবে না। মাত্র ধূমের মসী লিপ্ত বিহারে নবকর্ম দিতে পারবে না। যে দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, অপ্রস্তুত বিহারে কিংবা অসম্পূর্ণ বিহারে নবকর্ম দিবে। ক্ষুদ্র বিহারে কর্ম অবলোকন করে ছয় বা পঞ্চ বৎসরের জন্য নবকর্ম দিবে।

অর্দ্ধযোগে (গরুড়াকৃতি গৃহে) কর্ম অবলোকন করে সাত কিংবা আট বৎসরের জন্য নবকর্ম দিবে। বৃহৎ বিহারে বা প্রাসাদে কর্ম অবলোকন করে দশ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য নবকর্ম দিবে।

সেই সময় ভিক্ষু সমগ্র বিহারের নবকর্ম দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সমগ্র বিহারের নবকর্ম দিতে পারবে না। যে দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় ভিক্ষুগণ এক ভিক্ষুকে দুই বিহারের নবকর্ম দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! একজনকে দুই বিহারের নবকর্ম দিবে না। যে দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষু নবকর্ম গ্রহণ করে অন্যকে ভার দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! নবকর্ম গ্রহণ করে অন্যকে ভার দিতে পারবে না। যে ভার দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষু নবকর্ম গ্রহণ করে সংঘের বিহার আবদ্ধ করে রাখতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

নবকর্ম গ্রহণ করে সংঘের বিহার আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। যে আবদ্ধ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি একটি উত্তম শয্যা গ্রহণ করবে।

সেই সময় ভিক্ষু সীমার বহির্ভাগে অবস্থিতকে নবকর্ম দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সীমার বহির্ভাগে অবস্থিতকে নবকর্ম দিবে না। যে দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষু নবকর্ম গ্রহণ করে সর্বদা আবদ্ধ করে রাখতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! নবকর্ম গ্রহণ করে সর্বদা আবদ্ধ রাখতে পারবে না। যে আবদ্ধ রাখবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বর্ষার তিনমাস আবদ্ধ করবে এবং অন্য ঋতুতে আবদ্ধ করবে না।

সেই সময় ভিক্ষু নবকর্ম গ্রহণ করে প্রস্থান করতেছিল, গৃহী হইয়া যাচ্ছিল, কাল কবলিত হচ্ছিল, শ্রামণের হয়ে যাচ্ছিল, শিক্ষা প্রত্যাখাতক হয়ে যাচ্ছিল, অন্তিম অপরাধে অপরাধী হয়ে যাচ্ছিল, উন্মাদ হয়ে যাচ্ছিল, বিক্ষিপ্ত চিত্ত হচ্ছিল, বেদনার্থ হচ্ছিল, অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, পাপ দৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। পণ্ডক স্তেয়্যসংবাসক, তীর্থিক প্রস্থানক তির্য্যক, মাতৃ ঘাতক, পিতৃ ঘাতক, অর্হৎ ঘাতক, ভিক্ষুণী দূষক, সংঘ ভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগনিত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে প্রস্থান করে তাহা হলে সংঘের ক্ষতি না হউক, এই ভেবে অন্যকে ভার অর্পণ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে গৃহী হয়ে যায়। উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগনিত হয় তাহা হলে সংঘের ক্ষতি না হউক, এই ভেবে অন্যকে ভার অপর্ণ করবে।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে সম্পূর্ণ না হতে প্রস্থান করে, তাহা হলে সংঘের ক্ষতি না হউক, এই ভেবে অন্যকে ভার প্রদর্শন করবে।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে গৃহী হয়ে যায়... উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগনিত হয় তাহা হলে সংঘের ক্ষতি না হউক এই ভেবে অন্যকে ভার অর্পণ করবে।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার গ্রহণ করে তাহা সমাপ্ত করে প্রস্থান করে তাহা হলে তাহা তারই হয়। ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে তাহা সমাপ্ত হবার পর গৃহী হয়ে যায়। কাল কবলিত হয়, শ্রামণের হয়ে যায়, শিক্ষা প্রত্যাখাতক হয়ে যায়। অন্তিম অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়, তাহা হলে সংঘের মালিক। ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে সমাপ্ত হবার পর উন্মাদ, বেদনার্থ, অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত অপরাধের প্রতিকার না হেতু উৎক্ষিপ্ত, পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত মধ্যে পরিগনিত হয় তাহা হলে তাহা তারই হয়।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে সমাপ্ত হবার পর পণ্ডক, স্তেয়্যসংবাসক, তীর্থিয় প্রস্থানক, তির্য্যক মাতৃ ঘাতক, পিতৃ ঘাতক, অর্হৎ ঘাতক, ভিক্ষুণী দূষক, সংঘ ভেদক, রক্তোপাদক, কিংবা উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগনিত হয় তাহা হলে সংঘই তার মালিক।

(৫) বিহারের দ্রব্য স্থান চ্যুত করা

সেই সময় ভিক্ষুগণ! জনৈক উপাসকের বিহারে ব্যবহার্য শয়নাসন অন্যত্র লয়ে গিয়ে ব্যবহার করতেছিলেন। সেই উপাসক আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন মহানুভব ভিক্ষুগণ একস্থানের ব্যবহার্য দ্রব্য অন্য স্থানে ব্যবহার করতেছেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! একস্থানের ব্যবহার্য দ্রব্য অন্যস্থানে ব্যবহার করবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ! উপোসথ করবার স্থানে আসন লয়ে যেতে সংকোচ করতেছিলেন। ভূমিতে বসতেন। তাতে দেহ এবং চীবর পাংশু লিপ্ত হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কিছু কালের জন্য নিয়ে যাবে।

সেই সময় সংঘের একটি বিহার পড়ে যাচ্ছিল। ভিক্ষুগণ! সংকোচ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শয্যাসন স্থান চ্যূত করলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রক্ষা করবার নিমিত্ত দ্রব্য স্থান চ্যূত করবে।

(৬) দ্রব্য পরিবর্তন

সেই সময় সংঘ শয্যাসনের ব্যবহার্য মহার্ঘ্য কম্বল পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বৃদ্ধির জন্য (কাতি কম্মত্থায) পরিবর্তন করবে। সেই সময় সংঘ শয্যাসনে ব্যবহার্য মহার্ঘ্য থানবস্ত্র পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, বৃদ্ধির জন্য পরিবর্তন করবে।

সেই সময় সংঘ ভল্লুকের চর্ম পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাপোষ প্রস্তুত করবে।

চক্কলী (=?) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাপোষ প্রস্তুত করবে।

নক্তক (চোলক) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাপোষ প্রস্তুত করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পাদ ধৌত না করে শয্যাসনে আরোহন করতেছিলেন। তাতে শয্যাসন অপরিস্কার হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! অধৌত পাদে শয্যাসনে আরোহন করতে পারবে না। যে আরোহন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ! সিক্তপাদে শয্যাসনে আরোহন করতেন। তাতে শয্যাসনে অপরিস্কার হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! সিক্তপাদে শয্যাসনে আরোহন করবে না। যে আরোহন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ! উপানাৎ সহ শয্যাসনে আরোহন করতেছিলেন। তাহাতে শয্যাসন অপরিস্কার হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! উপানাৎ পায়ে শয্যাসনে আরোহন করতে পারবে না। যে আরোহন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় ভিক্ষুগণ সু-দৃশ্য সম্পাদিত ভূমিতে থুথু নিক্ষেপ করতেছিল। তাতে রঙ অপরিস্কার হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সুদৃশ্য সম্পদিত ভূমিতে থুথু ত্যাগ করবে না। যে থুথু ত্যাগ তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পিক্ দানি ব্যবহার করবে।

সেই সময় মঞ্চপদ এবং পীঠপদ দ্বারা দুদৃশ্য সর্ম্পদিত ভূমিতে রেখাপাত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, (মঞ্চপদ এবং পীঠপদ) লক্তক দ্বারা বেষ্টন করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ সুদৃশ্য সম্পদিত ভিত্তিতে হেলান দিচ্ছিলেন। তাতে রঙ নষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সুদৃশ্য সম্পদিত ভিত্তিতে হেলান দিবে না। যে হেলান দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, হেলান দিবার ফলক ব্যবহার করবে। হেলান দিবার ফলক দ্বারা নিম্নে ভূমিতে (মেঝে) এবং উপরে ভিত্তিতে রেখাপাত হচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, নিম্নাংশ এবং উপরাংশ লক্তক দ্বারা বেষ্টন করবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ! পাদ ধৌত করে শয়ন করতে সংকোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পাদ ধৌত করে[১] শয়ন করবে।

সংঘের ত্রয়োদশ জন কর্মচারী মনোনয়ন

স্থান-রাজগৃহ

(১) ভক্ত (গত) উদ্দেশক

ভগবান আলবীতে যথারুচি অবস্থান করে রাজগৃহে অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করে রাজগৃহে গমন করলেন। ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন, বেলুবনে, কলন্তক নিবাপে। সেই সময় রাজগৃহে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জন সাধারণ সংঘ ভক্ত দিতে পারতেছিল না। উদ্দেশ ভক্ত, নিমন্ত্রন, শলাক ভক্ত, পাক্ষিক, উপোসথিক, প্রাতিপাদিক, ভক্ত দিতে ইচ্ছা করেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

---

[১] শয্যার উপর রাখিবার স্থানে স্বতন্ত্র কাপড় পাতিয়া রাখা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সংঘ ভক্ত, উদ্দেশ ভক্ত, নিমন্ত্রন, শলাকভক্ত, পাক্ষিক, উপোসথিক এবং প্রাতিপাদিক ভক্ত ভোজন করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্বয়ং উৎকৃষ্ট ভোজন গ্রহণ করে অপকৃষ্ট ভোজন অন্য ভিক্ষুগণকে প্রদান করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করবে। (১) মোহগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) ভয়গতি গমন করে না, (৪) যে ছন্দগতি গমন করে না, (৫) উদ্দেশকৃত এবং অকৃত জানে।

ভিক্ষুগণ! এইভাবে মনোনীত করবে। প্রথম ভিক্ষুর মত গ্রহণ করবে। মত গ্রহণ করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এইরূপ ধারণা করতেছি।

তখন ভক্ত উদ্দেশক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। কিভাবে ভক্ত উদ্দেশক করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শলাকা বা পটিক্কা দ্বারা লিখে (উপনিবন্ধিত্বা) মুছে ফেলে উদ্দেশ করবে।

(২) শয়নাসন নির্দিষ্টক

সেই সময় সংঘের শয্যাসন নির্দিষ্টক (বিছানাকারী) ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে শয্যাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এইভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এইরূপ ধারণা করতেছি।

(৩) চীবর প্রতিগ্রাহক

সেই সময় সংঘের চীবর প্রতিগ্রাহক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এইভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এইরূপ ধারণা করতেছি।

(৪) ভাণ্ডাগারিক

সেই সময় সংঘের ভাণ্ডাগারিক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মনোনীত করবে।(১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) ভয়গতি গমন করে না, (৩) দ্বেষগতি গমন করে না, (৪) মোহগতি গমন করে না, (৫) রক্ষিত অরক্ষিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৫) চীবর ভাজক

সেই সময় সংঘের চীবর ভাজক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর ভাজক মনোনীত করবে।(১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হইয়াছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর ভাজক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর ভাজক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর ভাজক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর ভাজক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৬) যবাগূ ভাজক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় সংঘের যবাগূ ভাজক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে যবাগূ ভাজক মনোনীত করবে।(১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হইয়াছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূ ভাজক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূ ভাজক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূ ভাজক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূ ভাজক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৭) ফল ভাজক

সেই সময় সংঘের ফল ভাজক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

বিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে ফল ভাজক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হইয়াছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ফল ভাজক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ফল ভাজক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ফল ভাজক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ফল ভাজক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৮) খাদ্য ভাজক

সেই সময় সংঘের খাদ্য ভাজক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে খাদ্য ভাজক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্য ভাজক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্য ভাজক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্য ভাজক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্য ভাজক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৯) অল্প মাত্র বিসর্জ্জক

সেই সময় সংঘের ভাণ্ডাকারে অল্পমাত্র দ্রব্য ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে অল্পমাত্র বিসর্জ্জক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্প মাত্র বিসর্জ্জক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্প মাত্র বিসর্জ্জক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্প মাত্র বিসর্জ্জক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্প মাত্র বিসর্জ্জক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

সেই অল্পমাত্র বিসর্জ্জক ভিক্ষু এক একজনকে ছুঁচ দিবে, কাঁচি, কর্ম, পাদুকা, কটিবন্ধ, স্কন্ধাবরন (স্কন্ধে ঝুলাবার ফিতা) জল ছাঁকনি, ধর্মকরক, কুসি, অর্দ্ধকুসি, মণ্ডল, অর্দ্ধমণ্ডল, অনুবাত, পরিভাণ্ড, প্রদান করিবে, যদি সংঘের চর্বি তৈল, মধু কিংবা খাঁর থাকে তাহা হলে খাবার জন্য একবার প্রদান করবে। যদি পুনঃ প্রয়োজন হয় পুনঃ দিবে।

(১০) শাটিক গ্রহাপক

সেই সময় সংঘের শাটিক গ্রহাপক বস্ত্র ভাজক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(১১) পাত্র গ্রহাপক

সেই সময় সংঘের পাত্র গ্রহাপক ছিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে পাত্র গ্রহাপক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্র গ্রহাপক মনোনীত করতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্র গ্রহাপক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্র গ্রহাপক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্র গ্রহাপক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(১২) আরামিক প্রেষক

সেই সময় সংঘের আরামিক প্রেষক ছিল না। আরামিকেরা প্রেরিত না হওয়ায় কর্ম করত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করলেন। সংঘ এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(১৩) শ্রামণের প্রেষক

সেই সময় সংঘের শ্রামণের প্রেষক ছিল না। প্রেরিত না হওয়ায় শ্রামণের গণ কর্ম করত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্টক করা হয়েছে কি হয় নাই জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে, মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করতে পারেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করতেছেন, অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

তৃতীয় ভনিতা সমাপ্ত।

শয়নাসন স্কন্ধ সমাপ্ত।

দেবদত্তের প্রব্রজ্যা, ঋদ্ধিলাভ ও সম্মান প্রাপ্তি

স্থান-অনুপ্রিয়

(১) অনুরুদ্ধাদির সঙ্গে দেবদত্তের প্রব্রজ্যা

সেই সময় বুদ্ধ ভগবান অনুপ্রিয় গিয়ে অবস্থান করতেছিলেন, অনুপ্রিয় নামক মল্লগণের নিগমে। সেই সময় প্রসিদ্ধ শাক্য কুমারগণ ভগবান প্রব্রজিত হবার পর অনুপ্রব্রজিত হচ্ছিলেন। তখন মহানাম শাক্য এবং অনুরুদ্ধ শাক্য নামে দুইজন ভ্রাতা ছিলেন। অনুরুদ্ধ, সুকোমল ছিলেন। তাঁর তিনটি প্রাসাদ ছিল, একটি হেমন্ত কালের জন্য, একটি গ্রীষ্ম কালের জন্য এবং একটি বর্ষাকালের জন্য। তিনি বর্ষার চারিমাস বর্ষাকালীন প্রাসাদে নিষ্পুরুষ তূযে সেবিত হতেন। প্রাসাদ হতে অবতরন করতেন না।মহানাম শাক্যের মনে এই চিন্তা উদিত হল। এখন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শাক্য কুমারগণ ভগবান প্রব্রজিত হবার পর অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতেছেন। কিন্তু আমাদের কুল হতে কেহ আগার অনাগারে প্রব্রজিত হয় নাই অতএব আমি অথবা অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত হব। এই ভেবে মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধ শাক্যের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে অনুরুদ্ধ শাক্যকে কহিলেন, ভাই অনুরুদ্ধ! এখন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শাক্য কুমারগণ ভগবানের প্রব্রজ্যার পর অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের কুল হতে এ পর্যন্ত কেহ আগার হতে অনাগারে হয় নাই, অতএব এখন তুমি প্রব্রজিত হও অথবা আমি প্রব্রজিত হব।

আমি সুকোমল, এই হেতু আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারব না। আপনি প্রব্রজিত হউন। ভাই অনুরুদ্ধ! এস, তোমাকে গৃহবাসের উপদেশ প্রদান করি। প্রথম ক্ষেত্র কর্ষণ করাতে হবে। কর্ষণ করে বপন করাতে হবে, বপন করে জল পূর্ণ করাতে হবে, জলপূর্ণ করে জল বাহির করাতে হবে, জল বাহির করে শুষ্ক রাখতে হবে, শুষ্ক রাখয়া কাটতে হবে, কেটে উপরে বহন করে আনতে হবে; উপরে বহন করে এনে রাশী করতে হবে, রাশী করে মাড়াতে হবে, মাড়ায়ে তৃণ সমূহ বেছে হবে, তৃণ বেছে ভূষি বাছাতে হবে। ভূষি বাছতে ঝাড়াতে হবে, ঝেড়ে জমা করাতে হবে। জমা করে আগামী বৎসরে ও এরূপ করত হবে। কর্ম (কর্মের আবশ্যকতা) ক্ষয় না। কর্মের সমাপ্তি পরিদৃষ্ট হয় না।

কখন কর্ম ক্ষয় হবে? কখনই বা কর্মের অন্ত পরিদৃষ্ট হবে? কখন আমরা নিরুদ্বেগে পঞ্চকাম্য বস্তুতে সন্তৃপ্ত এবং তন্ময় হয়ে বিচরণ করতে পারব? ভাই অনুরুদ্ধ! কর্মের ক্ষয় নাই, কর্মের সমাপ্তি পরিদৃষ্ট হয় না। কর্ম শেষ না হতেই পিতা ও পিতামহ গণ কাল কবলত হয়েছেন। তাহা হলে আপনি গৃহবাস করুন, আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব।

অনন্তর অনুরুদ্ধ শাক্য তাঁর মাতার নিকট উপস্থিত হলেন। মাতাকে কহিলেন মা, আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে ইচ্ছা করতেছি, অতএব আমাকে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। এরূপ বললে অনুরূদ্ধ শাক্যের মাতা অনুরুদ্ধ শাক্যকে কহিলেন, বৎস অনুরুদ্ধ! তোমরা দুইজন আমার প্রিয় মনোরঞ্জক হে ভাজন পুত্র; মৃত্যু হলে ও তোমাদিগ হতে অনিচ্ছায় পৃথক হব। আমি জীবিতাবস্থায় কি তোমাদেরকে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হবার জন্য অনুমতি দিতে পারি? দ্বিতীয়, তৃতীয় বার ও অনুরুদ্ধ শাক্য তার মাতাকে এরূপ বললেন।

সেই সময় ভদ্দিয় নামক শাক্যরাজ শাক্যগণের মধ্যে রাজত্ব করতেছিলেন। তিনি অনুরুদ্ধ শাক্যের সহায় ছিলেন। অনুরুদ্ধ শাক্যের মাতা এই শাক্যরাজ ভদ্দিয় শাক্যগণের মধ্যে রাজত্ব করতেছেন। তিনি অনুরুদ্ধ শাক্যের সহায়। তিনি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে সম্মত হবেন না। এই ভেবে অনুরুদ্ধ শাক্যকে কহিলেন, বৎস অনুরুদ্ধ! যদি শাক্যরাজ ভদ্দিয় আগার হতে অনাগারে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রব্রজিত হন, তাহা হলে তুমি ও প্রব্রজিত হতে পার।

অনুরুদ্ধ শাক্য শাক্যরাজ ভদ্দিয়ের নিকট উপস্থিত হলেন। অতঃপর শাক্যরাজ ভদ্দিয়কে কহিলেন, বন্ধো! আমার প্রব্রজ্যা তোমার অধীনে। বন্ধো! যদি তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীনে হয়, তাহা হলে আমি তোমাকে সেই অধীনতা হতে মুক্তি প্রদান করলাম। তুমি সুখে প্রব্রজিত হও। বন্ধো! এস উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হই। বন্ধো! আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারতেছি না। তোমার অন্য কিছু যদি করতে হয় তাহা আমি করব। তুমি প্রব্রজিত হও। বন্ধো! আমার মাতা আমাকে বলেছেন, বৎস অনুরুদ্ধ! যদি শাক্যরাজ ভদ্দিয় আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত গ্রহণ করে, তাহা হলে তুমি প্রব্রজিত হতে পার। বন্ধো! তুমি বলেছ যে যদি বন্ধো! তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীন হয় তাহা হলে আমি তোমাকে সেই অধীনতা হতে মুক্তি প্রদান করলাম। তুমি সুখে প্রব্রজিত হও। এস বন্ধো! উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হই। সেই সময়ের লোক সত্যবাদী এবং সত্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলেন। শাক্যরাজ ভদ্দিয় অনুরুদ্ধ শাক্যকে কহিলেন। বন্ধো! সাত বৎসর অপেক্ষা কর। সাত বৎসরের পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! সাত বৎসর অতি দীর্ঘ, আমি সাত বৎসর অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! ছয় বৎসর অপেক্ষা করতে পারব না। পাঁচ বৎসর, চারি বৎসর, তিন বৎসর, দুই বৎসর, এক বৎসর, অপেক্ষা কর। এক বৎসর পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! এক বৎসর ও অতি দীর্ঘ। আমি এক বৎসর অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! সাত মাস অপেক্ষা কর। সাত মাস পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! সাত মাস অতি দীর্ঘ, আমি সাত মাস অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! ছয় মাস মাস অপেক্ষা কর। ছয় মাস পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! ছয় মাস অতি দীর্ঘ, আমি ছয় মাস অপেক্ষা করতে পারব না। পাঁচ মাস, চারি মাস, তিনমাস, দুইমাস, একমাস, অর্দ্ধমাস অপেক্ষা কর। অর্দ্ধমাসে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! অর্দ্ধমাস ও অতি দীর্ঘ, আমি অর্দ্ধমাস অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! সপ্তাহ অপেক্ষা কর। আমি পুত্র এবং ভ্রাতাদেরকে দর্শন করব। বন্ধো! সপ্তাহ অধিক নহে, আমি অপেক্ষা করব।

(২) উপালি

অনন্তর শাক্যরাজ ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত এবং ক্ষৌরকার উপালি সহ সাতজন পূর্বে যেমন চতুরঙ্গিনী সৈন্য সহ উদ্যানে ভ্রমণ করতেন, তেমন ভাবে চতুরঙ্গিনী সৈন্য সহ বাহির হলেন। তাঁরা বহু দূর গিয়ে সৈন্যদেরকে প্রত্যাবর্তন করিয়ে অন্য রাজ্যে পৌছি আভরন উন্মোচন করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা বোচ্‌কা বেঁধে ক্ষৌরকার উপালিকে কহিলেন, ভনে; উপালি! তুমি ফিরে যাও। তোমার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ইহা যথেষ্ট।

ক্ষৌরকার উপালি ফিরবার সময় তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হল। শাক্যগণ ক্রোধ পরায়ন। ইহার দ্বারা কুমারগণ নিহত হয়েছে এই ভাবে তারা আমাকে হত্যা করতে পারেন। এই শাক্য কুমারগণ যদি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারেন, আমি পারব না কেন? এই ভেবে সে বোচ্‌কা খুলে সেই ভাণ্ড বৃক্ষে ঝুলায়ে যে দেখে তাকে প্রদত্ত হল। লয়ে যাক এরূপ বলে শাক্য কুমারগণের নিকট উপস্থিত হল। শাক্য কুমারগণ দূর হতেই ক্ষৌরকার উপালিকে আসতে দেখতে পেলেন। ক্ষৌরকার উপালিকে কহিলেন, ভনে! উপালি তুমি কিজন্য ফিরে আসলে? আর্যপুত্রগণ! ফিরে যাবার সময় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়েছিল, শাক্যগণ ক্রোধ পরায়ন; কুমারগণকে এ নিহত করেছে এই ভেবে তারা আমাকে হত্যা করতে পারেন। এই শাক্য কুমারগণ যদি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারেন, আমি কেন পারব না। এই ভেবে আর্যপুত্রগণ! আমি ভাণ্ড খুলে সেই ভাণ্ড বৃক্ষে ঝুলায়ে যে দেখে তাকে প্রদত্ত হল, লয়ে যাউক এই বলে সেই স্থান হতে ফিরে এসেছি। ভনে উপালি! তুমি ফিরে এসেছ ভাল হয়েছে। শাক্য কুমারগণ ক্রোধ পরায়ন। ইহা দ্বারা কুমারগণ নিহত হয়েছে ভেবে তোমাকে হয়ত হত্যা করে ফেলতেন।

অনন্তর সেই শাক্য কুমারগণ ক্ষৌরকার উপালিকে লয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। অতঃপর শাক্য কুমারগণ ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! আমরা শাক্যগণ অভিমানী। এই ক্ষৌরকার উপালি আমাদের বহুদিনের পরিচারক, অতএব ভগবান ইহাকে প্রথমে প্রব্রজিত করুন। যাতে আমরা তাঁকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান অঞ্জলি কর্ম এবং কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি। এই ভাবে আমরা শাক্যগণের শাক্য জনিত অভিমান চূর্ণ হয়ে যাবে।

তখন ভগবান ক্ষৌরকার উপালিকে প্রথম প্রব্রজিত করালেন। পরে শাক্য কুমারগণকে প্রব্রজিত করালেন। আয়ুষ্মান ভদ্দিয় সেই বর্ষাভ্যন্তরে ত্রিবিধ্যা প্রত্যক্ষ করলেন, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ দিব্য চক্ষু লাভ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎকার করলেন এবং দেবদত্ত পুথুর্জ্জনিক ঋদ্ধিলাভ করলেন।

সেই সময় আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে বাস করবার সময়, বৃক্ষমূলে বাস করবার এবং শূন্যগারে সব সময়ে উদান গাথা উচ্চারণ করতে লাগলেন। অহো! সুখ, অহো! সুখ। বহু সংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে বৃক্ষেমূলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিংবা শূন্যগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা উদান গাথা উচ্চারণ করে থাকেন। অহো সুখ! অহো সুখ! প্রভো! নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ভদ্দিয় উৎকণ্ঠিত ভাবেই ব্রহ্মচর্যাচরণ করতেছেন। তিনি সেই পূর্ব রাজ্যসুখ স্মরণ করে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলে উদান গাথা উচ্চারণ করতেছেন।

তখন ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষু! এস, তুমি আমার বাক্যে ভদ্দিয় ভিক্ষুকে বন্ধো! ভগবান আপনাকে আহ্বান করতেছেন, বলে আহ্বান কর। তাই করব। সেই ভিক্ষু ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানায়ে আয়ুষ্মান ভদ্দিয়ের নিকট উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান ভদ্দিয়কে কহিলেন, বন্ধু ভদ্দিয়! শাস্তা আপনাকে আহ্বান করতেছেন।

'ভাল বন্ধো' বলে আয়ুষ্মান ভদ্দিয় সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্দিয়কে ভগবান কহিলেন, ভদ্দিয়! সত্যই কি তুমি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলে উদান গাথা উচ্চারণ করে থাক? হাঁ প্রভো! ভদ্দিয়! তুমি কি কারণে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলয়া উদান গাথা উচ্চারণ করতেছ? প্রভো! পূর্বে যখন আমি রাজা ছিলাম তখন আমি অন্তপুরে ও সুরক্ষিত ছিলাম অন্তপুরের বাহিরে ও সুরক্ষিত ছিলাম। নগরের অভ্যন্তরে ও সুরক্ষিত ছিলাম, বহির্নগরে ও সুরক্ষিত ছিলাম, জনপদাভ্যন্তরে ও সুরক্ষিত ছিলাম, বহির্জনপদে ও সুরক্ষিত ছিলাম। প্রভো! আমি সেরূপ ভাবে সুরক্ষিত এবং গোপিত হয়ে ও ভীত, উদ্বিগ্ন, সশংকিত সনস্ত্র থাকতাম। এখন কিন্তু প্রভো! আমি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা অভীত, অনুদ্বিগ্ন, অশংকিত, অনুত্রস্ত্র, ঔৎসুক্যহীন, মৃগের ন্যায় চিত্ত সমন্বিত হয়ে অবস্থান করতেছি। প্রভো! আমি এই কারণে ও অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলে উদান গাথা উচ্চারণ করতেছি। তখন ভগবান এই তত্ত্বার্থ বিদিত হয়ে সেই সময় এই উদান গাথা উচ্চারণ করলেন।

যস্‌সন্তরতো ন সন্তি কোপা,
ইতি ভবাভবতঞ্চ বীতিবত্তো।
তং বিগতভযং সুখং অসোকং,
দেবা নানুভন্তি দস্‌সনাযাতি।

স্থান-কৌশাম্বী

(৩) দেবদত্তের লাভ সৎকার উৎপাদনে আগ্রহ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান অনুপ্রিয়ায় যথারুচি অবস্থান করে কৌশাম্বী অভিমূখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে কৌশাম্বীতে গমন করলেন। ভগবান কৌশাম্বীতে অবস্থান করতে লাগলেন। ঘোষকারামে। দেবদত্ত নির্জ্জনে ধ্যানবস্থিত থাকবার সময় তার চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হল। আমি কাকে প্রসন্ন করব। যিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হলে আমার বহু লাভ সৎকার উৎপন্ন হবে। তখন দবদত্তের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কুমার অজাতশত্রু তরুণ বয়স্ক এবং ভবিষ্যতে ভদ্র (উত্তম) হবেন। অতএব আমি কুমার অজাত শত্রুকে প্রসন্ন করব। তিনি প্রসন্ন হলে আমার বহু লাভ সৎকার উৎপন্ন হবে। এই ভেবে দেবদত্ত শয্যাসন ত্যাগ করে প্রাত্র চীবর লয়ে রাজগৃহে যাত্রা করলেন। তখন দেবদত্ত স্বীয় রূপ পরিবর্তন করে কুমারের রূপ ধারণ করে অহি মেখলা পরিধান করে কুমার অজাতশত্রুর ক্রোড়ে প্রাদুর্ভূত হলেন। দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুকে কহিলেন-কুমার! আপনার ভয় হচ্ছে কি? হাঁ ভয় হচ্ছে। আপনি কে? আমি দেবদত্ত। প্রভো! যদি আপনি আর্য দেবদত্ত হয়ে থাকেন তা হলে স্বীয় রূপে প্রাদুর্ভূত হউন।

তখন দেবদত্ত কুমারের রূপ পরিবর্তন করে স ঘাটি পাত্র চীবর ধারণ করে কুমার অজাতশত্রুর সম্মূখে দণ্ডামান হলেন। কুমার অজাত শত্রু দেবদত্তের এই ঋদ্ধি শক্তি দর্শনে প্রসন্ন হয়ে পঞ্চশত রথারোহনে স্বয়ং প্রাতঃ দুইবেলা উপস্থান (হাজারি) দিতে লাগলেন এবং পঞ্চশত স্থালীপক ভোজনের নিমিত্ত প্রেরণ করতে লাগলেন।

(৪) দেবদত্তের কুবাসনার সঞ্চার

তখন লাভ, সৎকার, প্রশংসায়, অভিভূত ও আসক্ত হয়ে দেবদত্তের এই প্রকার ইচ্ছার সঞ্চার হল। আমি ভিক্ষু সংঘকে পরিচালনা করব। এরূপ চিন্তা উপস্থিত হওয়া মাত্র দেবদত্তের ঋদ্ধিশক্তি বিনষ্ট হয়ে গেল।

সেই সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের সেবক কুকুধ কোলিয় পুত্র অধুনা কালগত হয়ে এক মনোরম (দেব) লোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর দেহ এরূপ বৃহৎ হয়েছিলেন যে দেখতে যেন দুই বা তিনটি মগধ গ্রাম ক্ষেত্র। তাঁর ঈদৃশ দেহ নিজের অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল না। কুকুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের নিকট উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন। কুকুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে কহিলেন- প্রভো! দেবদত্ত লাভ সৎকার, প্রশংসায় অভিভূত এবং আসক্ত হয়ে পড়ায় তার এই ইচ্ছার সঞ্চার হয়েছিল। আমি ভিক্ষু সংঘকে পরিচালন করব। তার মনে এই চিন্তা উদিত হওয়া মাত্রই তিনি ঋদ্ধিশক্তি হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। কুকুধ দেবপুত্র এরূপ বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে সেই স্থানেই অন্তর্হিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! আমার উপস্থায়ক কুকুধ নামক কোলিয় পুত্র অধুনা কালগত হয়ে এক মনোরম দেব লোকে জন্ম গ্রহণ করেছে। তাঁর দেহ দেখতে যেন দুই বা তিনটি মগধ গ্রামক্ষেত্র। তাঁর এরূপ দেহ নিজের কিংবা পরের পীড়াদায়ক নহে। প্রভো! কুকুধ দেবপুত্র আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হল। কুকুধ দেবপুত্র আমাকে কহিল- প্রভো! লাভ সৎকার প্রশংসায় অভিভূত এবং আসক্ত দেবদত্তের এরূপ ইচ্ছার সঞ্চার হয়েছিল। আমি ভিক্ষু সংঘকে পরিচালন করব। এরূপ ধারণা মনে উৎপন্ন হওয়া মাত্র দেবদত্ত ঋদ্ধিশক্তি হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। প্রভো! কুকুধ দেবপুত্র এরূপ বলেছে। অতঃপর দেবপুত্র আমাকে অভিবাদন করে এবং আমার পুরোভাগে তার দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হয়েছে।

মহামৌদ্গাল্যায়ন! তুমি কি স্বীয় চিত্ত দ্বারা কুকুধ দেবপুত্রের চিত্তের অবস্থা বিচার করে জেনেছ, কুকুধ দেবপুত্র যাহা বলতেছে তাহা তদ্রুপ, অন্যরূপ নহে?

প্রভো! আমি স্বীয় চিত্ত দ্বারা বিচার করে জেনেছি, কুকুধ দেবপুত্র যাহা বলেছে তাহা সেরূপই অন্যরূপ নহে।

(৫) পাঁচ প্রকার গুরু

মৌদ্গাল্যায়ন! এই কথা রেখে দাও। মৌদ্গাল্যায়ন! এই কথা রেখে দাও। এখনই সেই মোঘ পুরুষ নিজেই নিজেকে প্রকটিত করবে। মৌদ্গাল্যায়ন! জগতে পাঁচ প্রকারের শাস্তা আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি? (১) মৌদ্গাল্যায়ন কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ শীল সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ শীল সম্পন্ন বলে জ্ঞাপন করে। আমার শীল পরিশুদ্ধ পর্যবদত, অসংক্লিষ্ট। তার সম্বন্ধে শ্রাবকগণ এরূপ জানে। এই শাস্তা অপরিশুদ্ধ শীল সম্পন্ন বলে জ্ঞাপন করতেছেন, আমার শীল পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত (উজ্জ্বল) অসংক্লিষ্ট। যদি আমরা গৃহীদেরকে বলে দিই তাহা হলে তাহা তার পক্ষে ভাল হবে না। যাহা তাঁর পক্ষে ভাল হবে না তাহা আমরা কেন বলল? চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন এবং রোগীর পথ্য ভৈষজ্য সামগ্রী দানে আমাদের সম্মান করতেছে। যে যেরূপ কার্য করবে সে তাতে পরিদৃষ্ট হবে। মৌদ্গাল্যায়ন এই প্রকার গুরুকে শ্রাবকগণ শীলের দিক দিয়ে রক্ষা করে থাকে। এরূপ শাস্তা শীলের দিক দিয়া শ্রাবকের নিকট রক্ষা প্রত্যাশা করে।

(২) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন বলে জ্ঞাপন করে। আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা জীবিকার দিক দিয়া শ্রাককের নিকট রক্ষা প্রত্যাশা করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ ধর্মদেশক হয়ে ও পরিশুদ্ধ ধর্মদেশক বলে জ্ঞাপন করে। আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা শ্রাককের নিকট ধর্মদেশনার দিক দিয়া রক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৪) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ ব্যাকরন (ভবিষ্যদ্বানী) সম্পন্ন হয়ে ও পরিশুদ্ধ ব্যাকরন সম্পন্ন বলে প্রকাশ করে। আমার ব্যাকরন পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা শ্রাককের নিকট ব্যাকরনের দিক দিয়া রক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৫) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করে। আমার জ্ঞান দর্শন পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা শ্রাককের নিকট জ্ঞান দর্শনের দিক দিয়া রক্ষা প্রত্যাশা করে।

মৌদ্গাল্যায়ন! জগতে এই পাঁচ প্রকার শাস্তা বিদ্যমান আছে।

(১) মৌদ্গাল্যায়ন! আমি কিন্তু পরিশুদ্ধ শীল সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ শীল সম্পন্ন বলে প্রকাশ করতেছি, আমার শীল পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে শীলের দিক দিয়া রক্ষা করে না, আমি ও শ্রাবকগণের নিকট শীলের দিক দিয়া রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(২) পরিশুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন বলে প্রকাশ করতেছি, আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে জীবিকা দিক দিয়া রক্ষা করে না। আমি ও শ্রাবকগণের নিকট জীবিকা দিক দিয়া রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(৩) পরিশুদ্ধ ধর্মদেশনা সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ ধর্মদেশক বলে প্রকাশ করতেছি, আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে ধর্মদেশনা দিক দিয়া রক্ষা করে না। আমি ও শ্রাবকগণের নিকট ধর্মদেশনা দিক দিয়া রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(৪) পরিশুদ্ধ ব্যাকরন সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ ব্যাকরন সম্পন্ন হয়ে বলে প্রকাশ করতেছি, আমার ব্যাকরন পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে ব্যাকরনের দিক দিয়া রক্ষা করে না। আমি ও শ্রাবকগণের নিকট ব্যাকরনের দিক দিয়া রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(৫) পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন বলো প্রকাশ করতেছি। আমার জ্ঞান দর্শন পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে জ্ঞান দর্শনের দিক দিয়া রক্ষা করে না। আমি ও শ্রাবকগণের নিকট জ্ঞান দর্শনের দিক দিয়া রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থান-রাজগৃহ

ভগবান কৌশাম্বীতে যথারুচি অবস্থান করে রাজগৃহ অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করতে করতে রাজগৃহে গমন করলেন। ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন, বেলুবনে কলন্তক নিবাপে। তখন বহু সংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। সেই ভিক্ষুগণ, ভগবানকে কহিলেন-প্রভো! কুমার অজাত শত্রু দেবদত্তের নিকট স্বয়ং প্রাতঃ পঞ্চশত রথারোহনে উপস্থিত হচ্ছেন এবং ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চশত স্থালীপক প্রেরণ করতেছেন।

ভিক্ষুগণ! তোমরা দেবদত্তের ন্যায় লাভ, সৎকার, প্রশংসা স্ ৃহা করি ও না। ভিক্ষুগণ! যেই হতে কুমার অজাত শত্রু দেবদত্তের নিকট স্বয়ং প্রাতঃ পঞ্চশত রথারোহনে উপস্থিত হচ্ছেন এবং ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চশত স্থালীপক প্রেরণ করতেছেন। সেই হতে দেবদত্তের কুশল ধর্মে হানি উপস্থিত হয়েছে বৃদ্ধি নহে। ভিক্ষুগণ! যেমন চণ্ড কুকুরের নাসিকায় পিণ্ড নিক্ষেপ করলে (ভিন্দেয্যুং) সেই কুকুর অধিকতর চণ্ড (ক্রুদ্ধ) হয়ে থাকে। সেরূপ যেই হতে কুমার অজাত শত্রু দেবদত্তের নিকট স্বয়ং প্রাতঃ পঞ্চশত রথারোহনে উপস্থিত হতেছেন এবং ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চশত স্থালীপক প্রেরণ করতেছেন। সেই হতে দেবদত্তের কুশল ধর্মে হানি উপস্থিত হয়েছে বৃদ্ধি নহে। ভিক্ষুগণ! আত্ম নাশের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ, সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে, পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ, সৎকার প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন কদলীবৃক্ষ আত্ম নাশের নিমিত্ত ফল প্রদান করে, পরাভবের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ! সেরূপই দেবদত্তের আত্ম নাশের নিমিত্ত লাভ সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ, সৎকার প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন বেনু আত্ম নাশের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। পরাভবের নিমিত্ত ফল প্রদান করে।

সেরূপই ভিক্ষুগণ! দেবদত্তের আত্ম নাশের নিমিত্ত লাভ সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ, সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন নল (খাকুরা) আত্ম নাশের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। পরাভবের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ! সেরূপ দেবদত্তের আত্ম নাশের নিমিত্ত লাভ সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ, সৎকার প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন অশ্বতরী (খচরী) আত্ম নাশের নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, পরাভবের নিমিত্ত গর্ভ ধারন করে। ভিক্ষুগণ! সেইরূপ দেবদত্তের আত্ম নাশের নিমিত্ত লাভ, সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ, সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম ভনিতা সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম

সেই সময় রাজা সহ উপবিষ্ট বৃহৎ পরিষদ পরিবৃত হয়ে ভগবান ধর্মদেশনা করতেছিলেন। তখন দেবদত্ত আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! ভগবান এখন জীর্ণ বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, বয়স, শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। অতএব ভগবান এখন নিশ্চিন্তভাবে প্রত্যক্ষ সুখ বিহারে নিরত থাকুন। ভিক্ষুসংঘ আমাকে প্রদান করুন। আমি ভিক্ষুসংঘ পরিচালন করব।

দেবদত্ত! নিষ্প্রয়োজন; ভিক্ষুসংঘ পরিচালণের ইচ্ছা পোষন করি ও না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ও দেবদত্ত ভগবানকে এরূপ বললেন। ভগবান কহিলেন, দেবদত্ত! আমি শারীপুত্র মৌদ্গল্যায়নের উপর ও ভিক্ষুসংঘ পরিচালনের ভার অর্পণ করতে পারি না। তোমার ন্যায় মৃত থুথুবৎ ব্যক্তির উপর কি দিতে পারি? তখন দেবদত্ত ভগবান আমাকে যেই সভায় রাজা উপস্থিত আছেন সেরূপ সভায় আমাকে নিষ্ঠীবৎ বলে অপমানিত করলেন, আর শারীপুত্র মৌদ্গল্যায়নের প্রশংসা করলেন। এই ভেবে কোপান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তার পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। ভগবানের প্রতি দেবদত্তের এই প্রথম আঘাত (দ্রোহ) হল। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! সংঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করুক। দেবদত্ত পূর্বে অন্য প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যাহা করবে তজ্জন্য বুদ্ধধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নহে; তজ্জন্য দেবদত্তই দায়ী।

ভিক্ষুগণ এভাবে (প্রকাশনীয় কর্ম) করবে, দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুসংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করতে পারেন। পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতির অন্য রকমের ছিল, এখন এক রকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যাহা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নহেন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী। ইহাই জ্ঞপ্তি। [অনুশ্রাবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে আহ্বান করলেন, শারীপুত্র! তুমি দেবদত্তকে রাজগৃহে প্রকাশিত কর। প্রভো! আমি পূর্বে রাজগৃহে দেবদত্তের প্রশংসা কীর্ত্তন করেছি, গোধিপুত্র (দেবদত্ত) মহর্দ্ধিক (দিব্যশক্তি ধারী) এবং মহানুভব। এখন কিরূপে আমি রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করতে পারি?

শারীপুত্র! গোধিপুত্র মহর্দ্ধিক এবং মহানুভব বলে রাজগৃহে দেবদত্তের যথার্থ প্রশংসা কর নাই? হাঁ প্রভো! শারীপুত্র! এরূপই যথার্থ ভাবে দেবদত্তকে প্রকাশিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর। তাহাই করব প্রভো! বলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! তাহা হলে সংঘ শারীপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করবার জন্য মনোনীত করুক। পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি অন্য রকম ছিল, এখন অন্য রকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যাহা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নহেন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে। প্রথম শারীপুত্রের মত জিজ্ঞাসা করবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করবার জন্য মনোনীত করতে পারেন। পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি এক রকমের ছিল, এখন অন্য রকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যাহা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নহেন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী। ইহাই জ্ঞপ্তি। [অনুশ্রাবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

আয়ুষ্মান শারীপুত্র সংঘ কর্তৃক মনোনীত হবার পর বহু সংখ্যক ভিক্ষুর সহিত রাজগৃহে প্রবেশ করে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করলেন, পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি এক রকমের ছিল। এখন অন্য রকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যাহা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী নহেন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী।

সেখানের শ্রদ্ধাহীন এবং মন্দ বুদ্ধি লোকেরা বলতে লাগল, অসূয়া পরায়ন এই শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ দেবদত্তের লাভ, সৎকার দেখে অসূয়া করতেছে। শ্রদ্ধাবান পণ্ডিত এবং বৃদ্ধিমান লোকেরা বলতে লাগল, ভগবান যাহা যখন রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করাচ্ছেন তখন ইহা নিরর্থক হতে পারে না।

দেবদত্তের বিদ্রোহ

(১) পিতৃহত্যার নিয়োগ

দেবদত্ত কুমার অজাত শত্রুর নিকট উপস্থিত হলেন। কুমার অজাত শত্রুকে কহিলেন, কুমার! পূর্বে মনুষ্য দীর্ঘায়ু হত। এখন অল্পায়ু। হয়ত কুমার অবস্থায় আপনার মৃত্যু হতে পারে। কুমার! এই হেতু আপনি পিতাকে হত্যা করে রাজা হউন, আমি ভগবানকে হত্যা করে বুদ্ধ হব।

তখন কুমার অজাত শত্রু আর্য দেবদত্ত মহর্দ্ধিক এবং মহানুভব। হয়ত তিনি জানতে পেরেছেন, এই ভেবে জ ঘায় তীক্ষ ছুরিয়া বন্ধন করে ভীত, উদ্বিগ্ন, সংকিত, সন্ত্রস্তবৎ মধ্যাহ্নে সহসা অন্তপুরে প্রবেশ করতে গেলেন। অন্তপুরের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রহরী, কুমার অজাত শত্রুকে ভীত, উদ্বিগ্ন, শংকিত এবং সন্ত্রস্তবৎ মধ্যাহ্নে সহসা অন্তপুরে প্রবেশ করতে দেখতে পেলেন; দেখে ধরলেন। তাঁরা অনুসন্ধান করতে করতে উরুতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আবদ্ধ করে কুমার অজাত শত্রুকে কহিলেন, কুমার! আপনি কি করতে চাহেন? পিতৃ হত্যা করতে চাহি। কার দ্বারা প্ররোচিত হয়েছেন? আর্য দেবদত্তের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছি। কোন কোন অমাত্য মন্তব্য করলেন, কুমারকে ও হত্যা করতে হবে এবং দেবদত্তকে সমস্ত ভিক্ষুকে হত্যা করতে হবে। কোন কোন অমাত্য মন্তব্য করলেন, ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। কেন না ভিক্ষুগণ কোন অপরাধ করেন নাই। কুমার এবং দেবদত্তকে হত্যা করা উচিত। কোন কোন অমাত্য মন্তব্য করলেন, কুমার দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। এই বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করতে হবে। রাজা যাহা আদেশ করেন তাহাই করব। তখন সেই অমাত্যগণ কুমার অজাত শত্রুকে নিয়ে মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হলেন। মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জানালেন। রাজা কহিলেন, মহাশয়গণ! প্রধান অমাত্যগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন?

দেব কোন কোন মহামাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, কুমার, দেবদত্ত এবং সমস্ত ভিক্ষুসংঘকে হত্যা করা উচিত। কোন কোন মহামাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না, কেন না ভিক্ষুগণ কোন অপরাধ করেন নাই। কুমার এবং দেবদত্তকে হত্যা করা উচিত হবে। কোন কোন মহামাত্য মত প্রকাশ করেছেন, কুমারকে, দেবদত্তকে কিংবা ভিক্ষুগণকে হত্যা করা হবে না। এই বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করা উচিত, রাজা যাহা বলেন তাহাই করব। ভন্তে! বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ কি করতে পারেন? ভগবান পূর্বেই রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করেছেন, পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি এক রকমের ছিল, কিন্তু এখন অন্য রকমের হয়েছে, দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যাহা বলবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সংঘ দায়ী হবেন না। তজ্জন্য দেবদত্তই দায়ী। যেই মহামাত্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন, কুমার, দেবদত্ত এবং সমস্ত ভিক্ষুকে হত্যা করা উচিত। তাঁহাদেরকে পদচ্যুত করলেন। যেই মহামাত্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, ভিক্ষুগণকে হত্যা করা অনুচিত, কেন না ভিক্ষুগণ কোন অপরাধ করেন নাই। কুমার এবং দেবদত্তকে হত্যা করা উচিত হবে। তাঁহাদেরকে নিম্নপদে নামিয়ে দিলেন। যেই মহামাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, কুমার, দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। এই বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করতে হবে, রাজা যাহা বলবেন আমরা তাহাই করব। তাঁহাদেরকে উচ্চপদে স্থাপন করলেন।

অনন্তর মগধরাজ শ্রেনিক বিম্বিসার কুমার অজাত শত্রুকে কহিলেন, কুমার!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছ? দেব! আমি রাজত্ব কামনা করি। কুমার! যদি তুমি রাজত্ব প্রার্থী তাহা হলে এই রাজ্য তোমার। এই বলে কুমার অজাত শত্রুকে রাজ্যভার অর্পণ করলেন।

(২) বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্ত তীরন্দাজ প্রেরণ

দেবদত্ত কুমার অজাত শত্রুর নিকট উপস্থিত হলেন। কুমার অজাত শত্রুকে কহিলেন, মহারাজ! তীরন্দাজ দেরকে আদেশ প্রদান করুন, যেন শ্রমণ গৌতমকে হত্যা করে।

অজাত শত্রু তীরন্দাজ দেরকে আদেশ করলেন, আর্য দেবদত্ত যেরূপ বলেন সেরূপ কর। তখন দেবদত্ত এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, বন্ধো! যাও অমুক স্থানে শ্রমণ গৌতম অবস্থান করতেছেন তাঁকে হত্যা করে এই রাস্তা দিয়া আস। সেই রাস্তায় দুই ব্যক্তিকে রেখে কহিলেন, এই রাস্তা দিয়ে জনৈক লোক আসবে তাকে হত্যা করে অমুক রাস্তা দিয়ে আস। সেই রাস্তায় চারিজন লোক রেখে কহিলেন, এই রাস্তা দিয়া দুইজন লোক আসবে তোমরা তাহাদেরকে হত্যা করে এই রাস্তা দিয়া আস। সেই রাস্তায় আটজন লোককে রেখে কহিলেন, এই রাস্তা দিয়া চারিজন লোক আসবে তোমরা তাহাদেরকে হত্যা করে অমুক রাস্তা দিয়া আস।

তখন সেই এক ব্যক্তি ঢাল, তলোয়ার নিয়ে ধনুতে শর যোজনা করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের নাতি দূরে ভীত, উদ্বিগ্ন, শংকিত এবং এস্ত হয়ে স্তব্ধ দেহে দাঁড়িয়ে রহিল। ভগবান সেই ব্যক্তিকে ভীত, উদ্বিগ্ন, শংকিত এবং ত্রস্ত হয়ে স্তব্ধ দেহে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। দেখে তাকে কহিলেন, বন্ধো! এস, ভয় করি ও না। তখন সেই ব্যক্তি অসি, ঢাল, এক স্থানে রেখে দিয়ে এবং ধনু ও শর পরিত্যাগ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পদে শির অবনত করে ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! আমি মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতা বশতঃ যেই অপরাধ করেছি এবং আমি কলূষিত চিত্তে বধ করবার চিত্ত নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভগবান আমাকে সেই অপরাধ ক্ষমা করে ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্য অনুমোদন করুন।

বন্ধো! তুমি মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতা বশতঃ কলূষিত চিত্তে বধ করবার চিত্তে এখানে এসে যেই অপরাধ করেছ, যখন সেই অপরাধকে অপরাধ বলে ন্যায়ানুসার প্রতিকার করেছ, তখন আমি তোমার অপরাধ স্বীকার অনুমোদন করলাম। বন্ধো! আর্য বিনয়ে ইহা বৃদ্ধির কথা, যে অপরাধকে অপরাধ বলে ন্যায়ানুসার প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়।

তখন ভগবান তাকে আনুপূর্ব্বিক ধর্মকথা উপদেশ প্রদান করলেন। যথা-দান কথা, শীল কথা, স্বর্গ কথা, কামভোগের অপকারিতা, অপকার মালিণ্য এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করলেন। ভগবান যখন জানতে পারলেন তার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, আবরন মুক্ত, হৃষ্ট এবং প্রসন্ন হয়েছে তখন বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ঠ সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশিত করলেন। দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমা রহিত শুভ্র বস্তু সম্যক ভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে সেই ভাবে সেই ব্যক্তির সেই আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল, যাহা কিছু সমুদয় ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধ ধর্মী।

সেই ব্যক্তি ধর্ম দর্শন করে, ধর্মলাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহন করে, ধর্মে সন্দেহ রহিত হয়ে, বাদ বিবাদ রহিত হয়ে বিশারদ লাভ করে শাস্তার শাসনে আত্ম প্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে কহিল, প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমূখকে উর্দ্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখতে পাই। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে অবধারণ করুন।

সেই ব্যক্তি ধর্ম দর্শন করে, ধর্মলাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহন করে, ধর্মে সন্দেহ রহিত হয়ে, বাদ বিবাদ রহিত হয়ে বিশারদ লাভ করে শাস্তার শাসনে আত্ম প্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে কহিল, প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমূখকে উর্দ্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখতে পাই। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাদেরকে শরণাগত উপাসক রূপে অবধারণ করুন।

সেই আট ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তিগণকে আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন এই ভেবে সম্মূখ দিকে অগ্রসর হয়ে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখতে পেল; দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। অতঃপর ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। তাহাদেরকে ভগবান আনুপূর্ব্বিক ধর্মকথা উপদেশ করলেন। যথা-দান কথা, শীল কথা, স্বর্গ কথা, কামভোগের অপকারিতা, অপকার মালিণ্য এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করলেন। সেই চারি ব্যক্তির ভগবান যখন জানতে পারলেন তাহার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, আবরন মুক্ত, হৃষ্ট এবং প্রসন্ন হয়েছে তখন বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ঠ সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশিত করলেন। দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমা রহিত শুভ্র বস্তু সম্যক ভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে সেই ভাবে সেই ব্যক্তির সেই আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল, যাহা কিছু সমুদয় ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধ ধর্মী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই ব্যক্তি ধর্ম দর্শন করে, ধর্মলাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহন করে, ধর্মে সন্দেহ রহিত হয়ে, বাদ বিবাদ রহিত হয়ে বিশারদ লাভ করে শাস্তার শাসনে আত্ম প্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে কহিল, প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমূখকে উর্দ্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্য বস্তু) দেখতে পাই। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্মের এবং ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাদেরকে শরণাগত উপাসক রূপে অবধারণ করুন। অতঃপর সেই এক ব্যক্তি দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হল। দেবদত্তকে কহিল, প্রভো! আমি সেই ভগবানের জীবন নাশ করতে পারলাম না। সেই ভগবান মহর্দ্ধিক এবং মহানুভব সম্পন্ন।

(৩) দেবদত্তের বুদ্ধের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ

বন্ধো! তুমি শ্রমণ গৌতমের জীবন নাশ করি ও না। আমি স্বয়ং শ্রমণ গৌতমের জীবন নাশ করব।

সেই সময় ভগবান গৃধকুট পর্বতের ছায়ায় পাদচারণ করতেছিলেন। দেবদত্ত গৃধকুট পর্বতে আরোহন করে ইহা দ্বারা শ্রমণ গৌতমের জীবন নাশ করব এই ভেবে এক বৃহৎ শিলা নিক্ষেপ করল। দুইটি পর্বত শৃঙ্গ এসে সেই শিলার গতিরোধ করল। তাহা হতে প্রস্তর কনিকা পতিত হয়ে ভগবানের পাদ হতে রক্ত মোচন করল।

ভগবান উর্দ্ধদিকে অবলোকন করে দেবদত্তকে কহিলেন, মোঘ পুরুষ! কলূষিত চিত্তে বধ করবার ইচ্ছায় তথাগতের রক্ত পাত করে বহু অপূন্য সঞ্চয় করলে।

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! দেবদত্ত এই প্রথম আনন্তরিক কর্ম (স্বর্গ মোক্ষের বাধক কর্ম) সঞ্চয় করল। কেন না সে কলূষিত চিত্তে, বধ করবার ইচ্ছায় তথাগতের রক্ত পাত করল।

(৪) তথাগতের অকাল মৃত্য হতে পারে না

ভিক্ষুগণ শুনিতে পেলেন, দেবদত্ত ভগবানকে বধ করবার কার্যে প্রবৃত হয়েছে। তখন তাঁরা ভগবানকে রক্ষা করবার এবং আবরন গুপ্ত রাখবার জন্য বিহারের চারদিকে উচ্চশব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায়ন করতে করতে পাদচারন করতে লাগলেন। ভগবান উচ্চ শব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায়ন শব্দ শুনতে পেলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে কহিলেন, আনন্দ! এ কিসের উচ্চ শব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায় শব্দ?

প্রভো! ভিক্ষুগণ শুনেছেন দেবদত্ত ভগবানকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। তাঁরা ভগবানের বিহারের চারি পার্শ্বে পাদচারন করে উচ্চশব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায় করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে রক্ষা আবরন কার্যে নিরত হয়েছেন। তারই উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, স্বাধ্যায় শব্দ।

আনন্দ তাহা হলে আমার আদেশে উক্ত ভিক্ষুগণকে বল, শাস্তা আপনাদেরকে আহ্বান করতেছেন। তাই হবে বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তাদেরকে কহিলেন, শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে আহ্বান করতেছেন। তথাস্তু বন্ধো! বলে তাঁরা আয়ুষ্মান আনন্দ প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে সেই ভিক্ষুগণকে ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ইহার কোন স্থান নাই, ইহার কোন সম্ভাবনা নাই যে, অপরের প্রযত্নে তথাগতের জীবন নাশ হবে। ভিক্ষুগণ! তথাগত অন্যের প্রচেষ্টা ব্যতীত স্বয়ং পরিনির্বাণ লাভ করেন। ভিক্ষুগণ! তোমরা স্ব স্ব বিহারে চলে যাও, তথাগতকে রক্ষার প্রয়োজন নাই।

(৫) বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্ত নালগিরি হস্তী প্রেরণ

সেই সময় রাজগৃহে নালগিরি নামীয় মনুষ্য ঘাতক দুর্দ্দান্ত এক হস্তী ছিল। দেবদত্ত রাজগৃহে প্রবেশ করে হস্তীশালায় গিয়ে মাহুতগণকে কহিলেন, ভনে! আমি রাজার জ্ঞাতি নিুপদ হতে উচ্চপদে নিয়োগ করতে এবং আহার্য্য ও বেতন বৃদ্ধি করতে আমার ক্ষমতা আছে। যখন শ্রমণ গৌতম এই রাস্তায় আসবেন তখন এই নালগিরি হস্তী শাবককে এই রাস্তা অভিমূখে ছেড়ে দিবে। তথাস্তু, প্রভো! বলে সেই মাহুতগণ দেবদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র চীবর নিয়ে বহু সংখ্যক ভিক্ষু সহ রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করলেন। ভগবান সেই রাস্তা দিয়ে যেতে লাগলেন। মাহুতগণ ভগবানকে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে নালগিরি হস্তীকে শৃ খল মুক্ত করে সেই রাস্তা অভিমূখে ছেড়ে দিল। নালগিরি হস্তী দূর হতেই ভগবানকে আসতে দেখে শুণ্ড উত্তোলিত করে প্রহৃষ্ট হইয়া কর্ণ সঞ্চালন করতে করতে ভগবানের অভিমূখে ধাবিত হল। ভিক্ষুগণ দূর হতেই নালগিরি হস্তীকে আসতে দেখে ভগবানকে কহিলেন। প্রভো! এই মনুষ্য ঘাতক, দুর্দ্দান্ত নালগিরে হস্তী এই রাস্তায় উপস্থিত হয়েছে। অতএব ভগবান পশ্চাদাবর্তন করুন। সুগত পশ্চাদাবর্তন করুন। ভিক্ষুগণ! আস, ভয় করি ও না। এখন কোন স্থান কিংবা কোন সম্ভাবনা নাই যে অন্যের চেষ্টায় তথাগতের জীবন নাশ হবে, অপরের চেষ্টা ব্যতীত তথাগত স্বয়ং পরিনির্বাণ লাভ করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় বার ও ভিক্ষুগণ এরূপ বললে ভগবান এরূপ উত্তর দিলেন।

সেই সময় জন সাধারণ প্রাসাদের উপর, হর্ম্যের উপর, ছাদের উপর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরোহন করে অবস্থান করতেছিল। তাদের মধ্যে যারা শ্রদ্ধাহীন, প্রসন্নতাহীন, দুর্বুদ্ধি পরায়ন তারা বলতে লাগল, অহো! রূপবান মহাশ্রমণ নাগ দ্বারা নিহত হবেন। যাঁরা শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, তাঁরা বলতে লাগলেন, দীর্ঘকাল নাগ নাগের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন। তখন ভগবান নালগিরি হস্তীকে মৈত্রী চিত্তে পরিপস্নাবিত করলেন। নালগিরি হস্তী ভগবানের মৈত্রী চিত্তে পরিপস্নাবিত হয়ে শুণ্ড অবনত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানের সামনে সম্মুখে দণ্ডায়মান হল। তখন ভগবান দক্ষিণ হস্তে নালগিরি হস্তীর কুম্ভ স্ শর্ করে নালগিরি হস্তীকে গাথাযোগে বললেন।

১। মা কুঞ্জর নাগমাসদো,
দুক্খং হি কুঞ্জর নাগমাসদো,
ন হি নাগহতস্স কুঞ্জর,
সুগতি হোতি ইতো পরং যতো।
মা চ মদো মা চ পমাদো,
ন হি পমত্তো সুগতিং বজন্তিতে।
ত্বঞ্ঞেব তথা করিস্সসি,
যেন ত্বং সুগতিং গমিস্সসীতি।

নালগিরি হস্তী শুণ্ডদ্বারা ভগবানের পদধূলি লয়ে মস্তকে বিকীর্ণ করে যতক্ষণ ভগবানকে দেখতে পেল ততক্ষণ সম্মুখভাগ ভগবানের অভিমূখে রেখে পশ্চাৎভাগে পশ্চাদাবর্তন করতে লাগল। অতঃপর নালগিরি হস্তী হস্তীর শালায় গিয়ে স্বস্থানে দণ্ডায়মান রইল। এভাবে নালগিরি হস্তী দমিত হল। সেই সময় জন সাধারণ এই গাথা ভাষণ করতে লাগলেন।

২। দণ্ডেন দময়ন্তি অঙ্কুসেহি কসাহি,
অদণ্ডেন অসট্ঠেন নাগদন্তো মহেসিনা।

জন সাধারণ, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। পাপিষ্ঠ ও লক্ষ্মীহীন দেবদত্ত এরূপ শ্রীমান মহাঋদ্ধি ও মহানুভব সম্পন্ন শ্রমণ গৌতমকে হত্যায় প্রবৃত হয়েছে। সেই হতে দেবদত্তের লাভ সৎকার হ্রাস পেল। ভগবানের লাভ সৎকার বৃদ্ধি পেল।

(৬) দেবদত্তের সম্মান হ্রাস

সেই সময় দেবদত্ত লাভ সৎকার বিচ্যুত হয়ে সপার্ষদ গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাঞ্চা করে ভোজন করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাঞ্চা করে ভোজন করতেছেন? কে সঞ্চয় করতে ভালবাসে না এবং কারই বা স্বাদাকার খাদ্য রুচিকর নহে?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। শুনতে পেয়ে অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন সপার্ষদ দেবদত্ত গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাঞ্চা করে ভোজন করতেছেন? তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

দেবদত্ত! সত্যই কি তুমি সপার্ষদ গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাঞ্চা করে ভোজন করতেছ?

হ্যাঁ ভগবান, তাহা সত্য।

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! তাহা হলে ত্রিবিধ কারণ বশতঃ গৃহস্থগণের গৃহে ভিক্ষুগণের নিমিত্ত ত্রিবিধ ভোজনের বিধান প্রবর্ত্তন করব। যথা- (১) কুটিল ব্যক্তিগণের নিগ্রহের নিমিত্ত, (২) সুশীল ভিক্ষুগণের নিরাপদের জন্য এবং (৩) যাতে পাপিষ্টগণ অনুগামী পেয়ে সংঘভেদ করতে না পারে। গৃহস্থগণের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নিমিত্তগণ ভোজনে (সম্মিলিত ভোজন করায়) ধর্মানুসার প্রতিকার করতে হবে।

(৭) সংঘভেদ করা

অনন্তর দেবদত্ত কোকালিক, কটমোর, তির্য্যক এবং খণ্ডদেবীর পুত্র সমুদ্র দত্তের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে কোকালিক, কটমোর তির্য্যক এবং খণ্ডদেবীর পুত্র সমুদ্র দত্তকে কহিলেন; আস বন্ধুগণ! আমরা শ্রমণ গৌতমের সংঘভেদ, চক্রভেদ করি। এরূপ বললে কোকালিক দেবদত্তকে কহিল, বন্ধো শ্রমণ গৌতম মহাঋদ্ধি এবং মহানুভব সম্পন্ন। আমরা কিরূপে শ্রমণ গৌতমের সংঘভেদ, চক্রভেদ করব? বন্ধোগণ! আস, আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে এভাবে পাঁচটি বিষয় যাঞ্চা করি। প্রভো! ভগবান ত্রিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, সল্লেখের, ধূতের প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যম শীলতার গুণবর্ণনা করেছেন। প্রভো! এই পাঁচটি বিষয় বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, সল্লেখের, ধূতের প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যম শীলতার পরিপোষক। অতএব প্রভো! (১) ভিক্ষু আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে বাস করবে সে দোষী হবে। (২) ভিক্ষু আজীবন ভিক্ষাচর্যা করুক, যে নিমন্ত্রন প্রদত্ত দ্রব্য আহার করবে, সে দোষী হবে। (৩) ভিক্ষু আজীবন পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করুক। যে গৃহস্থ প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করবে সে দোষী হবে। (৪) ভিক্ষু আজীবন বৃক্ষ মূলে বাস করুক। যে আচ্ছাদনের নীচে বাস করবে, সে দোষী হবে। (৫) ভিক্ষু আজীবন মৎস্য মাংস আহার না করুক। যে মৎস্য মাংস আহার করবে, সে দোষী হবে। শ্রমণ গৌতম এই সমস্তের অনুমতি দিবেন না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাজেই আমরা এই পাঁচটি বিষয় দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাতে সমর্থ হব। বন্ধু এই পাঁচটি বিষয় দ্বারা শ্রমণ গৌতমের সংঘভেদ, চক্রভেদ করতে পারা যাবে। কেন না জনসাধারণ সামান্য ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে।

অতঃপর দেবদত্ত সপার্ষদ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে দেবদত্ত ভগবানকে উপরোক্ত প্রকারে পাঁচটি বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ভগবান বললেন- দেবদত্ত! কোন প্রয়োজন নাই। যার ইচ্ছা হয় সে অরণ্যে বাস করুক। এবং যার ইচ্ছা হয় সে গ্রামে বাস করুক। যার ইচ্ছা হয় সে ভিক্ষাচর্য্যা করুক এবং যার ইচ্ছা হয় সে নিমন্ত্রনে আহার করুক। যার ইচ্ছা হয় সে পাংশুকুল বস্ত্রধারী হউক এবং যার ইচ্ছা হয় সে গৃহস্থ প্রদত্ত চীবর পরিধান করুক। দেবদত্ত! আট মাস তরুমূলে বাস করবার বিধান প্রদান করেছি এবং অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অনুমান মুক্ত। এই ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ মৎস্য মাংস আহার করবার বিধান ও আমি দিয়েছি।

ভগবান দেবদত্তকে এই পাঁচটি বিষয়ের অনুমতি দিচ্ছেন না। এই ভেবে হৃষ্ট, প্রসন্ন হয়ে সপার্ষদ আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। দেবদত্ত সপার্ষদ রাজগৃহে প্রবেশ করে উক্ত পঞ্চবিষয় দ্বারা জন সাধারণকে বুঝাতে লাগল- বন্ধুগণ! আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে তার নিকট পাঁচটি বিষয় যাঞ্ঞা করেয়াছিলাম।

প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, সল্লেখের, ধূতের প্রসন্নতার, নম্রতার, জন্যে যে মৎস্য মাংস আহার করবে সে দোষী হবে। শ্রমণ গৌতম এই পাঁচটি বিষয়ের অনুমতি প্রদান করেন নাই। আমরা এই পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন করতেছি। সেখানে যারা শ্রদ্ধাহীন, প্রসন্নতাহীন, দুর্বুদ্ধি পরায়ন তারা বলল। এই শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ অল্পেচ্ছু এবং লঘু বৃত্তি সম্পন্ন (সল্লেখ বুত্তিনো) কিন্তু শ্রমণ গৌতম বাহুল্য ভাব প্রাপ্ত এবং বাহুল্যতার জন্য চেষ্টিত। যারা শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা সম্পন্ন এবং পণ্ডিত বুদ্ধিমান তারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন দেবদত্ত ভগবানের সংঘ ভেদের, চক্রভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করতেছে?

ভিক্ষুগণ সেই জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। শ্রবণ করে অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন দেবদত্ত সংঘভেদ, চক্রভেদ পরাক্রম প্রকাশ করতেছে? সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন, দেবদত্ত! সত্যই কি তুমি সংঘভেদের চক্রভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করতেছ? হাঁ ভগবান তাহা সত্য। দেবদত্ত! সংঘভেদে তোমার রুচি না হউক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবদত্ত! সংঘভেদ করা বড় গুরুতর কাজ। যে সমগ্রভাব প্রাপ্ত সংঘভেদ করে সে কল্পস্থায়ী পাপ সঞ্চয় করে। এবং কল্পকাল নরকে পঁচে। দেবদত্ত! যে বিচ্ছিন্ন সংঘকে সম্মিলিত করে সে শ্রেষ্ঠ পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করে এবং কল্পকাল স্বর্গে প্রমোদিত হয়। সংঘভেদে তোমার রুচি না হউক। দেবদত্ত সংঘভেদ করা বড় গুরুতর কাজ।

আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র চীবর নিয়ে রাজগৃহের ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করলেন। দেবদত্ত আয়ুষ্মান আনন্দকে রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহে রত দেখতে পেলেন। দেখে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন-বন্ধু আনন্দ! অদ্য হতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘ হতে পৃথক হয়ে উপোসথ করব এবং সংঘ কর্ম করব।

আয়ুষ্মান রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে ভোজনাবসানে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হতে প্রত্যাবর্ত্তন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! আমি পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে, পাত্র চীবর নিয়ে রাজগৃহের ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করেছিলাম। প্রভো! আমাকে দেবদত্ত রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আমাকে কহিলেন-বন্ধু আনন্দ! অদ্য হতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘ হতে পৃথক ভাবে উপোসথ এবং সংঘ কর্ম করব। অদ্য হতে দেবদত্ত সংঘভেদ করবেন।

তখন ভগবান এই বিষয় অবগত হয়ে সেই সময় এই উদান গাথা উচ্ছারন করলেন।

সুকরং সাধুনা সাধু, সাধু পাপেন দুক্‌করং,
পাপং পাপেন সুকরং, পাপমারেয়েহি দুক্‌করন্তি।

দ্বিতীয় ভনিতা সমাপ্ত।

(৮) সংঘ হইতে দেবদত্তের পৃথক হওয়া

দেবদত্ত সেই উপোসথ দিবসে আসন হতে উঠে শলাকা (মত গ্রহণের শলাকা বা বেলট) গ্রহণ করাল। বন্ধুগণ! আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে পঞ্চ বিষয় যাঞ্চা করেছিলাম। প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের লঘু বৃত্তির ধূর্তের প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যম শীলতার প্রশংসা করে থাকেন। প্রভো! এই পাঁচটি বিষয় বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার সন্তোষের লঘু বৃত্তির ধূর্তের প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যম শীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভো! ভিক্ষুগণ আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে বাস করবে, সে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দোষী হবে। ভিক্ষু আজীবন ভিক্ষাচর্যা করুক, যে নিমন্ত্রন প্রদত্ত দ্রব্য আহার করবে, সে দোষী হবে। ভিক্ষু আজীবন পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করুক। যে গৃহস্থ প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করবে সে দোষী হবে। ভিক্ষু আজীবন বৃক্ষ মূলে বাস করুক। যে আচ্ছাদনের নীচে বাস করবে, সে দোষী হবে। ভিক্ষুগণ আজীবন মৎস্য মাংস আহার না করুক। যে মৎস্য মাংস আহার করবে, সে দোষী হবে। শ্রমণ গৌতম এই পঞ্চ বিষয়ের অনুমতি প্রদান করেন নাই। আমরা এই পঞ্চ বিষয় গ্রহণ করে প্রতিপালন করব। যেই আয়ুষ্মানের নিকট এই পঞ্চ বিষয় উপযুক্ত বিবেচিত হয়, সে শলাকা গ্রহণ করুন।

সেই সময় বৈশালীর পঞ্চশত বৃজিপুত্র নূতন ভিক্ষু প্রকৃত বিষয় বুঝতে না পেরে ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন (গুরুর উপদেশ)। এই ভেবে শলাকা গ্রহণ করল। তখন দেবদত্ত সংঘভেদ করে পঞ্চশত ভিক্ষুসঙ্গে লয়ে গয়াশীর্ষ পর্বতে প্রস্থান করলেন। শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! দেবদত্ত সংঘভেদ করে পঞ্চশত ভিক্ষু নিয়ে গয়াশীর্ষে পর্বতে প্রস্থান করতেছে।

শারীপুত্র! সেই নূতন ভিক্ষুগণের প্রতি কি তোমাদের করুণার সঞ্চার হয়?

শারীপুত্র! তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হবার পূর্বে গমন কর। তথাস্তু, প্রভো! বলে শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে রেখে গয়াশীর্ষে প্রস্থান করলেন। সেই সময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নাতি দূরে রোদন করতে করতে দণ্ডায়মান ছিলেন। ভগবান তাঁকে কহিলেন, ভিক্ষু! তুমি রোদন করিতেছ কেন? প্রভো! যাঁহারা ভগবানের প্রধান শিষ্য শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন ও দেবদত্তের নিকট যাচ্ছেন। দেবদত্তের ধর্ম (মত) রুচিকর মনে করতেছেন, ভিক্ষু! এমন কোন স্থান কিংবা অবকাশ নাই যে শারীপুত্র মৌদ্গাল্যায়ন দেবদত্তের ধর্ম রুচিকর মনে করবে। তারা আমার আদেশে গমন করেছে।

সেই সময় দেবদত্ত বহু সংখ্যক পার্ষদ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মদেশনায় উপবিষ্ট ছিলেন। দূরে থাকতেই দেবদত্ত শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন আসতে দেখতে পেলেন। দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! দেখ আমার ধর্ম কেমন সুআখ্যাত যাঁরা শ্রমণ গৌতমের অগ্রশ্রাবক নামে অভিহিত সেই শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন ও আমার ধর্ম রুচিকর মনে করে আমার নিকট আসতেছেন। এরূপ বললে কোকালিক দেবদত্তকে কহিল-বন্ধু দেবদত্ত! শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়নকে বিশ্বাস করি ও না। পাপিষ্ট শারীপুত্র; মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছার বশীভূত। বন্ধো! তাহা নহে, তারা স্বাগত হয়েছেন, কেন না তাঁরা আমার ধর্ম বিশ্বাস করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবদত্ত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে অর্দ্ধেক আসন দ্বারা নিমন্ত্রন করলেন। বন্ধু শারীপুত্র! আসুন, এখানে উপবেশন করুন। বন্ধো প্রয়োজন নাই, বলিয়া শারীপুত্র অন্য একটি আসন নিয়ে একান্তে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ও অন্য একটি আসন নিয়ে উপবেশন করলেন। দেবদত্ত অধিক রাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে অনুরোধ করলেন-বন্ধু শারীপুত্র! এখন ভিক্ষুসংঘ আলস্য ও প্রমাদ বর্জ্জিত আছে, অতএব আপনি ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। আমার পৃষ্ঠ বেদনা করতেছে, আমি বিশ্রাম করব। তথাস্তু বন্ধো! বলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র দেবদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। দেবদত্ত স ঘাটি চারি ভাঁজ করে বিছায়ে দক্ষিণ পার্শ্ব হয়ে শয়ন করলেন। স্মৃতি ও সম্প্রজন্য রহিত হওয়ায় মুহূর্ত্তের মধ্যে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র আদেশনা প্রতিহার্য্য (চমৎকার ব্যাখ্যা) ও অনুশাসন প্রতিহার্য্য দ্বারা ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় উপদেশ ও অনুশাসন করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ঋদ্ধি প্রতিহার্য্য ও অনুশাসন প্রতিহার্য্য দ্বারা ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় উপদেশ অনুশাসন করলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্রের আদেশনা প্রতিহার্য্য ও অনুশাসন প্রতিহার্য্য দ্বারা এবং আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের ঋদ্ধি প্রতিহার্য্য অনুশাসনে উপদিষ্ট এবং অনুশাসিত হয়ে সেই ভিক্ষুগণের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। যাহা কিছু সমুদয় ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধ ধর্মী। তখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-বন্ধুগণ! আমরা ভগবানের নিকট গমন করব। ভগবানের ধর্মে যাঁর বিশ্বাস হয় তিনি আগমন করুন। এই বলে শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন সেই পঞ্চশত ভিক্ষু নিয়ে বেলুবনে উপস্থিত হলেন।

কোকালিক দেবদত্তকে জাগ্রত করলেন। বন্ধু দেবদত্ত! উঠ। শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে নিয়ে গিয়েছে। বন্ধু দেবদত্ত! আমি কি তোমাকে পূর্বে বলি নাই? শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়নকে বিশ্বাস করতে নাই। পাপিষ্ট শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছার বশীভূত। তখন সেই স্থানেই দেবদত্তের মূখ দিয়া উষ্ণ শোনিত নির্গত হল।

অতঃপর শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! ভেদ অনুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করলে ভাল হয় নাকি? শারীপুত্র প্রয়োজন নাই। ভেদ অনুবর্ত্তী ভিক্ষুগণের পুন উপসম্পদা দান তোমার রুচিকর না হউক। শারীপুত্র তুমি ভেদ অনুবর্ত্তী ভিক্ষুগণের 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ দেশনা করাতে পার। শারীপুত্র! দেবদত্ত তোমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছে?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভো! ভগবান যেমন অধিক রাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুগণকে ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আমাকে আদেশ করেন। শারীপুত্র! এখন ভিক্ষুসংঘ শারিরীক ও মানসিক আলস্য বর্জ্জিত। অতএব শারীপুত্র তুমি ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর। আমার পৃষ্ঠে বেদনা করতেছে, এই হেতু আমি বিশ্রাম করব। সেরূপ ব্যবহারই করেছে।

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে অরণ্যে অবস্থিত এক বৃহৎ সরোবর আশ্রয় করে হস্তী বাস করত। তারা মহাসরোবরে অবতরন করে শুণ্ডে পদ্মের মূল ও মৃনাল বাহির করে উত্তম রূপে ধৌত করে কর্দ্দম হীন করে আহার করত। তাতে তাদের দেহের সৌন্দর্য ও বল বৃদ্ধি করত। এজন্য তাদের মৃত্যু কিংবা মৃত্যু সদৃশ দুঃখ উপস্থিত হত না। ভিক্ষুগণ! শৃগাল বৎস সেই মহাহস্তীগণের অনুকরন করে সেই মহাসরোবরে অবতরন করে মুখ দ্বারা পদ্মের মূল এবং মৃনাল বাহির করে উত্তম রূপে ধৌত না করে সকর্দ্দম আহার করত। তাহা তাদের দেহের সৌন্দর্য্য কিংবা বল বৃদ্ধি করত না। বরং সেইজন্য তাদের মৃত্যু কিংবা মৃত্যু সদৃশ দুঃখ উপস্থিত হত। ভিক্ষুগণ! এরূপই দেবদত্ত আমার অনুকরণ করতে গিয়ে নিঃসহায় হয়ে মৃত্যুমূখে পতিত হবে।

(৯) দূতের গুণ

ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষু দৌত্যে গমনের পক্ষে উপযুক্ত। সে অষ্টাঙ্গ কি? ভিক্ষু (১) শ্রোতা হয়, (২) শ্রাবয়িতা (যে শ্রবণ করায়), (৩) উদ্‌গৃহীতা (গ্রহণকারী), (৪) ধারয়িতা (স্মরণ রাখিতে পারে), (৫) বিজ্ঞাতা, (৬) বিজ্ঞাপয়িতা, (জানাইতে সমর্থ), (৭) হিতাহিতে দক্ষ এবং (৮) কলহ কারী নহে।

ভিক্ষুগণ! এই অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন ভিক্ষু দৌত্যে গমনের পক্ষে উপযুক্ত। ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন শারীপুত্র দৌত্যে গমনের পক্ষে উপযুক্ত। সে অষ্টাঙ্গ কি? ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র (১) শ্রোতা হয়, (২) শ্রাবয়িতা (যে শ্রবণ করায়), (৩) উদ্‌গৃহীতা (গ্রহণকারী), (৪) ধারয়িতা (স্মরণ রাখিতে পারে), (৫) বিজ্ঞাতা, (৬) বিজ্ঞাপয়িতা, (জানাইতে সমর্থ), (৭) হিতাহিতে দক্ষ এবং (৮) কলহ কারী নহে।

(১০) দেবদত্তের পতনের কারণ

ভিক্ষুগণ! অষ্টবিধ অসর্দ্ধমে অভিভূত পর্যাস্ত চিত্ত (লিপ্ত চিত্ত) হইয়া দেবদত্ত অপায়িক (অশুভ ফল ভোগী) নারকী, কল্পকাল নরক ভোগী; চিহিৎসার অযোগ্য। সে অষ্টবিধ অসর্দ্ধম কি? ভিক্ষুগণ! (১) দেবদত্ত লাভে অভিভূত, লিপ্ত চিত্ত হয়ে অপায়িক নারকী কল্পকাল নরক ভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত, (২) অলাভে, (৩) যশে, (৪) অযশে, (৫) সৎকারে, (৬) অসৎকারে, (৭) পাপেচ্ছায়, এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) অসৎসংসর্গে অভিভূত, লিপ্ত চিত্ত হয়ে দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরক ভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত। ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ অসর্দ্ধমে অভিভূত, লিপ্ত চিত্ত হয়ে দেবদত্ত অপায়িক, নারকী কল্পকাল নরক ভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু প্রাপ্ত লাভ উপেক্ষা করে বাস করবে। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার, সমুপস্থিত পাপিচ্ছা, উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করবে।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কি কারণে প্রাপ্ত লাভ পরিহার করে বাস করবে। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার, সমুপস্থিত পাপিচ্ছা, উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করবে।

ভিক্ষুগণ! প্রাপ্ত লাভ পরিহার না করে বাস করলে পীড়াদায়ক যেই আসব (চিত্ত বিকৃতি) উপস্থিত হবে প্রাপ্ত লাভ পরিহার করে বাস করলে পীড়াদায়ক আসব উৎপন্ন হবে না। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার উৎপন্ন পাপেচ্ছা এবং উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাসনা করলে পীড়াদায়ক যেই সব আসব উৎপন্ন হইবে অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করলে পীড়াদায়ক সেই আসব উৎপন্ন হবে না। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই কারণ দেখে প্রাপ্ত লাভ পরিহার করে বাস করে থাকে। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার উৎপন্ন পাপেচ্ছা এবং উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করে বাস করে থাকে। ভিক্ষুগণ! এই হেতু প্রাপ্ত লাভ, প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার উৎপন্ন পাপেচ্ছা এবং উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করব। এরূপ তোমাদেরকে শিক্ষা করতে হবে।

ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ অসর্দ্ধমে অভিভূত, লিপ্ত চিত্ত দেবদত্ত অপায়িক, নারকী কল্পকাল নরক ভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত। সেই ত্রিবিধ কি? (১) পাপ বাসনা, (২) কুসংসর্গ, (৩) যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লাভ মধ্যে অবসান প্রাপ্ত হওয়া। ভিক্ষুগণ এই ত্রিবিধ অসর্দ্ধমে অভিভূত, লিপ্ত চিত্ত দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরক ভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত।

(১) সংঘভেদ করতে পারে

আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! সংঘরাজি (সংঘ মধ্যে দল হওয়া) সংঘরাজি যে বলে প্রভো, কিরূপে সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘ ভেদ হয় না? কিরূপেই বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘরাজি ও হয় এবং সংঘভেদ ও হয়?

উপালি! (১) এক পক্ষে এক জন হয়, অন্য পক্ষে দুইজন হয়, এবং চতুর্থ ভিক্ষু অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন (উপদেশ) ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপন্ন কর। উপালি! এইভাবে সংঘরাজি হয় কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(২) এক পক্ষে দুই ভিক্ষু থাকে, অন্য পক্ষে দুইভিক্ষু থাকে, এবং পঞ্চম ভিক্ষু অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন (উপদেশ) ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপন্ন কর। উপালি! এই প্রকারে ও সংঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৩) উপালি! এক পক্ষে দুইজন ভিক্ষু থাকে, অন্য পক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে এবং ষষ্ঠ ভিক্ষু অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন (উপদেশ) ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এই প্রকারে ও সংঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৪) উপালি! এক পক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে, অন্য পক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে এবং সপ্তম ভিক্ষু অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন (উপদেশ) ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এই প্রকারে ও সংঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৫) উপালি! এক পক্ষে তিনজন থাকে, অপর পক্ষে চারিজন থাকে এবং অষ্টম ভিক্ষু অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন (উপদেশ) ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এই প্রকারে ও সংঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৬) উপালি! এক পক্ষে চারিজন থাকে, অপর পক্ষে চারিজন থাকে এবং নবম ভিক্ষু অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন (উপদেশ) ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এই রূপে সংঘরাজি হয়, সংঘভেদ হয়।

উপালি! নয়জন কিংবা নয়জনের অধিক ভিক্ষু হলে সংঘরাজি ও হয়, সংঘভেদ ও হয়। উপালি! ভিক্ষুণী সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করতে পারে বটে, কিন্তু সংঘভেদ করতে পারে না।

উপালি! শিক্ষামানা সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম করতে পারে বটে, কিন্তু সংঘভেদ করিতে পারে না। শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক-উপাসিকা সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম করতে পারে বটে, কিন্তু সংঘভেদ করতে পারে না। উপালি! এক আবাসে এবং এক সীমায় অবস্থিত অপরাধ রহিত ভিক্ষু সংঘভেদ করতে পারে।

(২) কি রূপে সংঘভেদ হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভো! সংঘভেদ, সংঘভেদ বলে যে কথিত হয়, কিরূপে প্রভো! সংঘভেদ হয়?

উপালি! যখন ভিক্ষু (১) অধর্মকে (বুদ্ধের উপদেশ নহে) ধর্ম বলে, (২) ধর্মকে অধর্ম বলে, (৩) অবিনয়কে বিনয় বলে এবং (৪) বিনয়কে অবিনয় বলে। (৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৬) তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বলে, (৭) তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে, (৮) তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলে, (৯) তথাগত যেই বিষয়ের বিধান করেন নাই। তথাগত সেই বিষয়ের বিধান করেছেন-বলে, (১০) তথাগত যেই বিষয়ের বিধান করেছেন, তথাগত সেই বিষয়ের বিধান করেন নাই বলে, (১১) যাহা অপরাধ নহে তাকে অপরাধ বলে, (১২) যাহা অপরাধ তাকে নিরপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ (যার অতিরিক্ত অপরাধ ও আছে) অপরাধকে নিরবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) নিরবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুঃস্থল অপরাধকে অদুঃস্থল অপরাধ বলে, (১৮) অদুঃস্থল অপরাধকে দুঃস্থল অপরাধ বলে। এই অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা আকর্ষণ করে যাতে অসংশ্লিষ্ট হয় সেরূপ করে এবং পৃথক ভাবে উপোসথ করে, প্রবারণা করে, সংঘ কর্ম করে।

উপালি! এভাবে সংঘভেদ হয়।

(৩) সংঘ সম্মেলনের ব্যাখ্যা

প্রভো! সংঘ সম্মেলন, সংঘ সম্মেলন বলে যে বলে, প্রভো! কি প্রকারে সংঘ সম্মেলন হয়?

উপালি! যখন ভিক্ষু (১) অধর্মকে অধর্ম বলে, (২) ধর্মকে ধর্ম বলে, (৩) অবিনয়কে অবিনয় বলে (৪) বিনয়বে বিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে, (৬) তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৭) তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলে, (৮) তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে, (৯) তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাত বিষয় তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাত বলে, (১০) তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয় তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে, (১১) নিরপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে অপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৪) গুরুতর অপরাধকে গুরুতর অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনবশেষ অপরাধকে অনবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুঃস্থূল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধকে দুঃস্থূল অপরাধ বলে, (১৮) অদুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। তারা এই অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা আকর্ষণ করে না, যাতে অসংশ্লিষ্ট হয় সেরূপ কাজ করে না এবং পৃথক ভাবে উপোসথ করে না, প্রবারণা করে না, সংঘ কর্ম করে না। উপালি! এভাবে সংঘসম্মেলন হয়।

নরকগামী অচিকিৎসা ব্যক্তি

(১) সংঘভেদ করার অপরাধ

প্রভো! যে সম্মিলিত সংঘভেদ করে তার কি হয়?

উপালি! যে সম্মিলিত সংঘভেদ করে সে কল্পস্থায়ী পাপ সঞ্চয় করে, কল্পকাল নরকে বাস করে।

প্রভো! যে ভিন্ন সংঘকে সম্মিলিত করে তার কি ফল লাভ হয়?

উপালি! যে ভিন্ন সংঘকে সম্মিলিত করে, সে শ্রেষ্ঠ পুণ্য সম্পদ উপার্জ্জন করে এবং কল্পকাল স্বর্গে আনন্দ ভোগ করে।

(২) কিরূপ সংঘভেদক নরকগামী এবং অচিকিৎসা হয়

প্রভো! সংঘভেদক কল্পকাল যাবৎ অপায়িক নারকী অচিকিৎসা হয় কি? হাঁ উপালি! সংঘভেদক কল্পকাল যাবৎ অপায়িক, নারকী এবং অচিকিৎস্য হয়।

১- ক। উপালি! যেই ভিক্ষু (১) অধর্মকে ধর্ম বলে, সেই অধর্ম দৃষ্টি (ধারণা) ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়, সেরূপ ক্ষান্তি অভিরুচি ভাব রেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এরূপ সংঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে, এবং অচিকিৎস্য হয়।

(২) পুনশ্চ উপালি! যেই ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে, সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে ধর্ম দৃষ্টিবান হয়।

(৩) পুনশ্চ উপালি! যেই ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে, সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ হয়।

খ-(৪) পুনশ্চ, উপালি, যেই ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম, সেই অধর্ম দৃষ্টিতে ধর্ম দৃষ্টিভেদ করে, দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি অভিরুচি ভাব রেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর।

(৫) ধর্ম দৃষ্টি ভেদে ধর্ম দৃষ্টি রেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে রুচি উৎপাদন কর

(৬)...সেই ধর্ম দৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ হয়।

গ-(৭).... সেই সন্দিগ্ধ ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়.... (৮) সেই সন্দিগ্ধ ভেদে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম দৃষ্টিবান হয়...... (৯)....... সেই সন্দিগ্ধ ভেদে সন্দেহান্বিত হয়। [অবশিষ্ট পূর্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার সদৃশ]

২-ক। উপালি! যেই ভিক্ষু (১) ধর্মকে অধর্ম বলে। সেই সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয় এবং সেইরূপ ক্ষান্তি, রুচিভাব রেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়। [পূর্ববৎ]

(৯) ...... সেই অধর্ম দৃষ্টিভেদে সন্দিগ্ধ হয়......।

৩-ক। .... (১) অবিনয়কে বিনয় বলে, সেই অবিনয় দৃষ্টিভেদে অবিনয় দৃষ্টিবান হয়। [পূর্ববৎ]

৪-ক। .... (১) বিনয়কে অবিনয় বলে, অবশিষ্ট পূর্বোক্ত ১নং হইতে ১৭নং পর্যন্ত ঐভাবে পুনরুক্তি করবে।

৫-ক।....... (১) তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বলে। [পূর্ববৎ]

৬-ক। (১) তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বলে।

৭-ক। (১) তথাগত কর্তৃক অনাচারিত বিষয় তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে.......।

৮-ক। (১) তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অনাচারিত বলে।

৯-ক। (১) তথাগত কর্তৃক অপ্রাজ্ঞপ্ত বিষয় তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে।

১০-ক। (১) তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয় তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে।

১১-ক। (১) নিরপরাধকে অপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১২-ক। (১) অপরাধকে নিরপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখিয়া অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৩-ক। (১) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৪-ক। (১) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৫-ক। (১) সাবশেষ অপরাধকে নিরবশেষ অপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৬-ক। (১) নিরবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৭-ক। (১) দুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৮-ক। পুনশ্চ উপালি যেই ভিক্ষু (১) অদুস্থূল অপরাধকে দুস্থূল অপরাধ বলে। সেই অধর্ম দৃষ্টি ভেদে অধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব রেখে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এই সংঘভেদক ও অপায়িক নারকী কল্পকাল নরক ভোগী এবং অচিকিৎস্য। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

প্রভো! কিরূপ সংঘভেদক অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরক ভোগী এবং অচিকিৎস্য নহে?

(১) উপালি, যেই ভিক্ষু অধর্মকে অধর্ম বলে, সেই ধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মের সিদ্ধান্ত মত ভেদে ধর্ম দৃষ্টিবান হয়ে দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি ভাব পোষন না করে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করে, ইহা ধর্ম, ইহা অধর্ম, ইহা শাস্তার শাসন। ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এই সংঘভেদক কল্পকাল স্থায়ী অপায়িক নারকী কিংবা অচিকিৎস্য নহে। [২নং হইতে ১৭নং পর্যন্ত পূর্ববৎ]।

১৮-উপালি! যেই ভিক্ষু অদুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। সেই ধর্ম দৃষ্টি ভেদে ধর্মদৃষ্টি বান হইয়া দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচিভাব পোষন না করে অনুশ্রাবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায় ইহা ধর্ম, ইহাতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এই সংঘভেদক কল্পকাল স্থায়ী অপায়িক, নারকী কিংবা অচিকিৎস্য নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘভেদক স্কন্ধ সমাপ্ত।

(৮) ব্রত স্কন্ধ

আগন্তুক আবাসিক ও গামিকের কর্তব্য

স্থান-শ্রাবস্তী

সেই সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে।

(১) আগন্তুকের ব্রত

সেই সময় আগন্তুক ভিক্ষু চর্ম পাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেন। ছত্র ধারণ করে আরামে প্রবেশ করতেন। অবগুণ্ঠিত হয়ে আরামে প্রবেশ করতেন। মস্তকের উপর চীবর রেখে আরামে প্রবেশ করতেন। পানীয় জল দ্বারা পদধৌত করতেন, আবাস বাসী বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে অভিবাদন করতেন না, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন না। জনৈক আগন্তুক ভিক্ষু নূতন (অনজ্ঝাবত্থুং) বিহারের ঘটিকা উদ্ঘাটিত করে কবাট খুলিয়া হঠাৎ বিহারে প্রবেশ করলেন। তদুপরি অবস্থিত সর্প তাঁর স্কন্ধে পতিত হল। তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। ভিক্ষুগণ দৌঁড়ে এসে সেই ভিক্ষুকে কহিলেন-বন্ধো! আপনি চিৎকার করলেন কেন?

তখন সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন আগন্তুক ভিক্ষু চর্ম পাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেছেন? শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেছেন না কেন? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ সত্যই কি আগন্তুক ভিক্ষু চর্ম পাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেছে, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেছেন না? হাঁ ভগবান, তাহা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণ! কেন আগন্তুক ভিক্ষু চর্ম পাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেছে। তারা শয্যাসন সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা করতেছেন না। ভিক্ষুগণ! তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধাবৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ তাহা হলে আগন্তুক ভিক্ষুগণের জন্য ব্রতের বিধান করব। যাতে আগন্তুক ভিক্ষু স্থিত থাকে। ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুকে আরামে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবেশ করবার সময় চর্ম পাদুকা খুলে নীচু করে ঝেড়ে হাতে নিয়ে ছত্র অবনমিত করে মস্তক অনাবৃত করে মস্তকের চীবর স্কন্ধে স্থাপন করে যথার্থ ভাবে আস্ততে আস্ততে আরামে প্রবেশ করতে হবে। আরামে প্রবেশ করবার সময় ইহা ও লক্ষ্য করতে হবে। আবাসিক ভিক্ষু কোন স্থানে চলাফেরা করতেছে। যেই উপস্থান শালা, মণ্ডপ বা বৃক্ষমূলে আবাসিক ভিক্ষু চলাফেরা করতেছে, তথায় গিয়ে একান্তে পাত্র রাখতে হবে। একান্তে চীবর রাখতে হবে। উপযুক্ত আসন নিয়ে বসতে হবে। পানীয় এবং ব্যবহার্য্য জল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কোনটি পানীয় জল এবং কোনটি বা ব্যবহার্য্য জল? পানীয় জলের প্রয়োজন হলে পানীয় জল নিয়ে পান করবে। ব্যবহার্য্য জলের প্রয়োজন হলে ব্যবহার্য্য জল নিয়ে পাদধৌত করবে। পদধৌত করবার সময় একহস্তে জল ঢালবে, অপর হস্তে পদধৌত করিবে। সেই হস্তেই জল ঢালবে না। কিংবা দুই হস্তেই পদধৌত করবে না। চর্ম পাদুকা মুছবার কাপড় নিয়ে চর্ম পাদুকা মুছবে। চর্ম পাদুকা মুছবার সময় প্রথম শুষ্ক কাপড় দ্বারা এবং পরে আর্দ্র কাপড় দ্বারা মুছবে। চর্ম পাদুকা মুছবার কাপড় ধৌত করে একান্তে রেখে দিবে। যদি আবাসস্থ ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তাহা হলে অভিবাদন করবে। যদি বয়োকনিষ্ঠ হয় অভিবাদন করাবে।

নিজের জন্য শয্যাসন (কোথায়) জিজ্ঞাসা করবে। বাস করা হয়েছে কি হয় নাই জিজ্ঞাসা করবে। গোচর (ভিক্ষান্ন সংগ্রহের গ্রাম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। অগোচর (ভিক্ষান্ন সংগ্রহের অযোগ্য) স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। শৈক্ষ্য সম্মত কুল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। পায়খানা করবার স্থান, প্রস্রাব করবার স্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করবে। পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। যষ্টি (কত্তর দণ্ডো) কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করবে। সংঘের স্থানীয় রীতি নীতি (কতিক সণ্ঠানং) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। কোন সময় প্রবেশ করতে হবে এবং কোন সময়ই বা বাহির হতে হবে। তাহা ও জিজ্ঞাসা করবে। যদি বিহার বহুদিন পর্যন্ত শূন্য থাকে তাহা হলে কবাট নেড়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে ঘটিকা (কবাট বন্ধন কাষ্ঠ দণ্ড) উদ্ঘাটন করে কবাট খুলে, বাহিরে দাঁড়িয়ে অবলোকন করবে। যদি সেই বিহারে আবর্জ্জনা হয় মঞ্চের উপর মঞ্চ স্থাপিত থাকে, চৌকির উপর চৌকি স্থাপিত থাকে। উপরি ভাগে শয্যাসন স্তুপাকার থাকে, তাহা হলে ইচ্ছা হলে পরিস্কার করবে।

বিহার পরিস্কার করবার সময় প্রথমে ভূম্যাস্তরন বাহির করে একান্তে রাখবে, মঞ্চপদ বাহির করে একান্তে রাখবে। বসবার প্রত্যাস্তরন বাহির করে একান্তে রাখবে। মঞ্চ নীচু করে, ঘর্ষণ না করে, কবাটে না ঠেকায়ে যথার্থ ভাবে বাহির করে একান্তে রাখবে। চৌকি নীচু করে ঘর্ষণ না করে কবাটে না ঠেকায়ে যথার্থ ভাবে বাহির করে একান্তে রাখবে। পিকদানি বাহির করে একান্তে রাখবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেলান দিবার ফলক বাহির করে একান্তে রাখবে। [অবশিষ্ট মহাবর্গের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।]

(২) আবাসিকের ব্রত

সেই সময় আবাসস্থ ভিক্ষু আগন্তুক ভিক্ষুকে দেখে আসন প্রস্তুত করতেন না। পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ কথলিক স্থাপন করতেন না, প্রত্যুদ্গামন করে পাত্র চীবর প্রতিগ্রহণ করতেন না। পানীয় জলের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন না, বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষু অভিবাদন করতেন না। শয্যাসন প্রস্তুত করতেন না। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন আবাসস্থ ভিক্ষু আগন্তুক ভিক্ষুকে দেখে আসন প্রস্তুত করতেছেন না। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! তাহা হলে আবাস বাসী ভিক্ষুর ব্রতের (কর্তব্যের) বিধান করব, যাহাতে আবাসস্থ ভিক্ষুতে স্থিত করতে হবে।

ভিক্ষুগণ! আবাসস্থ ভিক্ষুকে বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে দেখে আসন প্রস্তুত করতে হবে। পাদোদক পাদপীঠ পাদ কথলিক স্থাপন করতে হবে। প্রত্যুদ্গামন করে পাত্র চীবর প্রতিগ্রহণ করতে হবে। পানীয় জলের প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হবে। ইচ্ছা করলে পাদুকা মুছতে হবে, চর্ম পাদুকা মুছবার সময় প্রথম শুষ্ক কাপড় দ্বারা মুছতে হবে, পরে আদ্র কাপড় দ্বারা মুছতে হবে। চর্ম পাদুকা মুছবার কাপড় ধুইয়ে একান্তে রাখতে হবে। বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করতে হবে। এই শয্যাসন পাবেন, এই বলে শয্যাসন প্রস্তুত করতে হবে। বাস করা হয়েছে কি হয় নাই বলে দিতে হবে, গোচর সম্বন্ধে বলতে হবে, অগোচর সম্বন্ধে বলতে হবে, শৈক্ষ্য সম্মত কুল সম্বন্ধে বলতে হবে, পায়খানার স্থান, প্রস্রাবের স্থান বলে দিতে হবে, পানীয় সম্বন্ধে বলে দিতে হবে, ব্যবহার্য্য জল সম্বন্ধে বলে দিতে হবে, যষ্টি সম্বন্ধে বলে দিতে হবে। এই সময় প্রবেশ করতে হবে এবং এই সময় বাহির হতে হবে বলে দিতে হবে। যদি (আগন্তুক) বয়োকনিষ্ঠ হয় তাহা হলে বসেই বলতে হবে। অমুক স্থানে পাত্র রাখ, অমুক স্থানে চীবর রাখ, এই আসনে উপবেশন কর। পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল সম্বন্ধে বলে দিতে হবে, চর্ম পাদুকা, মুছবার কাপড় সম্বন্ধে বলতে হবে, কনিষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করাতে হবে, শয্যাসন সম্বন্ধে বলতে হবে, এই তোমার শয্যাসন। বাস করা হয়েছে কি হয় নাই বলে দিতে হবে। [অবশিষ্ট আগন্তুকের ব্রত সদৃশ ।]

ভিক্ষুগণ! ইহা আবাসিক ভিক্ষুর ব্রত। ইহাতে আবাসিক ভিক্ষুকে স্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

থাকতে হবে।

(৩) গামিকের গমনেচ্ছুকের ব্রত

সেই সময় গামিক ভিক্ষু কাষ্ঠ ভাণ্ড, মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে না রেখে দ্বার ও বাতায়ন খোলা রেখে শয্যাসন সম্বন্ধে (কাকে ও) না বলে প্রস্থান করতেন। কাষ্ঠ ভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, শয্যাসন অরক্ষিত থাকত। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন গামিক ভিক্ষু কাষ্ঠ ভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে না রেখে দ্বার ও বাতায়ন খোলা না রেখে, শয্যাসন সম্বন্ধে (কাকে ও) না বলে প্রস্থান করেন। কাষ্ঠ ভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড যে নষ্ট হইয়া যাচ্ছে, বিহার যে অরক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! তাহা হলে গমিক ভিক্ষুর ব্রতের (কর্তব্যের) বিধান করব যাতে গমিক ভিক্ষুকে স্থিত থাকতে হবে।

ভিক্ষুগণ! গমিক ভিক্ষুকে কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রাখতে হবে। দ্বার ও বাতায়ন বন্ধ করে শয্যাসন সম্বন্ধে বলে প্রস্থান করতে হবে। যদি ভিক্ষু কোন ভিক্ষু না থাকে তাহা হলে শ্রামণেরকে বলতে হবে, শ্রামণের না থাকলে আরামিককে বলতে হবে। শ্রামণের কিংবা আরামিক না থাকলে চারিটি পাষাণের উপর মঞ্চ স্থাপন করে মঞ্চের উপর মঞ্চ রেখে চৌকির উপর চৌকি রেখে শয্যাসনের উপরে স্তুপ করে রেখে কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে দ্বার ও বাতায়ন বন্ধ করে প্রস্থান করতে হবে। বিহারে বৃষ্টি পড়লে ইচ্ছা আচ্ছাদন করবে অথবা যাতে আচ্ছাদিত হয়, তদ্বিষয়ে উৎসুক হতে হবে। এরূপ পারা গেলে ভাল, পারা না গেলে যেই স্থানে বৃষ্টি না পড়ে সেই স্থানে চারিটি পাষাণের উপর মঞ্চ স্থাপন করে মঞ্চের মঞ্চ রেখে, চৌকির উপর চৌকি রেখে তদুপরি শয্যাসন স্তুপ করে রেখে কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রেখে দ্বার ও বাতায়ন বন্ধ করে প্রস্থান করতে হবে। সমস্ত বিহারে বৃষ্টি পড়লে ইচ্ছা হলে শয্যাসন গ্রামে রেখে দিবে অথবা, যাতে রাখা যায় তদ্বিষয়ে উৎসুখ হতে হবে। এরূপ পারা গেলে ভাল, পারা না গেলে উন্মুক্ত স্থানে চারিটি পাষাণের উপর মঞ্চ স্থাপন করে মঞ্চের উপর মঞ্চ রেখে চৌকির উপর চৌকি রেখে, তদুপরি শয্যাসন স্তুপ করে রেখে কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রেখে তৃণ বা পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে কিছু মাত্র ও রক্ষা পেতে পারে এই ভেবে প্রস্থান করবে। ভিক্ষুগণ! ইহাই গমিক ভিক্ষুর গমিক ব্রত, ইহাতে গমিক ভিক্ষুকে স্থিত থাকতে হবে।

ভোজন সম্বন্ধে নিয়ম

(১) ভোজন অনুমোদন করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় ভিক্ষু ভোজনের সময় দানের অনুমোদন করতেন না। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ ভোজনের সময় অনুমোদন করেন না। ভিক্ষুগণ তাদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভোজনের সময় অনুমোদন করবে।

তখন সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, ভোজনের সময় কাকে অনুমোদন করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

(২) ভোজন সময়ের নিয়ম

ভগবান এই সম্বন্ধে এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি স্থবির ভিক্ষুকে ভোজনের সময় অনুমোদন করতে হবে।

সেই সময় একটি সমিতি সংঘোদ্দেশ্যে ভোজন দিচ্ছিল। আয়ুষ্মান শারীপুত্র সংঘস্থবির ছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবান ভোজনের সময় সংঘস্থবিরকে অনুমোদন করতে অনুজ্ঞা দিয়েছেন। এই বলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে একাকী পরিত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র সেই জন সাধারণের সহিত দানের অনুমোদন করে পরে একাকী আগমন করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দূর হতেই আসতে দেখলেন। দেখে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে কহিলেন, শারীপুত্র! ভোজন যথার্থ ভাবে হয়েছে কি?

প্রভো! ভোজন যথার্থ ভাবে হয়েছে, কিন্তু ভিক্ষুগণ আমাকে রেখে চলে এসেছেন।

তখন ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি ভোজন শালায় চারি কিংবা পাঁচজন স্থবির অনুস্থবির ভিক্ষুগণকে (অনুমোদন শেষ না হওয়া পর্যন্ত) অপেক্ষা করতে হবে।

সেই সময় জনৈক স্থবির ভোজন শালায় বিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক হয়ে ও প্রতীক্ষা করতেছিলেন। তিনি বিষ্ঠা ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রয়োজনীয় থাকলে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুকে বলে গমন করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অশোভন পরিহিত, অশোভন, আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভোজন শালায় গমন করত। স্থবির ভিক্ষুদেরকে ধাক্কা দিয়া সম্মুখে দিয়া গমন করত, স্থবির ভিক্ষুদের দেহ ঘেঁসে উপবেশন করত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যূত করত, স ঘাটি বিছায়ে ও উপবেশন করত। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন- কেন, ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভোজন শালায় গমন করতেছে। স্থবির ভিক্ষুদেরকে ধাক্কা দিয়া সম্মুখে দিয়া গমন করত, স্থবির ভিক্ষুদের দেহ ঘেঁসে উপবেশন করত। বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যূত করত, এবং কেনই বা স ঘাটি বিছায়ে ও উপবেশন করতেছে? অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অশোভন পরিহিত অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভোজন শালায় গমন করতেছে। স্থবির ভিক্ষুদেরকে ধাক্কা দিয়ে সম্মুখে দিয়ে গমন করত, স্থবির ভিক্ষুদের দেহ ঘেঁসে উপবেশন করত। বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যূত করত, স ঘাটি বিছায়ে ও উপবেশন করতেছে। হাঁ ভগবান, তাহা সত্য বটে।

তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! ভোজন শালায় ভিক্ষুগণের ব্রতের বিধান করব। যাতে ভিক্ষুগণকে ভোজন শালায় স্থিত থাকতে হবে।

যদি আরামে সময় সূচিত করা হয় ত্রিমণ্ডল প্রতিচ্ছাদন করে পরিমণ্ডল ভাবে (চীবর) পরিধান করে কোমর বন্ধ করে সমান ভাবে স ঘাটি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করে, গ্রন্থি বন্ধন করে, ধৌত পাত্র গ্রহণ করে আস্তে আস্তে উত্তমরূপে গ্রামে গমন করবে। ধাক্কা দিয়ে স্থবির ভিক্ষুগণের অগ্রে অগ্রে যাবে না।

গৃহস্থের ঘরে দেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করে গমন করবে। সু-সংযত ভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে। চক্ষুদৃষ্টি অবনত করে ঘরের মধ্যে গমন করবে। দেহ নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, উচ্চ হাস্য করে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। অল্প শব্দে ঘরের মধ্যে গমন করবে। দেহ নাড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। বাহু নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। শির নেড়ে গ্রামে মধ্যে গমন করবে না। কটিতে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। অবগুণ্ঠিত হয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। উৎকুট ভাবে (পদাগ্রে ভার দিয়া) ঘরের মধ্যে গমন করবে না। উত্তমরূপে দেহ আচ্ছাদিত করে ঘরের মধ্যে বসবে, সু-সংযত ভাবে ঘরের মধ্যে বসবে, চক্ষু দৃষ্টি নিু দিকে রেখে ঘরের মধ্যে বসবে। দেহ নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। উচ্চ হাস্য করে ঘরের মধ্যে বসবে না। অল্প শব্দ করে ঘরের মধ্যে বসবে। দেহ নেড়ে ঘরের মধ্যে বসবে না, বাহু নেড়ে ঘরের মধ্যে বসবে না, শির নেড়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। কটিতে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। অবগুণ্ঠিত হয়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। হাটু জড়ায়ে ঘরের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যে বসবে না। স্থবির ভিক্ষুর দেহ ঘেঁসে বসবে না, বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যুত করবে না। স ঘাটি বিছায়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। জল দিবার সময় উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে জল প্রতিগ্রহণ করবে, নীচু করে ঘর্ষণ না করে ভাল মতে পাত্র ধৌত করবে। জলাধার থাকলে পাত্র নীচু করে জলাধারে এমন ভাবে জল ঢালবে যাতে জলাধার ভিজে না যায়, পার্শ্ববর্ত্তী ভিক্ষুর দেহে জল না পড়ে, স ঘাটিতে জল না পড়ে, জলাধার না থাকলে পাত্র নীচু করে মাটিতে এমন ভাবে জল পরিত্যাগ যাতে পার্শ্ববর্ত্তী ভিক্ষুর দেহে জল না পড়ে, স ঘাটি জল না পড়ে। ভাত দিবার সময় উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে ভাত প্রতিগ্রহণ করবে, সূপের জন্য অবকাশ স্থান রাখবে, সর্পি, তৈল বা কাঁজি থাকলে স্থবির পরিবেশন কারীকে বলবে, সকলকে সমান প্রদান কর। ভালমতে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে, পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে। মাত্রানুযায়ী সূপ ও পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে। তৃপ্তি অনুযায়ী পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে। যাবৎ সকলের পাত্রে অন্ন পরিবেশিত না হয় তাবৎ স্থবির ভিক্ষু ভোজন করবে না। ভালমতে পিণ্ডপাত ভোজন করবে। পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে পিণ্ডপাত ভোজন করবে। মাত্রানুযায়ী সূপ ও পিণ্ডপাত ভোজন করবে। স্তূপ হতে মর্দ্দন করে পিণ্ডপাত ভোজন করবে না।

অধিক পাবার আশায় সূপ বা ব্যঞ্জন অন্ন দ্বারা আচ্ছাদন করবে না, সূপ বা ব্যঞ্জন নিরোগী নিজের জন্য যাঞ্ঝা করে ভোজন করবে না। অবজ্ঞা করবার মানসে অন্যের পাত্র অবলোকন করবে না, অতি বৃহৎ গ্রাস করবে না, গ্রাস গোলাকার করবে, গ্রাস মূখে সমীপে না আসলে মূখ ব্যাদন করবে না। ভোজনের সময় সমস্ত হয় মূখে প্রক্ষেপ করবে না, মূখে গ্রাস নিয়ে কথা বলবে না, গ্রাস নিক্ষেপ করে ভোজন করবে না, গ্রাস কামড়িয়ে কামড়িয়ে ভোজন করবে না, গাল ফুলায়ে ফুলায়ে ভোজন করবে না, হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করবে না। উচ্ছিষ্ট বিকীর্ণ করে ভোজন করবে না। জিহ্বা বাহির করে ভোজন করবে না, চপ্ চপ্ করে ভোজন করবে না, সুর সুর শব্দ করে ভোজন করবে না, হস্ত লেহন করে ভোজন করবে না, পাত্র লেহন করে ভোজন করবে না, ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করবে না। উচ্ছিষ্ট হস্তে পানীয় পাত্র প্রতিগ্রহণ করবে না। যাবৎ সকলের ভোজন করা শেষ না হয় তাবৎ কাল স্থবির জল প্রতিগ্রহণ করবে না, জল দিবার সময় উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে জল প্রতিগ্রহণ করবে। পাত্র নীচু করে ঘর্ষণ না করে ভাল মতে পাত্র ধৌত করবে। জলাধার থাকলে নীচু করে জলাধারে এমন ভাবে জল পরিত্যাগ করবে যাতে জলাধার জলে সিক্ত না হয়, পার্শ্ববর্ত্তী ভিক্ষু জলে সিক্ত না হয় এবং স ঘাটি জলে সিক্ত না হয় জলাধার না থাকলে নীচু করে এমন ভাবে জল পরিত্যাগ করবে যাতে পার্শ্ববর্ত্তী ভিক্ষু জলে সিক্ত না হয়, স ঘাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জলে সিক্ত না হয়, উচ্ছিষ্ট পাত্র ধৌত জল ঘরের মধ্যে পরিত্যাগ করবে না, ফিরবার সময় বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষু প্রথমে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। স্থবির পরে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। সু-প্রতিচ্ছন্ন ভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে, সু-সংযত ভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে, নত চক্ষু হয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে, দেহ নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, উচ্চ হাস্য করে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, অল্প শব্দে ঘরের মধ্যে গমন করবে, দেহ নেড়ে নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, বাহু নেড়ে নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, শির নেড়ে নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, কটিতে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, অবগুণ্ঠিত হয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, উৎকুট ভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। ভিক্ষুগণ! ইহাই ভিক্ষুগণের ভোজনের সময়ের ব্রত, এভাবে ভিক্ষুগণকে ভোজন সময় স্থিত থাকতে হবে।

প্রথম ভনিতা সমাপ্ত।

ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কারী ও অরণ্য বাসীর ব্রত

(১) ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কারীর ব্রত

সেই সময় ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কারী ভিক্ষু অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরন করতেন। না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন। না জানিয়ে ঘর হতে বাহির হতেন, হঠাৎ প্রবেশ করতেন, হঠাৎ বাহির হতেন, অতি দূরে দাঁড়াতেন, অতি সমীপে দাঁড়াতেন, অধিকক্ষণ ভিক্ষার জন্য দাঁড়াতেন। অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করতেন, জনৈক পিণ্ডচারিক ভিক্ষু না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, তিনি দ্বার মনে করে একটি কামড়ায় প্রবেশ করলেন, সেই কামড়ায় এক নারী নগ্নাবস্থায় উত্তানভাবে শায়িত ছিল। সেই ভিক্ষু সেই নারীকে নগ্নাবস্থায় উত্তানভাবে শায়িত দেখতে পেলেন। দেখে ইহা দ্বার নহে কামড়ায় এই ভেবে সেই কামড়া হতে বাহির হলেন। সেই নারীর স্বামী দেখতে পেল, সেই নারীকে নগ্নাবস্থায় উত্তানভাবে শায়িত দেখে এই ভিক্ষু আমার স্ত্রীকে কলূষিত করেছে এই ভেবে সেই ভিক্ষুকে ধরে প্রহার করল। সেই নারী সেই শব্দে জাগ্রত হয়ে সেই ব্যক্তিকে বলল, আর্য! আপনি কি কারণে এই ভিক্ষুকে প্রহার করতেছেন? এই ভিক্ষু তোমাকে কলূষিত করেছে। আর্য এই ভিক্ষু আমাকে কলূষিত করেন নাই, ভিক্ষু কিছু করেন নাই, এই বলে ভিক্ষুকে মুক্ত করে দিল। সেই ভিক্ষু আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জ্ঞাপন করলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন পিণ্ডচারিক ভিক্ষু অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করতেছেন। না জানিয়ে ও ঘরে প্রবেশ করতেছেন, না জানিয়ে বাহির হতেছেন, না জানিয়ে অতি শীঘ্র ও প্রত্যাবর্ত্তন করতেছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষ অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরন করতেন। না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন। না জানিয়ে ঘর হতে বাহির হতেন, হঠাৎ প্রবেশ করতেন, হঠাৎ বাহির হতেন, অতি দূরে দাঁড়াতেন, অতি সমীপে দাঁড়াতেন, অধিকক্ষণ ভিক্ষার জন্য দাঁড়াতেন। অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করতেন? হাঁ ভগবান তাহা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! পিণ্ডচারিক ভিক্ষুগণের জন্য ব্রতের বিধান করিব। যাতে পিণ্ডচারিক ভিক্ষুগণ স্থিত থাকে।

ভিক্ষুগণ! পিণ্ডচারিক ভিক্ষু এমন গ্রামে প্রবেশ করব এই ভেবে ত্রিমণ্ডল প্রতিচ্ছাদন করে গোলাকারে অন্তবাস পরিধান করে, কোমর বন্ধ বন্ধন করে সমান ভাবে স ঘাটি দ্বারা দেহাচ্ছাদন করে গ্রন্থি বন্ধন করে ধৌত পাত্র নিয়ে সুন্দর ভাবে আস্তে আস্তে প্রবেশ করবে। ...... উৎকুট ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে না। ঘরে প্রবেশ করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, এই দিক দিয়ে প্রবেশ করব, এই দিক দিয়ে বাহির হব। তাড়াতাড়ি প্রবেশ করবে না। তাড়াতাড়ি বাহির হবে না। অতি দূরে কিংবা অতি সমীপে দাঁড়াবে না। অধিকক্ষণ দাঁড়াবে না, অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করবে না। দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভিক্ষা দিতে ইচ্ছুক না অনিচ্ছুক, যদি কাজ ত্যাগ করে আসন হতে উঠে, চামচ গ্রহণ করে, ভাজন স্ শর্ করে বা রাখে তাহা হলে দিতে ইচ্ছুক এই ভেবে দণ্ডায়মান থাকবে। ভিক্ষা দিবার সময় বামহস্তে স ঘাটি অপসারন করে দক্ষিণ হস্তে পাত্র নত করে উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে ভিক্ষা প্রতিগ্রহণ করবে। ভিক্ষু দাত্রীর মূখাবলোকন করবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে সূপ দিতে ইচ্ছুক না অনিচ্ছুক। যদি চামচ স্ শর্ করে, ভাজন স্ শর্ করে বা রাখে তাহা হলে দিতে ইচ্ছুক এই ভেবে দণ্ডায়মান থাকিবে। ভিক্ষান্ন দিবার পর স ঘাটি দ্বারা পাত্র আচ্ছাদন করে উত্তমরূপে আস্তে আস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। সু-প্রতিচ্ছন্ন হয়ে সংঘের মধ্যে গমন করবে। ...... উৎকুট ভাবে ভোজন শালায় মধ্যে গমন করবে না। যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে প্রথমে গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে সে আসন প্রস্তুত করবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ কথলিক, স্থাপন করবে। অন্ন রাখবার পাত্র ধুয়ে রাখবে, পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল রাখবে, যে পরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে গ্রাম হতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে ভোজনাবশেষ থাকলে ইচ্ছা হলে ভোজন করবে, ইচ্ছা না থাকলে তৃণ হীন ভূমিতে বা অল্পপ্রান রহিত জলে নিক্ষেপ করবে। সে আসন উঠাবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, সামলিয়ে রাখবে। অন্ন রাখবার পাত্র ধুয়ে সামলিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাখবে। পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল পাত্র সামলিয়ে রাখবে, ভোজন শালা ঝাঁট দিবে। যে পানীয় জলের ঘট, ব্যবহার্য্য জলের ঘট বা পায়খানার জল পাত্র জল শূন্য দেখবে সে জল পূর্ণ করবে। সে একা আনতে না পারলে হস্ত সংকেতে অন্যকে আহ্বান করবে, ধরাধরি করে জল এনে রাখবে। তজ্জন্য বাক্য ভেদ করবে না। ভিক্ষুগণ! ইহাই পিণ্ডচারিক ভিক্ষুর ব্রত। যাতে পিণ্ডচারিক ভিক্ষুকে স্থিত থাকতে হবে।

(২) অরণ্য বাসীর ব্রত

সেই সময় বহু সংখ্যক ভিক্ষু অরণ্যে বাস করতে ছিলেন। তাঁরা পানীয় বা ব্যবহার্য্য জল উপস্থিত রাখতেন না, অগ্নি উপস্থিত রাখতেন না, অরণি সহ উপস্থিত রাখতেন না। নক্ষত্র মার্গ জানতেন না, দিক জানতেন না, চোরগণ তাদেরকে কহিলেন, প্রভো! পানীয় জল আছে কি? না বন্ধো, নাই। প্রভো! ব্যবহার্য্য জল আছে কি? না বন্ধো, নাই। প্রভো! অগ্নি আছে কি? না বন্ধো, নাই। প্রভো! অরণি আছে কি? না বন্ধো, নাই। প্রভো! নক্ষত্র মার্গ অবগত আছেন কি? না বন্ধো, জানি না। প্রভো অদ্য কোন নক্ষত্র যুক্ত চন্দ্র? বন্ধো! আমরা তাহা জানি না। প্রভো! অদ্য কোন তিথি? বন্ধো! তাহা আমরা জানি না।

তখন সেই চোরগণ ইহাদের নিকট পানীয় কিংবা ব্যবহার্য্য জল ও নাই, অগ্নি ও নাই, অরণি ও নাই, ইহারা দিক ও জানে না এই ভেবে ইহারা চোর, ভিক্ষু নহে। এই মনে করে প্রহার করে প্রস্থান করল। সেই ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদেরকে এই বিষয় জানালেন। তারা ভগবানকে তাহা জ্ঞাপন করলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন- ভিক্ষুগণ! অরণ্য বাসী ভিক্ষুর জন্য ব্রতের বিধান করব। যাতে অরণ্য বাসী ভিক্ষু স্থিত থাকে।

ভিক্ষুগণ! অরণ্য বাসী ভিক্ষু প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে পাত্র থলিথে প্রক্ষেপ করে স্কন্ধে ঝুলায়ে চীবর স্কন্ধে করে চর্ম পাদুকা পরিধান করে কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রেখে দ্বার বাতায়ন বন্ধ করে শয়নাসন হতে অবতরন করবে। এখন গ্রামে প্রবেশ করব। এই ভেবে চর্ম পাদুকা খুলে নীচু করে ঝেড়ে থলিথে প্রবেশ করে স্কন্ধে ঝুলায়ে, ত্রিমণ্ডল প্রতিচ্ছাদন করার ভাবে গোলাকারে অন্তর্বাস পরিধান করে কোমর বন্ধ বন্ধন করে সমান ভাবে স ঘাটি দ্বারা দেহাচ্ছাদন করে গ্রন্থি বেঁধে ধৌত পাত্র নিয়ে আস্তে আস্তে সুন্দর ভাবে গ্রামে প্রবেশ করবে। সুপ্রতিচ্ছন্ন হয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। ...... উৎকুট ভাবে ঘরের প্রবেশ করবে না, ঘরে প্রবেশ করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। এই দিক দিয়া প্রবেশ করব এবং দিক দিয়া বাহির হব।......... গ্রাম হতে বাহির হয়ে পাত্র থলিতে প্রক্ষেপ করে স্কন্ধে ঝুলায়ে চীবর ভাঁজ করে শিরোপরি রেখে, চর্ম পাদুকা পরিধান করে গমন করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! অরণ্য বাসী ভিক্ষু পানীয় ও ব্যবহার্য জল উপস্থিত রাখবে, অগ্নি ও অরণি উপস্থিত রাখবে, যষ্ঠি উপস্থিত রাখবে, সমস্ত বা কিছু কিছু নক্ষত্র মার্গ শিক্ষা করবে, দিক সমূহে অভিজ্ঞ হবে, ভিক্ষুগণ! ইহাই অরণ্যবাসী ভিক্ষুর ব্রত যাতে অরণ্যবাসী ভিক্ষুকে স্থিত থাকবে হবে।

আসন, স্নানঘর এবং পায়খানার ব্রত

(১) শয়নাসনের ব্রত

সেই সময় বহু সংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে চীবর সেলাইয়ের কার্য করতেছিলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অঙ্গনে বায়ুর প্রতিকুল শয্যাসন ঝাড়তে লাগল। ভিক্ষুগণ পাংশু ম্রক্ষিত হলেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অঙ্গনে বায়ুর প্রতিকুলে শয্যাসন ঝাড়তেছে, ভিক্ষু যে পাংশু ম্রক্ষিত হয়ে যাচ্ছেন, অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অঙ্গনে বায়ুর প্রতিকুলে শয্যাসনন ঝাড়তেছে, ভিক্ষু রজম্রক্ষিত হয়ে যাচ্ছে? হাঁ ভগবান তাহা সত্য। তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণের জন্য শয্যাসন ব্রতের বিধান করব, যাতে ভিক্ষু শয্যাসন ব্রতে স্থির থাকে।

ভিক্ষুগণ যেই বিহারে ভিক্ষু বাস করে, যদি সেই বিহার পরিস্কার করবার সময় প্রথম পাত্র চীবর বাহির করে একান্তে রেখে দিবে।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় অভাবে, উপদেশ ও অনুশাসন অভাবে অশোভন পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরন করতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর, 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করতেন। স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করতেন। তাঁরা ভোজনের সময় ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করতেন। জন সাধারণ এ বিষয়ে আন্দোলন করতে, নিন্দা করতে এবং দুর্নাম প্রচার করতে লাগল:- 'কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে, যেমন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করে থাকে?

ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, জন সাধারণ এরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জা সংকোচশীল এবং শিক্ষাকামী তাঁরা ও আন্দোলন করতে, নিন্দা করতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন:- কেন ভিক্ষুগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকের ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দে করে? তখন তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করলেন। অনন্তর ভগবান এই নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ঐ ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন:-

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্য কি তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? ভগবান! তাহা সত্য।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন:- 'হে ভিক্ষুগণ! ঐ মোঘ পুরুষগণের (মূর্খদিগের) পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকার্য হয়েছে। কেন সেই মোঘ পুরুষগণ অশোভন পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠববান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকের ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দে করে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের কার্য্যে অপ্রসন্নের (শ্রদ্ধাহীনের) মধ্যে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের প্রসাদ (শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা) বর্দ্ধিত করতে পারে না, বরং তাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোন কোন প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করবে।

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করে, নানাভাবে দুর্ভরতা, দুষ্পোষতা, মহেচ্ছুতা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা, অলসতার অপযশ এবং বহু প্রকারে সুভরতা, সুপোষতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, ধূতব্রত, সল্লেখ প্রসন্নতা, নম্রতা এবং বীর্য্যারম্ভের (উদ্যমশীলতার) গুণ বর্ণনা করে তদনুরূপ এবং তদনুযায়ী ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করে বললেন:-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হে ভিক্ষুগণ! আমি উপাধ্যায় গ্রহণের অনুজ্ঞা দিচ্ছি। উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি পুত্র চিত্ত (অপত্য স্নেহ) উপস্থাপিত করবে, সহবিহারী উপাধ্যায়ের প্রতি পিতৃ্যচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করবে। এরূপে তারা পরস্পর সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবি হয়ে অবস্থান করলে এই ধর্ম-বিনয়ে (শাসনে) বৃদ্ধি সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করবে।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করতে হবে:- উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) একাংশে স্থাপন করে, পাদ-বন্দনা করে, উৎকুটিক-ভাবে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলতে হবে:- "প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন"।

উপাধ্যায়, 'সাধু, 'লঘু' সদুপায়; 'প্রতিরূপ', অথবা শোভন ভাবে সম্পাদন কর এই পঞ্চ উক্তির যে কোনটি দ্বারা কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত করলে উপাধ্যায় গৃহীত হয়ে থাকে। উপাধ্যায় এরূপ কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক্ বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্ দ্বারা বিজ্ঞাপিত না করলে, উপাধ্যায় গৃহীত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! সহ বিহারী উপাধ্যায়ের প্রতি সম্যক ভাবে অনুবর্ত্তন করবে। সম্যক অনুবর্ত্তন করবার নিয়ম এই:- প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, উপানহ (পাদুকা) খুলে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে, দন্তকাষ্ঠ প্রদান করতে হবে। মুখ ধুইবার জল প্রদান করতে হবে, আসন প্রস্তুত করতে হবে, যবাগূ প্রস্তুত হলে পাত্র ধৌত করে যবাগূ প্রদান করতে হবে, যবাগূ পান করবার পর জল প্রদান করে অবনত ভাবে পাত্র গ্রহণ করে, ঘর্ষণ না করে, সুচারুরূপে ধৌত করে তাহা সযত্নে রেখে দিতে হবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠলে, আসন তুলে রাখতে হবে। যদি সেই স্থান ময়লা হয়, তাহা হলে ঝাঁট দিতে হবে। যদি উপাধ্যায় গ্রামে প্রবেশেচ্ছু হন, তাহা হলে পরিধেয় বসন প্রদান করতে হবে, পরিহিত বসন প্রতিগ্রহণ করতে হবে, কটিবন্ধন প্রদান করতে হবে, দুইটি চীবর একত্র করে প্রদান করতে হবে, পাত্র ধৌত করে সজল পাত্র প্রদান করতে হবে। যদি উপাধ্যায় তাঁর অনুগামী শ্রমণ সঙ্গে রাখতে আকা খা করেন, তাহা হলে ত্রিমণ্ডল আচ্ছাদিত করে, মণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করবার পর কটিবন্ধ বাঁধতে হবে, দুইটি চীবর একত্র করে, দেহ আচ্ছাদিত করে, গ্রন্থি বন্ধন করে ধৌত পাত্র গ্রহণ করে, উপাধ্যায়ের অনুগামী শ্রমণ হতে হবে। নাতি দূরে গমন করবে না, নাতি সমীপে গমন করবে না। পাত্র পরিবর্ত্তন করে প্রতিগ্রহণ করতে হবে। উপাধ্যায় কথা বলবার সময় মাঝখানে কথা বলতে পারবে না। উপাধ্যায় আপত্তিজনক ভাবে কথা বললে তাঁকে নিবারন করতে হবে। ফিরবার সময় পূর্ব্বে এসে আসন প্রস্তুত করতে হবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাদ রগড়াই বার পিঁড়ি) স্থাপন করতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পাত্র চীবর প্রতিগ্রহণ করতে হবে, বাস পরিবর্ত্তনের জন্য পরিধেয় বস্ত্র দিতে হবে, পরিহিত বস্ত্র প্রতিগ্রহণ করতে হবে। যদি চীবর স্বেদসিক্ত হয়, তাহা হলে মুহুর্ত্তকাল উত্তাপে উত্তপ্ত করতে হবে, উত্তাপে অধিকক্ষণ চীবর ফেলে রাখতে পারবে না, চীবর ভাঁজ করতে হবে, যাতে চীবর মাঝখানে ছিঁড়ে না যায় তেমন ভাবে উহার কোনা চারি আঙ্গুল উপরে তুলে ভাঁজ করতে হবে, কটিবন্ধ গুটিয়ে চীবরের ভাঁজের মধ্যস্থলে রাখতে হবে। যদি আহার্য্য প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং উপাধ্যায় ও ভোজন করতে ইচ্ছা করেন, তাহা হলে জল সহ আহার্য্য প্রদান করতে হবে। পানীয় সম্বন্ধে উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ভোজনান্তে জল প্রদান করে, অবনত ভাবে পাত্র গ্রহণ করে, ঘর্ষণ না করে, সুচারুরূপে ধৌত করে, মুছে নির্জ্জল করবার পর মুহূর্ত্ত কাল উত্তাপে উত্তপ্ত করতে হবে। উত্তাপে অধিকক্ষণ পাত্র রেখে দিতে পারবে না। পাত্র চীবর রেখে দিতে হবে, পাত্র রাখবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করে অপর হস্তে মঞ্চ বা পীঠের নিম্স্থান মুছে পাত্র রাখতে হবে, ভূমিতে পাত্র ফেলে রাখতে পারবে না। চীবর রাখবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করে অন্যহস্তে চীবর রাখবার বাঁশ বা রজ্জু মুছে, চীবর মধ্যভাগ হতে নিম্প্রান্ত পর্যন্ত একহস্তে লম্বিত করে, অপর হস্তে উপরাংশ বাকায়ে, বংশ দণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠবার পর আসন তুলে রাখবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক সামলিয়ে রাখবে। যদি সেই স্থানে ময়লা হয়, তাহা হলে তথায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি উপাধ্যায় স্নান করতে ইচ্ছা করেন, তাহা হলে স্নানের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি শীতল জলের প্রয়োজন হয়, শীতল জল দিতে হবে, যদি উষ্ণ জলের প্রয়োজন হয়, উষ্ণ জল দিতে হবে, যদি উপাধ্যায় স্নানাগারে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তাহা হলে চূর্ণ প্রস্তুত করতে হবে, মৃত্তিকা সিক্ত করতে হবে, স্নানাগারের পীঠ নিয়ে উপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া স্নানাগারের পীঠ (চৌকি) দিয়া, চীবর প্রতিগ্রহণ করে একান্তে স্থাপন করতে হবে, চূর্ণ প্রদান করতে হবে, মৃত্তিকা প্রদান করতে হবে। উপাধ্যায় ইচ্ছা করেন, স্নানাগারে প্রবেশ করতে হবে, প্রবেশ করবার সময় মুখে মৃত্তিকা মেখে, পুরোভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ আচ্ছাদিত করে স্নানাগারে প্রবেশ করতে হবে। স্থবির ভিক্ষুদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি না করে বসতে হবে, নূতন ভিক্ষুদিগকে আসন চ্যুত করতে পারবে না। স্নানাগারে উপাধ্যায়ের অঙ্গ মার্জ্জন করতে হবে, স্নানাগার হতে বাহির হবার সময় স্নানাগারের পীঠ নিয়ে পুরোভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ আচ্ছাদিত করে বাহির হতে হবে, জল দ্বারা ও উপাধ্যায়ের অঙ্গ সেবা করতে হবে, স্নানের পর প্রথমেই জল হতে উঠে নিজের দেহ জল রহিত করে, পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে, উপাধ্যায়ের দেহ হতে জল মুছতে হবে, পরিধেয় বস্ত্র দিতে হবে, স ঘাটি দিতে হবে, স্নানাগারের পীঠ নিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রথমেই এসে আসন প্রস্তুত করতে হবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাপোষ) স্থাপন করতে হবে। উপাধ্যায়কে জল পান করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হবে, যদি পাঠ গ্রহণ করাতে ইচ্ছা করেন হয় তবে পাঠ গ্রহণ করাতে হবে, যদি পরিপ্রশ্ন করতে ইচ্ছা করেন হয় তবে পরিপ্রশ্ন করতে হবে। যেই বিহারে উপাধ্যায় অবস্থান করেন, যদি সেই বিহার ময়লা হয়, ইচ্ছা হলে পরিস্কার করতে হবে। বিহার পরিস্কার করবার সময় প্রথমে পাত্র চীবর বের করে একান্তে রাখতে হবে, বসবার প্রত্যাস্তরন (চাদর) বাহির করে একান্তে রাখতে হবে, মাদুর ও বালিশ বের করে একান্তে রাখতে হবে, মঞ্চ নীচু করে কপাটে না ঠেকিয়ে বের করে একান্তে রাখতে হবে, পীঠ নীচু করে কপাটে না ঠেকিয়ে বের করে একান্তে রাখতে হবে, মঞ্চ পদ বের করে একান্তে রাখতে হবে, পিকদানি (ডাবর) বের করে একান্তে রাখতে হবে, ঠেস দিবার ফলক বের একান্তে রাখতে হবে, ভূম্যাস্তরন যেই স্থানে পাতা আছে সেই স্থান লক্ষ্য করে বের করে একান্তে রাখতে হবে। যদি বিহারে মাকড়সাদির জাল হয় তাহা হলে প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে বের করে ফেলতে হবে, আলোক সন্ধির (বাতায়নের) কোনা মুছতে হবে। যদি গৈরিক পরিকর্মকৃত ভিত্তিগাত্র ক্লেদাক্ত হয়ে থাকে তাহা হলে ন্যাকড়া ভিজায়ে জল নিংড়িয়ে লয়ে মুছতে হবে, যদি কৃষ্ণ বর্ণ মেঝে ক্লেদাক্ত হয়ে থাকে তবে ভিজা ন্যাকড়া নিংড়িয়ে মুছতে হবে। যদি মেঝে কাঁচা হয়, তাহা হলে ধূলি নিবারনের জন্য জল ছিটায়ে ঝাঁট দিতে হবে, আবর্জ্জনা বেছে একান্তে ফেলে দিতে হবে। ভূম্যাস্তরন (গালিচা) উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, পুনরায় এনে যথাস্থানে বিস্তৃত করতে হবে। মঞ্চ পদ উত্তপ্ত করে, মুছে, পুনরায় এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। মঞ্চ উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, কপাটে না ঠেকিয়ে, অবনত ভাবে পুন এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। পীঠ উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, কপাটে না ঠেকিয়ে অবনত ভাবে পুন এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। মাদুর ও বালিশ উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, পুনরায় এনে যথাস্থানে রাখতে হবে। বসবার প্রত্যাস্তরন উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, পুনরায় এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। পিকদানি উত্তপ্ত করে, মুছে, পুনরায় এনে যথাস্থানে রাখতে হবে। ঠেস দিবার ফলক উত্তপ্ত করে, মুছে, পুনরায় এনে যথাস্থানে রাখতে হবে। পাত্র চীবর রাখতে হবে। পাত্র রাখবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করে অপর হস্তে মঞ্চের নিম্নাংশ বা পীঠের নিম্নাংশ মুছে, রাখতে হবে। ভূমিতে পাত্র রাখতে পারবে না। চীবর রাখবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করে অন্যহস্তে চীবর রাখবার বংশ দণ্ড বা চীবর রাখবার রজ্জু মুছে, চীবর মধ্যভাগ হতে নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত একহস্তে লম্বিত করে অপর হস্তে উপরাংশ বাঁকায়ে বংশদণ্ডে বা রজ্জু স্থাপন করবে। যদি পূর্বদিক হতে ধূলিযুক্ত বায়ু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবাহিত হয় তবে পূর্ব পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি পশ্চিম দিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হলে পশ্চিম পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি উত্তরদিক হতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হলে উত্তর পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি দক্ষিণ দিক হতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হলে দক্ষিণ পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি শীতকাল হয় তাহা হলে দিবসে বাতায়ন উন্মুক্ত রাখতে হবে, রাত্রিতে বন্ধ রাখতে হবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয় তাহা হলে দিবসে বাতায়ন বন্ধ রাখতে হবে, রাত্রিতে উন্মুক্ত রাখতে হবে। যদি অঙ্গনে আবর্জ্জনা হয় তাহা হলে অঙ্গণে ঝাঁট দিতে হবে। যদি প্রকোষ্ঠে আবর্জ্জনা হয় তাহা হলে প্রকোষ্ঠে ঝাঁট দিতে হবে। যদি উপস্থান শালায় (বৈঠক খানায়) আবর্জ্জনা হয় তাহা হলে উপস্থান শালায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি অগ্নি শালায় (পাক শালায়) আবর্জ্জনা হয় তাহা হলে অগ্নি শালায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি পায়খানায় আবর্জ্জনা হয় তাহা হলে পায়খানায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি পানীয় জল না থাকে তাহা হলে তাহা উপস্থাপন করতে হবে। যদি পরিভোগ্য জল না থাকে তাহা হলে তাহা উপস্থাপন (আনয়ন) করতে হবে। যদি আচমন-কুম্ভে জল না থাকে তাহা হলে তাহা আচমন কুম্ভে জল ঢালতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের অনভিরতি (ব্রহ্মচর্য্য পালনের অনিচ্ছা) উৎপন্ন হয় তাহা হলে তাহা সহবিহারি উক্ত বিষয় হতে তাঁকে বিরত করবে কিংবা করাবে অথবা ধর্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায়ের সন্দেহ উৎপন্ন হয় তাহা হলে সহবিহারী তাহা নিরসন করবে কিংবা করাবে অথবা ধর্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায় পরিবাস যোগ্য গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হন তাহা হলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সংঘ উপাধ্যায়কে পরিবাস প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় মূলে- প্রতিকর্ষণ যোগ্য অপরাধ গ্রস্থ হন তাহা হলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সংঘ উপাধ্যায়কে মূলে-প্রতিকর্ষণ করেন। যদি উপাধ্যায় মানত্ত্ব যোগ্য হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সংঘ উপাধ্যায়কে মানত্ত্ব প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় আহ্বান যোগ্য হন তাহা হলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সংঘ উপাধ্যায়কে আহ্বান করেন। যদি সংঘ উপাধ্যায়ের তর্জ্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় অথবা উৎক্ষেনীয় কর্ম (দণ্ড) বিধান করতে অভিলাষী হন তাহা হলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সংঘ উপাধ্যায়ের প্রতি দণ্ড বিধান না করেন অথবা তাহা লঘুত্বে পরিনত করেন। যদি সংঘ তাঁর প্রতি তর্জ্জনীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় অথবা উৎক্ষেনীয় (দণ্ড) বিধান করেন তাহা হলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাতে উপাধ্যায় সম্যক ভাবে অনুবর্ত্তন করেন, মান ত্যাগ করেন, দণ্ড মুক্তির অনুরূপ আচরণ করেন এবং সংঘ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন। যদি উপাধ্যায়ের চীবর ধৌত করবার যোগ্য হয় তাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হলে সহবিহারীকে তাহা ধৌত করতে হবে, অথবা যাতে ধৌত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য (ব্যগ্রতা) প্রকাশ করতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য চীবর প্রস্তুত করতে হয় তাহা হলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত (সেলাই) করে দিতে হইবে, অথবা যাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য রং প্রস্তুত করতে হয় তাহা হলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত করতে হবে, অথবা যাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের চীবর রঞ্জিত করতে হয় তাহা হলে সহবিহারীকে তাহা রঞ্জিত করতে হবে, অথবা যাতে তাহা রঞ্জিত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে হবে। চীবর রঞ্জিত করবার সময় সম্যকভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে (এপিট ওপিট করে) রঞ্জিত করতে হবে। যতক্ষণ চীবর হতে বিন্দু বিন্দু রং ক্ষরন বন্ধন না হতেছে ততক্ষণ সেই স্থান হতে প্রস্থান করতে পারবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করে অন্যকে ভিক্ষাপাত্র দিতে পারবে না কিংবা অন্যের ভিক্ষাপাত্র প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না; অন্যকে চীবর দিতে পারবে না কিংবা অন্যের প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না; অন্যকে পরিক্খার (ভিক্ষুর নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য) দিতে পারবে না কিংবা অন্যের পরিক্খার প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না; অন্যের কেশছেদন করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের কেশছেদন করাতে পারবে না; অন্যের পরিকর্ম করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিকর্ম করাতে পারবে না; অন্যের পরিচর্য্যা করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিচর্য্যা করাতে পারবে না; অন্যের অনুগামী শ্রমণ হতে পারবে না কিংবা অন্যকে নিজের অনুগামী শ্রমণ করতে পারবে না; অন্যের ভিক্ষান্ন আহরন করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের ভিক্ষান্ন আহরন করাতে পারবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করে গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না, শ্মশানে গমন করতে পারবে না, কোন দিকে যেতে পারবে না। যদি উপাধ্যায় পীড়িত হন, রোগ মুক্তি আনয়নের জন্য যাবজীবন তাঁর পরিচর্য্যা করতে হবে।

যদি বয়োজ্যেষ্ঠের সহিত এক বিহারে বাস করে তাহা হলে তাঁর অনুমতি না নিয়ে পড়াবে না, প্রশ্নোত্তর দিবে না, স্বাধ্যায়ন করবে না, ধর্ম ভাষণ করবে না, প্রদীপ জ্বালাবে না, প্রদীপ নিবাপিত করবে না, বাতায়ন খুলবে না, বাতায়ন বন্ধ করবে না। যদি বৃদ্ধের সহিত এক চংক্রমনে চংক্রমন করতে হয় তাহা হলে যে দিকে বৃদ্ধ চংক্রমন করে সে দিকে ঘুরে যাবে। বৃদ্ধকে স ঘাটির কোনায় স ঘট্টন করবে না।

ভিক্ষুগণ! ইহাই ভিক্ষুগণের শয্যাসন ব্রত এভাবে ভিক্ষুগণকে শয্যাসনে স্থির থাকতে হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) স্নান গৃহের ব্রত

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নানগৃহে স্থবির ভিক্ষুগণ বারণ করা সত্ত্বে ও তাচ্ছল্য করে বহুকাষ্ঠ রেখে অগ্নি জ্বেলে, দ্বার বন্ধ করে দ্বারে বসে থাকত, ভিক্ষুগণ উষ্ণে সন্তপ্ত হয়ে দ্বার না পেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পরে যেতেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নানগৃহে পরে যাচ্ছেন, তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষু স্নানগৃহে পরে যাচ্ছে? হাঁ ভগবান! তাহা সত্য। তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! স্নানগৃহে স্থবির ভিক্ষু বারণ করলে তাচ্ছল্য করে বহু কাষ্ঠ রেখে অগ্নি সংযোগ করতে পারবে না, যে অগ্নি সংযোগ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! দ্বার বন্ধ করে থাকতে পারবে না, যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণের জন্য স্নানগৃহের ব্রতের বিধান করব। যাতে স্নানগৃহে ভিক্ষুদিগকে স্থির থাকতে হবে। যে প্রথম স্নানগৃহে গমন করে, যদি ভস্ম জমা থাকে তাহা হলে ভস্ম দেখে দিতে হবে। স্নানগৃহ অপরিচ্ছন্ন হলে ঝাঁট দিবে। পরিভণ্ড ময়লা হলে ঝাঁট দিবে। পরিবেন ময়লা হলে ঝাঁট দিবে, প্রকোষ্ঠ ময়লা হলে ঝাঁট দিবে। স্নানগৃহ শালা ময়লা হলে ঝাঁট দিবে। স্নান চূর্ণ ভিজাবে, মৃত্তিকা ভিজাবে, জল দ্রোনিতে (জলাধার) জল পূর্ণ করবে। স্নানগৃহে প্রবেশ করবে। স্নানগৃহে প্রবেশ করবার সময় মাটির দ্বারা মেখে সম্মুখ ভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ আচ্ছাদিত করে স্নানগৃহের চৌকি লয়ে স্নানগৃহে প্রবেশ করবে। স্থবির ভিক্ষুর সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবে না। কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যূত করবে না। ইচ্ছা হলে স্নানগৃহে স্থবির ভিক্ষুর দেহ রগড়ায়ে দিবে। স্থবির ভিক্ষুর পুরোভাগে স্নান করবে। পশ্চাৎ ভাবে (উপরি ভাগে) স্নান করবে না, স্নান করে উঠবার সময় অবতরন কারীকে রাস্তা ছেড়ে দিবে। যে পরে স্নানগৃহ হতে বের হয়, স্নানগৃহে কর্দ্দম হলে ধৌত করবে। মাটির দ্বারা দ্রোনি ধৌত করে স্নানগৃহের চৌকি সামলিয়ে রেখে, অগ্নি নির্বাপিত করে দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করবে।

ভিক্ষুগণ! ইহাই স্নানগৃহে ভিক্ষুগণের স্নানগৃহ ব্রত, এভাবে ভিক্ষুগণকে স্নানগৃহে স্থির থাকতে হবে।

(৩) পায়খানার ব্রত

সেই সময় জনৈক ব্রাহ্মণ জাতীয় ভিক্ষু মল ত্যাগ করে কে এই হীন, দুর্গন্ধ স্ শর্শ করবে? এই ভেবে শৌচ করতে ইচ্ছুক হল না। তাঁর গুহ্যমার্গে কৃমি সঞ্জাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হল। সে ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন-বন্ধো! আপনি কি মল ত্যাগ করে জল গ্রহণ করেন না? হাঁ বন্ধো! আমি জল গ্রহণ করি না। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন ভিক্ষু মল ত্যাগ করে জল গ্রহণ করেন না? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষু সত্যই কি তুমি মল ত্যাগ করে জল গ্রহণ কর নাই? হাঁ ভগবান! তাহা সত্য। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! মল ত্যাগ করে জল থাকলে জল গ্রহণ না করে পারবে না। যে জল গ্রহণ না করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সেই সময় ভিক্ষুগণ পায়খানায় জ্যেষ্ঠানুক্রমে মল ত্যাগ করতেছিলেন। কনিষ্ঠ ভিক্ষু প্রথমে এসে মল পীড়ায় পীড়িত হয়ে অপেক্ষা করতেছিলেন। তিনি মলবেগ সংবরন করতে না পেরে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু মলবেগ সংবরন করতে না পেরে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে? হাঁ ভগবান তাহা সত্য। তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! পায়খানায় জ্যেষ্ঠানুক্রমে মল ত্যাগ করতে পারবে না, যে মল ত্যাগ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উপস্থিত ক্রমানুসারে মল ত্যাগ করবে।

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু তাড়াতাড়ি পায়খানায় প্রবেশ করত। মল ত্যাগ করতে করতে পায়খানায় প্রবেশ করত। অবিবেকের ন্যায় (নিচ্চিগুকেন) মল ত্যাগ করত, দাঁতন করতে করতে মল ত্যাগ করত, মল ত্যাগের দ্রোনির (নালার) বাহিরে মল ত্যাগ করত, প্রস্রাব দ্রোনির বাহিরে মল ত্যাগ করত, প্রস্রাব দ্রোনিতে থুথু নিক্ষেপ করত, কর্কশ (অমসৃন) কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মল মার্গ মুছত, মুছবার কাষ্ঠখণ্ড পায়খানার গর্ত্তে নিক্ষেপ করত, তাড়াতাড়ি বের হত, লাফ দিয়ে (উব্ভুজ্জিত্বাপি) বের হত, চপ্ চপ্ শব্দ করে শৌচ ক্রিয়া করত শৌচ করবার জল পাত্রের ঢাকনায় জল ঢালত। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু তাড়াতাড়ি পায়খানায় প্রবেশ করে, মল ত্যাগ করতে করতে পায়খানায় প্রবেশ করে। অবিবেচকের ন্যায় মল ত্যাগ করত, দাঁতন করতে করতে মল ত্যাগ করত, মল ত্যাগের দ্রোনির (নালার) বাহিরে মল ত্যাগ করত, প্রস্রাব দ্রোনির বাহিরে মল ত্যাগ করত, প্রস্রাব দ্রোনিতে থুথু নিক্ষেপ করত, কর্কশ (অমসৃন) কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মল মার্গ মুছত, মুছবার কাষ্ঠখণ্ড পায়খানার গর্ত্তে নিক্ষেপ করত, তাড়াতাড়ি বের হত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাফ দিয়ে (উব্‌ভুজিত্বাপি) বাহির হত, চপ্ চপ্ শব্দ করে শৌচ ক্রিয়া করত শৌচ করবার জল পাত্রের ঢাকনায় জল ঢালে। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন, ... নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণের জন্য পায়খানার ব্রতের বিধান করব। যাতে ভিক্ষুগণকে পায়খানায় স্থির থাকতে হবে।

যে পায়খানায় যেতে ইচ্ছুক সে বাহিরে বসবে, পায়খানার ভিতর উপবিষ্ট ভিক্ষু ও বসবে, চীবর রাখবার বংশ দণ্ডে বা রজ্জুতে চীবর রেখে আস্তে আস্তে ভাল মতে পায়খানায় প্রবেশ করবে। তাড়াতাড়ি প্রবেশ করবে না, লাফ দিয়ে (উব্‌ভুজিত্বা) প্রবেশ করবে না, পায়খানার পাদানিতে বসে মল ত্যাগ করবে না, পায়খানার দ্রোনিতে মল ত্যাগ করবে না। প্রস্রাব দ্রোনির বাহিরে প্রস্রাব করবে না, প্রস্রাব দ্রোনিতে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কর্কশ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা মল মার্গ মুছবে না, মুছবার কাষ্ঠদণ্ড পায়খানার কূপে ফেলবে না। পায়খানার পাদানিতে দাঁড়িয়ে দেহ আচ্ছাদন করবে, তাড়াতাড়ি বের হবে না, লম্ফ দিয়া বের হবে না, শৌচের পাদানিতে বসে শৌচ কার্য করবে। মল ত্যাগ করবার পাদানিতে বসবে শৌচক্রিয়া করবে না, চপ্ চপ্ শব্দে শৌচক্রিয়া করবে না, শৌচঘাটে জল রাখবে না, পায়খানা পাদানিতে দাঁড়িয়ে দেহ আচ্ছাদন করবে। পায়খানা দুর্গন্ধ হতে ধৌত করবে, মলমার্গ মুছবার কাষ্ঠে কাষ্ঠধার পূর্ণ হলে ব্যবহৃত কাষ্ঠ ফেলে দিবে, পায়খানা অপরিচ্ছন্ন হলে ঝাঁট দিবে, প্রকোষ্ঠ অপরিচ্ছন্ন হলে ঝাঁট দিবে, পায়খানার জলাধারে জল না থাকলে জল পূর্ণ করবে।

ভিক্ষুগণ! ইহাই ভিক্ষুগণের পায়খানার ব্রত, যাতে ভিক্ষুগণকে পায়খানায় স্থির থাকতে হবে।

সহ বিহারী উপাধ্যায়, অন্তে বাসী আচার্যের কর্তব্য

(১) সহ বিহারীর প্রতি ব্রত

সেই সময় সহ বিহারী সম্যক্‌ভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্ত্তী হত না। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন উপাধ্যায় সহবিহারীর সম্যক্ ভাবে অনুবর্ত্তী হত না? এই বিষয় তারা ভগবানকে জানালেন। ভগবান কহিলেন, ভিক্ষুগণ! সত্যই কি উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হতেছে না? হাঁ ভগবান তাহা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! কেন উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি সম্যক্ ভাবে অনুবর্ত্তী হতেছে না। তাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধাবৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। ভগবান এভাবে নিন্দা করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মকথা উত্থাপন পূর্ব্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! সহবিহারীর প্রতি উপাধ্যায়ের ব্রতের বিধান করব। যাতে উপাধ্যায় সহবিহারী প্রতি স্থিত থাকে।

হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় সম্যক্ ভাবে সহবিহারীর অনুবর্ত্তী হবেন। সম্যক্ ভাবে অনুবর্ত্তী হবার নিয়ম এইঃ- হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় সহ বিহারীকে পাঠোদ্দেশ পরিপৃচ্ছা, উপদেশ, অনুশাসন দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট ভিক্ষা পাত্র থাকে এবং সহ বিহারীর নিকট না থাকে তাহা হলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে ভিক্ষা পাত্র প্রদান করবেন অথবা যাতে সহবিহারী পাত্র পেতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে, তাহা হলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে পরিধেয় চীবর প্রদান করবেন অথবা যাতে সহবিহারী চীবর পেতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট পরিক্খার থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে তাহা হলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে পরিক্খার প্রদান করবেন অথবা যাতে সহবিহারী পরিক্খার পেতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবেন। যদি সহবিহারী পীড়িত হয় তাহা হলে উপাধ্যায় প্রত্যুষে উঠে তাকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করবেন, মুখোদক (আচমনের জল) প্রদান করবেন, তার জন্য আসন প্রস্তুত করবেন। (অবশিষ্ট শয়নাসন ব্রতের সদৃশ)।

(২) উপাধ্যায় ব্রত

সেই সময় উপাধ্যায় সহবিহারীর সম্যক্ অনুবর্ত্তী হতেন না, অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন উপাধ্যায় সহবিহারীর সম্যক্ অনুবর্ত্তী হতেছে না। তারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। (অবশিষ্ট সহবিহারীর ব্রতের সদৃশ)।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত।

(৩) অন্তেবাসীর ব্রত

সেই সময় অন্তেবাসী! আচার্যের সম্যক্ অনুবর্ত্তী হত না। অল্পেচ্ছু ভিক্ষগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন কেন অন্তেবাসী আচার্যের সম্যক্ অনুবর্ত্তী হতেছে না। তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারীর ব্রতের সদৃশ]।

(৪) আচার্যের ব্রত

সেই সময় আচার্য অন্তেবাসীর সম্যক্ অনুবর্ত্তী হতেন না। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন আচার্য অন্তেবাসীর সম্যক্ অনুবর্ত্তী হতেছে না? তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় উপাধ্যায় বিহার হতে অন্যত্র প্রস্থান করলে ও, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করলে, কাল প্রাপ্ত হলে, তীর্থিকাশ্রমে চলে গেলে, ভিক্ষুগণ আচার্য্য অভাবে উপদেশ ও অনুশাসনের অভাবে, অশোভন ভাবে চীবর পরিধান করে, অশোভন ভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপরে, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করতেন। স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করতেন। ভোজনের সময় ও উচ্চ শব্দ মহা শব্দ করতেন। জনসাধারণ এই বিষয়ে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন- কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন ভাবে চীবর পরিধান করে, অশোভন ভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিষরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রহ্মাণ ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করে থাকে?

ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, জন সাধারণ এরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যারা অল্পেচ্ছু সন্তুষ্ট চিত্ত লজ্জা সংকোচশীল এবং শিশিক্ষু তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন- কেন ভিক্ষুগণ অশোভন ভাবে চীবর পরিধান করে, অশোভন ভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত, তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? তখন তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানালেন।

ভগবান এই নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষু স ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন পরিহিত হয়ে, অশোভন ভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠব ভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্যই কি তারা যখন লোকের ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?

"প্রভো! তাহা সত্য বটে"।

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন- হে ভিক্ষুগণ! ঐ মোঘ পুরুষগণের পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকার্য্য হয়েছে। কেন মোঘ পুরুষ অশোভন ভাবে চীবর পরিধান করে, অশোভন ভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠব- ভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকের ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাঞ্চা করে ভোজন করে, এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের এই কার্য্যে অপ্রসন্নের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের প্রসাদ বর্দ্ধিত করতে পারে না বরং তাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদ হীনতা এবং কোন কোন প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করবে।

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন-

হে ভিক্ষুগণ! আমি আচার্য্য গ্রহণের অনুজ্ঞা দিচ্ছি। আচার্য্য অন্তেবাসীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্য স্নেহ) উপস্থাপিত করবে, অন্তেবাসী আচার্যের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করবে। এরূপে তারা পরস্ র সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবি হয়ে অবস্থান করলে এই ধর্ম বিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি: দশ বৎসর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) থাকবে এবং অন্যূন দশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু অপরকে আশ্রয় প্রদান করবে"।

হে ভিক্ষুগণ! এই রূপে আচার্য্য গ্রহণ করতে হবে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে, পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভাড় দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলতে হবে- "প্রভো! আপনি আমার আচার্য্য হউন, আমি আপনার আশ্রয়ে বাস করব"। (দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার)।

যদি আচার্য্য সাধু, লঘু, 'সদুপায়, প্রতিরূপ অথবা শোভন ভাবে সম্পাদন কর- এই পঞ্চবিধ উক্তির যে কোনটি দ্বারা ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তবে আচার্য্য গৃহীত হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, ইঙ্গিতে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, সেক্ষেত্রে আচার্য্য গৃহীত হয় না।

"হে ভিক্ষুগণ! অন্তেবাসীকে আচার্য্যের সম্যক্ অনুবর্ত্তী হতে হবে। সম্যক্ অনুবর্ত্তী হবার বিধি এই- প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে, উপানহ খুলে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে তাকে দন্ত কাষ্ঠ দিতে হবে, মুখোদক দিতে হবে, তাঁর জন্য আসন প্রস্তুত করতে হবে। [অবশিষ্টাংশ শয়নাসনের ব্রত সদৃশ]।

ব্রত স্কন্ধ সমাপ্ত।

(৯) প্রাতিমোক্ষ স্থগিত স্কন্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাহার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা উচিত?

স্থান-শ্রাবস্তী

সেই সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, পূর্বারামে, মৃগার মাতার প্রাসাদে। সেই সময় বুদ্ধ ভগবান উপস্থিত উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ রাত্রি কালে প্রথম যাম অতিবাহিত হলে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! রাত্রি অধিক হয়েছে, প্রথম যাম অতিক্রম হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট অতএব ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। এরূপ বললে ভগবান মৌন রইলেন, আর ও অধিক রাত্রি হলে মধ্যম যাম অতিক্রান্ত হলে দ্বিতীয় বার ও আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে, ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে কহিলেন। প্রভো! রাত্রি অধিক হয়েছে, দ্বিতীয় যাম অতিক্রান্ত হয়েছে, ভিক্ষুসংঘ অধিকক্ষণ উপবিষ্ট, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।

এরূপ বললে ভগবান মৌন রইলেন। আর ও অধিক রাত্রি হলে অন্তিম যাম অতিক্রান্ত অরুনোদয় হলে রাত্রি জ্যোতিষ্ময় হলে তৃতীয় বার আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! রাত্রি অধিক হয়েছে, তৃতীয় যাম অতিক্রান্ত হয়েছে, অরুনোদয় হয়েছে, রাত্রি জ্যোতিষ্ময় হয়েছে, ভিক্ষুসংঘ অধিকক্ষণ উপবিষ্ট, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। ভগবান কহিলেন-আনন্দ! এই পরিষদ পরিশুদ্ধ নাই। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের মনে এই চিন্তা উদিত হল। ভগবান কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে কহিলেন। আনন্দ! পরিষদ পরিশুদ্ধ নহে। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন স্ব-চিত্তে সমস্ত ভিক্ষুসংঘকে আনুপূর্ব্বিক পর্যালোচনা করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন দুঃশীল পাপ পরায়ন, অপবিত্র দুষ্কার্যকারী, গোপন ভাবে কার্যকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণাভিমানী অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারী অভিমানী অববিত্রান্তকরন, অবশ্রুত (পাপ ময়লা পরায়ন শীল) কষাম্বুজ সেই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। দেখে সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাকে কহিলেন-বন্ধো! তুমি উঠ, ভগবান তোমাকে দেখেছেন, ভিক্ষুগণের সহিত তোমার বিনয় কার্য কিংবা আহারাদি (সংবাসো) চলবে না। এরূপ বললে সেই ব্যক্তি নীরব রইল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন দ্বিতীয় বার তাকে কহিলেন-বন্ধো! উঠ, ভগবান তোমাকে দেখেছেন। ভিক্ষুগণের সহিত তোমার সংবাস চলবে না। দ্বিতীয় বার ও সেই ব্যক্তি নীরব রইল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন তৃতীয় বার ও তাকে কহিলেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বন্ধো! উঠ, ভগবান তোমাকে দেখেছেন, ভিক্ষুগণের সহিত তোমার সংবাস চলবে না। তৃতীয় বার ও সেই ব্যক্তি মৌন রইল, তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন সেই ব্যক্তিকে বাহুতে ধরে দ্বার কোষ্ঠকের বাহির করে দিয়ে দ্বারে অর্গল দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! সেই ব্যক্তিকে আমি বের করে দিয়েছি, এখন পরিষদ পরিশুদ্ধ।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। মৌদ্গাল্যায়ন ইহা বড় আশ্চর্য, বড় অদ্ভুদ যে সেই ব্যক্তি বাহু ধরবার অপেক্ষায় থাকবে।

(২) বুদ্ধের ধর্মের অষ্ট অদ্ভুত গুণ

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্রের আটটি আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম বিদ্যমান আছে, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্র অভিরমিত হয়। সেই আটটি কি? যথা-ভিক্ষুগণ! (১) মহাসমুদ্র ক্রমশ গভীর, ক্রমশ নীচু, ক্রমশ নিম্নাভিমুখী প্রথমে তীর হতে একেবারে গভীর নহে। ভিক্ষুগণ! এই যে মহাসমুদ্র ক্রমশ গভীর, ক্রমশ নীচ, ক্রমশ নিম্নাভিমুখী প্রথমেই একেবারে গভীর নহে। ইহাই মহাসমুদ্রের আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম (গুণ) যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়, (২) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র স্থির ধর্মী, বেলা অতিক্রম করে না, এই যে মহাসমুদ্র স্থির ধর্মী বেলা অতিক্রম করে না, ইহাই মহাসমুদ্রের দ্বিতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৩) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র মৃত দেহের সহিত বাস করে না। মহাসমুদ্রে মৃত দেহ পতিত হইলে মহাসমুদ্র তখন শীঘ্রই তীরাভিমুখে লয়ে যায়। অথবা স্থলে নিক্ষিপ্ত করে। এই যে মহাসমুদ্র মৃত দেহের সহিত বাস করে না, মহাসমুদ্রে মৃত দেহ পতিত হলে তাহা শীঘ্রই তীরাভিমুখে লয়ে, অথবা স্থলে নিক্ষিপ্ত করে, ইহাই মহাসমুদ্রের তৃতীয় আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৪) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যেই সমস্ত মহানদী যথা-গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ, মহী, তাহারা মহাসমুদ্রে পৌছিলে পূর্ব নাম গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।....... ইহাই মহাসমুদ্রের চতুর্থ আশ্চর্য অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৫) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! জগতে যেই সব জল প্রবাহ সমুদ্রে গমন করে, অন্তরীক্ষ হতে যেই সব জলধারা পতিত হয়, তৎদ্বারা মহাসমুদ্রের ঊনত্ব বা পূর্ণত্ব পরিদৃষ্ট হয় না।

ভিক্ষুগণ! ইহাই মহাসমুদ্রের পঞ্চম আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৬) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্রে একটি মাত্র রস বিশিষ্ট। লোনা রস।..... ভিক্ষুগণ! ইহাই মহাসমুদ্রের ষষ্ঠ আশ্চর্য অদ্ভুত ধর্ম, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৭) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র বহুবিধ রত্নশালী, অনেক বিধ রত্নশালী, যথা-মুক্তা, মণি, বৈদর্য, শ ঘ, শিলা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, রক্তবর্ণ মণি, মসারগল্ল (এক প্রকার মণি) .... ভিক্ষুগণ! ইহাই মহাসমুদ্রের সপ্তম আশ্চর্য অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৮) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র বৃহৎ প্রানীগণের আবাস স্থল। এই সব প্রানী যথা- তিমি, তিমিঙ্গল, তিমির পিঙ্গল, অসুর, নাগ এবং গন্ধর্ব্ব। মহাসমুদ্রে শত যোজন শরীরধারী, তিনশত যোজন শরীরধারী, চারিশত যোজন শরীরধারী, পঞ্চশত যোজন শরীরধারী জীব ও আছে।........ ভিক্ষুগণ! ইহাই মহাসমুদ্রের অষ্টম আশ্চর্য অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে অসুর মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্রের এই সমস্তই আশ্চর্য অদ্ভূত ধর্ম আছে। এই সব দেখেই মহাসমুদ্রে অসুর অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ! এরূপই এইধর্ম বিনয়ে (বুদ্ধের ধর্মে) অষ্টবিধ আশ্চর্য অদ্ভূত ধর্ম বিদ্যমান আছে, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। সেই অষ্টবিধ কি? যথা- (১) ভিক্ষুগণ! যেমন মহাসমুদ্র ক্রমশ গভীর, ক্রমশ নিু, ক্রমশ নিাভিমুখী, প্রথম হতে একেবারেই গভীর নহে। এরূপ ভিক্ষুগণ! এই ধর্ম বিনয়ে ক্রমশ শিক্ষা, ক্রমশ ক্রিয়া, ক্রমশ মার্গ (প্রতিপদা) আছে, প্রারম্ভেই মুক্তিপদ, সাক্ষাৎকার হয় না। ভিক্ষুগণ! এই যে, এই ধর্ম বিনয়ে ক্রমশ শিক্ষা, ক্রমশ ক্রিয়া, ক্রমশ মার্গ বিদ্যমান আছে, প্রারম্ভেই মুক্তিপদ লাভ হয় না ভিক্ষুগণ! ইহা এই ধর্ম বিনয়ের প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ! সমুদ্র যেমন স্থিরধর্মী, বেলা অতিক্রম করে না, এরূপ ভিক্ষুগণ! আমি শ্রাবকগণের জন্য যেই শিক্ষাপদ বিধান করেছি, আমার শ্রাবকগণ তাহা জীবনের জন্য ও ল ঘল করে না।........... ভিক্ষুগণ! এই ধর্ম বিনয়ের দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৩) যেমন ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র মৃত দেহের সহিত বাস করে না। মহাসমুদ্রে মৃত দেহ পতিত হলে তাহা শীঘ্রই তীরাভিমুখে লয়ে যায়, স্থলে নিক্ষিপ্ত করে, এরূপ ভিক্ষুগণ! যেই ব্যক্তি দুঃশীল, পাপধর্মী, অপবিত্র, কলুষকারী, গুপ্তকর্মকারী, অশ্রমণ হইয়া শ্রমণাভিমানী, অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারী অভিমানী, পাপ হৃদয়, অবশ্রুত (পাপ ময়লা ক্ষরণশীল) কষাম্বুজা, সংঘ তাহার সহিত বাস করে না। শীঘ্রই একত্রিত হয়ে তাকে বের করে দেয়। (উক্খিপতি) যদি ও বা সে সংঘ সভায় ভিক্ষুসংঘের মধ্যে উপবিষ্ট থাকে। তথাপি সে সংঘ হতে দূরে এবং সংঘ তাহা হতে দূরে অবস্থিত। ভিক্ষুগণ! ইহা এই ধর্ম বিনয়ের তৃতীয় আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৪) যেমন ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত মহানদী, যেমন-গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ, মহী, মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে পূর্ব নাম গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্র নামে অভিহিত হয়, এরূপ ভিক্ষুগণ!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়ে পূর্ব নাম গোত্র ত্যাগ করে শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ নামে অভিহিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা এই ধর্ম বিনয়ের চতুর্থ আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৫) যেমন ভিক্ষুগণ! জগতে প্রবাহ (জল স্রোত) সমুদ্র অভিমুখে গমন করে এবং অন্তরীক্ষ হতে ধারা বর্ষিত হয়, তৎদ্বারা সমুদ্র জলের ঊনত্ব বা পুর্ণত্ব পরিদৃষ্ট হয় না, এরূপ ভিক্ষুগণ! যদি ও বা বহু সংখ্যক ভিক্ষু অনুপরিশেষ (যাতে উপাদি অবশিষ্ট থাকে না) নির্বাণ ধাতু (মোক্ষপদ) প্রাপ্ত হয় তাতে নির্বাণ ধাতু ঊনত্ব বা পূর্ণত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা এই ধর্ম বিনয়ের পঞ্চম আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৬) যেমন ভিক্ষুগণ! মহা সমুদ্র এক রস বিশিষ্ট, লবনই তা এক মাত্র রস, এই রূপই ভিক্ষুগণ! এই ধর্ম বিনয় এক রস বিশিষ্ট, বিমুক্তি রস। ভিক্ষুগণ! ইহা এই ধর্ম বিনয়ের ষষ্ঠ আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৭) যেমন ভিক্ষূগণ! মহা সমুদ্র বহু রত্নের আকর, এই সমস্ত রত্ন যথা- মুক্তা মণি বৈদর্য, শ খ, শিলা, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, রক্তবর্ণ মণি, মসারগল্ল, এ রূপই ভিক্ষুগণ! এই ধর্ম বিনয় বহু রত্ন, অনেক রত্ন সম্পন্ন; এই সমস্ত রত্ন, যেমন- চারি স্মৃত্যুপস্থান, চারি সম্যক্ প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভিক্ষুগণ! ইহা এই ধর্ম বিনয়ের ষষ্ঠ আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৮) যেমন ভিক্ষুগণ! মহা সমুদ্রে মহা প্রাণীগণের আবাস স্থল, এ রূপই ভিক্ষুগণ! এই ধর্ম বিনয় মহা প্রাণীগণের আবাস স্থল। তাতে এই সব প্রাণী আছে, যথা- স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি ফল, সাক্ষাৎকার করবার মার্গ প্রাপ্ত, সকৃদাগামী এক বার মাত্র এই সংসারে এসে (নির্ব্বাণ লাভ করা রূপী) ফল সাক্ষাৎকার মার্গ প্রাপ্ত, অনাগামী (এই সংসারে) না এসে (অন্য লোকে নির্ব্বাণ লাভ করা রূপী) ফল সাক্ষাৎকার করবার মার্গ প্রাপ্ত, অর্হৎ-অর্হত্ব (মুক্ত হওয়া) ফল সাক্ষাৎকার করবার মার্গ প্রাপ্ত.......। ভিক্ষুগণ! ইহা এই ধর্ম বিনয়ের ইহাই অষ্টম আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ! এই সমস্তই এই ধর্ম বিনয়ে অষ্ট আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যাহা দেখে ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে অভিরমিত হয়। তখন ভগবান এই তত্ত্বার্থ বিদিত হয়ে সেই শুভ সময়ে এই উদান গাথা উচ্চারণ করলেন।

"ছন্নমতি বস্সতি বিবটং নাতিবস্সতি
তস্মা ছন্নং বিরেথ এবংতং নাতিবস্সতী'তি।

(৩)পুনরায় বুদ্ধের উপোষথের অর্ন্তগত না হওয়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করলেন-ভিক্ষুগণ! এই হতে আমি উপপোসথ করব না, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করব না। ভিক্ষুগণ! তোমরাই এখন হতে উপোসথ করবে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। ভিক্ষুগণ! ইহা সম্ভব নহে, ইহার অবকাশ নাই, তথাগত অপবিত্র পরিষদে উপোসথ করবেন বা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন। ভিক্ষুগণ! অপরাধী হয়ে প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতে পারবে না। যে শ্রবণ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি যে অপরাধী হয়ে প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করবে তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত বা (বন্ধ) করবে।

ভিক্ষুগণ! এ ভাবে স্থগিত করবে, উপস্থিত উপোসথ দিবসে চতুর্দ্দশী বা পঞ্চদশীতে সেই ব্যক্তি উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে-মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অপরাধী তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা চলবে না। এরূপ বললে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত হয়ে থাকে।

(৪) ধর্ম বিরুদ্ধ এবং ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা

সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদেরকে কেহ জানেন না...... এই ভেবে অপরাধী হয়ে প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতে লাগল। পরচিত্ত বিদ্ স্থবির ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণকে কহিলেন, বন্ধো! অমুক অমুক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদেরকে কেহ জানেন না। এই ভেবে অপরাধ গ্রস্থাবস্থায় প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতেছে। ষড়বর্গীয় ভিক্ষু শুনতে পেল, পরচিত্ত বিদ্ স্থবির ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণকে আমাদের সম্বন্ধে বলতেছেন বন্ধো! অমুক অমুক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদেরকে কেহ জানেন না। এই ভেবে অপরাধ গ্রস্থাবস্থায় প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতেছে। ষড়বর্গীয় ভিক্ষু শুনতে পেল পরচিত্ত বিদ্ স্থবির ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণকে আমাদের সম্বন্ধে বলতেছেন বন্ধো! অমুক অমুক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদেরকে কেহ জানেন না এই ভেবে অপরাধ গ্রস্থাবস্থায় প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতেছে। তখন তারা প্রথমে সুশীল ভিক্ষু আমাদের প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছেন এই ভেবে তারা প্রথমেই পরিশুদ্ধ, অপরাধ বিহীন, ভিক্ষুগণের অবিষয়ে অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতে লাগল। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পরিশুদ্ধ, অপরাধ বিহীন, ভিক্ষুগণের অবিষয়ে অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত কতিতেছে? তাঁরা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন-

ভিক্ষুগণ! নিরপরাধী পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অবিষয়ে অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতে পারবে না, যে স্থগিত করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা একটি ধর্ম বিরুদ্ধ, একটি ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা দুইটি ধর্ম বিরুদ্ধ এবং দুইটি ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থগিত করা তিনটি ধর্ম বিরুদ্ধ এবং তিনটি ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা চারিটি ধর্ম বিরুদ্ধ এবং চারিটি ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা পাঁচটি ধর্ম বিরুদ্ধ এবং পাঁচটি ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ষড়বিধ ধর্ম বিরুদ্ধ এবং ষড়বিধ ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা সপ্তবিধ ধর্ম বিরুদ্ধ এবং সপ্তবিধ ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা অষ্টবিধ ধর্ম বিরুদ্ধ এবং অষ্টবিধ ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা নয়বিধ ধর্ম বিরুদ্ধ এবং নয়বিধ ধর্ম সম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা দশবিধ ধর্ম বিরুদ্ধ এবং দশবিধ ধর্ম সম্মত।

(১) ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা

(১) ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? অমূলক শীলভ্রষ্টার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। ইহা এক ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। এক ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? অমূলক নহে এমন শীলভ্রষ্টার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। ভিক্ষুগণ! ইহা এক ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

(২) দুই ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (২) অমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। ইহা দুই ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। দুই ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক (কারণযুক্ত) শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। ভিক্ষুগণ! ইহা দুই ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

(৩) তিন ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার (সত্য বিশ্বাস বিচ্যুত তার) দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। ইহা তিন ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। তিন ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (২) সমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, এই তিনটি ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

(৪) চারি ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক জীবিকা ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই চারিটি ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। চারি ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (২) সমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক জীবিকা ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, এই চারিটি ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

(৫) পঞ্চ ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) অমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক স ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক পাচিত্তিয়ার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই পঞ্চ ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। পঞ্চ ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক স ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক পাচিত্তিয়ার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই পঞ্চ ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

(৬) ছয় ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) অমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক (কিন্তু) কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক কিন্তু কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক কিন্তু কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। ছয় ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। ছয় ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক কিন্তু কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) সমূলক কিন্তু কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই ছয় ধর্ম সম্মত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

(৭) সপ্ত ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) অমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক স ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক থুল্লচ্চয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক পাচিত্তিয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (৭) অমূলক দুব্‌ভাসিতের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। সপ্ত ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) অমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক স ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক থুল্লচ্চয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক পাচিত্তিয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (৭) অমূলক দুব্‌ভাসিতের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে।

(৮) আট ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) অমূলক অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) অমূলক কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। আট ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) সমূলক কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) সমূলক অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) সমূলক কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) নয় ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) অমূলক অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) অমূলক কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৯) অমূলক কৃত অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। নয় ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) সমূলক কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) সমূলক অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) সমূলক কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৯) সমূলক কৃত অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে।

(১০) দশ ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) পারাজিক দোষে দোষী সেই পরিষদে উপবিষ্ট থাকে না। (২) পারাজিক সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে হয় না। (৩) শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক সেই পরিষদে উপবিষ্ট থাকে না। (৪) শিক্ষা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে হয় না। (৫) ধর্ম সম্মত (সংঘ) সামগ্রীতে বা সম্মিলনে সেই ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে। (৬) ধর্ম সম্মত ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে হয় না। (৮) (তাহার) আচার ভ্রষ্টতা দৃষ্ট শ্রুত, অনুমিত হয় না।............. (১০) তাহার দৃষ্টি ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত অনমিত হয় না ....।

(২) ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা

দশ ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) পারাজিক দোষে দোষী ব্যক্তি সেই পরিষদে উপবিষ্ট থাকে, (২) সেখানে পারাজিক সম্বন্ধে আলোচনা চলতে থাকে, (৩) শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক সেখানে উপবিষ্ট থাকে, (৪) শিক্ষা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে চলতে থাকে, (৫) ধর্ম সম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয়, (৬) ধর্ম সম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার কামী হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৭) ধর্ম সম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের আলোচনা সেখানে চলতে থাকে, (৮) তার শীল ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয়, (৯) তার আচার ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয়, (১০) তার দৃষ্টি ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয়, এই দশটি ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৩-ক পারাজিক দোষে দোষী পরিষদে উপবিষ্ট থাকে

(ক) কিরূপে পারাজিক দোষে দোষী সেই পরিষদে উপবিষ্ট থাকে? ভিক্ষুগণ! (১) যেই আকারে, যেই লিঙ্গে, যেই নিমিত্তে, পারাজিক অপরাধে অপরাধী হয়, সেই আকার, সেই লিঙ্গ, সেই নিমিত্ত দ্বারা ভিক্ষু (স্বয়ং) সেই ভিক্ষুকে পারাজিক অপরাধ করতে দেখে, (২) ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করতে স্বয়ং দেখে নাই, কিন্তু অন্য ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করেছেন। (৩) ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করতে স্বয়ং ও দেখে নাই, অন্য ভিক্ষু ও সেই ভিক্ষুকে বলে নাই, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করেছে, কিন্তু সে অপরাধ সেই ভিক্ষুকে বলেছে, বন্ধো! আমি পারাজিক অপরাধ করেছি। তাহা হলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে সেই (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ অনুমান দ্বারা উপস্থিত চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির উপস্থিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি পারাজিক অপরাধে অপরাধী হয়েছে, তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করবার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত-প্রেত্), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবনাশের আশংকা, ব্রহ্মচর্য নাশের আশংকা এই দশ বিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহা হলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সেই আবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সেই ব্যক্তির (অপরাধীর) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলিবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয় নাই; যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হলে সংঘ সেই বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এই ভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির (অপরাধীর) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, এই হেতু তাহার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না, এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক পরিষদে উপস্থিত থাকে। কিরূপে শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক সেই পরিষদে উপবিষ্ট থাকে? ভিক্ষুগণ! (১) যেই আকারে, যেই লিঙ্গে, যেই নিমিত্তের দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়, সেই আকারে, সেই লিঙ্গে, সেই নিমিত্তের দ্বারা ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু স্বয়ং শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে দেখে না, কিন্তু অন্য ভিক্ষু ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে, (৩) ভিক্ষু স্বয়ং ও অন্য ভিক্ষুকে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে দেখে নাই, অন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুকে বলে নাই, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে; কিন্তু সে স্বয়ং ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছি। ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে সেই (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ, (গ) অনুমান দ্বারা উপস্থিতি চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে। মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে, তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত-প্রেত্), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবনাশের আশংকা, ব্রহ্মচর্য নাসের আশংকা এই দশ বিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহা হলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সেই এবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সেই ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয় নাই; যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হলে সংঘ সেই বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এ ভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হলে চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, এই হেতু তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারবে না, এই ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

(গ) কি রূপে ধর্ম সম্মিলনে উপস্থিত হয় না? ভিক্ষুগণ! (১) যেই আকার যেই লিঙ্গ, যেই নিমিত্ত দ্বারা ধর্ম সম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত হয়, সেই আকার, সেই নিমিত্ত সেই লিঙ্গ অনুসার ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্ম সম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষু ধর্ম সম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত ও দেখতে পায় না, কিন্তু অন্য ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম সম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয় নাই, (৩) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্ম সম্মিলনে অনুপস্থিত দেখে না। অন্য ভিক্ষু ও সেই ভিক্ষুকে বলে না বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু ধর্ম সম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু সেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি ধর্ম সম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হই নাই। ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হইলে সেই ভিক্ষুকে (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ (গ) অনুমান অনুসার উপস্থিত চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথে সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলিবে- মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি ধর্ম সম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হচ্ছে না। তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে না। এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করবার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত-প্রেত্), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবনাশের আশংকা, ব্রহ্মচর্য নাশের আশংকা এই দশ বিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহা হলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সেই আবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সেই ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয় নাই; যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হলে সংঘ সেই বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এ ভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হলে চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, এই হেতু তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না, এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

(ঘ) কিরূপ ধর্ম সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার হয়? ভিক্ষুগণ! (১) যেই আকারে, যেই লিঙ্গে, যেই নিমিত্তে ধর্ম সম্মত ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার হয় সেই আকারে, সেই লিঙ্গে, সেই নিমিত্তে ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্ম সম্মত ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু স্বয়ং অন্য ভিক্ষুকে ধর্ম সম্যক্ ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হতে দেখে না, কিন্তু অন্য ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু ধর্ম সম্মত ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার করতে ইচ্ছুক। (৩) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্ম সম্মত ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হতে ও দেখে না, অন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুকে বলে না, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু ধর্ম সম্মত ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হয়েছে, কিন্তু সে নিজেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি ধর্ম সম্মত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হয়েছি। ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সেই (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ (গ) অনুমান অনুসার উপস্থিত চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে। মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি ধর্মসম্মত ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হয়েছে, তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে না। এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করবার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত-প্রেত্), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবনাশের আশংকা, ব্রহ্মচর্য নাশের আশংকা এই দশ বিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহা হলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সেই আবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সেই ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয় নাই; যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হলে সংঘ সেই বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এ ভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হলে চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সেই বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই, এই হেতু তাহার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না, এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্ম সম্মত।

(ঙ) কিরূপে শীল ভ্রষ্টতায় দেখা, শোনা, পরিশংকা (সন্দেহ) হয়? ভিক্ষুগণ! (১) যেই আকারে, যেই লিঙ্গে, যেই নিমিত্তে অনুসারে শীল ভ্রষ্টতায়, দর্শন শ্রবণ, পরিশংকা হয়, সেই আকার, সেই লিঙ্গ, সেই নিমিত্ত অনুসারে ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে শীল ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত দেখতে পায় না। কিন্তু অন্য ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হয়েছে, (৩) ভিক্ষু ও অন্য ভিক্ষুকে শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত দেখে না, অন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুকে বলে না, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হয়েছে, কিন্তু সে স্বয়ংই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হয়েছি, ভিক্ষুগণ ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সেই দৃষ্ট শ্রুত, পরিশংকিত অনুসার উপস্থিত চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে। মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমুক নামীয় ব্যক্তি শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবেন না। এই ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত ধর্ম সম্মত।

(চ) কিরূপে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হয়? ভিক্ষুগণ! (১) যেই আকারে, যেই লিঙ্গে, যেই নিমিত্তে অনুসারে আচার ভ্রষ্টতার, দর্শন শ্রবণ, পরিশংকা হয়, সেই আকার, সেই লিঙ্গ, সেই নিমিত্ত অনুসারে ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত দেখতে পায় না। কিন্তু অন্য ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হচ্ছে, (৩) ভিক্ষু ও অন্য ভিক্ষুকে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত দেখে না, অন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুকে বলে না, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হয়েছে, কিন্তু সে স্বয়ংই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হয়েছি, ভিক্ষুগণ ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সেই দৃষ্ট শ্রুত, পরিশংকিত অনুসার উপস্থিত চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সেই ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংঘ সভায় বলবে। মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এ ভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত ধর্ম সম্মত।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত।

অপরাধের বিচার এবং দোষারোপ

আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে কহিলেন-

আত্মদান

প্রভো! আত্মদান[১] গ্রহণ কারী ভিক্ষুকে কোন অঙ্গ পরিপূর্ণ আত্মদান গ্রহণ করতে হয়?

উপালি! আত্মদান গ্রহণকারী ভিক্ষুকে পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন আত্মদান গ্রহণ করতে হয় (১) আত্মদান গ্রহণেচ্ছু ভিক্ষুকে এরূপ চিন্তা করতে হয়। যেই আত্মদান আমি নিতে চাচ্ছি, এখন তার সময় কিনা, অসময়। উপালি! যদি ভিক্ষু চিন্তা

[১] বুদ্ধশাসন পরিশুদ্ধকামী ভিক্ষু যেই বিচারের ভার নিজে গ্রহণ করে। তাহাকে আত্মদান বলে। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে এরূপ বলতে পারে এখন এই আত্মদান গ্রহণের সময় নহে, অসময়। তাহা হলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। (২) কিন্তু যদি উপালি! চিন্তা করে এরূপ বুঝতে পারে, এখন এই আত্মদান গ্রহণের সময়, অসময় নহে। তাহা হলে উপালি! সেই ভিক্ষুকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি যে এই আত্মদান গ্রহণ করতে চাচ্ছি সেই আত্মদান যথার্থ, না অযথার্থ? যদি উপালি! সেই ভিক্ষুকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি যে এই আত্মদান গ্রহণ করতে চাচ্ছি সেই আত্মদান যথার্থ, না অযথার্থ? যদি উপালি! চিন্তা করে বুঝতে পারে, এই আত্মদান অযথার্থ, যথার্থ নহে। তাহা হলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। (৩) কিন্তু যদি উপালি! চিন্তা করে এরূপ বুঝতে পারে, এই আত্মদান যথার্থ, অযথার্থ নহে। তাহা হলে উপালি! সেই ভিক্ষুকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি যে এই আত্মদান গ্রহণ করতে চাচ্ছি, এই আত্মদান সার্থক না নিরর্থক? যদি উপালি! চিন্তা করে এরূপ বুঝতে পারে, এই আত্মদান নিরর্থক, সার্থক নহে। তাহা হলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। (৪) কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, এই আত্মদান সার্থক, অনর্থক নহে। তাহা হলে উপালি! সেই ভিক্ষুকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি এই আত্মদান গ্রহণ করে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্র ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে স্ব-পক্ষে পাব। না পাব না। যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এই আত্মদান গ্রহণ করলে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্র ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ানুসার স্ব-পক্ষে পাব না। তাহা হলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করব না। (৫) কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এই আত্মদান গ্রহণ করলে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্র ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ানুসার স্ব-পক্ষে পাব, তাহা হলে উপালি! সেই ভিক্ষুকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি এই আত্মদান গ্রহণ করলে তজ্জন্য সংঘ মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘ ব্যবস্থান, সংঘ নানাকরণ হবে, না হবে না? যদি উপাালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এই আত্মদান গ্রহণ করলে সংঘ মধ্যে তজ্জন্য ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘ ব্যবস্থান, সংঘ নানাকরণ হবে। তাহা হলে উপালি এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এই আত্মদান গ্রহণ করলে সংঘ মধ্যে তজ্জন্য ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজি, সংঘ ব্যবস্থান, সংঘ নানাকরণ হবে। তাহা হলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এই আত্মদান গ্রহণ করলে তজ্জন্য সংঘ মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সংঘভেদ, সংঘরাজী, সংঘ ব্যবস্থান, সংঘ নানাকরণ হবে না। তাহা হলে উপালি! এই আত্মদান গ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করবে, উপালি! এরূপ পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন আত্মদান গ্রহণ করলে পরে ও অনুতপ্ত হতে হয় না।

(২) দোষারোপকের গুণ

(১) প্রভো! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় নিজের অভ্যন্তরে কয়টি বিষয় প্রত্যবেক্ষণ (সূক্ষ্ম বিচার) করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়?

উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ পাঁচটি বিষয় নিজের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে দেখে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়, উপালি দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ চিন্তা করতে হবে, আমার কায়িক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মল রহিত পরিশুদ্ধ কায়িক আচার সম্পন্ন আছে কি? আমার নিকট এই ধর্ম (বিষয়) আছে, না নাই? যদি উপালি! ভিক্ষুর কায়িক আচার পরিশুদ্ধ না থাকে ছিদ্রাদি মল রহিত পরিশুদ্ধ কায়িক আচার সম্পন্ন না হয়, তাহা হলে তাকে লোকে বলবে, আয়ুষ্মান (প্রথমে স্বয়ং) কায়িক আচার অভ্যাস করুন। তাদেরকে এরূপ বলবে।

(২) পুনশ্চ উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ চিন্তা করতে হবে। আমার বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মল রহিত বাচনিক আচার সম্পন্ন আছে কি? আমার নিকট এই ধর্ম আছে না নাই? যদি উপালি ভিক্ষুর বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ না থাকে, ছিদ্রাদি মল রহিত, বাচনিক আচার সম্পন্ন না হয় তাহা হলে তজ্জন্য তাকে লোকে বলবে আয়ুষ্মান (আগে স্বয়ং) বাচনিক আচার অভ্যাস করুন। তাকে এরূপ বলবে।

(৩) পুনশ্চ উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ চিন্তা করতে হবে। আমার স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি দ্রোহ হীন মৈত্রীভাব যুক্ত আমার চিত্ত সর্বদা থাকে কি? আমার নিকট এই ধর্ম বিদ্যমান আছে কি? না নাই? যদি উপালি! ভিক্ষুর চিত্ত সর্বদা স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি দ্রোহ হীন মৈত্রী ভাব যুক্ত না থাকে, তাহা হলে তজ্জন্য লোকে তাকে বলবে, আয়ুষ্মান আগে স্বয়ং স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি মৈত্রী ভাব উপস্থাপিত করুন। তাকে লোকে এরূপ বলবে।

(৪) পুনশ্চ উপালি! .... এরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে হবে, আমি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, শ্রুত সঞ্চয়ী কি? যেই সব ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসান কল্যাণ সম্পন্ন, যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ সম্যকরূপে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য বর্ণনা করে, সেরূপ ধর্মে আমি বহুশ্রুত কি, ধারণ করিয়াছি কি; বাক্য দ্বারা বুঝতে পেরেছি কি? গ্রথিত করেছি কি? দৃষ্টি দ্বারা সম্যক ভাবে বুঝেছি কি? এই ধর্ম আমার নিকট আছে না নাই? যদি উপালি! যদি ভিক্ষু বহু শ্রুত ..... দৃষ্টিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক ভাবে জানা না থাকে। তাহা হলে তজ্জন্য লোকে এরূপ বলবে। আয়ুষ্মান আগে স্বয়ং আগম শিক্ষা করুন। তাকে লোকে এরূপ বলবে।

(৫) পুনশ্চ উপালি! এরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে হবে। উভয় (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) উভয় প্রাতিমোক্ষে আমি বিস্তৃত ভাবে, হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত, সুনিশ্চিত করেছি কি? আমার নিকট এই ধর্ম আছে, না নাই? যদি উপালি! ভিক্ষুর উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃত ভাবে হৃদয়ঙ্গ না থাকে সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত, সুবিনিশ্চিত না থাকে, তাহা হলে বন্ধো! ভগবান এই বিষয় কোথায় বলেছেন? এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে উত্তর দিতে পারবে না। তাকে তজ্জন্য লোকে বলবে, আয়ুষ্মান আগে স্বয়ং বিনয় শিক্ষা করুন। তাকে লোকে এরূপ বলবে। উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এই পঞ্চ ধর্ম (বিনয়) আপনার ভিতরে সূক্ষ্ম ভাবে দেখে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

২-প্রভো! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় কয়টি ধর্ম (বিষয়) আপনার ভিতরে উপস্থাপিত করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় পঞ্চধর্ম আপনার ভিতর উপস্থাপিত করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে। (১) সময়ে বলব, অসময়ে নহে, (২) যথার্থ বলব, অযথার্থ নহে, (৩) মৃদুতার সহিত বলব, কঠোর ভাবে নহে, (৪) সার্থক বলব, অনর্থক নহে, (৫) মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে বলব, দ্বেষ বশে বলব না, উপালি! দোষারোপ ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এই পঞ্চধর্ম আপনার ভিতর উপস্থাপিত করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

৩-প্রভো! ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে দোষারোপক ভিক্ষু কয় প্রকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত।

উপালি! ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে দোষারোপক ভিক্ষুকে পাঁচ প্রকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান অসময়ে দোষারোপ করতেছেন। সময়ে নহে। আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (২) আয়ুষ্মান অযথার্থ দোষারোপ করতেছেন, অযথার্থ নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৩) আয়ুষ্মান কঠোর ভাবে দোষারোপ করতেছেন। মৃদুভাবে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৪) আয়ুষ্মান অনর্থক দোষারোপ করতেছেন, সার্থক নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৫) আয়ুষ্মান দ্বেষবশে দোষারোপ করতেছেন, মৈত্রী চিত্তে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

উপালি! ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে দোষারোপক ভিক্ষুর এই পঞ্চ আকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত। তার কারণ কি? যাতে অন্য ভিক্ষু ও মিথ্যা দোষারোপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে ইচ্ছা পোষণ না করে।

৪-প্রভো! ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর কয় প্রকারে অননুতাপ (প্রসন্নতা) উৎপাদন করা উচিত?

উপালি! ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর পঞ্চ প্রকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান অকালে দোষারোপিত হয়েছেন, কালে নহে, আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (২) আয়ুষ্মান অযথার্থ দোষারোপিত হয়েছেন, যথার্থ নহে, আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (৩) আয়ুষ্মান কঠোর ভাবে দোষারোপিত হয়েছেন। মৃদুভাবে নহে, আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (৪) আয়ুষ্মান অনর্থক দোষারোপিত হয়েছেন, সার্থক নহে, আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (৫) আয়ুষ্মান দ্বেষবশে দোষারোপিত হয়েছেন, মৈত্রী চিত্তে নহে, আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত।

উপালি! ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর এই পঞ্চ আকারে অননুতপ্ত উৎপাদন করা উচিত।

৫-প্রভো! ধর্ম সম্মত ভাবে দোষারোপক ভিক্ষুর কয় প্রকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত?

উপালি! ধর্ম সম্মত ভাবে দোষারোপক ভিক্ষুর পঞ্চ আকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান সময়ে দোষারোপ করেছেন, অসময়ে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নহে। (২) আয়ুষ্মান যথার্থ দোষারোপ করেছেন, অযথার্থ নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নহে। (৩) আয়ুষ্মান মৃদৃভাবে ভাবে দোষারোপ করেছেন। কঠোর ভাবে নহে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নহে। (৪) আয়ুষ্মান সার্থক ভাবে দোষারোপ করেছেন, অনর্থক নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নহে। (৫) আয়ুষ্মান মৈত্রী চিত্তে দোষারোপ করেছেন, দ্বেষবশে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নহে।

উপালি! ধর্ম সম্মত ভাবে দোষারোপক ভিক্ষু এই পঞ্চ প্রকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত। তাহার কারণ কি? যাতে অন্য ভিক্ষু ও যথার্থ ভাবে দোষারোপ করবার ইচ্ছা পোষণ করে।

৬- প্রভো! ধর্ম সম্মত ভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর কয় প্রকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত?

উপালি! ধর্ম সম্মত ভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর পঞ্চ আকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান সময়ে দোষারোপিত হয়েছেন, অসময়ে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (২) আয়ুষ্মান যথার্থ ভাবে দোষারোপিত হয়েছেন, অযথার্থ নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৩) আয়ুষ্মান মৃদুভাবে দোষারোপিত হয়েছেন, কঠোর ভাবে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৪)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ুষ্মান সার্থক ভাবে দোষারোপিত হয়েছেন, অনর্থক ভাবে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৫) আয়ুষ্মান মৈত্রী চিত্তে দোষারোপিত হয়েছেন, দ্বেষবশে নহে, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

উপালি! ধর্ম সম্মত ভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর এই পঞ্চ আকারে অনুতাপ উৎপাদন করবে।

৭-প্রভো! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় কয়বিধ ধর্ম (বিষয়) আপনার ভিতরে মনে করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে, (১) কারুণিকতা, (২) হিতৈষিতা, (৩) অনুকম্পকতা, (৪) অপরাধ মুক্ততা, (৫) বিনয় সম্মুখতা।

উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এই পঞ্চ ধর্ম আপনার ভিতরে মনে করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

৮-প্রভো! দোষারোপিত ভিক্ষুকে কয়বিধ ধর্মে (বিষয়ে) প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে?

উপালি! দোষারোপিত ভিক্ষুকে সত্য এবং দৃঢ়তায় (অকুপ্পে) এই দুই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় ভনিতা সমাপ্ত।

প্রাতিমোক্ষ স্থগিত স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

ভিক্ষুণী স্কন্ধ

নারী জাতির প্রবজ্যা, উপস্ দা, ভিক্ষুনীকে অভিবাদন এবং ভিক্ষুনীর শিক্ষাপদ

স্থান:-কপিলাবস্তু

সেই সময় বুদ্ধ ভগবান শাক্যে অবস্থান করতেছিলেন। কপিলাবস্তুতে ন্যগ্রোধারামে। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! মাতৃগ্রাম (নারী) তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে প্রবজ্যা লাভ করুক।

গৌতমী! তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে নারীর প্রবজ্যা লাভে আপনার অভিরুচি না হউক। গৌতমী দ্বিতীয়, তৃতীয়বার এরূপ বললেন। ভগবান ও দ্বিতীয় তৃতীয়বার এরূপ উত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবান তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে নারীকে প্রবজ্যার অনুজ্ঞা দিচ্ছেন না। এই ভেবে দুঃখী দুর্মনা অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে ভগবানকে অভিবাদন করে তার পুরোভাগে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

স্থান- বৈশালী

(১) নারীর ভিক্ষুণীত্ব লাভ

ভগবান কপিলাবাস্তুতে যথারুচি অবস্থান করে বৈশালী অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করতে করতে বৈশালীতে গমন করলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন, মহাবনে, কুটাগার শালায়। মহাপ্রজাপতি গৌতমী কেশ ছেদন করে কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করে বহুসংখ্যক শাক্য মহিলা সহিত বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বৈশালীর মহাবন কুটাগার শালায় উপস্থিত হলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী সদীতপদে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে সদীতপথে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। দেখে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে কহিলেন, গৌতমী আপনি কেন সদীতপদে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকের বহির্ভাগে দাঁড়িয়ে আছেন?

প্রভো! আনন্দ! তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে প্রবজ্যার জন্য ভগবান অনুজ্ঞা দিচ্ছে না। গৌতমী! তাহা হলে আপনি এখানে মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করুণ। আমি তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে নারীর প্রবজ্যার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন।

প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী সদীতপদে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকের বহির্ভাগে দন্ডয়ামান। ভগবান তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে নারীকে প্রবজ্যার জন্য অনুজ্ঞা দিচ্ছেন না। এই ভেবে দণ্ডায়মান রয়েছেন। প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে প্রবজ্যা লাভ করুক। নিষ্প্রয়োজন, আনন্দ, তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক ভাবে নারীর প্রবজ্যা লাভে তোমার অভিরুচি না হউক।

আয়ুষ্মান আনন্দ দ্বিতীয়, তৃতীয় এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন। ভগবান দ্বিতীয়, তৃতীয়বার এরূপ উত্তর প্রদান করলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্মবিনয়ে নারীকে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রবজ্যায় অনুজ্ঞা দিচ্ছেন না। অতএব আমি অন্য প্রকারে ভগবানের নিকট তথাগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে নারীর প্রবজ্যা প্রার্থনা করব। এই ভেবে ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভে সমর্থ কি? আনন্দ নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভে সমর্থ।

প্রভো! যদি নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্মবিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভ করতে সমর্থ হয়, তাহা হলে প্রভো! অভিভাবিকা, পোষিকা, ক্ষীরদায়িকা, ভগবানের মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমী বহু উপকারিনী, জননীর মৃত্যুর পর তিনি ভগবানকে স্তন্যপান করেছেন। অতএব প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রবজ্যা লাভে সমর্থ হউক।

(২) ভিক্ষুণীর আটগুরু

আনন্দ! যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী আটগুরু ধর্ম (গুরুতর শর্ত) স্বীকার করেন, তাহা হলে তাতেই তাঁর উপসম্পদা লাভ হবে।

(১) একশত বৎসরের উপসম্পন্ন ভিক্ষুণীকে ও সেই দিনে উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলি কর্ম, সামীচি কর্ম (কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করতে হবে। এই ধর্ম সৎকার পূর্বক, গৌরব পূর্বক, মান্য করে পূজা করে আজীবন অতিক্রম (ল ঘন) করতে পারবে না।

(২) ভিক্ষুশূন্য আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবে না। এই ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৩) প্রতি অর্দ্ধমাস অন্তর ভিক্ষুণীকে ভিক্ষু সংঘের নিকট উপোসথ জিজ্ঞাসা ও উপোসথ শ্রবনে গমন, এই দুইটি বিষয় প্রত্যাশা করতে হবে। এই ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৪) বর্ষাবাস সমাপ্ত করবার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘে) নিকট দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত বিষয় সম্বন্ধে প্রবারণা করতে হবে। এই ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৫) গুরুধর্ম প্রাপ্ত (গুরুতর অপরাধী) ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট পক্ষকাল মানত্ত্ব ব্রত পালন করতে হবে।

(৬) দুই বর্ষ ষড়বিধ ধর্মে শিক্ষিত শিক্ষামানকে উভয় সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে।

(৭) ভিক্ষুণী কোন কারণেই ভিক্ষুকে আক্রোশ, পরিহাস করতে পারবে না।

(৮) অদ্য হইতে ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে (কিছু) বলবার পথ আবৃত হল। কিন্তু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণের ভিক্ষুণীগণকে কিছু বলবার পথ অনাবৃত রইল। এই ধর্ম ও আজীবন সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে অতিক্রম করতে পারবে না। যদি আনন্দ! মহাপ্রজাপতি গৌতমী এই আট গুরু ধর্ম স্বীকার করেন, তাহা হলে তাতেই তাঁর উপস্ দা লাভ হবে। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট এই আট গুরু ধর্ম শিক্ষা করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে কহিলেন।

গৌতমী! যদি আপনি আট গুরু ধর্ম স্বীকার করেন, তাহা হলে তাতেই আপনার উপসম্পদা লাভ হবে।

(১) একশত বৎসরের উপসম্পন্ন ভিক্ষুণীকে ও সেই দিনে উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সামাচী কর্ম করতে হবে। এই ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবেন না।

(২) ভিক্ষুশূন্য আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবে না। এই ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৩) প্রতি অর্দ্ধমাস অন্তর ভিক্ষুণীকে ভিক্ষু সংঘের নিকট উপোসথ জিজ্ঞাসা ও উপোসথ শ্রবনে গমন, এই দুইটি বিষয় প্রত্যাশা করতে হবে। এই ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৪) বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের (ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘে) নিকট দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত বিষয় সম্বন্ধে প্রবারণা করতে হবে। এই ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৫) গুরুধর্ম প্রাপ্ত (গুরুতর অপরাধী) ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট পক্ষকাল মানত্ত ব্রত পালন করতে হবে।

(৬) দুই বর্ষ ষড়বিধ ধর্মে শিক্ষিত শিক্ষামানকে উভয় সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে।

(৭) ভিক্ষুণী কোন কারণেই ভিক্ষুকে আক্রোশ, পরিহাস করতে পারবে না।

(৮) অদ্য হতে ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে (কিছু) বলবার পথ আবৃত হল। কিন্তু ভিক্ষুগণের ভিক্ষুণীগণকে কিছু বলবার পথ অনাবৃত রইল। এই ধর্ম ও আজীবন সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে অতিক্রম করতে পারবে না।

প্রভো! আনন্দ! যেমন বিলাসী স্নাত শির অল্পবয়স্ক, তরুণ যুবক বা তরুণী উৎপলের মালা বা জুঁই ফুলের মালা কিংবা মতির মালা পেয়ে উভয়হস্তে লয়ে উত্তমাঙ্গ শিরোপতি স্থাপন করে, এরূপই প্রভো আনন্দ! আমি আজীবন অতিক্রমনীয় এই আট গুরু ধর্ম স্বীকার করলাম। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী আট গুরু ধর্ম স্বীকার করেছেন। ভগবানের মাসী উপসম্পন্ন হয়েছেন। আনন্দ! যদি নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রবজ্যা লাভে অনুমতি না পেত তাহা হলে আনন্দ! এই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হত। সদ্ধর্ম সহস্র বর্ষ পর্যন্ত নির্মল থাকত। আনন্দ! নারী তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি লাভ করায় এখন এই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হবে না, সদ্ধর্ম পঞ্চশত বৎসর নির্মল থাকবে। আনন্দ! যেমন বহুসংখ্যক নারী এবং অল্পসংখ্যক পুরুষের সম্মিলিত পরিবার চোর এবং কুম্ভচোর দ্বারা সহজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেরূপ আনন্দ! যেই ধর্মবিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা লাভ করে সেই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ যেমন ধান্য সম্পন্ন শালিক্ষেত্রে শ্বেতবর্ণ রোগ উৎপন্ন হলে সেই শালিক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না। এরূপ আনন্দ! যেই ধর্মবিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সেই ব্রহ্মচর্য ও চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ! যেমন সম্পন্ন ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেট্ঠিকা (লাল রোগ) নামক রোগ উৎপন্ন হলে সেই ইক্ষুক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না। এরূপ আনন্দ! এই ধর্মবিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ! যেমন পুরুষ জল গড়িয়ে না যাবার জন্য পূর্বেই বৃহৎ তড়াগের আলি (পাড়) বন্ধন করে, এরূপ আনন্দ! আমি পূর্বেই আজীবন অতিক্রমনীয় ভিক্ষুণীগণের জন্য আট গুরু ধর্মের বিধান করলাম।

ভিক্ষুণী আট গুরুধর্ম সমাপ্ত।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন, একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে কহিলেন।

প্রভো! আমি এই শাক্য নারীগণের কিরূপ ব্যবস্থা করব? ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত করলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

(৩) ভিক্ষুণীর উপসম্পদা

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে উপসম্পদা প্রদান করবে।

ভিক্ষুণীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে কহিলেন, আর্য উপসম্পন্ন নহেন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীর উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন। তখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন, প্রভো! আনন্দ এই ভিক্ষুণীগণ আমাকে বলেছেন। আর্য উপসম্পন্ন নহেন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীগণের উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন-প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলতেছেন, প্রভো! আনন্দ! আমাকে এই ভিক্ষুণীগণ বলতেছেন, আর্য উপসম্পন্ন নহেন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীগণের উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন। আনন্দ! যখনই মহাপ্রজাপতি গৌতমী অষ্টগুরু ধর্ম স্বীকার করেছেন, সেই সময়ই তিনি উপসম্পদা লাভ করেছেন।

(৪) ভিক্ষুণীর ভিক্ষুকে অভিবাদন

মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন-প্রভো! আনন্দ! আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাঞ্চা করতেছি, ভগবান ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণকে বয়োজ্যেষ্ঠানুসার পরস্ র অভিবাদন প্রত্যুত্থান অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্ম (যথোচিত সৎকারাদি) করবার বিধান দান করুন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলতেছেন, প্রভো আনন্দ! আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাঞ্চা করতেছি, ভগবান ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে পরস্ র জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্মের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আনন্দ ইহার কোন কারণ কিংবা অবকাশ নাই যে তথাগত নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম সমীচীকর্ম করবার অনুজ্ঞা প্রদান করবেন।

আনন্দ! এই যে তীর্থিক, যাদের ধর্ম দুরখ্যাত তারা ও নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্ম করবার অনুমতি প্রদান করে নাই। তথাগত কিরূপে নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম সমীচীকর্ম করবার অনুজ্ঞা দিতে পারেন? ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরনে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম সমীচীকর্ম করবে না, যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সম ও অসম শিক্ষাপদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালেন এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে কহিলেন, প্রভো! সেই সব শিক্ষাপদ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণের একইরূপ আমরা সেই সব সম্বন্ধে কিরূপ করব। গৌতমী যেইসব ভিক্ষুণীগণের শিক্ষাপদ ভিক্ষুগণের সদৃশ, সেইসব শিক্ষাপদ ভিক্ষুরা যেইরূপ শিক্ষা করে তোমরাও সেইরূপ শিক্ষাকর। প্রভো! ভিক্ষুণীগণের যেইসব শিক্ষাপদ ভিক্ষুগণের সদৃশ নহে, সেই সব শিক্ষাপদ সম্বন্ধে কিরূপ করব?

গৌতমী, ভিক্ষুণীগণের যেই সব শিক্ষাপদ ভিক্ষুগণের সদৃশ নহে, তাহা বিধানানুযায়ী শিক্ষাকর।

(৬) ধর্মের সার

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালেন এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে কহিলেন-

প্রভো! ভগবান আমাকে এরূপ সংক্ষেপে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। আমি যাতে ভগবানের নিকট শ্রবণ করে একাকী উপকৃষ্ট (সংঘ রহিত) প্রমাদহীন, বীর্যবান, সংযমী অবস্থান করতে পারি।

গৌতমী আপনি কি সেই সব ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন যে, তাহা সরাগের জন্য, বিরাগের জন্য নহে; সংযোগের জন্য, বিয়োগের জন্য নহে; সঞ্চয়ের জন্য, অপচয়ের জন্য নহে; ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধি হবার জন্য, ইচ্ছাশক্তির হ্রাসের জন্য নহে; অসন্তোষের জন্য, সন্তোষের জন্য নহে, জন সঙ্গপ্রিয়তার জন্য, নির্জ্জনতা জন্য নহে, আলস্যের জন্য, উদ্যমশীলতার জন্য নহে; দুর্ভরতা জন্য, সভরতার জন্য নহে। গৌতমী, তাহা হলে আপনি নিশ্চিত রূপে ধারণা করবেন। ইহাই ধর্ম নহে, ইহাই বিনয় এবং ইহাই শাস্তার শাসন।

গৌতমী, আপনি কি সেই সব ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন যাহা বিরাগের জন্য, সরাগের জন্য নহে; বিয়োগের জন্য, সংযোগের জন্য নহে; অপচয়ের জন্য, সঞ্চয়ের জন্য নহে; ইচ্ছাশক্তির হ্রাসের জন্য, ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধির জন্য নহে; সন্তোষের জন্য, অসন্তোষের জন্য নহে; নির্জ্জনতার জন্য, জন সঙ্গপ্রিয়তার জন্য নহে; উদ্যমশীলতার জন্য, আলস্যের জন্য নহে; সভরতার জন্য, দুর্ভরতা জন্য নহে? গৌতমী, তাহা হলে আপনি নিশ্চিত রূপে ধারণা করবেন। ইহাই ধর্ম, ইহাই বিনয় এবং ইহাই শাস্তার শাসন।

প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি, দোষ প্রতিকার, সংঘ কর্ম

(১) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি

১। সেই সময় ভিক্ষুণীগণের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি হইত না, ভিক্ষুগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

২। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কে ভিক্ষুণীগণের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুই ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

৩। সেই সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণীর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীগণের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতেন। তখন জন সাধরণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, ইহারা উহাদের স্ত্রী এবং উহারা ইহাদের স্বামী। এখন ইহারা উহাদের সঙ্গে অভিরমিত হবে, ভিক্ষুগণ জন সাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তখন তাঁরা ভগবানকে জনাইলেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না। যে আবৃত্তি করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণীই ভিক্ষুণী গণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

৪। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না যে কিরূপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে বলে দিবে, এই ভাবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

(২) দোষের প্রতিকার

১। সেই সময় ভিক্ষুণী অপরাধের প্রতিকার করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীগণ অপরাধে প্রতিকার না করতে পারবে না। যে প্রতিকার না করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না কিরূপে অপরাধের প্রতিকার করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুণীগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণকে বলবে, এই ভাবে অপরাধের প্রতিকার কর।

৩। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কে ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতি গ্রহণ করবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণের অপরাধ প্রতি গ্রহণ করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। সেই সব ভিক্ষুণীগণ রাস্তায় ব্যূহে (জনতার ভিড়ের মধ্যে) চারি রাস্তার সংযোগ স্থলে ভিক্ষুকে দেখে পাত্র ভূমিতে রেখে, একাংশ আবৃত করবার ভাবে উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে অপরাধের প্রতিকার করতেন। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। ইহারা উহাদের স্ত্রী উহারা ইহাদের স্বামী, রাত্রে অপরাধ করে এখন ক্ষমা চাচ্ছে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতি গ্রহণ করবে না। যে প্রতিগ্রহণ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতিগ্রহণ করবে।

৫। ভিক্ষুণীরা জানতেন না, কিরূপে অপরাধ প্রতিগ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণকে বলে দিবে, এভাবে অপরাধ প্রতিগ্রহণ কর।

(৩) সংঘ কর্ম

১। সেই সময় ভিক্ষুণীগণের কর্ম [শাস্তি বিধান] করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণীগণের কর্ম করবে।

২। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কাকে ভিক্ষুণীর কর্ম করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুকে ভিক্ষুণী কর্ম করতে হবে।

৩। সেই সময় দণ্ডিকা ভিক্ষুণী রাস্তায়, ব্যূহে এবং রাস্তার সন্ধিস্থলে ভিক্ষু দেখে, পাত্র ভূমিতে নামিয়ে, উত্তরীয় বস্ত্রে দেহের একাংশ আবৃত করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ করতে হবে, এই ভেবে ক্ষমা চাচ্ছেন। জন সাধারণ পূর্ববৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, ইহারা উহাদের স্ত্রী উহারা ইহাদের স্বামী, রাত্রে অপমান করে এখন ক্ষমা চাচ্ছে, ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুণীর কর্ম করবে না। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীর কর্ম করবে।

৪। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না কিরূপে কর্ম করতে হয়? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে বলে দিবে, এই ভাবে কর্ম করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) অধিকরণ উপশম (মীমাংসা)

১। সেই সময় ভিক্ষুগণ সংঘ সভায় ভণ্ডন, কলহ ও বিবাদ পরায়ন হয়ে পরস্ রকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেছিলেন। সেই বিবাদ মীমাংসা করতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণী বিবাদ মীমাংসা করিবে।

২। সেই সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণী বিবাদ মীমাংসা করিতেন। সেই বিবাদ মীমাংসা করবার সময় ভিক্ষুণীকে দণ্ডিত এবং অপরাধী দেখা যেত। ভিক্ষুণীগণ কহিলেন- প্রভো! আর্যগণই ভিক্ষুণীগণের কর্ম (শাস্তি বিধান) করুন, আর্যগণই ভিক্ষুণীগণের অপরাধ প্রতিগ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বিবাদ মীমাংসা করবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর কর্ম করে ভিক্ষুদেরকে সর্মপন করবে। কর্মের প্রতিবিধান করতে। ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উপর অপরাধ আরোপ করে ভিক্ষুণীদেরকে সর্মপন করবে, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতিগ্রহণ করবে।

(৫) বিনয় শিক্ষা

সেই সময় উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর অন্তেবাসী (শিষ্যা) ভিক্ষুণী বিনয় শিক্ষার জন্য সাত বৎসর পর্য্যন্ত ভগবানের অনুসরণ করতেছিল। স্মৃতি হীনাবশত সে যাহা শিক্ষা করত তাহা ভূলে যেত। সেই ভিক্ষুণী শুনতে পেল, ভগবান শ্রাবস্তী যেতে সংকল্প করেছেন। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হল, আমি সাত বৎসর পর্য্যন্ত বিনয় শিক্ষা করতে করতে ভগবানের অনুসরণ করতেছি, কিন্তু স্মৃতি শক্তি না থাকায় যাহা শিক্ষা করি তাহা ভূলে যাই, আজীবন নারীর পক্ষে শাস্তার অনুসরন করা কঠিন। অতএব আমাকে কি করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে বিনয় শিক্ষা দিবে।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত।

অশ্লীল পরিহাস

স্থান-শ্রাবস্তী

(১) ভিক্ষুণীকে সজল কর্দ্দম নিক্ষেপ

১। ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করে শ্রাবস্তী অভীমুখে পর্যটনে যাত্রা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। ক্রমশ পর্যটন করতে করতে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন; ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতে লাগলেন, জেতবনে অনাথ পিণ্ডদের আরামে। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদের প্রতি আসক্ত হবে এই ভেবে ভিক্ষুণীকে সজল কর্দ্দম নিক্ষেপ করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীকে সজল কর্দ্দম নিক্ষেপ করবে না। যে নিক্ষেপ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সেই ভিক্ষু দণ্ড কর্ম করবে।

২। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। কিরূপ দণ্ড বিধান করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘ কর্তৃক অবন্দনীয় করবে।

(২) ভিক্ষুকে সজল কর্দ্দম নিক্ষেপ

১। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে সজল কর্দ্দম নিক্ষেপ করিত। উদ্দেশ্য তাঁরা আমাদের প্রতি আসক্ত হবেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাবেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে সজল কর্দ্দম নিক্ষেপ করতে পারবে না। যে নিক্ষেপ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সেই ভিক্ষুর দণ্ডবিধান করবে।

২। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কি দণ্ডবিধান করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি আবরণ (বিহার প্রবেশে নিবারন) করবে।

৩। আবরণ করা হলে ও আদেশ মানল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি উপদেশ শ্রবণ স্থগিত করবে।

ভিক্ষুণীকে নগ্ন দেহ প্রদর্শন

১। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেহ বিবৃত করে ভিক্ষুণীকে দেখাত। উরু বিবৃত করে ভিক্ষুণীকে দেখাত। পুরুষ চিহ্ন বিবৃত করে ভিক্ষুণীকে দেখাত। ভিক্ষুণীকে অশ্লীল পরিহাস করত। ভিক্ষুণীর নিকট (কু অভিপ্রায়ে পুরুষ) পাঠাত। উদ্দেশ্য তারা আমাদের উপর আসক্ত হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে দেহ, উরু, পুং চিহ্ন বিবৃত করে দেখাতে পারবে না। ভিক্ষুণীকে অশ্লীল পরিহাস করতে পারবে না। ভিক্ষুণীর নিকট কু-অভিপ্রায়ে পুরুষ পাঠাতে পারবে না। যে পাঠাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সেই ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম বিধান করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কি দণ্ড বিধান করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অবন্দনীয় করবে।

(৪) ভিক্ষুকে নগ্ন দেহ প্রদর্শন

১। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণী দেহ বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। স্তন বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। উরু বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। স্ত্রী চিহ্ন বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। ভিক্ষুদের সহিত অশ্লীল ভাবে পরিহাস করত এবং ভিক্ষুর নিকট (কু অভিপ্রায়ে নারী) প্রেরণ করত। উদ্দেশ্য তাঁরা আমাদের প্রতি আসক্ত হবেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী দেহ বিবৃত করে ভিক্ষুকে দেখাতে পারবে না। স্তন, উরু, স্ত্রী চিহ্ন বিবৃত করে ভিক্ষুকে দেখাতে পারবে না। ভিক্ষুর সহিত অশ্লীল ভাবে পরিহাস করতে পারবে না। ভিক্ষুর নিকট কু-অভিপ্রায়ে নারী প্রেরণ করতে পারবে না। যে প্রেরণ করবে তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি সেই ভিক্ষুণীর দণ্ড বিধান করবে।

২। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, কি দণ্ড করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আবরণ (বিহার প্রবেশে নিবারণ) করবে।

৩। আবরণ মানল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উপদেশ শ্রবণ বঞ্চিত করবে।

৪। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। উপদেশ বঞ্চিত ভিক্ষুণীর সহিত উপোসথ করা বিধেয় না অবিধেয়? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উপদেশ বঞ্চিতা ভিক্ষুণীর সহিত উপোসথ করবে না। যাবৎ সেই অধিকরণ (অভিযোগ) মীমাংসিত না হয়।

উপদেশ শ্রবণ, দেহের শোভাবর্দ্ধন মৃত ভিক্ষুণীর দায় ভাগ ভিক্ষুকে পাত্র প্রদর্শন এবং ভিক্ষু হইতে ভোজন গ্রহণ

(১) উপদেশ স্থগিত করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১। সেই সময় আয়ুস্মান উপালি উপদেশ স্থগিত করে পর্যটনে প্রস্থান করলেন। ভিক্ষুণীগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কেন আর্য, উপালি উপদেশ স্থগিত করে পর্যটনে প্রস্থান করেছেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উপদেশ বন্ধ করে পর্যটনে যেতে পারবে না। যে যাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২। সেই সময় মূর্খ, অদক্ষ ভিক্ষু উপদেশ স্থগিত করতেছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! মূর্খ অদক্ষ ভিক্ষু উপদেশ স্থগিত করতে পারবে না। যে স্থগিত করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৩। সেই সময় ভিক্ষু অবিষয়ে, অকারণে উপদেশ স্থগিত করতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! অবিষয়ে, অকারণে উপদেশ স্থগিত করবে না। যে স্থগিত করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪। সেই সময় ভিক্ষু উপদেশ স্থগিত করে অভিমত (বিনিচ্ছয়) জ্ঞাপন করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উপদেশ স্থগিত করে অভিমত জ্ঞাপন না করে পারবে না। যে জ্ঞাপন না করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) উপদেশ শ্রবণে গমন

১। সেই সময় ভিক্ষুণী উপদেশ শ্রবণে যেতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন- ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী উপদেশ শ্রবণে না যেতে পারবে না। যে না যাবে তার ধর্মানুসার প্রতিকার করবে।

২। সেই সময় সমস্ত ভিক্ষুণী সংঘ উপদেশ শ্রবণে গমন করতেন। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। ইহারা ইহাদের স্ত্রী, ইহারা ইহাদের স্বামী। এখন ইহারা ইহাদের সহিত অভিরমিত হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! সমস্ত ভিক্ষুণী সংঘ এক সঙ্গে উপদেশ শ্রবণে যেতে পারবে না। যদি যাই তাহা হলে 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি চারি কিংবা পাঁচ জন ভিক্ষুণী এক সঙ্গে উপদেশ শ্রবনে গমন করবে।

৩। সেই সময় চারি কিংবা পাঁচ জন ভিক্ষুণী উপদেশ শ্রবণে গমন করতেছিলেন। জন সাধারণ পূর্ব্বৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করতে লাগল। ইহারা ইহাদের স্ত্রী, ইহারা ইহাদের স্বামী, এখন ইহারা ইহাদের সহিত অভিরমিত হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! চারি কিংবা পাঁচ জন ভিক্ষুণী এক সঙ্গে উপদেশ শ্রবণে যেতে পারবে না। গমন করলে তাদের 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দুই কিংবা তিন জন ভিক্ষুণী এক সঙ্গে উপদেশ শ্রবণে গমন করবে। জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরীয় বস্ত্রে একাংশ আবৃত করে পদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বললে ভিক্ষুণী সংঘ আর্য ভিক্ষু সংঘের পদে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছেন। উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত আসতে প্রার্থনা করতেছেন। আর্য! ভিক্ষুণী সংঘ উপদেশ শ্রবণে আসতে অনুমতি লাভ করুক।

তখন সেই ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলবে। প্রভো! ভিক্ষুণীসংঘ ভিক্ষুসং ঘর পদে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছি। উপদেশ শ্রবণে আসতে প্রার্থনা জানাচ্ছে, প্রভো! ভিক্ষুণী সংঘ উপদেশ শ্রবণে আসবার অনুমতি লাভ করুক। প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কারক ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করবে। ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার জন্য নির্বাচিত কোন ভিক্ষু আছেন কি? যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার জন্য কোন নির্বাচিত ভিক্ষু থাকেন, তাহা হলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কারক বলবে। অমুক নামীয় ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত নির্বাচিত ভিক্ষুণী সংঘ তাঁর নিকট গমন করুক। যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত কোন নির্বাচিত ভিক্ষু না থাকে তাহা হলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কারক বলবেন, ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে কে ইচ্ছুক? যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সে যদি অষ্টাংগ সম্পন্ন হয় তাহা হলে তাকে নির্বাচিত করে বলবে। অমুক নামীয় ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত নির্বাচিত, ভিক্ষুণী সংঘ তার নিকট গমন করুক। যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে কেহ ইচ্ছুক না হয় তাহা হলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কারক বলবে। ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত নির্বাচিত কোন ভিক্ষু নাই, অতএব ভিক্ষুণী সংঘ প্রসন্নতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করুক।

(৩) ভিক্ষুর উপদেশ স্বীকার

১। সেই সময় ভিক্ষু উপদেশ দানের প্রার্থনা স্বীকার করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উপদেশ দানের প্রার্থনা ভিক্ষু স্বীকার করতে পারবে না। যে স্বীকার না করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২। সেই সময় জনৈক ভিক্ষু মূর্খ ছিল, ভিক্ষুণীগণ তাহার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন। আর্য! উপদেশ দানের প্রার্থনা স্বীকার করুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগ্নি! আমি অজ্ঞানী, কিরূপে আমি উপদেশ দানের প্রার্থনা স্বীকার করব?

আর্য! উপদেশ দানে সম্মত হউন। ভগবান বিধান দিয়েছেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানের প্রার্থনার সম্মত হতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মূর্খ ব্যতীত অবশিষ্ট ভিক্ষুকে উপদেশ দানের প্রার্থনায় সম্মত হতে হবে।

৩। সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কহিলেন, আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগ্নি আমি পীড়িত, কিরূপে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করব? আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন। মূর্খ ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মূর্খ এবং রুগ্ন ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে।

৪। সেই সময় জনৈক ভিক্ষু গমিক (স্থানান্তরে গমনেচ্ছুক) ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে কহিলেন। আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগ্নি! আমি গমিক, কিরূপে আমি উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করব? আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন, মূর্খ এবং রুগ্ন ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, মূর্খ, রুগ্ন এবং গমিক ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে।

৫। সেই সময় জনৈক ভিক্ষু অরণ্যে বাস করতে ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে কহিলেন, আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগ্নি! আমি অরণ্যে বাস করি। কিরূপে আমি উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে পারি? আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন। মূর্খ, রগ্ন, গমিক ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আরণ্যক ভিক্ষু উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করবে এবং স্থানান্তরে পরীক্ষা করবার সংকেত করবে।

৬। সেই সময় ভিক্ষু উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করে উপদেশ প্রদান করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উপদেশ না দিতে পারবেন না। যে না দিবে তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। সেই সময় ভিক্ষু উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করে প্রত্যাহরন (রক্ষা) করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! উপদেশ দানের ভার প্রত্যাহরন (রক্ষা) না করতে পারবে না। যে প্রত্যাহরন না করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) উপদেশ শ্রবণে না যাওয়া অপরাধ

সেই সময় ভিক্ষুণী (উপদেশের নিমিত্ত) নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করতেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী নির্দ্দিষ্ট স্থানে না যেতে পারবে না। যে না যাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) কোমড় বন্ধ

সেই সময় ভিক্ষুগণ দীর্ঘ কোমড় বন্ধ ধারণ করতেন এবং তৎদ্বারাই পুচ্ছ (ফাসুকে) ঝুলাতেন জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী দীর্ঘ কোমড় বন্ধ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি ভিক্ষুণী একবার (কটি) পরিবেষ্টন করবার মত কোমড় বন্ধ ব্যবহার করবে। তৎদ্বারা পর্ত্তকা ঝুলাতে পারবে না। যে ঝুলাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) দেহের শোভা বৃদ্ধির জন্য পুচ্ছ ঝুলান অনুচিৎ

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ বংশ নির্ম্মিত পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতেন, চর্ম্ম পট্টের, দুষ্য পট্টের, দুষ্যবেনির, দুষ্যবট্টির (ঝালরের) চোলপট্টের (শাড়ির) চোলবেনির, চোলবট্টির, সুত্রবেনির, সুত্রবট্টির পুচ্ছ ঝুলাতেন। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী বংশ নির্ম্মিত পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতেন, চর্ম্ম পট্টের, দুষ্য পট্টের, দুষ্যবেনির, দুষ্যবট্টির (ঝালরের) চোলপট্টের (শাড়ির) চোলবেনির, চোলবট্টির, সুত্রবেনির, সুত্রবট্টির পুচ্ছ ঝুলাতে পারবে না। যে ঝুলাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৭) শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত মালিশ করা অনুচিত

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ (গোজ খার) অস্থি দ্বারা কটিদেশ ঘর্ষণ করাতেন। গো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হনুকাস্থি দ্বারা কটিতে আঘাত করতেন, হস্তে আঘাত করতেন, হস্তের পৃষ্টে আঘাত করতেন ও আঘাত করাতেন, পদে আঘাত করাতেন, পদ পৃষ্ঠে আঘাত করাতেন, উরুতে আঘাত করাতেন, মূখে আঘাত করাতেন, দন্ত মাংসে আঘাত করাতেন। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী গোজ খার অস্থি দ্বারা কটি ঘর্ষণ করাতে পারবে না। গো হনুকাস্থি দ্বারা কটিতে আঘাত করাতে পারবে না, হস্তে আঘাত করাতে পারবে না, হস্তের পৃষ্ঠে আঘাত করাতে পারবে না ও আঘাত করাতে পারবে না, পদে আঘাত করাতে পারবে না, পদ পৃষ্ঠে আঘাত করাতে পারবে না, উরুতে আঘাত করাতে পারবে না, মূখে আঘাত করাতে পারবে না, দন্ত মাংসে আঘাত করাতে পারবে না, দংশমাংসে আঘাত করাতে পারবে না। যে আঘাত করাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৮) মূখে প্রলেপ, চূর্ণ ম্রক্ষণাদি অনুচিৎ

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণী মূখ লেপন করত, মূখ মালিশ করত, মূখে চূর্ণ ম্রক্ষণ করত। মন শিলায় মূখ চিহ্নিত করত, অঙ্গরাগ করত, মূখরাগ করত, অঙ্গরাগ মূখরাগ করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী মূখ লেপন করতে পারবে না। মূখ মালিশ করতে পারবে না, মূখে চূর্ণ ম্রক্ষণ করতে পারবে না। মন শিলায় মূখ চিহ্নিত করতে পারবে না, অঙ্গরাগ করতে পারবে না, মূখরাগ করতে পারবে না, অঙ্গরাগ মূখরাগ করতে পারবে না। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৯) অঞ্জন দেওয়া, নৃত্য-গীত এবং ব্যবসা করা অনুচিৎ

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণী অঞ্জন করত, (কপালের উপর) বিচিত্র চিহ্ন আঁকত, বাতায়ন খুলে রাস্তা অবলোকন করত, দ্বার খুলে অর্ধেক শরীর দেখিয়ে দাঁড়াত, নাচ তামাশা করাত। গণিকা বসাত, মদের দোকান খুলত। মাংসের দোকান খুলত, আপন খুলত, মহাজনী কারবার করত, বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করত, দাস রাখত, দাসী রাখত, কর্মচারী রাখত, চাকরাণী রাখত। মানবেতর জীব পোষণ করতঃ, পাসারীর দোকান খুলত, বস্ত্র খণ্ড (নমনতক) ব্যবহার করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! অঞ্জন করতে পারবে না। (কপালের উপর) বিচিত্র চিহ্ন আঁকতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারবে না, বাতায়ন খুলে রাস্তা অবলোকন করতে পারবে না, দ্বার খুলে অর্ধেক শরীর দেখায়ে দাঁড়াতে পারবে না, নাচ তামাশা করাতে পারবে না। গণিকা বসাতে পারবে না, মদের দোকান খুলতে পারবে না। মাংসে দোকান খুলতে পারবে না, আপন খুলতে পারবে না, মহাজনী কারবার করতে পারবে না, বাণিজ্য অর্থ নিয়োগ করতে পারবে না, দাস রাখতে পারবে না, দাসী রাখতে পারবে না, কর্মচারী রাখতে পারবে না, চাকরাণী রাখতে পারবে না। মানবেতর জীব পোষিতে পারবে না, পাসারীর দোকান খুলতে পারবে না , বস্ত্র খণ্ড ব্যবহার করতে পারবে না। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১০) সারা নীল, পীত, বর্ণের চীবর ব্যবহার অনুচিৎ

সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণীরা সারা নীল বর্ণের চীবর ধারণ করত, সারা পীত বর্ণের চীবর, সারা রক্তবর্ণের চীবর, সারা মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের চীবর, সারা কৃষ্ণ বর্ণের চীবর, সারা মহারঙের চীবর, সারা মহানাম রঙের চীবর, অচ্ছিন্নপাড় সংযুক্ত চীবর দীর্ঘপাড় সংযুক্ত চীবর, ফুলের পাড় সংযুক্ত চীবর ফনার ন্যায় পাড় সংযুক্ত চীবর, কঞ্চুক, তিরীটক, ব্যবহার করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগত। যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী সারা নীল রঙের চীবর ব্যবহার করবে না। সারা পীত বর্ণের চীবর, সারা রক্তবর্ণের চীবর ব্যবহার করবে না, সারা মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের চীবর, সারা কৃষ্ণ বর্ণের চীবর ব্যবহার করবে না, সারা মহারঙের চীবর ব্যবহার করবে না, সারা মহানাম রঙের চীবর ব্যবহার করবে না, অচ্ছিন্নপাড় সংযুক্ত চীবর দীর্ঘপাড় সংযুক্ত চীবর ব্যবহার করবে না, ফুলের পাড় সংযুক্ত চীবর ফনার ন্যায় পাড় সংযুক্ত চীবর, কঞ্চুক, তিরীটক, ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১১) ভিক্ষুণীর দায় ভাগ

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী মৃত্যুর সময় কহিলেন, আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য (পরিক্খার) সংঘের হউক। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আমাদের হউক। আমাদের হউক বলে বিবাদ করতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! যদি ভিক্ষুণী মৃত্যুর সময় বলে আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সংঘের হউক। তাহা হলে ভিক্ষু সংঘ তার মালিক নহে, ভিক্ষুণীই সংঘই তার মালিক। যদি শিক্ষমানা শ্রামণেরী, মৃত্যুর সময় বলে, আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সংঘের হউক। তাহা হলে তার মালিক ভিক্ষুণী সংঘ, ভিক্ষু সংঘ নহে। যদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু মৃত্যুর সময় বলে আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সংঘেরই হউক। তাহা হলে ভিক্ষুণী সংঘ মালিক নহে। ভিক্ষু সংঘই তার মালিক। যদি শ্রামণের উপাসক, উপাসিকা কিংবা অন্য কেহ মৃত্যুর সময় বলে আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সংঘেরই হউক। তাহা হলে তার মালিক ভিক্ষুণী সংঘ নহে, ভিক্ষু সংঘই তার মালিক।

(১২) ভিক্ষুকে ধাক্কা দেওয়া অনুচিৎ

সেই সময় জনৈক ভূতপূর্ব পালোয়ান স্ত্রী ভিক্ষুণীগণের মধ্যে প্রব্রজিত হয়েছিল। সে রাস্তায় দুর্বল ভিক্ষুকে দেখে অংশকূটে ধাক্কা দিয়ে ভূমিতে ফেলে দিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন। কেন ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রহার করতেছে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রহার করতে পারবে না। যে প্রহার করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে দূর হতে রাস্তা ছেড়ে দিবে।

(১৩) ভিক্ষুকে পাত্র খুলিয়া দেখাইবে

১। সেই সময় স্বামী বিহীনা নারী উপপতির দ্বারা গর্ভবতী হয়েছিল। সে গর্ভপাত করে গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুণীকে কহিল, আর্যে! এই গর্ভপাত্রে করে বাহিরে লয়ে যাও। তখন সেই ভিক্ষুণী সেই গর্ভপাত্রে প্রক্ষেপ করে স ঘাটি দ্বারা আচ্ছাদিত করে লয়ে গেল। সেই সময় জনৈক ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কারী ভিক্ষু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি প্রথমে যেই ভিক্ষা পাব তাহা ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণীকে না দিয়ে ভোজন করব না। তিনি উক্ত ভিক্ষুণীকে দেখে কহিলেন, ভগ্নি! ভিক্ষান্ন প্রতিগ্রহণ কর। আর্য! প্রয়োজন নাই। ভিক্ষু দুই, তিনবার এরূপ বললেন। ভিক্ষুণী ও দুই তিনবার উত্তর প্রদান করল। ভগ্নি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি প্রথম যেই ভিক্ষান্ন পাব তাহা ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণীকে না দিয়ে ভোজন করব না। অতএব ভগ্নি! ভিক্ষান্ন প্রতিগ্রহণ কর।

তখন সেই ভিক্ষুণী উক্ত ভিক্ষু কর্তৃক বাধ্য হয়ে পাত্র বাহির করে দেখাল, আর্য! দেখুন, পাত্রে গর্ভ রয়েছে। এই বিষয় কাকে ও বলবেন না। সেই ভিক্ষু আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ভিক্ষুণী পাত্রে করে গর্ভ বাহিরে লয়ে যাচ্ছে? তিনি ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ভিক্ষুণী পাত্রে করে গর্ভ বাহিরে লয়ে যাচ্ছে। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পাত্রে করে গর্ভ বাহিরে লয়ে যেতে পারবে না। যে বাহিরে লয়ে যাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে পাত্র বাহির করে দেখাবে।

২। সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী ভিক্ষু দেখে উল্টিয়ে পাত্র মূল প্রদর্শন করত। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী ভিক্ষু দেখে উল্টিয়ে পাত্র মূল দেখাচ্ছে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে উল্টিয়ে পাত্র মূল দেখাতে পারবে না। যে দেখাবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণী ভিক্ষু দেখে পাত্র দেখাবে। এবং পাত্রে স্থিত খাদ্য গ্রহণের নিমিত্ত ভিক্ষুকে নিমন্ত্রন করবে।

(১৪) পুং চিহ্ন অবলোকন নিষেধ

সেই সময় শ্রাবস্তীতে রাস্তায় পুং চিহ্ন পরিত্যক্ত হয়েছিল। ভিক্ষুণী তাহা ভাল মতে দেখতে লাগল। জন সাধারণ করতালি দিল। ভিক্ষুণী মৌন হল। তারা ভিক্ষুণীর আশ্রমে গিয়ে ভিক্ষুণীগণকে এই বিষয় জানালেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুণী আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। কেন ভিক্ষুণী পুং চিহ্ন অবলোকন করতেছে? তাঁরা ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তাহা জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পুং চিহ্ন অবলোকন করতে পারবে না। যে অবলোকন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১৫) ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্ রকে ভোজন দানের নিয়ম

১। সেই সময় জন সাধারণ ভিক্ষুগণকে ভোজন দান করত। ভিক্ষু তাহা ভিক্ষুণীকে প্রদান করতেন। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ নিজের আহারের জন্য প্রদত্ত খাদ্য অন্যকে দিচ্ছেন? আমরা কি দান দিতে জানি না? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! নিজের আহারের জন্য প্রদত্ত খাদ্য অন্যকে দিবে না। যে দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২। সেই সময় ভিক্ষুগণের নিকট অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি সংঘকে প্রদান করবে।

৩। বহু সঞ্চিত হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবানকে কহিলেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ব্যক্তিকে ও (একজনকে ও) প্রদান করবে।

৪। সেই সময় ভিক্ষুগণের সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য অধিক হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুর সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষুণী ভিক্ষু কর্ত্তৃক প্রতিগ্রহণ করায়ে ভোজন করবে।

৫। সেই সময় জন সাধারণ ভিক্ষুগণকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করত। ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রদান করতেন। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। কেন ভিক্ষুণী নিজের ভোজনের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য দিচ্ছে? আমরা কি দান দিতে জানি না? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী নিজের ভোজনের জন্য প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য অন্যকে দিবে না। যে দিবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৬। সেই সময় ভিক্ষুণীগণের নিকট খাদ্য দ্রব্য অধিক সঞ্চিত হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সংঘকে প্রদান করবে।

৭। অধিক জমা হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ব্যক্তিকে ও প্রদান করবে।

৮। সেই সময় ভিক্ষুণীগণের সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য অধিক হয়েছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণীগণের সঞ্চিত খাদ্য বস্তু ভিক্ষু ভিক্ষুণী দ্বারা প্রতিগ্রহণ করায়ে ভোজন করবে।

আসন-বসন, উপসম্পদা, ভোজন, প্রবারণা, উপোষথের স্থান এবং দূত দ্বারা উপসম্পদা

(১) ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে আসনাদি দান

সেই সময় ভিক্ষুর নিকট শয়নাসন অধিক ছিল। ভিক্ষুণীর ছিল না ভিক্ষুণী ভিক্ষুর নিকট প্রভো! আর্যগণ, আমাদেরকে কিছু কালের নিমিত্ত শয়নাসন প্রদান করুন। এই বলে দূত প্রেরন করলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষুণীগণকে কিছু কালের জন্য শয়নাসন প্রদান করবে।

(২) ঋতুমতী ভিক্ষুণীর নিয়ম

সেই সময় ঋতুমতী ভিক্ষুণী আবৃত মঞ্চে ও চৌকিতে উপবেশন করত এবং শয়ন ও করত। শয্যাসন শোনিত ম্রক্ষিত হয়ে যেত। ভগবানকে এই বিষয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ঋতুমতী ভিক্ষুণী আবৃত মঞ্চে কিংবা চৌকিতে বসবে না, কিংবা শয়ন করবে না। যে করবে বা শয়ন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আবসথ চীবর (ঋতু কালীন ব্যবহার্য বস্ত্র) ব্যবহার করবে।

২। আবসথ চীবর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি আনি চোড়ক (প্রস্রাব দ্বারে বাঁধবার বস্ত্রখণ্ড) ব্যবহার করবে।

৩। আনি চোড়ক পরে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, সুতার দ্বারা উরুর সঙ্গে বাঁধবে।

৪। সুতা ছিড়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কটি সুত্র ব্যবহার করবে।

৫। সেই সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণী সর্বদা কটিসুত্র ধারণ করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী সর্বদা কটিসুত্র ধারণ করতে পারবে না। যে ধারন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, ঋতুমতী কটিসুত্র ধারণ করবে।

দ্বিতীয় ভনিতা সমাপ্ত।

(৩) উপসম্পদা সময় শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ

সেই সময় উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুণীগণের মধ্যে নিমিত্ত (স্ত্রী চিহ্ন) বিহীনা, নিমিত্ত মাত্রা (ক্লীব) আলোহিতা ধ্রবলোহিতা[১] ধ্রুবচোড়া, ক্ষরণ শীলা, শিখরিনী, স্ত্রী পণ্ডক (ক্লীব) দ্বিপুরুষবতী, সম্ভিন্না (স্ত্রী পুং) উভয়চিহ্ন পরিদৃষ্ট হতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উপসম্পদা প্রার্থীকে চতুবিংশতি বিঘ্ন কারক বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। ভিক্ষুগণ! এই ভাবে জিজ্ঞাসা করবে, (১) তুমি নিমিত্ত বিহীনা না হও ত? (২) নিমিত্ত মাত্রা না হও ত? (৩) আলোহিতা না হও ত? (৪) ধ্রুবলোহিতা না হও ত? (৫) ধ্রুবচোড়া না হও ত? (৬) ক্ষরণ শীলা না হও ত?

---

[১] ঋতু বিকার গ্রস্থা নারী সংজ্ঞা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৭) শিখরিনী না হও ত? (৮) স্ত্রী পণ্ডক না হও ত? (৯) দ্বি পুরুষবতী না হও ত? (১০) সম্ভিন্না না হও ত? (১১) উভয় চিহ্ন বিশিষ্ট না হও ত? তোমার নিকট এইসব রোগ আছে কি? যথা-(১২) কুষ্ঠ? (১৩) গণ্ড? (১৪) কিলাশ (বিষাক্ত চর্ম রোগ) ? (১৫) ক্ষয়? (১৬) অপস্মার? (মৃগী) (১৭) তুমি মানবী ত? (১৮) তুমি নারী ত? (১৯) তুমি কার ও দাসী হও না ত? (২০) তুমি অঋনী ত? (২১) রাজ নারী বা সৈন্য না হও ত? (২২) মাতা পিতা ও স্বামীর অনুমতি পেয়েছ ত? (২৩) তোমার বয়স বিংশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে ত? (২৪) তোমার পাত্র চীবর পরিপূর্ণ আছে ত? তোমার নাম কি? তোমার প্রবর্ত্তিনীর (গুরুর) নাম কি?

২। সেই সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে অন্তরায়কর বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। উপসম্পদা প্রার্থীনি বিস্তৃত ভাবে বলত, মৌন থাকত, উত্তর দিতে পারত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রথম এক (ভিক্ষুণী সংঘের) উপসম্পদা প্রাপ্ত (অন্তরায়কর বিষয়ে) পরিশুদ্ধকে পুন ভিক্ষু সংঘ উপসম্পদা প্রদান করবে।

অনুশাসন-সেই সময় ভিক্ষুণী অনুপদিষ্ট উপসম্পদা প্রার্থীনির নিকট অন্তরায়কর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত। উপসম্পদা প্রার্থীনি বিস্তৃত ভাবে উত্তর দিত, মৌন থাকত, উত্তর দিতে সমর্থ হত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, প্রথমে অনুশাসন করে পরে অন্তরায়কর বিষয় জিজ্ঞাসা করবে।

তথায় সংঘ সভায় অনুশাসন করতে লাগল। উপসম্পদা প্রার্থীনি পূর্ববৎ বিস্তার করতে লাগল, মৌন রহিল, উত্তর দিতে সমর্থ হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, একান্তে অনুশাসন করে সংঘ সভায় অন্তরায়কর বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে অনুশাসন করবে। প্রথম উপাধ্যায় গ্রহণ করাবে। উপাধ্যায় গ্রহণ করায়ে পাত্র চীবর সম্বন্ধে বলবে, এই তোমার পাত্র, এই তোমার স ঘাটি, এই তোমার উত্তরাস ঘ, এই তোমার অর্ন্তবাস, এই অঙ্গ রাখা (সংকচ্চিকা) এই উদক সাড়ী (ঋতু বস্ত্র), যাও অমুক স্থানে দাঁড়াও। মূর্খ অদক্ষ ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে লাগল। অযথার্থ ভাবে অনুশাসিত উপসম্পদা প্রার্থীনি গণের মধ্যে কেহ বিস্তৃত ভাবে উত্তর দিতে লাগল, কেহ নীরব রহিল, এবং কেহ বা উত্তর দানে অসমর্থ হল। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুণী অনুশাসন প্রদান করতে পারবে না। যে অনুশাসন প্রদান করবে তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী অনুশাসন প্রদান করবে। অনুশাসনে অধিকার লাভ অনির্বাচিত ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে লাগল। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! অনির্বাচিত ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে পারবে না। যে নির্বাচিত না হয়ে অনুশাসন করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, নির্বাচিত ভিক্ষুই অনুশাসন প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে নির্বাচন করবে। নিজেকে নিজে নির্বাচন করবে। অথবা অন্যকে অন্য দ্বারা নির্বাচন করবে। নিজেকে নিজে কি ভাবে নির্বাচন করতে হয়? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে। মাননীয় আর্যা সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামা নারী অমুক নামা আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হলে আমি অমুক নামা নারীকে অনুশাসন প্রদান করতে পারি। এভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করবে। কি ভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্বাচন করবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

জ্ঞপ্তি-মাননীয়া আর্যা সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামা নারী অমুক নামার আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হলে অমুক ভিক্ষুণী অমুক উপসম্পদা প্রার্থীনিকে অনুশাসন প্রদান করতে পারেন। এভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করবে। সেই নির্বাচিত ভিক্ষুণী উপসম্পদা কামী নারীর নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলবে-

অনুশাসক-অমুক! আমার প্রস্তাব শ্রবণ কর। এখন তোমার সত্য কথা বলবার সময় যথার্থ কথা বলবার সময় যাহা তোমার নিকট আছে তৎ সম্বন্ধে তুমি সংঘ সভায় জিজ্ঞাসিত হয়ে থাকলে আছে বলে প্রকাশ করবে। না থাকলে নাই বলে প্রকাশ করবে। বাক্য দীর্ঘ করি ও না। কিংবা নীরব থাকি ও না। তোমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে না। তুমি অনিমিত্তা নও ত? নিমিত্ত মাত্রা নও ত? আলোহিতা নও ত? ধ্রুবলোহিত নও ত? ধ্রুবচোড়া নও ত? ক্ষরণ শীলা নও ত? শিখরিনী নও ত? স্ত্রী পণ্ডক নও ত? দ্বি পুরুষবতী নও ত? সম্ভিন্না নও ত? উভয় ব্যঞ্জন বিশিষ্টা নও ত? তোমার নিকট কি এরূপ কোন রোগ আছে? যথা- কুষ্ঠ? গণ্ড, কিলাশ, (চর্ম রোগ) ক্ষয় রোগ, অপমার, তুমি মানবতী ত? তোমার নাম কি? তোমার প্রবর্ত্তিনীর (গুরুর) নাম কি? অনুশাসক ও উপসম্পদা প্রার্থীনি একসঙ্গে আসতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন- একসঙ্গে আসতে পারবে না।

উপসম্পদা কার্যাবলী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপসম্পদায় জ্ঞাপ্তি, অনুশাসন এবং ধারণা ঃ অনুশাসিকা প্রথমে এসে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে। মাননীয়া আর্যা সংঘ! অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। আমি তাঁকে অনুশাসন প্রদান করেছি। যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হলে অমুক আসতে পারেন। এস বলতে হবে। উত্তরাস ঘ দ্বারা উপসম্পদা প্রার্থীনির দেহের একাংশ আবৃত করায়ে ভিক্ষুণীগণের পদে বন্দনা করায়ে পদাগ্রে ভর দিয়ে উপবেশন করায়ে হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করায়ে এভাবে উপসম্পদা যাঞ্ঝা করাবে। যাঞ্ঝা-মাননীয়া আর্য সংঘের নিকট উপসম্পদা যাঞ্ঝা করতেছি। মাননীয়া আর্য সংঘ অনুকম্পা পূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে। মাননীয়া আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হলে আমি অমুক উপসম্পদা প্রার্থীনিকে অন্তরায়কর। বিষয় সমূহ জিজ্ঞাসা করতে পারি। অমুক! শ্রবণ কর, এখন তোমার সত্য কথা এবং যথার্থ কথা বলবার সময় উপস্থিত। যাহা আছে তাহা জিজ্ঞাসা করতেছি, থাকলে আছে বলে বলবে, না থাকলে না বলে বলবে। তুমি অনিমিত্তা নও ত? নিমিত্ত মাত্রা নও ত? আলোহিতা নও ত? ধ্রুবলোহিত নও ত? ধ্রুবচোড়া নও ত? ক্ষরণ শীলা নও ত? শিখরিনী নও ত? স্ত্রী পণ্ডক নও ত? দ্বি পুরুষবতী নও ত? সম্ভিন্না নও ত? উভয় ব্যঞ্জন বিশিষ্টা নও ত? তোমার নিকট কি এরূপ কোন রোগ আছে? যথা-কুষ্ঠ? গণ্ড, কিলাশ, (চর্ম রোগ) ক্ষয় রোগ, অপস্মার, তুমি মানবী ত? তোমার নাম কি? তোমার প্রবর্ত্তিনীর নাম কি?

পুনরায় দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি- মাননীয়া আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর, বিষয় সমূহে পরিশুদ্ধ (নিদোর্ষ) আছেন এবং তাহা পাত্র চীবর ও পূর্ণ আছে। তিনি সংঘের নিকট উপসম্পদা যাঞ্ঝা করতেছেন অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্ত্তিনীত্বে (নেতৃত্বে) যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হলে সংঘ অমুক নাম্নী নারীকে উপসম্পদা দিতে পারেন, অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্ত্তিনীত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি।

খ। অনুশ্রাবণ-মাননীয়া আর্যা সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয় সমূহে পরিশুদ্ধ এবং তার পাত্র চীবর পরিপূর্ণ আছে। অমুক নাম্নী নারী সংঘের নিকট উপসম্পদা যাঞ্ঝা করতেছেন। অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্ত্তিনীত্বে। সংঘ এই নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করতেছেন। অমুক নাম্নী আর্যার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবর্ত্তিনীত্বে। অমুক নাম্নী আর্যার প্রবত্তিনীত্বে এই নামীয় নারীর উপসম্পদা লাভ যে আর্যা কর্ত্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও এরূপ বলতে হবে।

ধারণা- সংঘ কর্ত্তৃক এই নাম্নী নারী উপসম্পদা হলেন অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্ত্তিনীত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে সংঘ মৌন আছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি। তখনই তাকে লয়ে ভিক্ষু সংঘের নিকট গিয়ে উত্তরাস ঘ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত্তি করায়ে ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করায়ে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসায়ে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করায়ে উপসম্পদা যাঞ্চা করাবে।

যাচনা- (১) আর্যগণ! অমুক নাম্নী আমি অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়ে একপক্ষের (ভিক্ষুসংঘের) নিকট উপসম্পদা লাভ করেছি, ভিক্ষুণী সংঘের নিকট জিজ্ঞাসিত অন্তরায়কর বিষয়ে পরিশুদ্ধ আছি। আর্য সংঘের নিকট আমি উপসম্পদা যাঞ্চা করতেছি। আর্য সংঘ অনুকম্পা করে আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও এরূপ যাঞ্চা করবে।

পুনরায় দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে জ্ঞাপন করবে।

জ্ঞপ্তি- মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই নাম্নী নারী অমুক নাম্নীর নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়ে একপক্ষে উপসম্পদা হয়েছেন, ভিক্ষুণী সংঘের নিকট পরিশুদ্ধ আছেন। অমুক নারী সংঘের নিকট উপসম্পদা যাঞ্চা করতেছেন। অমুক নাম্নী নারীর প্রবর্ত্তিনীত্বে। যদি সংঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হলে সংঘ অমুক নাম্নীর প্রবর্ত্তিনীত্বে অমুক নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করবেন। ইহা জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ-মাননীয়া আর্যা সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয় সমূহে পরিশুদ্ধ এবং তার পাত্র চীবর পরিপূর্ণ আছে। অমুক নাম্নী নারী সংঘের নিকট উপসম্পদা যাঞ্চা করতেছেন। অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্ত্তিনীত্বে। সংঘ এই নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করতেছেন। অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্ত্তিনীত্বে। অমুক নাম্নী আর্যার প্রবত্তিনীত্বে এই নামীয় নারীর উপসম্পদা লাভ যে আর্যা কর্ত্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন। এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও এরূপ বলতে হবে।

ধারণা- অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্ত্তিনীত্বে সংঘ কর্ত্তৃক উপসম্পন্না হলেন। সংঘ এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। তখনই সময় নির্দ্ধারনের জন্য ছায়া পরিমাপ করবে, ঋতুর উল্লেখ করবে। দিবসের অংশ উল্লেখ করবে। সঙ্গীতির উল্লেখ করবে। এবং ভিক্ষুণীগণকে বলে দিবে। ইহাকে ত্রিবিধ অবলম্বন এবং অকরনীয় বিষয় বলে দাও।

(৪) ভোজনাসনে বসিবার নিয়ম

১। সেই সময় ভিক্ষুণীগণ ভোজন শালায় আসন সংগ্রহ (স খায়ন্তো) করতে করতে আহারের সময় অতিবাহিত করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আট ভিক্ষুণী জ্যেষ্ঠানুক্রমে এবং অবশিষ্ট উপস্থিত ক্রমানুসারে বসবে।

২। সেই সময় ভিক্ষুণীগণ ভগবান আটজন ভিক্ষুণীকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে এবং অবশিষ্টকে উপস্থিত ক্রমানুসারে বসবার অনুজ্ঞা দিয়েছেন, এই ভেবে সর্বত্র আট ভিক্ষুণীই জ্যেষ্ঠানুক্রম বাধা দিতে লাগল এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুণী উপস্থিত ক্রমানুসারে বাধা দিতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভোজন শালায় আট জন ভিক্ষুণী জ্যেষ্ঠানুসার এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুণী উপস্থিত ক্রমানুসারে বসবে। অন্য সমস্ত স্থানে জ্যেষ্ঠানুক্রমে বাধা দিবে না। যে বাধা দিতে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) প্রবারণা নিয়ম

১। সেই সময় ভিক্ষুণী প্রবারণা করত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী প্রবারণা না করতে পারবে না। যে প্রবারণা না করবে তার ধর্মানুসারে প্রতিকার করা হবে।

২। সেই সময় ভিক্ষুণী আপনাদের মধ্যে প্রবারণা করে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী আপনাদের মধ্যে প্রবারণা করে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা না করতে পারবে না। যে প্রবারণা না করবে তার ধর্মানুসার প্রতিকার করবে।

৩। সেই সময় ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সঙ্গে এক সময় প্রবারণা করবার সময় কোলাহল করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সঙ্গে একই সময় প্রবারণা করবে না। যে একত্রে প্রবারণা করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪। সেই সময় ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে প্রবারণা করতে করতে আহারের সময়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতীত হইল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি আহারের পর প্রবারণা করবে।

৫। আহারের পর প্রবারণা করতে করতে বিকাল হয়ে গেল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি অদ্য আপনাদের মধ্যে প্রবারণা না করে কল্য ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করবে।

(৬) প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা

সেই সময় সমস্ত ভিক্ষুণী সংঘ ভিক্ষু সংঘের নিকট গিয়ে প্রবারণা করায় কোলাহল হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দক্ষ, সমর্থ জনৈক ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য ভিক্ষুগণ এভাবে নির্বাচিত করবে প্রথমে ভিক্ষুণীর মত গ্রহণ করবে। মত গ্রহণ করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি- আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য নির্বাচিত করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

খ। অনুশ্রাবণ- আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত করতেছেন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করা যেই আর্যা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। ধারণা- ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষু সংঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করে তিনি মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

সেই নির্বাচিত ভিক্ষুণী ভিক্ষুণী সংঘকে সঙ্গে করে ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরীয় বস্ত্রে দেহের একাংশ আবৃত করে ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে।

১। আর্যগণ! দৃষ্ট শ্রুত অথবা আশংকিত ত্রুটি সম্বন্ধে ভিক্ষুণী সংঘ ভিক্ষু সংঘকে প্রবারণা করতেছেন। আর্যগণ! ভিক্ষু সংঘ দৃষ্ট শ্রুত অথবা আশংকিত, ভিক্ষুণীসংঘের কোন ত্রুটি থাকলে তাহা অনুগ্রহ পূর্বক ভিক্ষুণীসংঘকে বলুন। নিজের মধ্যে কচিত ত্রুটি দেখলে তাহা প্রতিকার করবেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় বার ও এরূপ বলবে।

(৭) উপোসথ স্থগিত করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় ভিক্ষুণী ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতেছিল, প্রবারণা স্থগিত করতেছিল। বলার যোগ্য করতেছিল। অনুবাদ (নিন্দা) আরোপিত করতেছিল, অবকাশ করাতেছিল। দোষারোপ করতেছিল এবং স্মরণ করাতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না। স্থগিত করলে ও অস্থগিত হবে। স্থগিত কারীর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। বলার যোগ্য করতে পারবে না। করলে ও না করার মধ্যে গন্য থাকে। যে করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। অনুবাদ আরোপ করতে পারবে না। আরোপ করলে ও অনারোপিত থাকে। আরোপ কারীর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। অবকাশ করাবে না। করলে ও না করার মধ্যে গন্য থাকে। যে করায় তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। দোষারোপ করতে পারবে না। দোষারোপিত হলে ও অনারোপিত মধ্যে গন্য থাকে। দোষারোপ কারীর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। স্মরণ করাতে পারবে না, স্মরন করায়ে দিলে ও স্মরণ না করার মধ্যে গন্য থাকে। যে স্মরণ করায়ে দেয় তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। সেই সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উপোসথ স্থগিত করতেছিল। প্রবারণা স্থগিত করতেছিল। বলার যোগ্য করতেছিল। নিন্দা আরোপ করতেছিল, অবকাশ করতেছিল, দোষারোপ করতেছিল, স্মরণ করাতেছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উপোসথ স্থগিত করবে, স্থগিত করলে তা যথার্থ স্থগিত হবে। স্থগিত কারীর অপরাধ হবে না। প্রবারণা স্থগিত করবে স্থগিত করলে ও যথার্থ হবে। স্থগিত কারীর অপরাধ হবে না। বলার যোগ্য করবে। বলার যোগ্য করলে ও যথার্থ হবে। বলার যোগ্য কারীর অপরাধ হবে না। অনুবাদ (নিন্দা) আরোপ করবে। আরোপ করলে ও যথার্থ হবে। আরোপ কারীর অপরাধ হবে না। অবকাশ করাবে, অবকাশ করালে ও যথার্থ হবে। অবকাশ কারীর অপরাধ হবে না। দোষারোপ করবে, অবকাশ করা হলে যথার্থ হবে, অবকাশ কারীর অপরাধ হবে না। স্মরণ করাবে। স্মরণ করালে ও যথার্থ হবে, স্মরণ কারীর অপরাধ হবে না।

(৮) যানারোহনের নিয়ম

১। সেই সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী পুরুষ চালিত গাভী শকটে এবং নারী চালিত বলীবর্দ্দ শকটে আরোহন করে গমন করতেছিল। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। যেন গঙ্গার মহাক্রীড়া। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী যানারোহনে যেতে পারবে না। যে যাবে তাঁর ধর্মানুসার প্রতিকার করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী পীড়িত হয়েছিলেন। পদব্রজে যেতে সমর্থ হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, রুগ্না ভিক্ষুণী যানে আরোহন করবে।

৩। তখন ভিক্ষুণীগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। পুরুষ যুক্ত যানে আরোহন করতে হবে, নাকি নারী যুক্ত যানে আরোহন করতে হবে? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পুরুষযুক্ত কিংবা নারীযুক্ত হাতে টানাযানে আরোহন করবে।

৪। সেই সময় যানের ঝাঁকুনিতে জনৈক ভিক্ষুণী গুরুতর রোগ উপস্থিত হল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, শিবিকা এবং পালঙ্কিতে আরোহন করবে।

(৯) দূত প্রেরনে উপসম্পদা

১। সেই সময় আঢ্যকাশী (কাশী দেশের ধনী) গনিকা ভিক্ষুণীগণের মধ্যে প্রব্রজিত হয়েছিল। ভগবানের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করব। এই ভেবে সে শ্রাবস্তী যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল, আঢ্যকাশী গণিকা শ্রাবস্তী যাবার সংকল্প করেছে এই সংবাদ ধূর্ত্তেরা শুনতে পেল। তারা রাস্তায় উপস্থিত হল। ধূর্ত্তেরা রাস্তায় উপস্থিত হয়েছে, এই সংবাদ আঢ্যকাশী গণিকা শ্রবণ করল। সে ভগবানের নিকট দূত প্রেরন করল। আমি উপসম্পদা লাভ করতে চাহি, আমায় কি করতে হবে? তখন ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, দূতদ্বারা উপসম্পদা প্রদান করবে।

২। ভিক্ষু-দূত দ্বারা উপসম্পদা দিতে লাগল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু দূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

৩। শিক্ষামানা-দূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন, ভিক্ষুগণ! শিক্ষামানা দূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

৪। শ্রামণের দূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন,

ভিক্ষুগণ! শ্রামণের দূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তাঁর ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। শ্রামণেরী দূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন,

ভিক্ষুগণ! শ্রামণেরী দূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৬। মূর্খ এবং অদক্ষ দূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন, ভিক্ষুগণ! মূর্খ এবং অদক্ষ দূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী দূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করবে।

সেই ভিক্ষুণী দূত সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে, উত্তরীয় বস্ত্রে দেহের একাংশ আবৃত করে, ভিক্ষুগণের পদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে এরূপ বলবে।

১। আর্যগণ! অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি এক পক্ষে (ভিক্ষু সংঘে) উপসম্পন্ন হয়েছেন। ভিক্ষুণী সংঘের নিকট দোষ হতে পরিশুদ্ধ আছেন। তিনি কোন অন্তরায়ের অধীন নহেন। অমুক নাম্নী নারী সংঘের নিকট উপসম্পদা যাঞ্ঝা করতেছেন। আর্যগণ! সংঘ অনুগ্রহ করে তাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ও এরূপ।

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি-মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়ে এক পক্ষে উপসম্পন্ন হয়েছেন, তিনি ভিক্ষুণী সংঘের নিকট পরিশুদ্ধ এবং কোন অন্তরায়ের অধীন নহেন। তিনি সংঘের নিকট অমুক নাম্নী নারীর প্রবর্ত্তিনীত্বে উপসম্পদা যাঞ্ঝা করতেছেন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে সংঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর প্রবর্ত্তিনীত্বে অমুক নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করবেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

খ। অনুশ্রাবণ- আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষু সংঘের নিকট উপসম্পদা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত করতেছেন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষু সংঘের নিকট উপসম্পদা করা যেই আর্যা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। ধারণা- ভিক্ষুণী সংঘের পক্ষ হতে ভিক্ষু সংঘের নিকট উপসম্পদা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করেন তিনি মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

তখনই সময় জানবার জন্য ছায়া পরিমাপ করবে, কোন ঋতু তাহা বলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিবে। দিবসের অংশ বলে দিবে। সঙ্গীতি বলে দিবে এবং ভিক্ষুণীগণকে বলবে, তাঁকে ত্রিবিধ অবলম্বন এবং আট অকরণীয় বিষয় বলে দিবেন।

অরণ্য বাস নিষেধ, ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ, গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন, দন্ডিতাকে সঙ্গী প্রদান, দুইবার উপসম্পদা এবং শৌচ স্থান

(১) অরণ্যবাস নিষেধ

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ অরণ্যে বাস করতেছিলেন। ধূর্ত্তেরা বলৎকার করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী অরণ্যে বাস করতে পারবে না। যে বাস করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ

১। সেই সময় জনৈক উপাসক ভিক্ষুণী সংঘের উদ্দেশ্যে উদ্দোসিত (ভাণ্ডশালা) প্রদান করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, উদ্দোসিত ব্যবহার কর।

২। উদ্দোসিত এ সংকুলান হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, গৃহ ব্যবহার করবে।

৩। ঘরে সংকুলান হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি নব কর্ম (গৃহ প্রস্তুতের কার্য) করবে।

৪। নবকর্মে সংকুলান হল না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি ব্যক্তিগত প্রস্তুত করবে।

(৩) গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন

১। সেই সময় জনৈক আসন্ন প্রসবা নারী ভিক্ষুণীগণের মধ্যে প্রব্রজিতা হয়েছিল। প্রব্রজিতা হবার পর তার প্রসব হল। তখন মনে এই চিন্তা উদিত হল। আমি এই বালককে কিরূপ করব? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি যাবৎ বালক বড় না হয় তাবৎ পোষণ করবে।

২। তখন সেই ভিক্ষুনীর মনে এই চিন্তা উদিত হল। আমি একাকী থাকতে পারতেছি না এবং অন্য ভিক্ষুণী ও বালকের সহিত থাকতে পারতেছে না। এখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি কিরূপ করব? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি উক্ত ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য জনৈক ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করবে। ভিক্ষুগণ! এই ভাবে মনোনীতা করবে প্রথমে ভিক্ষুণীর মত নিবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি- আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে সংঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করবেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

খ। অনুশ্রাবণ- আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য সংঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করতেছেন। ভিক্ষুণী অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর মনোনীতা হওয়া যেই আর্যার নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। ধারণা-অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী মনোনীতা হলেন। সংঘ এই প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

৩। তখন তাঁর সঙ্গিনী ভিক্ষুণীর মনে এই চিন্তা উদিত হল, আমি এই বালকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করব? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, একগৃহে বাস করা ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করতে হয় সেই বালকের সঙ্গে ও সেরূপ ব্যবহার করবে।

(৪) মানত্ত চারিনীর সঙ্গিনী প্রদান

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী মানত্ত ব্রত আচরণ করবার যোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়েছিল। তখন তার মনে এই চিন্তা উদিত হল, আমি একাকী থাকতে পারতেছি না এবং অন্য ভিক্ষুণী ও আমার সহিত থাকতে পারতেছে না। এখন আমি কিরূপ করব? ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, তার সঙ্গিনী হয়ে একজন ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করে দিবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীতা করবে প্রথমে ভিক্ষুণীর মত নিবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি- আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে সংঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করবেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

খ। অনুশ্রাবন- আর্য সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য সংঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করতেছেন। ভিক্ষুণী অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর মনোনীতা হওয়া যেই আর্যার নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। ধারণা-অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী মনোনীতা হলেন। সংঘ এই প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন-আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৫) দুইবার উপসম্পদা

১।সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে গৃহস্থ হয়ে গেল। সে পুনরায় এসে ভিক্ষুণীগণের নিকট উপসম্পদা যাঞ্চা করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীর অন্য কোন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান নাই, যখনই সে গৃহস্থ[১] হয়েছে তখনই সে ভিক্ষুণীর মধ্যে গণ্য নহে।

২। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী স্বীয় আরাম হতে তীর্থিকাশ্রমে চলে গেল। সে পুনরায় এসে ভিক্ষুণীগণের নিকট উপসম্পদা যাঞ্চা করল। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন,

ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষুণী স্বীয় আবাস হতে তীর্থিকাশ্রমে চলে যায় সে পুনরায় এসে তাকে উপসম্পদা দিবে না।

(৬) পুরুষ কর্তৃক অভিবাদন, কেশচ্ছেদনাদি

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ সংকোচ করে পুরুষের অভিবাদন গ্রহণ করতে এবং পুরুষ দ্বারা কেশচ্ছেদন, নখচ্ছেদন, ব্রণে ঔষধ দিতে সম্মত হত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন,

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি সম্মত হবে।

(৭) বসিবার নিয়ম

সেই সময় ভিক্ষুণী আসনবদ্ধ হয়ে বসে পাঞ্চির স্ শর্স্বাদ অনুভব করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী আসনবদ্ধ হয়ে বসতে পারবে না। যে বসবে তাঁর 'দুক্কট'

---

[১] যখনই সে নিজের ইচ্ছা এবং অভিরুচি মত শ্বেত বস্ত্র পরিধান করা যাদের তখনই সে অভিক্ষুণীর মধ্যে গণ্য, শিক্ষা প্রত্যাখ্যানে নহে। সে পুনরায় উপসম্পদা পাইতে পারে না। সম-পাসা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরাধ হবে।

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুণী পীড়িত হয়েছিল। বদ্ধাসন ব্যতীত তার স্বস্তিবোধ হত না। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি ভিক্ষু অর্দ্ধ বদ্ধাসনে উপবেশন করবে।

(৮) পায়খানার নিয়ম

সেই সময় ভিক্ষুণীগণ পায়খানায় মল ত্যাগ করত। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী সেখানেই গর্ভপাত করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পায়খানায় মল ত্যাগ করবে না। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণী সেখানেই গর্ভপাত করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পায়খানায় মল ত্যাগ করবে না। যে মল ত্যাগ করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি নিম্নে অনাবৃত এবং উপরে আবৃত এমন স্থানে মল ত্যাগ করবে।

(৯) স্নানের নিয়ম

১। সেই সময় ভিক্ষুণী (সুগন্ধ স্নান) চূর্ণদ্বারা স্নান করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী (সুগন্ধ স্নান) চূর্ণদ্বারা স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি কুণ্ডক ও মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করবে।

২। সেই সময় সুভাসিত মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল। যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি ভিক্ষুণী সুভাবিক মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করবে।

৩। সেই সময় ভিক্ষুণী স্নান গৃহে স্নান করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্নান গৃহে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪। সেই সময় ভিক্ষুণী ধারার স্ শর্স্বাদ অনুভব করে প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে স্নান করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৫। সেই সময় ভিক্ষুণী অতীর্থে (অঘাটে) স্নান করত। ধূর্তেরা বলাৎকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করত। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী অতীর্থে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৬। সেই সময় ভিক্ষুণী পুরুষ তীর্থে স্নান করত। জন সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, যেন কামসেবী গৃহিণী। ভগবানকে এই বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন-

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পুরুষ তীর্থে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে তাঁর 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি ভিক্ষুণী মহিলা তীর্থে স্নান করবে।

তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত।

ভিক্ষুণী স্কন্ধ সমাপ্ত।

পঞ্চশতিক স্কন্ধ

প্রথম সঙ্গীতি কার্য্যাবলী

স্থান-রাজগৃহ

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, বন্ধুগণ! আমি এক সময় পঞ্চশত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সঙ্গে করে পবা এবং কুশীনারার মধ্যবতী রাস্তা দিয়া দীর্ঘ পথ পর্যটনে রত ছিলাম। আমি রাস্তা হতে অবতরন করে একটি তরুমূলে উপবেশন করলাম। সেই সময় জনৈক আজীবক কুশীনারা হতে মন্দার পুষ্প লয়ে পাবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বন্ধুগণ! সেই আজীবককে আমি দূরে থাকতে আসতে দেখতে পেলাম। দেখে সেই আজীবককে বললাম, বন্ধো! আমাদের শাস্তার সংবাদ জানেন কি? হাঁ বন্ধু! জানি। অদ্য সাতদিন হল। শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ প্রাপ্তি হয়েছে। আমি মন্দার পুষ্প সেই স্থান হতে এনেছি। বন্ধুগণ! সেখানে যেই সব ভিক্ষু অবীত রাগছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করে ক্রন্দন করল। ছিন্ন বৃক্ষবট পড়ে গেল। গড়াগড়ি দিতে লাগল, ভগবান অতি শীঘ্র পরিনির্বাণ লাভ করলেন! সুগত অতি শীঘ্র পরিনির্বাণ লাভ করলেন! অতি শীঘ্র জগতে চক্ষু অন্তর্হিত হল। যে সব ভিক্ষু বীতরাগ ছিলেন, তাঁরা স্মৃতি সম্প্রজনের সহিত সহ্য করলেন। সংস্কার (কৃত বস্তু) অনিত্য, তাহার (স্থায়ীত্ব) কোথায়? বন্ধুগণ! তখন সেই ভিক্ষুগণকে কহিলাম, বন্ধুগণ! শোক করবেন না। পরিদেবন করবেন না। ভগবান কি পূর্বেই বলেন নাই, সমস্ত প্রিয় মনোহর বস্তু হইতে নানাভাব বিনাভাব অন্যভাব হতে হবে? বন্ধুগণ! তাহা কিরূপে হতে পারে, যাহা জাত, ভূত, সংস্কৃত, বিনাশ ধর্মী তার বিনাশ ন হউক। তার কোন কারণ নাই।

বন্ধুগণ! সেই সময় সুভদ্র নামক এক বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেই পরিষদে উপবিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছিল। তখন বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্র সেই ভিক্ষুগণকে কহিল। বন্ধুগণ! শোক কিংবা পরিদেবন করা নিষ্প্রয়োজন। কেন না আমরা সেই মহাশ্রমণ হতে মুক্তি লাভ করেছি, আমরা সর্বদা ইহা তোমাদের বিহিত, ইহা তোমাদের অবিহিত বলে উপদ্রুত হতাম। এখন আমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করব, যাহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ হতাম। এখন আমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করব, যাহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় তাহা করব না। বন্ধুগণ! চল, আমরা ধর্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন (সমস্বরে আবৃত্তি) করি সম্মুখে অধর্ম প্রকটিত হচ্ছে, ধর্মস্থান চ্যূত হচ্ছে, অবিনয় প্রকটিত হচ্ছে, বিনয় স্থান চ্যূত হচ্ছে। এখন অধর্ম বাদী প্রবল হচ্ছে, ধর্মবাদী দুর্বল হচ্ছে, অবিনয় বাদী প্রবল হচ্ছে, বিনয় বাদী দুর্বল হচ্ছে।

প্রভো! তাহা হলে স্থবির ভিক্ষু মনোনীত করুন। তখন আয়ুষ্মান মহকাশ্যক এক কম পঞ্চশত অর্হৎ মনোনীত করলেন। ভিক্ষুগণ মহাকাশ্যপকে কহিলেন-

প্রভো! এই আয়ুষ্মান আনন্দ যদি ও বা শৈক্ষ্য হয়েন তবু ও তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়ের বশীভূত হবার পাত্র নহেন। তিনি ভগবানের নিকট অনেক ধর্ম (সূত্র) এবং বিনয় অবগত হয়েছেন। অতএব প্রভো! স্থবির আয়ুষ্মান আনন্দকে ও মনোনীত করুন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে ও মনোনীত করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। আমরা কোথায় ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করব? আবার তাঁদের মনে এই চিন্তা উদিত হল।

(১) রাজগৃহ মনোনীত

রাজগৃহ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উপযোগী (মহাগোচর) এবং তথায় অনেক শয়নাসন আছে, অতএব আমরা রাজগৃহে বর্ষাবাস করে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করে কিন্তু অন্য কোন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস করতে পারবে না।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন।

জ্ঞপ্তি-সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হলে সংঘ রাজগৃহে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য এই পঞ্চশত ভিক্ষু মনোনীত করবেন। এবং অন্য কোন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস করতে পারবেন না। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ-সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। রাজগৃহে বর্ষাবাস করে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য সংঘ এই পঞ্চশত ভিক্ষু মনোনীত করতেছেন এবং রাজগৃহে অন্য কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস করতে পারবে না। এই বিষয় ও নির্দ্ধারিত করতেছেন। রাজগৃহে বর্ষাবাস করে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য এই পঞ্চশত ভিক্ষুর মনোনয়ন এবং অন্য কোন ভিক্ষুর রাজগৃহে বর্ষাবাস না করা যেই আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয়, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধারণা-রাজগৃহে বর্ষাবাস করে এই পঞ্চশত ভিক্ষু ধর্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য মনোনীত হলেন এবং অন্য কোন ভিক্ষু ও রাজগৃহে বর্ষাবাস করতে পারবেন না। এই বিষয়ে ও এক মত হলেন। সংঘ এই প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন। আমি এই রূপ ধারণা করতেছি।

অনন্তর স্থবির ভিক্ষুগণ ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য রাজগৃহে গমন করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। বন্ধুগণ! ভগবান টুটাফুটা সংস্কার কার্যের প্রশংসা করেছেন। অতএব আমরা প্রথম মাস টুটাফুটা সংস্কার করব, দ্বিতীয় মাসে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করব। স্থবির ভিক্ষুগণ প্রথম মাসে টুটাফুটা সংস্কার করলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ আগামীকল্য সম্মিলিত হবে। শৈক্ষ্য অবস্থায় সম্মিলনে গমন করা আমার উচিত হবে না। এই ভেবে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কায়গত স্মৃতি বিনয় মননে অতিবাহিত করে রাত্রির প্রত্যুষে শয়ন করব। এই ভেবে দেহ হেলাইন, ভূমি হইতে পদ উত্তোলিত হইল। কিন্তু মস্তক উপাধান স্ শর্ করে নাই এমন সময় তার চিত্ত আসব হতে মুক্ত হল। অনন্তর তিনি অর্হৎ হয়ে সম্মিলনে উপস্থিত হলেন।

(২) উপালিকে বিনয়ের প্রশ্ন

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন-সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হলে আমি আয়ুষ্মান উপালিকে প্রশ্ন করব।

আয়ুষ্মান উপালি ও সংঘকে জ্ঞাপন করলেন, মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক বিনয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু উপালি! প্রথম পারাজিকা কোথায় বিধান করেছেন? প্রভো! বৈশালীতে বিধান করেছেন। কাকে উপলক্ষ্য করে? সুদিন্ন কলন্দক পুত্রকে উপলক্ষ করে। কোন বিষয়ে? মৈথুন সেবন অপরাধ সম্বন্ধে।

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে প্রথম পারাজিকের বস্তু (কথা) নিদান (কারণ) পুদ্গল (ব্যক্তি) প্রজ্ঞপ্তি (বিধান) অনুপ্রজ্ঞপ্তি (সংশোধন) আপত্তি (অপরাধ) এবং অনাপত্তি (নিরপরাধ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু উপালি! দ্বিতীয় পারাজিক কোথায় বিধান করেছেন? প্রভো! রাজগৃহে। কাকে উপলক্ষ্য করে? ধনিয় কুম্ভকার পুত্রকে উপলক্ষ করে। কোন বিষয়ে? অদত্ত দান সম্বন্ধে। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে দ্বিতীয় পারাজিকের বস্তু নিদান, পুদ্গল, বিধান, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু উপালি! তৃতীয় পারাজিক কোথায় বিধান করেছেন? প্রভো! বৈশালীতে। কাকে উপলক্ষ্য করে? বহু সংখ্যক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে। কোন বিষয়ে? মনুষ্য বিগ্রহ (নর হত্যা) সম্বন্ধে।

অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে তৃতীয় পারাজিকার বস্তু নিদান, পুদ্গল, বিধান, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি এবং অনাপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু উপালি! চতুর্থ পারাজিক কোথায় বিধান করেছেন?

প্রভো! বৈশালীতে। কাকে উপলক্ষ্য করে? বগ্গুমুদাতীর বাসী ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ করে। কোন বিষয়ে? উত্তর মনুষ্য ধর্ম (দিব্য শক্তি) সম্বন্ধে।

অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে চতুর্থ পারাজিকার বস্তু, নিদান, পুদ্গল, বিধান, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি এবং অনাপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

এভাবে উভয় (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) বিভঙ্গ বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান উপালি জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের উত্তর দান করলেন।

(৩) আনন্দকে সূত্রের প্রশ্ন

অনন্তর মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন। সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে আমি আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসা করব।

আয়ুষ্মাস আনন্দ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তাহা হলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু আনন্দ! ব্রহ্মজাল সূত্র কোথায় ভাষণ করেছেন?

প্রভো! রাজগৃহ এবং নালন্দার মধ্যবর্ত্তী আম্র যষ্টিকার রাজাগারে। কাকে লক্ষ্য করিয়া?

সুত্রীয় পরিব্রাজক এবং ব্রহ্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণ যুবককে লক্ষ্য করে অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ব্রহ্মজালের নিদান এবং পুদ্গল জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু আনন্দ! শ্রামণ্য ফল কোথায় ভাষিত করেছেন?

প্রভো! রাজগৃহে জীবকা আম্র বনে। কার সহিত?

বৈদেহি পুত্র অজাত শত্রু সহিত। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রামণ্য ফলের নিদান এবং পুদ্গল জিজ্ঞাসা করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই ভাবে পক্ষ নিকায় সম্বন্ধে ও জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের উত্তর প্রদান করলেন।

নির্বাণের সময় আনন্দের ভূল

(১) ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে কহিলেন-

প্রভো! ভগবান পরিনির্বাণের সময় আমাকে বলেছেন, আনন্দ ইচ্ছা হলে সংঘ আমার অবর্ত্তমানে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রত্যাহার করবে।

বন্ধু আনন্দ! আপনি কি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রভো! ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কোন কোনটি? প্রভো! আমি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কোন কোনটি। কোন কোন স্থবির বললেন, চারি পারাজিক ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির কহিলেন চারি পারাজিক এবং ত্রয়োদশ স ঘাদিশেষ ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির কহিলেন, চারি পারাজিক, ত্রয়োদশ স ঘাদিশেষ এবং দুই অনিয়ত ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির কহিলেন চারি পারাজিক, ত্রয়োদশ স ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত এবং ত্রিংশৎ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির কহিলেন চারি পারাজিক, ত্রয়োদশ স ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত, ত্রিংশৎ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় এবং বিরানব্বই পাচিত্তিয়, অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির কহিলেন, চারি পারাজিক, ত্রয়োদশ স ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত, ত্রিংশৎ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় এবং বিরানব্বই পাচিত্তিয়, চারি প্রাতিদেশনীয় ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র।

(২) কেন শিক্ষাপদ অপ্রত্যাহার্য্য

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন-

জ্ঞপ্তি-সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের শিক্ষাপদ গৃহীগত ও আছে, গৃহস্থ ও জানে, ইহা শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে বিহিত, ইহা অবিহিত। যদি আমরা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রত্যাহার করি, তাহা হলে লোকে বলবে শ্রমণ গৌতম ধূমকাল (যতক্ষণ তার চিতার ধূম দেখা যায় ততক্ষণের জন্য) পর্যন্ত শিক্ষাপদের বিধান দিয়েছেন। যতক্ষণ ইহাঁদের শাস্তা বিদ্যমান ছিলেন, ততক্ষণ তাঁরা শিক্ষাপদ পালন করেছেন, যখন তাঁদের শাস্তা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। তখন তাঁরা শিক্ষাপদ পালন করতেছেন না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে সংঘ অপ্রজ্ঞাপ্ত (অবিহিত) বিষয়ের প্রজ্ঞপ্তি (বিধান) করবেন না। প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ না করবেন এবং বিহিত শিক্ষাপদের অনুবর্ত্তী হবেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুশ্রাবণ-সংঘ! আমার প্রস্তার শ্রবণ করুন। আমাদের শিক্ষাপদ গৃহীগত ও আছে, গৃহীগণ ও জানে। ইহা শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে বিহিত, ইহা অবিহিত। যদি আমরা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রত্যাহার করি তাহা হলে লোকে বলবে ধূমকাল পর্যন্ত শ্রমণ গৌতম শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদের বিধান করেছেন। যতদিন ইহাঁদের শাস্তা বিদ্যমান ছিলেন ততদিন ইহারা শিক্ষাপদ পালন করেছিলেন। যখন ইহাদের শাস্তা পরিনির্বাণ লাভ করেছেন, তখন ইহারা শিক্ষাপদ পালন করতেছেন না। সংঘ অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের বিধান করবেন না। প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ করবেন না এবং প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের অনুবর্ত্তী হবেন। অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত না করা, প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ না করা এবং প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের অনুবর্ত্তী না হওয়া, যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা-সংঘ! অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত করতেছেন না, প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ করতেছেন না। এবং প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের অনুবর্ত্তী হচ্ছেন। এই প্রস্তাব উচিত মনে করে সংঘ মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

অনন্তর স্থবির ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন, বন্ধু আনন্দ! ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কোন কোনটি হবে, যে তুমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা কর নাই, তাহা হলে তোমার অন্যায় হয়েছে। অতএব তুমি সেই অন্যায় স্বীকার কর।

প্রভো! কোন কোন শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র তাহা আমি ভূল বশতঃ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাহা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।

(৩) আনন্দের আর ও কতিপয় ভূল

(১) বন্ধু আনন্দ! তুমি ভগবানের বস্‌সিকসটিক (বর্ষাকালীন স্নান বস্ত্র) পায়ে মাড়িয়ে সেলাই করেছ তাহা তোমার অন্যায় হয়েছে অতএব সেই অন্যায় স্বীকার কর।

প্রভো! আমি অগৌরব বশতঃ ভগবানের বস্‌সিকসটিক পায়ে মাড়িয়ে সেলাই করি নাই, তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আমি আয়ুষ্মানগণের শ্রদ্ধাবশতঃ তাহা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।

(২) বন্ধু আনন্দ! তুমি যে ভগবানের শরীর প্রথম নারীদ্বারা বন্দনা করায়েছ। সেই রোদন পরায়ন নারীগণের অশ্রুতে ভগবানের দেহ সিক্ত হয়েছিল। তাহা ও তোমার অন্যায় হয়েছে, অতএব সেই অন্যায় স্বীকার কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভো! বিকাল না হউক, এই মনে করে আমি ভগবানের শরীর প্রথম নারীদ্বারা বন্দনা করায়েছি, তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আমি আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাহা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।

(৩) বন্ধু আনন্দ! তুমি যে ভগবানের প্রকাশ্যে সংকেত এবং অবভাস করা সত্ত্বেও ভগবান! কল্পকাল অবস্থান করুন, সুগত! কল্পকাল অবস্থান করুন, বহু জনের হিতের জন্য, বহু জনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য, দেব মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখ সাধনের জন্য বলে ভগবানকে প্রার্থনা কর নাই, ইহা ও তোমার অন্যায় হয়েছে, অতএব সেই অন্যায় স্বীকার কর।

প্রভো! মার আমার চিত্ত পর্যুদস্থ করে রাখায় বহু জনের হিতের জন্য, বহু জনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য, দেব মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখ সাধনের জন্য ভগবান কল্পকাল অবস্থান করুন। সুগত! কল্পকাল অবস্থান করুন, বলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি নাই, তাতে আমার কোন অন্যায় দেখতেছি না, তবে আমি আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাহা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।

(৪) বন্ধু আনন্দ! তুমি যে তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে নারী জাতির প্রব্রজ্যার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছ, তাহা ও তোমার অন্যায় হয়েছে, অতএব তাহা অন্যায় বলে স্বীকার কর।

প্রভো! আমি মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের মাসী আপাদিকা, পোষিকা, ক্ষীরধাত্রী, মাতার মৃত্যুর পর স্তন্য দান করেছে, এই ভেবে তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম বিনয়ে নারী জাতির প্রব্রজ্যার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছি, তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আমি আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাহা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।

আয়ুষ্মান পুরাণের অস্বীকার

সেই সময় আয়ুষ্মান পুরাণ স্থবির ভিক্ষুগণের ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন সমাপ্ত হবার পর দক্ষিণ গিরিতে যথারুচি অবস্থান করে রাজগৃহে বেলুবনে কলন্দক নিবাপে স্থবির ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণের সহিত প্রীত্যালাপাচ্ছলে কুশল প্রশ্ন বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পুরাণকে স্থবির ভিক্ষুগণ কহিলেন-বন্ধু পুরাণ! স্থবির ভিক্ষুগণ ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করেছেন, অতএব তুমি ও সঙ্গীতি মেনে লও।

বন্ধুগণ! স্থবিরগণ ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করে ভালই করেছেন। কিন্তু আমি ভগবানের সম্মুখে যে ভাবে শুনেছি, যে ভাবে প্রতিগ্রহণ করেছি, সেই ভাবেই ধারণ করব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উদয়নকে উপদেশ এবং ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান

আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন, প্রভো! ভগবান পরিনির্বাণের সময় আমাকে বলেছেন, আনন্দ! আমার অবর্ত্তমানে সংঘ ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দানের অনুজ্ঞা করবে।

বন্ধু আনন্দ! ব্রহ্মদণ্ড কাকে বলে সেই বিষয় কি তুমি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন?

প্রভো! ব্রহ্মদণ্ড কাকে বলে তাহা আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভগবান বলেছেন, আনন্দ! ছন্ন ভিক্ষু যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক। ভিক্ষুগণ! ছন্ন ভিক্ষুকে কিছু বলবেন না, উপদেশ দিবে না, অনুশাসন করবে না।

বন্ধু আনন্দ! তাহা হলে তুমি ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা প্রদান কর।

প্রভো! আমি কিরূপে ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা দিব? সে যে ক্রোধী এবং কটুভাষী।

বন্ধু আনন্দ! তুমি বহু সংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করে গমন কর। তাহাই হউক প্রভো! বলে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানিয়ে পঞ্চশত বৃহৎ ভিক্ষুসংঘ সহ নৌকারোহনে উজান স্রোতের প্রতিকুল কৌশাম্বী গমন করলেন।

(১) উদয়ন ও তাহার রাণীকে উপদেশ দান

নৌকা হইতে অবতরন করে রাজা উদয়নের উদ্যানের নাতি দূরে এক তরুমূলে উপবেশন করলেন। সেই সময় রাজা উদয়ন রাণী সহ উদ্যান ভ্রমণ করতেছিলেন। রাজা উদয়নের রাণী শুনতে পেলেন, আমাদের আচার্য আর্য আনন্দ উদ্যানে নাতি দূরে এক তরুমূলে উপবিষ্ট আছেন। তখন রাজা উদয়নের রাণী রাজা উদয়নকে কহিলেন, দেব! আমাদের আচার্য আর্য আনন্দ উদ্যানের নাতি দূরে এক তরুমূলে উপবিষ্ট আছেন, আমরা আর্য আনন্দকে দর্শন করতে চাই।

তাহা হলে তোমরা শ্রমণ আনন্দকে দর্শন করতে পার। অনন্তর রাজা উদয়নের রাণী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজা উদয়নের রাণীকে আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। রাজা উদয়নের রাণী আয়ুষ্মান আনন্দের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে পঞ্চশত উত্তরাসঙ্গ প্রদান করলেন। রাজা উদয়নের রাণী আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অভিনন্দন এবং অনুমোদন করে, আসন হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিবাদন করে এবং তার পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রেখে রাজা উদয়নের নিকট উপস্থিত হলেন। রাজা উদয়ন দূরে থাকতেই রাণীকে আসতে দেখতে পেলেন। দেখে রাণীকে কহিলেন, তোমরা শ্রমণ আনন্দের দর্শন পেয়েছ কি? আমরা আর্য আনন্দের দর্শন পেয়েছি। তোমরা শ্রমণ আনন্দকে কিছু দিয়েছ কি?

মহারাজ! আমরা আর্য আনন্দকে পঞ্চশত উত্তরাসঙ্গ প্রদান করেছি। রাজা উদয়ন আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন, কেন শ্রমণ আনন্দ বহু সংখ্যক চীবর প্রতিগ্রহণ করলেন? শ্রমণ আনন্দ কাপড়ের ব্যবসা করবেন, না দোকান খুলবেন?

অনন্তর রাজা উদয়ন আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত প্রীত্যালাপাচ্ছলে কুশল প্রশ্ন বিনিময় করলেন। কুশল প্রশ্ন বিনিময় এবং স্মরণীয় বিষয় আলোচনা করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে রাজা উদয়ন আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন-

মহানুভব আনন্দ! আমাদের রাণী কি এখানে এসেছিলেন? হাঁ মহারাজ! আপনার রাণী এখানে এসেছিলেন। মহানুভব আনন্দকে কিছু দিয়েছিলেন কি? হাঁ মহারাজ! পঞ্চশত উত্তরাসঙ্গ প্রদান করেছিলেন। মহানুভব আনন্দ! এত অধিক চীবর কি করতেন? মহারাজ! যেই সমস্ত ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হয়েছে তাহাদেরকে ভাগ করে দিব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন জীর্ণ চীবর কি করবেন? মহারাজ তৎদ্বারা বিছানার চাদর প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন বিছানার চাদর কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা গদির আচ্ছাদন প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন গদির আচ্ছাদন কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা ভূমিতে বিছাবার চাদর প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন ভূমিতে বিছাবার চাদর কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা পাপোষ প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন পাপোষ কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা ধূলি মুছব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন রজহরনী কি করবেন? মহারাজ! তাহা ছিন্ন বিছিন্ন করে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করে গৃহ লেপন করবে।

তখন রাজা উদয়ন এই সমস্ত শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ বিশেষ ভাবে ভেবে কার্য করেন, কিছু বৃথা যেতে দেন না। এই ভেবে আয়ুষ্মান আনন্দকে আর ও পঞ্চশত শ্বেত বস্ত্র প্রদান করলেন। এই ভাবে আয়ুষ্মান আনন্দ প্রথম বারে সহস্র চীবর দান পেলেন।

(২) ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান

অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ঘোষকারামে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান ছন্ন আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ছন্নকে আয়ুষ্মান আনন্দ কহিলেন, বন্ধু ছন্ন! সংঘ, তোমার ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা দিয়েছেন। প্রভো! আনন্দ! ব্রহ্মদণ্ড কাকে বলে?

বন্ধু ছন্ন! তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা বলতে পারবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ! তোমাকে কিছু বলবেন না। উপদেশ দিবেন না এবং অনুশাসন করবেন না। প্রভো! আনন্দ! আমি যে ইহাতে মারা গেলাম। ভিক্ষুগণ যে আমাকে কিছু বলবেন না, উপদেশ দিবেন না এবং অনুশাসন করবেন না। এই বলে সেই খানেই মুচ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন ব্রহ্মদণ্ডে দুঃখিত, লজ্জিত এবং ঘৃনাবোধ করে একাকী সঙ্গরহিত, অপ্রমত্ত, উদ্যোগী এবং সংযম পরায়ন হয়ে বাস করে অচিরেই যেই জন্য কূল পুত্র আগার ত্যাগ করে সম্যক ভাবে অনাগারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং লাভ করে সাক্ষাৎকার করে অবস্থান করতে লাগলেন। জন্ম জীব ক্ষীণ হয়েছে। ব্রহ্মচর্যাচরণ পূর্ণতা লাভ করেছে, করনীয় সমাপ্ত হয়েছে এবং করবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই, বলে অবগত হলেন। আয়ুষ্মান ছন্ন অন্যতম অর্হতের মধ্যে গণ্য হলেন।

আয়ুষ্মান ছন্ন অর্হত্ব লাভ করে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন-প্রভো, আনন্দ! আমার ব্রহ্মদণ্ড প্রত্যাহার করুন।

বন্ধু, ছন্ন! যখনই তুমি অর্হত্ব লাভ করেছ, তখনই তোমার ব্রহ্মদণ্ড প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই বিনয় সঙ্গীতিতে অনূন অনধিক পঞ্চশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এইজন্য এই বিনয় সঙ্গীতি পঞ্চশতিকা নামে অভিহিত।

পঞ্চশতিকা স্কন্ধ সমাপ্ত একাদশ।

১২-সপ্ত শতিকা স্কন্ধ

বৈশালীতে নিয়ম বিরুদ্ধ আচার

স্থান-বৈশালী

(১) বৈশালীতে স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ

সেই সময় ভগবানের পরিনির্বাণের শত বৎসর পরে বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষু দশবস্তু প্রচার করতেছিল, (১) শৃঙ্গে পূরে লবন রাখা বিহিত, (২) কেশ দুই আঙ্গুল রাখা বিহিত, (৩) বিনা ত্রিচীবরে গ্রামান্তরে গমন বিহিত, (৪) আবাসে বাস করা বিহিত, (৫) বিনা অনুমতিতে গমন বিহিত, (৬) আচীর্ন বিহিত, (৭) যাহা মন্থন করা হয় নাই তাহা বিহিত, (৮) জালোগি পান বিহিত, (৯) ঝালর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিহীন বসিবার কাপড় বিহিত এবং (১০) স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহণ বিহিত।

সেই সময় আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র বৃজিদেশে পর্যটন করতে করতে বৈশালীতে গমন করলেন। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন। মহাবনে কুটাগার শালায়। সেই সময় বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ উপস্থিত উপোসথ দিবসে কাংস্য পাত্র জলপূর্ণ করে ভিক্ষুসংঘের মধ্যস্থলে স্থাপন করে আগত বৈশালীর উপাসকগণকে বলতেছিল-বন্ধো! সংঘকে কার্ষাপন অর্দ্ধ কার্ষাপন, পাদ, মাষা প্রদান কর, তাতে সংঘের সামগ্রীর প্রয়োজন মিটিবে।

এরূপ বললে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালী নিবাসী উপাসকগণকে কহিলেন, বন্ধো! সংঘকে কার্ষাপন, অর্দ্ধ কার্ষাপন, পাদ কিংবা মাষা প্রদান করি ও না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের স্বর্ণ রৌপ্য বিহিত নহে। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ মণি, সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ করেন না।

আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র এরূপ বলা সত্ত্বে ও বৈশালী নিবাসী উপাসকগণ সংঘকে কার্ষাপন, অর্দ্ধকার্ষাপন, পাদ এবং মাষা প্রদান করল। তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ সেই রাত্রি অবসানে সেই হীরক ভিক্ষু গগণা করে ভাগ করল। বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্রকে কহিল, বন্ধো! হীরকের এই অংশ আপনার, বন্ধো! আমার হীরকের অংশ নাই, আমি হীরক উপভোগ করব না।

(২) যশের প্রতিস্মরনীয় কর্ম

তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্রক ভিক্ষুগণ এই যশ কাকণ্ড পুত্র শ্রদ্ধাবান প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করতেছেন, প্রাসাদহীন করতেছেন, অতএব আমরা তাঁর প্রতিস্মরনীয় কর্ম করব। এই ভাবিয়া তাহার প্রতিস্মরনীয় কর্ম করিল। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্রগণকে কহিলেন-

বন্ধুগণ! ভগবান বিধান দিয়েছেন যার প্রতিস্মরনীয় কর্ম করা হয়েছে তাকে অনুদূত (সহগামী) প্রদান করবে। বন্ধুগণ! আমাকে একজন অনুদূত প্রদান কর।

তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ জনৈক ভিক্ষুকে মনোনীত করে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্রকে অনুদূত প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র অনুদূত ভিক্ষু সহ বৈশালীতে প্রবেশ করে বৈশালী নিবাসী উপাসকগণকে কহিলেন-আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আমি নাকি আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি।

বন্ধুগণ! এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! চন্দ্র সূর্য্যের চতুর্বিধ উপক্লেশ (মল) আছে, যেই উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র সূর্য তপ্ত হয় না, প্রভাসিত হয় না, প্রকাশিত হয় না। সেই চারি কি? ভিক্ষুগণ! অভ্র (মঘ) চন্দ্র সূর্যের উপক্লেশ, যেই উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র সূর্য তপ্ত হয় না। আলো প্রকাশিত হয় না। কুয়াশা চন্দ্র সূর্যের উপক্লেশ...... রজ মিশ্রিত ধূম চন্দ্র সূর্যের উপক্লেশ .... রাহু অসুরেন্দ সূর্যের উপক্লেশ .....। ভিক্ষুগণ! শ্রমণ ব্রাহ্মণগণের চতুর্বিধ উপক্লেশ আছে, যেই উপক্লেশে উপক্লিষ্ট হয়ে কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ তপ্ত হয় না। প্রভাসিত হয় না, প্রকাশিত হয় না। সেই চারি কি?

ভিক্ষুগণ! কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, মৈরেয় পান করে, সুরামৈরেয় পানে বিরত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা প্রথম.... উপক্লেশ...... (২) কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ মৈথুন সেবন করে, মৈথুন হতে বিরত হয় না,..... (৩) কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ স্বর্ণ রৌপ্য উপভোগ করে, স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণে বিরত হয় না।..... (৪) কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ মিথ্যা জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে। মিথ্যা জীবিকা হতে বিরত হয় না।

ভিক্ষুগণ! শ্রমণ ব্রাহ্মণের এই চতুর্বিধ উপক্লেশ যেই উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ তপ্ত হয় না, প্রভাসিত হয় না। প্রকাশিত হয় না। বন্ধুগণ! ভগবান এরূপ বললেন। ইহা বলে সুগত পুনঃ এরূপ কহিলেন-

রাগদোসপরিকিলিট্‌ঠা একে সমণ ব্রাহ্মণা
অবিজ্জানিবুতা পোসা পিয়ারূপাভিনন্দিনো
সুরং পিবন্তি মেরয়ং পটিসেবন্তি মেথুনং
রজতং জাতরূপঞ্চ সাদিয়ন্তি অবিদ্দসু
মিচ্ছাজীবেন জীবন্তি একে সমণ ব্রাহ্মণা
এতে উপক্কিলেসা বুত্তা বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা
ন তপন্তি ন ভাসন্তি ন বিরোচন্তি অসুদ্ধা সরজা মগা
অন্ধকারেন ওনদ্ধা তণ্‌হাদাসা সনেত্তিকা
বড্‌ঢেন্তি কটস্মিং ঘোরং আদিযন্তি পুনব্‌ভবন্তি।

(৩) যশের স্বপক্ষ প্রবল করা

এরূপ বলে নাকি আমি শ্রদ্ধাবান প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি। আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলতেছি। বন্ধুগণ! এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন, বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। সেই সময় রাজার অন্তপুর মধ্যে রাজ পরিষদে একত্রিত জনতার মধ্যে এই কথা আলোচিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছিল-

শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্য অবিহিত নহে, শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্যের উপভোগ করেন। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করে থাকেন। সে সময় মণি চুড়কগামনী সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মণি চুড়কগামনী সেই জনতাকে কহিলেন, আর্য! এরূপ বলবেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্য বিহিত নহে, শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ মণি সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, স্বর্ণ রৌপ্য হতে দূরে অবস্থান করেন। মণি চুড়কগামনী সেই পরিষদকে বুঝাতে সমর্থ হলেন। অনন্তর মণি চুড়কগামনী সেই পরিষদকে বুঝায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে মণি চুড়কগামনী ভগবানকে কহিলেন- প্রভো! রাজ অন্তপুরে রাজ পরিষদে একত্রিত জনতার মধ্যে এরূপ কথা আলোচিত হয়েছিল। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্য অবিহিত নহে, শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্যের উপভোগ করেন। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করে থাকেন। সে সময় মণি চুড়ক গামনী সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মণি চুড়ক গামনী সেই জনতাকে কহিলেন, আর্য! এরূপ বলবেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্য বিহিত নহে, শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ মণি সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, স্বর্ণ রৌপ্য হতে দূরে অবস্থান করেন।

প্রভো! আমি সেই পরিষদকে বুঝাতে সমর্থ হয়েছি।

প্রভো! আমি এরূপ বলে ভগবানের পক্ষে যথার্থ বলেছি কি? মিথ্যা বলে ভগবানের নিন্দা করি নাই তো? ধর্মানুসার বলেছি তো? এবং স্বধর্মী তর্ক করে নিন্দিত হয় নাই তো?

গ্রামনি! নিশ্চয়ই তুমি এরূপ বলে সত্যকথা বলেছ, মিথ্যা বলে নিন্দা কর নাই, ধর্মানুসার বলেছ এবং কোন সমধর্মী তর্ক করে নিন্দিত হয় না। গ্রামনি! শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্য বিহিত নহে, শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ মণি সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, তারা স্বর্ণ রৌপ্য হতে দূরে অবস্থিত। গ্রামনি! স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ যার পক্ষে বিহিত, তার পক্ষে পঞ্চকাম গুণ ও বিহিত। পঞ্চ কামগুণ যার পক্ষে বিহিত হয় নিশ্চিতরূপে জানি ও। তাহা শ্রমণ ধর্ম কিংবা শাক্য পুত্রীয় ধর্ম নহে। গ্রামনি! আমি বলতেছি (শাক্য পুত্রীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ) তৃণার্থী, তৃণ, কাষ্টার্থী কাষ্ট, শকটার্থী শকট, পুরষার্থী পুরুষ অন্বেষণ করবে, কিন্তু গ্রামনি! কোন প্রকারেই স্বর্ণ রৌপ্য উপভোগ কিংবা অন্বেষণ করতে পারবে না। বন্ধুগণ! এরূপ বলে নাকি আমি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি। আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

বন্ধুগণ! এক সময় ভগবান সেই রাজগৃহেই আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্য পুত্রকে উপলক্ষ করে স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন এবং শিক্ষাপদের ও বিধান করেছেন। এরূপ বলে নাকি আমি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি। তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি। আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করতেছি। এরূপ বললে বৈশালী নিবাসী উপাসকগণ আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্রকে কহিলেন-

প্রভো! আর্য যশ কাকণ্ড পুত্রই একমাত্র শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ, ইহারা সকলে শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ নহে। প্রভো! যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালীতে অবস্থান করুন। আমরা আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্রকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীর পথ্য ভৈষজ্য দানে আগ্রহান্বিত থাকব।

তখন আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালী নিবাসী উপাসকগণকে বুঝায়ে অনুদূত ভিক্ষুর সহিত আরামে গমন করলেন। বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ অনুদূত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করল-বন্ধো! যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালী নিবাসী উপাসকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কি?

বন্ধুগণ! উপাসকগণ আমাদের প্রতি অন্যায় ভাবে বলেছেন, একমাত্র যশ কাকণ্ড পুত্রকেই শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ এবং আমরা সকলেই অশ্রমণ।

তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বন্ধো! এই যশ কাকণ্ড পুত্র আমাদের দ্বারা মনোনীত না হয়ে গৃহীগণের নিকট প্রকাশিত করেছেন, অতএব আমরা তার উৎক্ষেপনীয় কর্মের বিধান করব। এই ভেবে তারা তাঁকে উৎক্ষেনীয় কর্ম করবার জন্য একত্রিত হল। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র আকাশে অভ্যুত্থিত হয়ে কৌশাম্বীতে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

উভয় পক্ষে শক্তি সংগ্রহ

স্থান-কৌশাম্বী

(১) যশের অবন্তী দক্ষিণাপথের ভিক্ষুগণকে এবং সম্ভূত সানবাসীকে স্বপক্ষে আনয়ন।

অনন্তর আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র পাবাবাসী ও অবন্তী দক্ষিণপথ বাসী ভিক্ষুগণের নিকট দূত প্রেরন করলেন, আয়ুষ্মানগণ! আসুন, এই কলহের মীমাংসা করিব। প্রথমে অধর্ম প্রকট হয়, ধর্ম দূরীভূত হয়। অবিনয় প্রকট হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিনয় দূরীভূত হয়। প্রথমে অধর্ম বাদী প্রবল হয়, ধর্ম বাদী দুর্বল হয়। অবিনয় বাদী প্রবল হয়, বিনয় বাদী দুর্বল হয়।

সেই সময় আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী অহোগঙ্গা পর্বতে বাস করতেছিলেন। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র অহোগঙ্গা পর্বতে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে কহিলেন-

প্রভো! বৈশালী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে দশ বস্তুর প্রচার করতেছে। শৃঙ্গের মধ্যে লবণ পুরে ব্যবহার করা বিহিত.....।

অতএব প্রভো! আমরা এই কলহের মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম প্রকট হয়, ধর্ম দূরীভূত হয়। অবিনয় প্রকট হয়, বিনয় দূরীভূত হয়। প্রথমে অধর্ম বাদী প্রবল হয়, ধর্ম বাদী দুর্বল হয়। অবিনয় বাদী প্রবল হয়, বিনয় বাদী দুর্বল হয়।

তথাস্তু বন্ধো! বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

অতঃপর পাঠেয়্যকা (পাবা) নিবাসী ষাটজন ভিক্ষু সকলেই অরণ্যবাসী, সকলেই ভিক্ষান্ন ভোজী, সকলেই পাংশুকূল চীবরধারী, সকলেই ত্রিচীবরধারী এবং সকলেই অর্হত। অহোগঙ্গা পর্বতে সমবেত হলেন। অবন্তী দক্ষিণাপথ নিবাসী আটাশীজন ভিক্ষু, কেহ অরণ্যবাসী, কেহ ভিক্ষান্ন ভোজী, কেহ পাংশুকূল বস্ত্রধারী, কেহ ত্রিচীবরধারী এবং সকলেই অর্হত। অহোগঙ্গা পর্বতে সমবেত হলেন। মন্ত্রণা করবার সময় তাদের মনে এই চিন্তা উদিত হল। এই কলহ গুরুতর এবং সাংঘাতিক, আমরা কিরূপে এরূপ পক্ষ পেতে পারি যাতে এই কলহের (উপশমে) আমাদের শক্তি প্রবল হয়।

সেই সময়ে বহু শ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচ পরায়ন, শিশিক্ষু আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্য দেশে বাস করতেছিলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল, এই আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্য দেশে অবস্থান করছেন। তিনি বহু শ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ মেধাবী, লজ্জাশীল, সংকোচ পরায়ন, শিশিক্ষু। যদি আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে স্বপক্ষে পাই তাহা হলে আমরা প্রবল পক্ষ হব।

আয়ুষ্মান রেবত অমানুষিক বিশুদ্ধ দিব্য ধাতুদ্বারা স্থবির ভিক্ষুগণের মন্ত্রণা শুনিতে পেলেন। শুনে তাঁর মনে এই চিন্তা উদিত হল। এই কলহ গুরুতর এবং সাংঘাতিক, এরূপ কলহ (অবসানে) যোগ না দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না। এখন তারা আসবে। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে আমি নিরাপদে যেতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারব না।

অতএব আমি পূর্বেই গমন করব। এই ভেবে আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্য হতে সংকাশ্য গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সোরেয্য গমন করে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ুষ্মান রেবত এখন কোথায় আছেন? সেখানের লোকেরা বলল আয়ুষ্মান রেবত সংকাশ্য গমন করেছেন। আয়ুষ্মান রেবত সংকাশ্য হতে কান্যকুব্জ গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ! সংকাশ্য গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান রেবত কোথায় আছেন? সেখানের লোকেরা বলল- আয়ুষ্মান রেবত কান্যকুব্জ গিয়েছেন। আয়ুষ্মান রেবত কান্যকুব্জ হতে উদুম্বর গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ কান্যকুব্জ গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান রেবত এখন কোথায়? সেখানের লোকেরা বলিল আয়ুষ্মান রেবত উদুম্বর গিয়েছেন। আয়ুষ্মান রেবত উদুম্বর হতে অর্গলপুর গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ উদুম্বর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ুষ্মান রেবত এখন কোথায় অবস্থান করতেছে? সেখানের লোকেরা বলল আয়ুষ্মান রেবত অর্গলপুর গমন করেছেন। আয়ুষ্মান রেবত অর্গলপুর হতে সহজাতি গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ অর্গলপুর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান রেবত এখন কোথায়? সেখানের লোকরা বলল আয়ুষ্মান রেবত সহজাতি গিয়েছেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সহজাতিতে গিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের সহিত মিলিত হলেন।

স্থান-সহজাতি

(২) রেবতকে স্বপক্ষ ভুক্ত করা

আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্রকে কহিলেন, বন্ধো! এই আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা সংকোচশীল এবং শিশিক্ষু। আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি এক প্রশ্নের উত্তর দানেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করতে পারবেন। আয়ুষ্মান রেবত এখন স্বর ভানক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে স্বসরে আবৃত্তির জন্য কহিবেন। তার স্বসরে আবৃত্তি সমাপ্ত হবার পর তুমি আয়ুষ্মান রেবতের নিকট গিয়ে এই দশবস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তথাস্তু প্রভো! বলে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান রেবত স্বর ভানক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে আদেশ করলেন। তখন আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র সেই ভিক্ষুর স্বসরে আবৃত্তি সমাপ্ত হবার পর আয়ুষ্মান রেবতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র আয়ুষ্মান রেবতকে কহিলেন, প্রভো! শৃঙ্গের ভিতর লবণ পুরে ব্যবহার করা চলে কি? বন্ধো! শৃঙ্গের ভিতর লবণ পুরা অর্থ কি? প্রভো! যেখানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লবনের অভাব হবে সেখানে উপভোগ করব। এই ভেবে শৃঙ্গে লবণ পূরে নিয়ে যেতে পারা যায়? বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

(২) প্রভো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! দ্বি প্রহরের পর দ্বি অঙ্গুল অতিক্রম করলে ভোজন করতে পারা যায়?

বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

(৩) প্রভো! গ্রামান্তর কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! এখন গ্রামান্তরে গমন করব এই ভেবে ভুক্ত নিবারিত ভিক্ষু অনতিরিক্ত ভোজন করতে পারে কি?

বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

(৪) প্রভো! আবাস কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! আবাস কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! এক সীমান্তর্গত বহু সংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথক উপোসথ করা চলে কি?

বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

(৫) প্রভো! অনুমতি কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! অনুমতি কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! পরে উপস্থিত ভিক্ষুকে জানাব এই ভেবে (এক) সংঘ বিনয় কর্ম করতে পারে কি?

বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

(৬) প্রভো! আচীর্ন কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! আচীর্ন কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচারণ করেছেন, এইবলে তাহা আচরণ করতে পারা যায় কি?

বন্ধো! আচীর্ন কপ্পো কোনটি বিহিত আবার কোনটি বিহিত নহে।

(৭) প্রভো! অকথিত কপ্পো কি? বন্ধো! অকথিত অর্থ কি? প্রভো! ক্ষীর ক্ষীরত্ব ত্যাগ করেছে অথচ দধিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। তাহা ভুক্ত নিবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত পান করতে পারে কি? বন্ধো! তাহা বিহিতে নহে।

(৮) প্রভো! জলোগি পান করা বিহিত কি? বন্ধো! জলোগি অর্থ কি? প্রভো! যে সুরা এই মাত্র চোয়ানো হয়েছে। কিন্তু সুরায় পরিণত হয় নাই। তাহা পান করতে পারা যায় কি? বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

(৯) প্রভো! অদশক বসবার আসন বিহিত কি? বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

(১০) প্রভো! স্বর্ণ রৌপ্য বিহিত কি? বন্ধো! বিহিত নহে।

প্রভো! বৈশালী নিবাসী বৃজি পুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে এই দশবস্তু প্রচার করতেছে। অতএব প্রভো! আমরা এই কলহ মীমাংসা করব। পূর্বে অধর্ম প্রকাশিত হয়, ধর্ম দূরীভূত হয়। অবিনয় প্রকাশিত হয়, বিনয় দূরীভূত হয়। পূর্বে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়। অবিনয় বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়। তথাস্তু, প্রভো! বলে আয়ুষ্মান রেবত যশ কাকণ্ড পুত্রকে প্রত্যুত্তরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্মতি জানালেন।

প্রথম ভনিতা সমাপ্ত।

(৩) বৈশালী বাসী ভিক্ষুগণের ও আয়োজন

বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রবণ করল, যশ কাকণ্ড পুত্র এই কলহ মীমাংসার নিমিত্ত স্বপক্ষ সুদৃঢ় করতেছেন। তখন বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল। এই কলহ গুরুতর এবং সাংঘাতিক; কিরূপে আমাদের পক্ষ এই কলহে প্রবল করতে পারি? তাদের মনে এই চিন্তা উদিত হল, এই আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা সংকোচশীল এবং শিশিক্ষু। আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে আমাদের স্বপক্ষে পেলে এই কলহে আমরা প্রবল হব। এই ভেবে বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রমণের উপযোগী বিবিধ সামগ্রী সজ্জিত করল, পাত্র, চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কোমর বন্ধ, জল ছাঁকনি এবং ধর্মকারক (গাড়ু) বৈশালী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রমণের উপযোগী এই সব সামগ্রী নিয়ে নৌকায় করে সহজাতি অভিমূখে গমন করলেন। নৌকা হতে অবতরন করে এক বৃক্ষমূলে আহার করলেন। তখন নির্জ্জনে ধ্যানাস্থিত থাকবার সময় আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্তে পরিবিতর্ক উপস্থিত হল। কারা ধর্মবাদী পাবেয্যক (পশ্চিমা দেশীয়) ভিক্ষু প্রাচীনক (পূর্ব দেশীয়) ধর্ম বিনয় সুক্ষ্ম ভাবে পর্যালোচনা করায় তাঁর মনে এই চিন্তা উদিত হল, প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নহে; পাবেয্যক (পশ্চিমা দেশীয়) ভিক্ষু ধর্মবাদী। তখন শুদ্ধাবাস কায়িক জনৈক দেবতা স্বচিত্তে আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্ত পরিবিতর্ক অবগত হয়ে যেমন বলবান পুরুষ অক্লেশে সংকুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সংকুচিত করে, এভাবে শুদ্ধাবাস দেবলোক হতে অন্তর্হিত হইয়া আয়ুষ্মান সাঢ়ের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। সেই দেবতা আয়ুষ্মান সাঢ়কে কহিলেন-সাধু-সাধু, প্রভো সাঢ়! প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নহে, পাবেয্যক ভিক্ষুই ধর্মবাদী। প্রভো, সাঢ়! ধর্মবাদীর পঞ্চাবলম্বন করুন।

দেবতে! পূর্বে এবং বর্ত্তমানে ও আমি ধর্মবাদী পক্ষে আছি। কিন্তু এখন আমার মত প্রকাশ করব না। নিশ্চয়ই আমাকে এই কলহে মনোনীত করবে।

বৈশালী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রমণোপযোগী উক্ত সামগ্রী নিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে কহিলেন-

প্রভো! স্থবির পাত্র চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কোমর বন্ধ, জল ছাঁকনি এবং ধর্মকরন আদি শ্রমণের উপযোগী সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন।

বন্ধো! আমার প্রয়োজন নাই, আমার নিকট পাত্র চীবর, পরিপূর্ণ আছে, এই বলে প্রতিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করলেন না।

(৪) উত্তরের বৈশালীবাসীর পক্ষাবলম্বন করা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই সময় বিংশতি বর্ষীয় উত্তর নামক ভিক্ষু আয়ুষ্মান রেবতের উপস্থাপক (সেবক) ছিলেন। বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উত্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উত্তরকে কহিলেন-আয়ুষ্মান উত্তর, পাত্র চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কোমর বন্ধ, জল ছাঁকনি এবং ধর্মকারক আদি শ্রমণের উপযোগী সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন।

বন্ধো! আমার প্রয়োজন নাই, আমার নিকট পাত্র চীবর, পরিপূর্ণ আছে। এই বলে প্রতিগ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না।

বন্ধো উত্তর! জন সাধারণ শ্রমণের উপযোগী সামগ্রী ভগবানের নিকট লয়ে উপস্থিত হত। ভগবান গ্রহণ করলে তারা সন্তোষ লাভ করত। ভগবান গ্রহণ না করলে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট নিয়ে উপস্থিত হত।

প্রভো! স্থবির শ্রমণ ব্যবহার্য সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন। ভগবান গ্রহণ করলে যেরূপ হয়, আপনি গ্রহণ করলে ও সেরূপ হবে। আয়ুষ্মান উত্তর শ্রমণ ব্যবহার্য সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন। ইহা স্থবিরের (রেবতের) গ্রহণ করার ন্যায় হবে।

তখন আয়ুষ্মান উত্তর বৈশালীবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে একখানা চীবর গ্রহণ করে কহিলেন,

বন্ধুগণ! আপনাদের কিসের প্রয়োজন বলুন? আয়ুষ্মান উত্তর স্থবিরকে এইমাত্র বল যে, প্রভো! স্থবির সংঘ সভায় এমাত্র বলবেন, প্রাচীন জনপদে (দেশে) বুদ্ধ ভগবান উৎপন্ন হয়ে থাকেন। পূর্ব দেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী পাবেয্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নহেন।

তথাস্তু, বন্ধো! বলে আয়ুষ্মান উত্তর বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে কহিলেন, প্রভো! স্থবির সংঘ সভায় বলবেন, পূর্ব জনপদেই বুদ্ধ ভগবান উৎপন্ন হয়ে থাকেন, পূর্ব দেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী, পাবেয্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নহেন।

ভিক্ষুগণ! তুমি আমাকে অধর্ম বিষয়ে নিয়োজিত করতেছ, এই বলে স্থবির আয়ুষ্মানকে বিতাড়িত (প্রনামিত) করলেন। বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উত্তরকে কহিলেন, বন্ধু উত্তর! স্থবির কি বলেছেন?

বন্ধো! আমি অন্যায় কার্য করেছি। ভিক্ষু তুমি আমাকে অধর্ম বিষয়ে নিয়োগ করতেছ, এই বলে স্থবির আমাকে বিতাড়িত করেছেন।

বন্ধো! তুমি বৃদ্ধ, বিশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু না হও কি?

হাঁ বন্ধো! ইহা বটে। আমরা তোমাকে গুরুভাবে গ্রহণ করব। অতঃপর সেই কলহের বিচার করবার মানসে সংঘ সম্মিলিত হলেন। আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন। সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আমরা এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিবাদের এখানেই মীমাংসা করি তাহা হলে হত প্রতিবাদী (মূল দায়ক) ভিক্ষুগণ পুনর্বিচার প্রার্থী হবে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে যেখানে এই বিবাদ উৎপন্ন হয়েছে, সংঘ সেখানেই এই বিবাদের মীমাংসা করবেন।

অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ সেই বিবাদ মীমাংসা করবার জন্য বৈশালী গমন করলেন।

স্থান-বৈশালী

(৫) সর্বকামীর যশের পক্ষাবলম্বন

সেই সময় জগতে আয়ুষ্মান আনন্দের সহবিহারী সংঘ স্থবির উপসম্পদায় একশত বিংশতি বৎসর বয়স্ক সর্বকামী বৈশালীতে অবস্থান করতেছিলেন। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে কহিলেন-

বন্ধো! যেই বিহারে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির অবস্থান করেন, সেই বিহারে যাব। আপনি প্রত্যুষেই আয়ুষ্মান সর্বকামী নিকট এসে উক্ত দশবস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। তথাস্তু, প্রভো! বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী (শ্মশান বাসী কিংবা শনবস্ত্রধারী) আয়ুষ্মান রেবতকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন।

যেই বিহারে সর্বকামী স্থবির অবস্থান করেন, আয়ুষ্মান রেবত সেই বিহারে গমন করলেন। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে আয়ুষ্মান সর্বকামী প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আয়ুষ্মান রেবতের শয্যাসন ছিল। আয়ুষ্মান রেবত এই স্থবির বৃদ্ধ শয়ন করেন না। এই ভেবে শয়ন করলেন না। আয়ুষ্মান সর্বকামী এই আগন্তুক ভিক্ষু পরিশ্রান্ত হয়ে ও শয়ন করতেছেন না। এই ভেবে শয়ন করলেন না। আয়ুষ্মান সর্বকামী প্রত্যুষে আয়ুষ্মান রেবতকে কহিলেন-

বন্ধু! তুমি এখন কোন বিহারে (ধ্যান) অধিক সময় অতিবাহিত কর?

প্রভো! এখন আমি অধিক সময় মৈত্রী বিহারে অধিক সময় অতিবাহিত করি।

বন্ধু! তুমি এখন কুল্লক (অনাবৃত) বিহারে ধ্যানে অধিক সময় অতিবাহিত করতেছ। কুল্লক বিহার অর্থ মৈত্রী।

প্রভো! পূর্বে আমি গৃহীবস্থায় ও মৈত্রী ভাবনা করতাম। তথাপি এখন ও আমি অধিক সময় মৈত্রী বিহারে (ধ্যানে) অবস্থান করি। যদি ও বা আমি বহুদিন পূর্বে অর্হত্ব লাভ করেছি। প্রভো! স্থবির এখন অধিক সময় কোন বিহারে (ধ্যানে) অবস্থান করেন?

বন্ধু! আমি এখন অধিক সময় শূন্যতা বিহারে (ধ্যানে) অবস্থান করে থাকি।

প্রভো! স্থবির যে এখন মহাপুরুষ বিহারে অধিক সময় অতিবাহিত করতেছেন।

প্রভো! মহাপুরুষ বিহার অর্থই শূন্যতা।

বন্ধু! পূর্বে ও আমি গৃহস্থবস্থায় শূন্যতা বিহারে অবস্থান করতাম। যদি ও বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি বহু পূর্বে অর্হত্ব লাভ করেছি, তথাপি আমি এখন অধিক সময় শূন্যতা বিহারে অবস্থান করতেছি।

যখন স্থবিরগণের এই ভাবে আলাপ আলোচনা চলতেছিল, তখন আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী এসে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান সর্বকামীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সর্বকামীকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান সম্ভূত বাসী আয়ুষ্মান সর্বকামীকে কহিলেন-

প্রভো! বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে দশবস্তু প্রচার করতেছেন। শৃঙ্গ লোন কপ্পো বিহিত ...... স্বর্ণ, রৌপ্য বিহিত। স্থবির স্বীয় উপাধ্যায়ের (আনন্দের) নিকট বিবিধ ধর্ম এবং বিনয় শিক্ষা করেছেন। ধর্ম বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় স্থবিরের কিরূপ বোধ হচ্ছে? কারা ধর্মবাদী? প্রাচীন বা পাবেয্যক?

বন্ধো! আপনি উপাধ্যায়ের নিকট বিবিধ ধর্ম বিনয় শিক্ষা করেছেন।

বন্ধো! ধর্ম বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় আপনার কিরূপ বোধ হচ্ছে? কারা ধর্মবাদী? প্রাচীনক না পাবেয্যক? প্রভো! ধর্ম বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় আমার এরূপ মনে হচ্ছে, প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নহেন, পাবেয্যক ভিক্ষুই ধর্মবাদী। আমাকে এই কলহ মীমাংসায় মনোনীত করবেন ভেবে আমি কিন্তু আমার মত প্রকাশ করতেছি না।

বন্ধো! আমার ও ধর্ম বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় এরূপ মনে হচ্ছে, প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নহে, পাবেয্যক ভিক্ষুই ধর্মবাদী। এই কলহ মীমাংসায় আমাকে মনোনীত করবেন ভেবে আমি কিন্তু আমার মত প্রকাশ করতেছি না।

সঙ্গীতির কার্যাবলী

(১) কার্য নির্বাহক সমিতির নির্বাচন

সেই বিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত সংঘ সমবেত হইলেন। উক্ত বিবাদ মীমাংসা করবার সময় নানাবিধ বৃথা কথা উৎপন্ন হতে লাগল, একটি কথার অর্থ ও বুঝা গেল না। তখন আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের এই বিবাদ মীমাংসা করবার সময় নানাবিধ বৃথা কথা উৎপত্তি হচ্ছে, একটি ও কথার অর্থ বুঝা যাচ্ছে না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে সংঘ এই বিবাদ কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা (উব্বহিকায়) মীমাংসা করতে পারেন।

চারি প্রাচীনক ভিক্ষু এবং চারি পাবেয্যক ভিক্ষু মনোনীত করলেন। প্রাচীনক ভিক্ষুগণের পক্ষে আয়ুষ্মান সর্বকামী, আয়ুষ্মান সাঢ়, আয়ুষ্মান ক্ষুদ্র শোভিয় এবং আয়ুষ্মান বার্ষভগ্রামিক। পাবেয্যক ভিক্ষুগণের পক্ষে আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্ভূত সানবাসী, আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র এবং আয়ুষ্মান সুমনকে মনোনীত করলেন। আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন-

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের এই বিবাদ মীমাংসা করবার সময় নানবিধ বৃথা কথা উৎপত্তি হচ্ছে, একটি বাক্যের অর্থ ও বুঝা যাচ্ছে না। যদি সংঘ উচিত মনে করেন তাহা হলে এই বিবাদের মীমাংসা করবার জন্য সংঘ প্রাচীনক পক্ষে চারিজন এবং পাবেয্যক পক্ষে চারিজন ভিক্ষুকে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন করবেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই বিবাদের মীমাংসা করবার সময় নানাবিধ বৃথাকথার উৎপত্তি হচ্ছে এবং একটি বাক্যের ও অর্থ বুঝা যাচ্ছে না। কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা করবার জন্য সংঘ প্রাচীনক পক্ষের চারিজন এবং পাবেয্যক পক্ষের চারিজন ভিক্ষুকে নির্বাচিত করতেছেন। প্রাচীনক পক্ষের চারিজন ভিক্ষুকে পাবেয্যক পক্ষের চারিজন ভিক্ষুকে কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত করা যিনি উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। কার্যকরী সমিতির দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা করবার জন্য সংঘ প্রাচীনক পক্ষের চারিজন ভিক্ষুকে এবং পাবেয্যক পক্ষের চারিজন ভিক্ষুকে সদস্য নির্বাচিত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(২) অজিত আসন প্রস্তুত কারক মনোনীত

সেই সময় অজিত নামক দশবর্ষীয় ভিক্ষু সংঘের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ছিলেন। সংঘ আয়ুষ্মান অজিতকে স্থবির ভিক্ষুগণের আসন প্রস্তুত কারক মনোনীত করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হল। এই বালুকারাম রমণীয়, অল্পশব্দ বিশিষ্ট, অল্পরব বিশিষ্ট, অতএব বালুকারামে আমরা এই বিবাদের মীমাংসা করব।

(৩) সঙ্গীতির কার্য ধারা

সেই বিবাদরে মীমাংসা করবার জন্য স্থবির ভিক্ষুগণ বালুকারামে গমন করলেন। আয়ুষ্মান রেবত সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তাহা হলে আমি রেবত কর্তৃক বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সর্বকামীকে কহিলেন-

(১) প্রভো! শৃঙ্গি লবন কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! শৃঙ্গি লবণ কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! শৃঙ্গে যেখানে লবণের অভাব সেখানে উপভোগ করব। এই ভেবে শৃঙ্গে লবণ পূরে নিয়ে যেতে পারা যায়? বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র বিভঙ্গে। কোন অপরাধ হয়? সন্নিধিকারক (সঞ্চিত বস্তু) ভোজন কথায় পাচিত্তিয় হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই প্রথম বস্তুর সংঘ মীমাংসা করলেন। এই বস্তু (বিষয়) ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই প্রথম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(২) প্রভো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো অর্থ কি?

প্রভো! দ্ব্যঙ্গুল ছায়া অতিক্রান্ত হলে বিকালে ভোজন কি বিহিত?

বন্ধো! না, বিহিত নহে।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

রাজগৃহে সূত্র বিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

বিকাল ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সংঘ এই দ্বিতীয় বস্তুর মীমাংসা করলেন। ইহা ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই দ্বিতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম। এই প্রস্তাব গৃহীত হল।

(৩) প্রভো! গ্রামান্তর কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কি?

প্রভো! এখন গ্রামান্তরে প্রবেশ করব, এই ভেবে ভুক্ত, নিবারিত ভিক্ষু অনতিরিক্ত ভোজন করতে পারে কি?

বন্ধু! না, তাহা বিহিত নহে।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

শ্রাবস্তীতে, সূত্র বিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

অনতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই তৃতীয় বস্তুর মীমাংসা করলেন। ইহা ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই তৃতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৪) প্রভো! আবাস কপ্প কি বিহিত?

বন্ধো! আবাস কপ্প অর্থ কি?

প্রভো! এক সীমান্তর্গত বহু সংখ্যক আবাসে পৃথক ভাবে উপোসথ করতে পারে কি?

বন্ধু! না, তাহা বিহিত নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

রাজগৃহে উপোসথ সংযুত্তে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

বিনয় অতিক্রম করায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই চতুর্থ বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই বিষয় ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই চতুর্থ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৫) প্রভো! অনুমতি কপ্প কি বিহিত?

বন্ধো! অনুমতি কপ্প অর্থ কি?

প্রভো! উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণকে জানাব এই ভেবে সংঘের একাংশের বিনয় কর্ম করা কি বিহিত?

বন্ধু! না, তাহা বিহিত নহে।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

চম্পেয়্য স্কন্ধে, বিনয় বস্তুতে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

বিনয় অতিক্রম করায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই পঞ্চম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই পঞ্চম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৬) প্রভো! আচীর্ন কপ্প কি বিহিত?

বন্ধো! আচীর্ন কপ্প অর্থ কি?

প্রভো! আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন এবং আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন। এই ভেবে তদনুরূপ আচরণ করা কি বিহিত?

বন্ধু! কোন কোন আচীর্ন কপ্প বিহিত। আবার কোন কোন আচীর্ন কল্প বিহিত নহে।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই ষষ্ঠ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৭) প্রভো! অমায়িত কপ্প কি বিহিত?

বন্ধো! অমায়িত কপ্প অর্থ কি?

প্রভো! যেই ক্ষীর ক্ষীরত্ব ত্যাগ করেছে অথচ দধিতে পরিনত হয় নাই, তাহা ভূক্ত, নিবারিত ভিক্ষুর অনতিরিক্ত ভোজন করা কি বিহিত?

বন্ধু! তাহা বিহিত নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

শ্রাবস্তীতে, সূত্র বিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

অনতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই সপ্তম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই সপ্তম শলাকা নিক্ষেপ করতেছি।

(৮) প্রভো! জলোগী পান কি বিহিত?

বন্ধো! জলোগী অর্থ কি?

প্রভো! যেই সুরা চোয়ানো হয়েছে অথচ সুরায় পরিনত হয় নাই, তাহা পান করা কি বিহিত?

না, বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

কৌশাম্বীতে, সূত্র বিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

সুরা মৈরেয় পানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই অষ্টম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বিরুদ্ধ। এই অষ্টম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৯) প্রভো! অদশক বসবার আসন কি বিহিত?

না, বন্ধো! বিহিত নহে।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

শ্রাবস্তীতে, সূত্র বিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

ছেদন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই নবম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই নবম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(১০) প্রভো! স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ কি বিহিত?

না, বন্ধো! তাহা বিহিত নহে।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

রাজগৃহে, সূত্র বিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কি অপরাধ হয়?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই দশম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এই দশম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এই দশম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এই 'দশ বস্তু' ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত।

সর্বকামী, বন্ধুগণ! এই বিবাদ মীমাংসিত, শান্তা উপশান্ত এবং সুউপশান্ত হল। বন্ধো! আপনি আমাকে সংঘ সভায় ও সেই ভিক্ষুগণের অবগতির জন্য এই 'দশ বস্তু' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন।

তখন আয়ুষ্মান রেবত সংঘ সভায় আয়ুষ্মান সর্বকামীকে এই দশ বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান সর্বকামী জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের উত্তর প্রদান করলেন।

এই বিনয় সঙ্গীতিতে অনূন্য, অনধিক সাতশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য এই বিনয় সঙ্গীতি সপ্তশতিকা নামে অভিহিত।

সপ্তশতিকা স্কন্ধ সমাপ্ত দ্বাদশ।

চূল বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com